

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রথম ভাগ



2702
শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক

প্রণীত



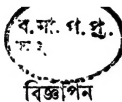
তৃতীয়বার মুদ্রিত

কলিকাতা

জি, পি, বায় এণ্ড কোম্পানির যন্ত্রালয়, কলকাতা-১

এমাম বাড়ী লেন নং ৬৭

শকাব্দ ১৭৭৮



দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেবই বাঞ্ছা
কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহ
সম্যকরূপে অবগত না থাকিতে, মহা অশেষ প্রকার দুঃখ
ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্নাবধি নানা দেশীয়
নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে বিস্তার
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কুতকার্য হইতে
পারেন নাই। অদ্যপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য
প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে
অতএব, এ বিষয়ের বাহ্য কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়,
তাহা একান্ত যত্ন পূর্বক প্রচার করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

শ্রীমুক্ত জজ কুর্সাহেব-প্রণীত “কানন্ টিটিউশন্ আন্
ম্যান্” নামক গ্রন্থে এ বিষয় সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।
তিনি নিঃসংশয়ে নিকরূপে কবিয়াছেন, যে পরমেশ্বরের নি-
য়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন
করিলেই দুঃখ ঘটয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার নিয়ম-
প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-বাজ্য পালন করিতেছেন,
এবং কোন্ নিয়মামুসারে চলিলে নিকরূপ উপকার হয়, ও
কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কি প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত
হওয়া যায়, এই গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঐ প্রার্থের অতিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকেব গোচর করা উচিত ও অতাবশ্যক বোধ হওয়াতে, বাংলা ভাষায় তাহার সাব সকলন পূর্বক 'বাহু বহুর সহিত মানব প্রকৃতির সহজ বিচার' নামক এক এক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ঐ সমস্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া অনেকেই অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকটিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তদনুসারে, পুনর্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। ইহা ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকাবজনক, কিন্তু এ দেশীয় লোকের পক্ষে সেকপ নহে তাহা পরিভাষা করিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহা লিখিত হইয়াছে। এ দেশের পদ্যসংগত, কুপ্রথা, সমুদায় মন্দাচারহণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে। ফলতঃ, এতদেশীয় লোকে ম বিশেষ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন, এই অভিপ্রায়ে আমি এই মানব প্রকৃতি বিষয়ক পুস্তকখানি প্রবৃত্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। তাহা অল্পগ্রহ প্রকাশ পূর্বক এই মনোমোহনা সিদ্ধ করিলে চরিতার্থ হইব।

তাহাদেব নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, যদি ইহাতে কোন স্বমত-বিপরীত ও দেশাচার-বিকল্প, অতিপ্রায় দৃষ্টি করেন, তবে একেবারে অশ্রদ্ধা না

কবিয়া বিচার কবিয়া দেখিবেন। জগদীশ্বর যেমন অজ্ঞকার
 নিবাকরণার্থ জ্যোতিঃপদার্থ সৃজন কবিয়াছেন, সেইরূপ,
 মনুষ্যের ভ্রম বিমোচনার্থ বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।
 অতএব, বুদ্ধি পৰিচালন পূর্বক কর্তব্যাকর্তব্য নিকপণ না
 কবিয়া বহু দোষাকর দেশাচারেব দাস হইয়া চলা বুদ্ধি-
 মান্ জীবের বর্ত্তব্য নহে। নানা দেশে নানা প্রকার পর-
 স্পৰ-বিকল্প ব্যবহার প্রচলিত আছে, তৎসমুদায় সুব্যবহার
 বলিয়া স্বীকার কবিলে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের আর কিছু মাত্র প্র-
 তেদ থাকে না। এক দেশে এই প্রকার প্রথা আছে, যে
 ব্যক্তি নবহতা কবিয়া যত নব-কপাল সংগ্রহ করিতে
 পাবে, তাহার তত সম্মান হয়। অন্য এক দেশে এইরূপ
 রীতি আছে, যে বিদেশীয় লোকের অর্থ হরণ ও প্রাণ
 নাশ কবিলে গৌরব বৃদ্ধি হয়। কত'কত সভা জাতির, মনে
 এই প্রকার ব্যবহার আছে, যে যদি কেহ কাহারও অর্থা-
 মান কবে, তবে অপমানিত ব্যক্তির ইচ্ছামুসারে, উক্ত
 পবস্পৰ গুলি কবিয়া পবস্পৰেব প্রাণ সংহার কবিতে প্র-
 বৃত্ত হয়। অপমানকাৰী ব্যক্তি তাহাতে স্বীকৃত না হইলে
 মান-ভ্রষ্ট ও লজ্জাস্পদ হয় বস্তু দেশের লোকে নর-মাংস
 ভক্ষণ কবিয়া উদর পূর্ণ কবে। কোন দেশে এইরূপ রীতি
 প্রচলিত আছে, যে পিতা, মাতা বা পরিবারস্থ অন্য কোন
 ব্যক্তি অভ্যস্ত পীড়িত বা জ্বরগ্রস্ত হইলে, তাহাকে নষ্ট
 করিয়া তাহার মাংসে কুটুয়াদি ভোজন করায়। উক্ত
 দেশীয় লোকে বা এই সমুদায় দেশাচারকে সন্যাস্তর জ্ঞান

করে বলিয়া বাস্তবিক সদাচার বলা যায় না। এক ধর্মী-
 কান্ত লোকেব মধ্যেও আচার ব্যবহারেব, বস্তুর বিভিন্নতা
 দেখা যায়। হিন্দুস্থানীবা পাক-করা তণ্ডুলাদিকে অন্তর্জ
 ও অম্পূণ্য জ্ঞান করে না, এবং তাহা গাজে ও বস্ত্রে স্পৃষ্ট
 হইলে গাজ ও বস্ত্র ধোতও কবে না। উডিস্যা অঞ্চলে
 এক প্রকার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। মহাবাদ্যীয়
 লোকে স্ত্রী পুরুষে পঁক্ত ভোজনে বসিয়া একত্র আহার
 করে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশীয় লোকেব আচার ব্যবহার
 ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গলা দেশীয় লোক ও হিন্দু-
 স্থানী প্রভৃতি অন্যান্য দেশীয় লোক উভয়েবই পবম্পব-
 সিকদ্ধ ব্যবহার কোন ক্রমেই হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত হইতে
 পারেনা। অতএব, দেশাচার মাত্রই যে বিহিত, একথা
 ভুল বুজি-বিরুদ্ধ। যে রীতি বহু পরমেশ্বরের নিয়মা-
 হারী, তাহাই যথার্থ বিহিত। বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্ব-বাল্য
 প্রসঙ্গার্থে নানা প্রকার শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপন কবি-
 রাছেন, এবং তন্নিক্রপণার্থে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান
 করিয়াছেন। পরম্পরাগত দোষাকর দেশাচারেব অনু-
 রোধে পরমেশ্বর-প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি পবিচালনে ও তৎপ্রতি-
 পন্ন তত্ত্ব সমুদায়ের অনুষ্ঠানে অবহেলা করিলে অপরাধী
 হইতে হয়। অতএব, ব্যাঘ্রতা প্রকাশ পূর্বক নিবেদন
 করিতেছি, যদি কেহ এই গ্রন্থ মধ্যে কোন স্বমত-বিরুদ্ধ
 অভিপ্রায় চুটি করেন, তবে তাহাতে একেবারে অশ্রদ্ধা
 না করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন। মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিতদিগেবও কোন না কোন বিষয়ে জ্ঞান্টি থাকিয়া
পারে, প্রত্যেক আপনাকে অভ্যস্ত জ্ঞান ও আপন-
তকৈ ভ্রম-শূন্য বিবেচনা করিয়া তদ্বিরুদ্ধ সমুদায় অভিপ্রায়
অবিস্বাস করা ক্রাহ্য ও কর্তব্য নহে। যে সমস্ত বর্ধাৎ তদ্ব
নদ্বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই স্বীকার করা ও ভ্রম-
ভূয়ান্নী অতুষ্ঠান করা কর্তব্য। এই মানব প্রকৃতি বিষয়ক
পুস্তকে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা
প্রত্যক্ষমূলক ও যুক্তি-নিষ্পন্ন। বিশেষতঃ, তাহা বর্ধাৎ
কি না, অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।
বিশ্বনিয়ন্তার একটি নিয়মও বিকল হইবার নহে, তাহা
প্রতিপালন করিলেই উৎকর্ষাৎ সুখরূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত
হওয়া যায়।

এতদেশীয় লোকে সংস্কৃত বচন শুনিতেই ক্রোধিত
প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস করেন, এবং তদ্বিরুদ্ধ বাক্য প্রত্যক্ষ-
হইলেও অবিস্বাস করিয়া থাকেন। আমাদের এই
বিষয় কুসংস্কার মহানর্থেব মূল হইয়াছে। তাহা পরি-
ভাগ না করিলে কোন ক্রমেই আমাদের মঙ্গল নাই।
পূর্বে যেমন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা স্ব স্ব বুদ্ধি পরিচালন
পূর্বক জ্যোতির্বাদি কয়েকটা বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া সংস্কৃত
ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি—স, সেইরূপ, যবনাদি অ-
ন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতেবাও স্ব স্ব ভাষায় বিবিধ বিদ্যা
প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, এক্ষণকার ইউরোপীয় প-
ণ্ডিতেরা আপনাদিগের অসাধারণ বুদ্ধি-বলে ঐ সকল

বিদ্যার যেকণ উন্নতি করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সংস্কৃত জ্যোতিষাদিষ্টে অতি সামান্য বোধ হয়। এইকণ, এক্ষণে যে সকল অভিনব তত্ত্ব নিকাপিত ও যে সমুদায় অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা ভাবতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের স্বপ্নেবও অগোচর ছিল। তৎসমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত নাই বলিয়া কদাপি অগ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব, সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য নহে, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রকাষেবা যে বিষয় যত দূর নিকপণ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর জানা যায় না, এই মহানর্থকর কুসংস্কার নিস্তান্ত ভাস্তি-মূলক এবং অত্যন্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। এক্ষণে, এতদ্বৈশীর্ষ্য জন-সাধারণের প্রতি সতিনয় নিবেদন, এই বিষয় কুসংস্কার পবিত্রাঙ্গ পূর্বক এই গ্রন্থোক্ত অতি-প্রায় সমুদায় সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধি ও শুভধাবক কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অবশেষ, সত্বতঃ চিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি, ত্রীযুক্ত ঐশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েবা বহু পবিত্রম স্বীকার পূর্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টকণ আত্মকূলা করিয়াছেন। তাঁহারা এবং তাদৃশ অন্যান্য সন্নিদাশালী বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়াই, আমি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

কলিকাতা।
শকাব্দ ১৭৭৩। ৮ পৌষ।

} শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক

উপক্রমণিকা	১
প্রাকৃতিক নিয়ম	২৪
মনুষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় ও বাহ্য বস্তুব সহিত তাহার সম্বন্ধ নিকপণ }	৫২
ভৌতিক প্রকৃতি	৪২
শারীরিক প্রকৃতি	৪৪
মানসিক প্রকৃতি	৫২
মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়	৮৯
প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার-প্রণালী	১০০
প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কি প্রকার দুঃখ হয়, তাহার বিচার }	১১৪
ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল	১১৫
শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল	১২৪
শারীরিক সুস্থতা ও বলাধান	১২৫
দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি	১২৬
প্রদ্বন্দ্ব বেদনা	১২৯
বিবাহ	১৩২

অন্ন গ্রহণ, জ্যোতিঃ ও বায়ু সেবন প্রভৃতি ..	১৩৪
শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি চালনা	১৩৫
শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন কবিলে যে অনিষ্ট হয়, তাহার উদাহরণ }	১৪৩
অবৈধ বিবাহের ফল	১৪৮
পিতা মাতার গুণাণুগ য়ে সম্মানে বৰ্জে তাহার বিবরণ }	১৫৩
অল্প-বয়স্ক, বৃদ্ধ, উৎকট-বোগ-গুস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের বিবাহ কবা বিহিত নহে }	১৬৪
নিকট-সম্পর্কীয় কন্যাকে বিবাহ কবা উচিত নয় }	১৬৫
ভিন্ন জাতীয় কন্যা বিবাহ কবা অবিক্তিত নহে ..	১৬৬
ভৃত্য মিথ্রাদি যত লোকের সহিত সংস্রব রাখিতে হয়, সকলেবই দোষাদোষ বিবেচন করা আবশ্যক }	১৭১
মৃত্যুর বিষয়	১৭১
আমিষ ভক্ষণ	১৭০

উপক্রমণিকা

এই প্রত্যক্ষ পৰিদৃশ্যমান জগৎ নিবীৰ্ণ কবিতা বিবে-
চনা কৰিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে যাবৎ জাতীয়
প্রাণী ও যাবৎ জাতীয় জড় বস্তুৰ এক এক প্ৰকাৰ
নিৰ্দ্দিষ্ট একুটি আছে, ও অপৰাপৰ বস্তুৰ সহিত তাহাৰ
বিশেষ সম্বন্ধও নিকপিত আছে। তদ্ব্যতিক্ৰম্য কৰি
এই সমস্ত পৰম্পৰ সম্বন্ধেৰ বিষয় আশ্চৰ্য্যকৰণ
অটুপ্তা, অবিচীৰ্ণ, অনাদি, পৰম পৰমেশ্বৰ
সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি কৰেন। তিনি বিশ্বকৰ্ত্তাৰ
শক্তি ও মঙ্গলান্বেষণ এই বিশ্বৰ সৰ্ব স্থানে দেখা
মান দেখিতে পান। জগদীশ্বৰ বিবিধ বস্তুৰ সৃষ্টি কৰিয়া
তাহাদেৰ পৰম্পৰ যে রূপ সম্বন্ধ নিকপিত কবিতা দিয়া-
ছেন, অর্থাৎ বিশ্ব-বার্তা পৰিপালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম
সংস্থাপন কৰিয়াছেন, তাহা কেবল সংসারৰ শুভাতি-
প্ৰায়েই সঙ্কলিত। সেই সমস্ত সুকৌশল-সম্পন্ন সূচক
নিয়ম অবগত হইলে, পৰাপৰ পৰমেশ্বৰেৰ প্ৰতি
প্ৰগাঢ় প্ৰীতিৰ সঞ্চাৰ হয়, এবং তদনুযায়ী কাৰ্য্য কৰিতে যত
সমর্থ হওঁয়া যায়, ততই সুখ সচ্ছন্দতাৰ আতিশয়া হয়।

আমাদিগের চুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির উপায় বিবেচনা কবিত্তে হইলে, আমাদিগের ক্রিয়াকলাপ, প্রকৃতি, ও বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিতই বা তাহাব ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধ, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য এই ভূলোকে সৰ্ব্ব-জীব-শ্রেষ্ঠ। যে সকল গুণে তিনি এই পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন, তাহা ভূমণ্ডলে আর কোন জন্তুবই নাই, এবং অন্য কোন জন্তুতে তাদৃশ পৰম্পৰ-বিকল্প গুণও দৃষ্ট কৰা যায় না। এক বিষয়ে তাঁহাকে পিশাচ তুলা বোধ হয়, আর বিষয়ে তাঁহাকে দেব তুলা বলি-লেও বলা যায়। যখন তাঁহাব বহুস্তল-বৰ্ত্তিনী সংহাব কৃষ্টি ও নানা প্রকার পাপাচরণ মনে কৰা যায়, তখন তাঁহাকে অন্ধকারাবতার বলিয়া জ্ঞান হইতে পাবে। কিন্তু তাহাব অল্প বিদ্যা, কাকণা স্বভাব, স্বদেশের হিতোৎ-সাহা, বিশ্বপতির মহিমামুগ্ধাশীলন এই সৰ্ব্ব গুণ আলোচনা করিলে বোধ হয়, তিনি কোন পৰম সুখাম্পদ স্বৰ্গলোক হইতে অবতরণ কৰিয়া পৃথিবীর হিতার্থ জন্ম গ্রহণ কৰি-য়াছেন। আর কোন জন্তুতেই একপ পৰম্পৰ-বিকল্প, গুণ সমূহের একত্র সমাবেশ উপলব্ধ হয় না।

ছাগ ও মেঘের বাদৃশ চুৰ্ছল প্রকৃতি এবং নিকপত্রব মৃদু স্বভাব, বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহাদিগের তদুপ-যোগী সম্বন্ধ ঘটনা হইয়াছে। তাহাবা মনুষ্যের আ-শ্রয়ে থাকিয়া ফল পত্রাদি আহাব কৰিয়া পৰিতৃপ্ত হয়, এবং মনুষ্যের যত্নে প্রতিপালিত হইয়া নিৰ্ব্বিঘ্নে

কাল যাপন কৰে। ব্যাপ্ত অতি দুৰ্দান্ত সিংহ জন্তু, উৰ্দ্ধ
 ত্বসাৰে বহু-পশু-সমাকীৰ্ণ মহাবল্য তাহাব আবাস-স্থান,
 একে তথায় তাহাব হিংস্র স্বভাব প্রকাশেব স্থল ও
 সীমা সূচাক-কুপে নিকপিত আছে। নিকপত্ৰব ছাণ
 মেঘ প্রভৃতি তৃণ পত্ৰ আহাব কৰিয়া যেকপ তৃপ্তি-
 সুখান্বনন কৰে, জীবদ্রোহী ব্যাপ্ত আপনাব নৃশংস
 শক্তি প্রচোব কৰিয়া সেই কপই তৃপ্তি-সুখ প্রাপ্ত হয়।
 অপবাপব জন্তুব প্রকৃতিও এই প্রকাৰ, অর্থাৎ তাহা-
 দিগেব শাৰীৰিক ভাব, মানসিক বৃত্তি ও তাৰে বাহ
 বস্ত বিষয়ক সম্বন্ধ সমুদায় পবল্লব উপযোগী হইয়া
 তাহাদিগেব প্রকৃতি এক এক সুশৃঙ্খল ও সুকৌশল
 সম্পন্ন পবম সুন্দৰ যন্ত্ৰ স্বকপ হইয়াছে। এপুৰুষ
 তাহাদিগেব সমুদায় গুণেব পবল্লব একে একে
 বিষয়ে তাহাব সম্যক উপযোগিতাই সুখোৎপত্তি
 বৎ। যদি এক দিবস প্রত্যক্ষ কৰিতাম, কোন ব্যাপ্ত
 সম্মুখোপস্থিত প্রত্যেক জন্তুব শাৰীৰ আক্ৰমণ কৰিয়া
 বিদীৰ্ণ কৰিতেছে, এবা পব দিবস দেখিতাম, সেই ব্যাপ্ত
 পূৰ্ণ দিবসেব এই সকল নিষ্ঠুৰ ব্যবহাৰ আলোচনা কৰিয়া
 পশ্চাত্তাপে পৰিতপ্ত হইতেছে, বা কাকণ্য-বসতিযুক্ত
 হইয়া সেই পূৰ্ণ-বিদাবিত পশুদিগেব ক্ষত বিক্ষত গাত্ৰে
 ঔষধ প্রলেপন কৰিতেছে, অথবা কেবল নগৰে বা প্রা-
 য়বে অবস্থিতি কৰিতে তাহাব একান্ত অমুবাগ জন্মি-
 যাচ্ছে, তবে তাহাব প্রকৃতি কেমন বিকল্প-ধৰ্ম্মাক্ৰান্ত

হইত। এবং অনায়াসেই এপ্রকার অনুভব হইত, যে তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকলের যেকোনো পদক্ষেপেই অশ্রু-
ক্লেশ, বিপর্যয় ও বাহ্য বিষয়ে অনুপযোগিতা, তাহাতে
সে কখনই মুগ্ধভাগী হইতে পারে না। অতএব, মান-
সিক বৃত্তি সমুদায়ের পদক্ষেপেই সামঞ্জস্য ও বাহ্য বিষয়ে
স্বাধীনতা এই উভয়ই জীবের জীবন-যাত্রার
ও সুখোৎপত্তির মূলীভূত কারণ।

কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে,
তাঁহার অন্তঃকরণ কেবল পদক্ষেপেই বিপরীত প্রণেয়ই আ-
শ্রয়িত হয়। তাঁহার নিকট প্রবৃত্তি সকল প্রবল
হইলে, তিনি মোহাতিশয় বশতঃ কাম, ক্রোধ, মদ,
মোহাদিগিরি কলুষিত হইয়া অতি কুৎসিত ইতর জন্মব-
ন্ধন লাগে। আর বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি সকল
সুস্থ হইলে, তাঁহার অন্তঃকরণ বিদ্যার বিমল
লোভিতে উজ্জ্বল হইয়া এবং সত্য, সৌন্দর্য, দয়া ও
শ্রীতি দ্বারা শান্তি-বসতিবিশিষ্ট হইয়া পবন বমনীয়
হয়। তখন তাঁহার মুগ্ধভাগীতে কি মহাবৃষ্টি প্রকাশ পায়।
মনুষ্যের পদক্ষেপেই পদক্ষেপে-বিকল্প প্রবৃত্তি সমুদায়ের
কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে? এবং তৎসম্বন্ধীয়
বাহ্য বস্তু সকলই বা কীদূর হইলে, তাঁহার প্রত্যেক
প্রবৃত্তির উপযোগী হইতে পারে? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত
কর। এক মাত্র সর্বদ্বন্দ্ব পরামেশ্বরকেই সম্ভব পায়। কিছুই
তাঁহান অসাধ্য নাই। তাঁহার যে সঙ্কল্প সেই করি।

তিনি মনুষ্যের এই সমস্ত পবম্পদ-বিকল্প প্রবৃত্তির সাক্ষ্য
 প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে মর্ত্যলোকের অধিপতি করিয়া-
 ছেন। এই গ্রন্থের উত্তবোত্তর অংশ পাঠে বোধ হইবে,
 এক্ষণে মানব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তু সহিত তাহার সম্বন্ধ
 যৎকিঞ্চিৎ যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহা
 সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, যে পবম্পদ তাঁহাকে ইহা
 কালেও বিপুল সুখভোগী করিবার নিমিত্ত জগতে উদ্ভূ-
 পযোগী নিয়ম সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সমুদায়
 সুচাক নিয়ম সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে, ঐহিক দুঃখের
 সম্যক্ নিবাকরণ হইতে পারে। নিববহিষ্কৃত সুখ হউক,
 দুঃখ মাত্র না হউক, ইহা সকলেরই বাসনা, কিন্তু
 তদ্বিষয়ক কার্য-কাৰণ-ভাবেব তথা জানি না হইলে
 অর্থাৎ আমাদিগের কি প্রকার স্বভাব, অন্য
 সহিত তাহার কি প্রকার সম্বন্ধ, ও সেই সম্বন্ধ
 কার্যানুগানের কি প্রকার উপায় কর্তব্য এ সমস্ত জ্ঞাত না
 হইলে, সে মনোবধ পূর্ণ হইতে পারে না। কোন দেশীয়
 লোকের চৰ্চাগা ও অনুগ্রহিত কাৰণ জিজ্ঞাসা করিলে,
 কেহ পূৰ্ণাদৃষ্ট, কেহ বা কাল-পূৰ্ণ তাহার কাৰণ বলিয়া
 নিশ্চয় করিবেন, কেহ বা প্রসঙ্গক্রমে তাহাদিগের আ-
 লম্ব্য-স্বভাবাদি লৌকিক কাৰণও উল্লেখ করিতে পারেন।
 ইন্দ্রকে বোণ ক্ষয়ের উপায় জিজ্ঞাসিলে, তিনি এই যথার্থ
 উপদেশ দিবেন, যে সমুচিত চিকিৎসা করা কর্তব্য। ঈদ-
 বকে জিজ্ঞাসিলে, তিনি গ্রহ শান্তির পৰামর্শ দিবেন।

উপক্রমণিকা

কিঞ্চিৎ পণ্ডিতকে কোন উপায় কবিত্তে কহিলে, তিনি তৎ-
ক্ষণাৎ পূৰ্ণ ছবদ্বয় কবিত্তে নিমিত্ত স্বস্থায়ৰ্ণ বিশেষেৰ বিধি
দিবেন। আৰ কোন কোন সৰ্ব-মীমাংসক বিজ্ঞ অধ্যাপিক
পৰ্বোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই অনুষ্ঠান কবিত্তে অনুমতি প্রদান
দিবেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহাৰ মধ্যে কোন উপায় দ্বাৰা
ৰোগীৰ ৰোগ শাস্তি হয়, তাহা জানিবাব জন্য সকলেৰই
অভিলাষ হইতে পাৰে। এইকপ আৰ আৰ মাংসাবিক
হুঃখ হইতে পৰিত্ৰাণ পাইবাব স্বার্থ পৰ ক তাহা জা-
নিত্তে সকলেৰ কৌতূহল হইতে পাৰে। অতএব, এ বিষয়
সৰ্ব কামাৰ্থণেৰ হৃদয়ঙ্গম কৰিয়া দিবাব নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ
লিখিত হইতেছে যে, নমুযোৰ প্রকৃতি ও বাহা বস্তু সহিত
তাৰাৰ সম্বন্ধেৰ জ্ঞানই এ প্রয়োজন সাধনেৰ এক মাত্ৰ
স্বতরাং উদযয়ে যত্ন কৰিয়া আমাদিগেৰ কৰ্ত্ত-
ব্য অৰ্থাৎ অধ্যয়ন কৰা সৰ্বতোভাবে বিধেয়।

বোধ হইতেছে, অবনী-মণ্ডল যে একেবাৰেই সম্পূ-
ৰ্ণস্থাপাদক হইবে, পৰমেশ্বৰ তাহাৰ একপ স্বভাব কবি-
য়া দেন নাই। বাহাতে পৃথিবীৰ তালং বিষয়েৰ উত্তৰো-
ত্তৰ উন্নতি হয়, তাহাৰ সবুদায় নিয়মেই উদভূকপ কৌশল
দ্রষ্ট হইতেছে। ভূমণ্ডল ক্ৰমে ক্ৰমে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, ও
ক্ৰমে ক্ৰমেই উৎকৃষ্টত্ব হইয়া পৰিশেষে মানববৰ্গেৰ
বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূতত্ত্ববেত্তাদিগেৰ মতে আদৌ
অবনী-মণ্ডল অতীত-তবল-পদার্থময় ছিল, পৰে ক্ৰমে ক্ৰমে
স্নিগ্ধ ও কঠিন হইয়া দীপাদি উৎপন্ন হইয়াছে, এৰ ক্ৰমে

ক্ৰমে বিবিধ প্ৰকাৰ উদ্ভিদ ও প্ৰাণিজাতিৰ সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী কালে কালে পৰিবৰ্তিত ও স্তৰে স্তৰে ৰচিত হইয়াছে, এবং তদনুসৰমে পূৰ্ব পূৰ্ব প্ৰাণি-জাতি ধ্বংস হইয়া নব নব জাতি সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী খনন কৰিয়া এককালেৰ ভূমি-স্তৰে যে সমস্ত প্ৰাণি জাতিৰ মৃত শৰীৰেৰ প্ৰস্তবীভূত অস্থি দৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় কালেৰ ভূমি-স্তৰে তদনুসৰে অনেক জাতিৰ কোন চিহ্ন প্ৰাপ্ত হওয়া যায় না, এবং তদপেক্ষা আপুনিক ভূমি-স্তৰে দ্বিতীয় কালেৰ বহু প্ৰকাৰ জন্তুৰ কোন নিদৰ্শন প্ৰত্যক্ষ হয় না। কিন্তু প্ৰতিকালেৰ ভূমি-স্তৰে স্তৰে স্তৰে প্ৰাণি-জাতিৰ চিহ্ন আছে, এত ইহা বুদ্ধিসিদ্ধ বটে, যে উত্তৰোত্তৰ প্ৰধান প্ৰধান জন্তু এই উপস্থিতি হইয়াছে *। কিন্তু এতিম কালে যেদিনী মনুষ্যে ব বাস-যোগ্য হয় নাই, তাহাৰ অধঃস্তৰে তখনও প্ৰাপ্ত হয় নাই। তিনি সৰ্ব্ব-শেষে এখানকার প্ৰাণি বানী হইয়াছেন।

পূৰ্বোক্ত বিবৰণ দ্বাৰা নিশ্চয় হইতেছে, পৃথিবীতে মনুষ্যোৰ পূৰ্বে অপৰাপৰ বিবিধ প্ৰকাৰ জীবেৰ অধিষ্ঠান ছিল, এবং বহুতৰ প্ৰাণাত্মিক নিদৰ্শন দ্বাৰা ইহাও নিৰ্দ্ধাৰিত হইতেছে, যে একপ্ৰকাৰ ন্যায় তখনও তাহাদিগেৰ উপৰ জন্তু মৃত্যুৰ অধিকাৰ ছিল, —তখনও এই ভূলোক

* উল্লেখ্য যে এখান প্ৰধান জন্তুৰ উপস্থিতিৰ এমাণ বিবৰণ এতিম উত্তৰোত্তৰ মানব সাহেব ১৮৭৪ খ্ৰীষ্টাব্দে কৰিয়াছেন। কিন্তু তৎপৰে কেহ কেহ উক্ত মতৰ পোষকতা না করেন।

আলোক ছিল। সৃজনকর্ত্ত। মৰণ-ধৰ্ম্মশীল মহুযোব সৃজন
কালে অবনীৰ নিয়মশৃঙ্খলাৰ পৰিবৰ্ত্তন কৰিয়াছিলেন
এমত বোধ হয় না। বৰং ইহাই সঙ্গত বোধ হইতেছে,
তিনি মহুযাকে পৃথিবীৰ যোগ্য কৰিয়া সৃষ্ট কৰিলেন।
পৰমেশ্বৰ তাঁহাকে আততায়ীৰ দমন নিমিত্ত ক্ৰোধ দিলেন
এবং বিপৎপাত নিবারণার্থ সাবধানতা বৃত্তি প্ৰদান কৰি-
লেন। অতএব, মহুযা এ পৃথিবীৰ পূৰ্বনিবাসী ইতৰ জন্তু-
দিগেৰ মধ্য আসিয়া তাহাদিগেৰ অধিপতি হইয়া অধি-
ষ্ঠান কৰিলেন। তাঁহাৰ প্ৰকৃতি মৰণোৎপত্তিশীল ভুলো-
কেৱল উপযুক্ত হইয়াছে, এবং শাৰীৰিক ও মানসিক
স্বভাব বিষয়ে ইতৰ জন্তুদিগেৰ সহিত বহু অংশে তাঁহাৰ
সাদৃশ্য আছে। তিনি তাহাদিগেৰ ন্যায় অন্ন পানে
হৰ্ষ নিদ্ৰা গিয়া আবোণ্ডা লাভ কৰেন, ও অল্প
সংকল্পে কৰিয়া ক্ষুৰ্তি বোধ কৰেন; কিন্তু এ সমুদায়
তাঁহাৰ উৎকৃষ্ট স্বভাবেৰ কাৰ্য্য নহে। পৰম মঙ্গলাকৰ
পৰমেশ্বৰ তাঁহাকে বুদ্ধিশীল ও ধৰ্ম্মশীল কৰিয়া পৃথিবীস্থ
অপৰাপৰ সমস্ত জীব হইতে বিশিষ্ট কৰিয়া সকলেৰ শ্ৰেষ্ঠ
পদ প্ৰদান কৰিয়াছেন। তাঁহাৰ স্বাভাবিক ধৰ্ম্মপ্ৰবৃত্তি
ও বুদ্ধিবৃত্তি সকলই তাঁহাৰ পৰম ধন, এবং প্ৰগাঢ় সুখ ও
নিশ্চল আনন্দেৰ কাৰণ। এই সমুদায় মহীয়সী বৃত্তি দ্বাৰা
তিনি জ্ঞানাপন্ন ও ধৰ্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্ৰীতি-প্ৰসন্ন মনে স-
সাবেৰ শুভানুষ্ঠানে অহুৰক্ত থাকেন, এবং বিশ্বকৰ্ত্তাৰ
বিশ্বকাৰ্য্যেৰ অত্যশ্চৰ্যা অনিৰ্ব্বৰণীয় কেশল আলোচনা

করিয়া প্রেমোত্তীর্ণ চিত্তে অতুলানন্দ সাগরে অবগাহিত
কবেন। এই সমুদায় বৃত্তি থাকিতেই মনুষ্য নামের এত
গৌরব হইয়াছে, এবং এই সমুদায় বৃত্তির সঞ্চালনেই
তাঁহার জন্ম সার্থক হয়।

দেখাব সাগর পবনেশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তু আমাদিগের ঐ
সকল শুভ বৃত্তি সঞ্চালনের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন।
বিশ্ব মনো কত মহা মহা প্রকাণ্ড পদার্থ বর্তমান আছে,
মনুষ্যের দুৰ্জল হস্ত কখনই তাহার দাক্ষিণ্য শক্তি অতিক্রম
কৰিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু কৰুণাকর বিশ্বকৰ্ত্তা তৎসমুদায়
তাঁহার আবশ্যক মত আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি
আমাদিগের পদতলস্থ ভূমিতে সহস্র প্রকার উৎপাদিকা-
শক্তি সমৰ্পণ করিয়াছেন, বুদ্ধিবৃত্তি চালনা দ্বারা তাহার
গুণ জানিয়া কৰ্মণ কবিলেই, প্রচুর 'ফল প্রাপ্ত হওয়া
যায়। পৰ্ব্বত-গুহা হইতে নদী সমুদায় নিঃস্রাবণ করিয়া-
ছেন, তবনি সহকাৰে তাহা বাজপথ স্বরূপ করিয়া পদ-
ব্রজেব প্রাপ্তি হইতে নিষ্কাব পাওয়া যায়, ও প্রয়োজনা-
নুসারে তাহার প্রবাহ পৰিবৰ্ত্তন করিয়া সুখ সচ্ছন্দতা
বৃদ্ধি করা যায়। যে দুৰ্গম মহাসিঙ্ধু-গৰ্ভে অবনীৰ অর্দ্ধ
ভাগ নিমগ্ন বহিয়াছে, তাহাতেও সমুদ্রপোত সস্তাবিত
করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে। আর জগদীশ্বর
আমাদিগেরই হিতের নিমিত্তে আমাদিগকে যে পদা-
র্থের, শক্তি অতিক্রম বা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান ক-
বেন নাই, তাহার স্বভাব জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য কৰি-

ঈশ্বর উপায়-জ্ঞান দিয়াছেন। যদিও মনুষ্যের গ্ৰীষ্মতাপ ও শ্রবল ঝটিকাदि নিবারণ কবিয়া মনঃ-কল্লিত চিত্ত-বসন্ত-সুখ সম্ভোগ নিমিত্ত সূর্য্যের গতি বোধ কবিবার শক্তি নাই, তথাপি তিনি সলিল-সেবিত গৃহচ্ছায়াতে অবস্থিতি কবিয়া ও ঝটিকাদির পূৰ্ব লক্ষণ সকল উপলব্ধি পূৰ্বক সাবধান হইয়া নিরাপদ ও নিরুৎকণ্ট হইতে পাবেন। যৎকালে বাহিৰেতে বিদ্রাং কণ্ঠা ও শিলাবৃষ্টি দ্বাৰা অবনীৰ উপ-প্লব-সম্ভাবনা বোধ হয়, তখন তিনি স্বকীয় নিভৃত আলায়ে প্রিয়তম মিত্র-মণ্ডলী মধ্যে মধুর আলাপে পরম সুখে কাল-বাণন করিতে সমর্থ হন।

আমরা যে সকল বিবিধ গুণাঙ্কিত মনুষ্য ও ইতর জন্তু দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত বহির্বাছি, তাহাদিগেরও উপায়-জ্ঞান আমাদিগের সুখ দুঃখ সমাক্ষ নিৰ্ভব কবিয়া আছে। পরমেশ্বর তাহাদিগের সহিত আমাদিগের যাদৃশ সম্বন্ধ বন্ধন কবিয়া দিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই সুখ লাভ হয়, আর তদ্বিকল্প কৰ্ম্ম করিলেই দুঃখোৎপত্তি হয়। অতএব, তাহাদিগের কি প্রকার প্রকৃতি ও আমাদিগের সহিত তাহাদিগের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা জ্ঞাত হওয়া ও তদনুযায়ী কার্য্য কৰিতে অভ্যাস কৰা নিতান্ত আবশ্যক।

যে পর্য্যন্ত মনুষ্য অসত্য ও অজ্ঞানাবৃত থাকেন, সে পর্য্যন্ত তিনি অতি নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, ও ধৰ্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া নিন্দিত কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত

হন। তৎকালে তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কান, ক্রোধাদি^১ নিরুৎপন্ন প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হয়, তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় নিতান্ত জড়ীভূত থাকে। তিনি এই সংসারকে কেবল কতক গুলি অস্বস্তি বস্তু-বাশি বলিয়া মনে কবেন, বিশ্বের ঘটনা সকল তাঁহার শৃঙ্খলাবদ্ধ বোধ হয়না, এবং তাঁহার অন্তঃকরণে কার্য্য-কাবণ- তাবের তত্ত্ব-জ্ঞান কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ পায় না। তিনি জগতের অন্তর্ভূত অনেকানেক পদার্থের অনিবার্য্য ভয়প্রদ শক্তি দেখিয়া ভীত হন, এবং সে শক্তি অতিক্রম করা নিতান্ত সাধ্যাতীত বোধ কবেন। যদিও বিশ্ব-কার্য্যের কোন কোন অংশের সৌষ্ঠব ও সুশৃঙ্খলা কদাচিৎ মনোগত হইয়া সুখের আশা সঞ্চারিত হয়, কিন্তু তৎপৰ্য্যকণেই সে সমুদায় ঘন-তিমিৰাবৃত্তবৎ অ-ল্পট ও অলক্ষিত হইয়া যায়, ও তৎসমভিব্যাহারেই তাঁহার সকল আশা ভগ্ন হয়। জগদীশ্বর যে এই জগতের সমস্ত পদার্থ মনুষ্যের সুখোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতীত হয় না, সুতরাং পৰমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও নির্মল মঙ্গলকর স্বরূপে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসও জন্মে না।

কিন্তু মনুষ্য সত্য ও জ্ঞানবান্ হইলে নিশ্চয় জানিতে পাবেন, তাঁহার চতুঃপার্শ্ববর্তী সমস্ত বস্তু ও সমস্ত ঘটনা পৰম্পর সম্বন্ধ হইয়া এক সুশৃঙ্খলাযুক্ত পৰম স্তোভদায়ক যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহা তাঁহার সমুদায় মনোবৃত্তিব চরিতার্থতা সাধনার্থেই সজ্জিত হইয়াছে। তিনি আপ-

নিকে বিশ্বাধিপেব প্রজা জ্ঞান কবিতা আনন্দিত মনে তাঁ-
হার বিশ্ব-কার্য পৰ্যালোচনায অমুবাণী হন, এবং তদ্দ্বা-
রা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমুদায় নিকৰ্ণ কবিতা ভঙ্গ-
বর্তী হইয়া কৰ্ম কবেন । তিনি ঈশ্বৰামৃত ইঞ্জিয়-
সুখ এককালে পরিত্যাগ না কবিতা জ্ঞান-ধ্বংস-জনিত বিস্তৃত
সুখান্বাদনেও তৎপর থাকেন, এবং যথা নিয়মে চালনা
ঘাটাই মনুষ্যদিগেব সমুদায় শক্তিব ক্ষুৰ্দ্ধি ও তন্তব বিষ-
য়ে সুখোৎপত্তি হয় জানিতা, তাহাতে যত্ন কবা নিতান্ত
আবশ্যক বলিতা উপদেশ প্রদান কবিতা থাকেন ।

অতএব, যৎপৰিমাণে মনুষ্যেব স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্য
বিষয়েব জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তৎপৰিমাণে তাঁহার সুখ বৃদ্ধিব
উপায় হইতে থাকে । প্রথমে সকল জাতীয় মনুষ্যেবই
অতি অসভাবস্থা থাকে, পবে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয় ।
তিনি প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুবৎ জঙ্গলে ভ্রমণ পূৰ্বক পশু
হিংসা কবিতা উদর পূৰ্ত্তি কবেন, পবে কিকিং জ্ঞানোদ্রেক
হইলে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তদনন্তব বৃদ্ধিবৃত্তিব প্রার্থ্যা
হইলে শিল্প-কৰ্ম ও বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন ।
এককাল সভ্য জাতিদিগেব এই শেষোক্ত অবস্থা ঘটি-
য়াছে, এ অবস্থায় লোভ বিপু অত্যন্ত প্রবল । মনের ও
শবীরেব প্রকৃতি চিবকালই সমান, কিন্তু ঐ ভিন্ন ভিন্ন কাল-
ত্রয়বর্তী লোকদিগেব বাহ্য বস্ত্র বিষয়ক সম্বন্ধেব অনেক
ইতব বিশেষ হইয়া আসিয়াছে । প্রথম অবস্থায় কাম
ক্রোধাদিব প্রাবল্য হইয়া অতি অপকৃষ্ট পশুবৎ ব্যবহাবে

উপক্রমণিকা

তাঁহাদের প্রবৃত্তি হয়, দ্বিতীয় অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির কি-
 ক্ষিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া বটে, কিন্তু কাম ক্রোধাদি অন্যান্য নি-
 কৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর বুদ্ধির আয়ত্তি না হওয়াতে, এক প্রকার
 অসভাবস্থাই থাকে, এবং তৃতীয় অবস্থায় বুদ্ধি-বলে
 অনেকানেক বাহ্য বস্তু তাহাদের আয়ত্ত হইয়া ধনা-
 কাঙ্ক্ষা ও মানাকাঙ্ক্ষারই আতিশয়া হয়। কিন্তু একাল
 পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের
 পবন্থর নামঞ্জর ও সমস্ত বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহাব
 ঐকা স্থাপন হয় নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত কোন কালেই
 তাহাব ইহ-লোক-প্রাপ্য সমস্ত সুখ ভোগে অধিকার
 হয় নাই।

যদি অন্যাপি মনুষ্যের কোন অবস্থাতেই তৃপ্তিলাভ না
 হইল, তবে তাঁহার প্রকৃতিই বা কি প্রকার ও বাহ্য বিষ-
 যের বিরূপ শৃঙ্খলাই বা তাহার সমুচিত উপযোগী, ইহাব
 অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় লোকেব
 কথা দূরে থাকুক, ইউরোপ খণ্ডের বুদ্ধিমান গুণবান মনুষ্য-
 'দিগেবই বা ঐহিক সুখ সম্ভোগেব কত উন্নতি হইয়াছে?
 একগে তাঁহাবা শিল্প-কার্য ও বাণিজ্য-কার্য বিষয়ে খ্যাতি
 লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহাদিগের
 সুখের একশেষ হইয়াছে? তাঁহারা কি বংশায়ুক্রমে এই
 সমস্ত ব্যাপারই সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া কেবল ইহা-
 তেই লিপ্ত থাকিবেন? সকলেই জানেন, এ অবস্থা মনু-

উপক্ৰমণিকা

‘যে’ৰ পূৰ্ণবস্থা নহে। তবে কি উপায় কৰিলে তাঁহাৰ সুখোন্নতি হইবে? কে আমাদিগেৰ ভবিষ্যৎ সুখ-ৰাজ্যেৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবে? এ সমস্ত প্ৰশ্নেৰ এক সিদ্ধান্ত অৰ্হিছে। পৰমেশ্বৰ মনুষ্যেৰ এ প্ৰকাৰ স্বভাব কৰ্ম্মিয়া দিয়াছেন, সে তাঁহাৰ সকল বিষয়েবই ক্ৰমে ক্ৰমে উন্নতি হইবে, এবং তাঁহাকে পৃথিবীৰ অপরাপৰ প্ৰাণী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখেৰ অধিকাৰী কৰিয়া এই অভিপ্ৰায়ে বুদ্ধিবৃত্তি প্ৰদান কৰিয়াছেন, যে তিনি স্বীয় যত্নে আপনাৰ প্ৰকৃতি ও বাহ্য বিষয়েৰ স্বভাব জ্ঞাত হইবেন, এবং যাহাতে মানসিক নৃত্তি সমুদায়েৰ পৰস্পৰ সামঞ্জস্য হইয়া বাহ্য বিষয়েৰ সহিত তাহাদেৰ ঐক্য থাকে, তাহাৰ উপায় অনুসন্ধান কৰিবেন।

মনুষ্য যাবৎ আপন স্বভাব অজ্ঞাত ছিলেন, তাবৎ তাঁহাৰ তদনুযায়ী সাংসাৰিক নিয়ম সংস্থাপন কৰাও অসম্ভাৰিত ছিল। তিনি যাবৎ আপনাৰ মানসিক প্ৰকৃতি এবং বাহ্য বস্তুৰ সহিত তাহাৰ সম্বন্ধেৰ বিষয় আলোচনা কৰিতে প্ৰবৃত্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎ মনোবৃত্তি সমুদায়কে বিবেচনাৰূপে উচিত পথে নিযোজিত কৰিতে সমৰ্থ হন নাই। মনুষ্য পূৰ্ণোক্ত অবস্থাত্ৰিয়ে সদস্য বিচাৰ না কৰিয়া, অৰ্থাৎ তাহাতে আপনাৰ সমস্ত প্ৰকৃতিৰ উপযোগিতা বিবেচনা না কৰিয়া প্ৰবৃত্ত হইয়াছিলেন, একাধৰ তাহাতে সুলী হইতে পাবেন নাই। কিন্তু তিনি চিৰকালই যে আপনাৰ স্বভাব অজ্ঞাত থাকিবেন, ও তদনুযায়ী সাংসা-

বিক নিয়ম সংস্থাপনে অশক্ত রহিবেন, এরূপ বিবেচনা করা কদাপি যুক্তিসিদ্ধ নহে। যখন পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপন প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবেচনা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও যখন তদ্বাৰা তাঁহার সুখের উপায় স্থির করিবার তাব তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়াছেন, এবং যখন তিনি কেবল সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতেই অদ্যাপি সে অভিপ্রায় সুসিদ্ধ কবিত্তে অসমর্থ রহিয়াছেন, সুতরাং যে অভিপ্রায়ে তাঁহার গুণ ও শক্তি সমুদায় স্ফুট হইয়াছে, তদনুসারে সাংসারিক কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া দুর্দান্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়া চলিতেছেন, তখন এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে এক সময়ে মনুষ্য আপনার প্রকৃতি ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যথার্থরূপে অবগত হইয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তখন পৃথিবীতে তাঁহার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তখন তিনি কাঁখা-কাবণের যথার্থ লুকপ অবগত হইয়া বিবেচনা পূর্বক নিরূপিত নিয়মানুসারে সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা কবিত্তে পাবিবেন।

পূর্বে আমাদিগের দেশে যত দর্শন-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য ছিল না। আপনাদিগের শাৰীরিক ও মানসিক স্বভাব

ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক্ বোধগম্য হয় নাই। বরঞ্চ, অপরূপ অनेক দেশের ন্যায় আমাদিগের দেশেও এই প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে, যে আদ্যে ভুলোক নির্মল জ্ঞান ও পবন সুখের আশ্রয় ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া অজ্ঞান ও দুঃখের বৃদ্ধি হইতেছে, ও পবে ক্রমশই তাহার আধিক্য হইতে থাকিবে। কিন্তু ইউরোপীয় লোকের পূর্বাণব বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহার সহিত এ মতের সঙ্গতি হয় না, কাবণ তাঁহাদিগের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতই হইয়া আসিতেছে। যদি এই অভিপ্রায় বধার্থ হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞান শাস্ত্রের বড় উন্নতি হউক, ও তদ্বাৰা জগতের নিয়ম বড় অবগত হওয়া যাউক, কিছুতেই মানুষের উন্নতি হইবার আর সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই মত ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অগ্রগণ্যতা করিয়া নিশ্চয় জানিতেছেন, যৎপরিমাণে জগতের নিয়ম নিরূপিত হইবে, ও লোকে তদনুযায়ী কার্য করিতে সমর্থ হইবে, তৎপরিমাণে তাহাদিগের সুখের বৃদ্ধি, এবং অবস্থা ও স্বরূপের উন্নতি হইবে। তাঁহারা অবিজ্ঞ লোকদিগের ন্যায় পবনেশ্বরকে লৌকিক ফলাফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, অর্থাৎ পরমেশ্বর কাহারও প্রতি তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হইয়া

সাক্ষাৎ ঐশী-শক্তি প্রকাশ পূর্বক কোন সাংসারিক ব্যাপার সঙ্গত করেন, এবং তাহাতে বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সুখ দুঃখ নিয়োজন করেন, ইহা অঙ্গীকার করেন না। প্রভুত্ব, তাঁহার। এই প্রকার বিশ্বাস করেন, যে জগদীশ্বর নিকপিত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন—কলাকল বিধান করিতেছেন—সুখ দুঃখ বিতরণ করিতেছেন। তিনি কদাপি কাহারও স্তব বা প্রার্থনার অঙ্গুরোধে কোন নিয়মের অতিক্রম করেন না। তিনি জগতের পদার্থ সকল কিয়ৎ পরিমাণে আমাদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তাহাতে আমরা সেই সমস্ত বস্তুর বিষয় আলোচনা করিয়া আপনাদিগের জ্ঞান ও সুখের উন্নতি করিতে পারি, তাহাদিগের তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতএব, যখন পরমেশ্বর চেতনাচ্যুত তাবৎ বস্তুর উপর সাধাবণ নিয়ম প্রচারণ করিয়া সংসার-রাজ্য শাসন করিতেছেন, ও তদ্বারা আমাদিগের কর্তব্য-ধাকর্তব্য বিষয়ে আপন অতিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তদ্ব্যবস্থা অবশ্যই ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়। যে কার্য্য তাঁহার নিয়মাধীন না হয়, তাহা কখনই উচিত কার্য্য নহে, যখন তাঁহার নিয়ম অবগত হইলাম, তখন তাহাতে

প্রদান করা, অন্যকে তাহা উপদেশ দেওয়া, ও সংসারে
 বাহ্যতে উদ্বুদ্ধকারী ব্যবহার প্রচলিত হয় তাহার উ-
 পায় করা সর্বভোভাবে কর্তব্য। পরমেশ্বরের নিয়ম উপ-
 দেশ দেওয়া ধর্মোপদেশেরই অঙ্গ। চতুষ্পাঠীর পাঠ্য
 গ্রন্থের সংখ্যা যথো ভবিষ্যক গ্রন্থ নিয়োজিত' করা
 বিধেয়।

এতদেশীয় কোন ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের তাদৃশ
 প্রচাব নাই, অতএব এক্ষণে চতুষ্পাঠীতে এক্রূপ ধর্মোপ-
 দেশ প্রচলিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্র-
 সমুজ্জ্বলিত ইউরোপ খণ্ডেব ধর্ম-ব্যবসায়ী পণ্ডিতেরাই
 বা কোন্ আপনাদিগের বিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপদেশ
 দিয়া থাকেন? বরঞ্চ, কেহ অহরোধ করিলে তাহার
 প্রতি খজা-হস্ত হইয়া কটুক্তি করেন, ও নাস্তিকতা অপবাদ
 প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, যৎকালে ধর্মশাস্ত্র প্রকা-
 শিত হইয়াছিল, তখন মনের নিয়ম ও তৌতিক জগতের
 নিয়ম বিশিষ্ট রূপে আলোচিত হয় নাই। ইহ লোকে কি-
 রূপ নিয়মে সংসারের কার্য নির্বাহ হইতেছে, ভোগা-
 ভোগের বিধান হইতেছে, সুখ দুঃখের পরিবর্তন হই-
 তেছে, তাহা তৎকালের লোকের স্পষ্ট প্রতীত হয় নাই,
 সুতরাং পরমেশ্বর যেরূপ নিয়মে বিশ্ব-রাজ্য পালন কবি-
 তেছেন, শাস্ত্রকারেরা তাহার সহিত স্বপ্রকাশিত শাস্ত্রের
 ঐক্য রাখিতে সমর্থ হন নাই। অনেকানেক প্রাচীন পণ্ডিত

সংসারের সুখ-দুঃখ-বিষয়ক সুনিয়ম নিরূপণে অপারগ
 হইয়া তাহা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য বলিয়া উল্লেখ
 করিয়াছেন। কেহ বা এককালে এমত মীমাংসা করিয়া
 গিয়াছেন, যে এ সংসারের কোন সুশৃঙ্খলাই নাই, যদিও
 কোন' কোন ধর্ম-বাবসায়ী পণ্ডিত জগতের নিয়মশৃঙ্খলা
 স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা উপদেশ
 দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান করেন না, সুতরাং তদ্বি-
 ষয়ে আদরও করেন না। তাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্র ও
 লৌকিক জ্ঞান কেবল কৌতুহল-জনক ও ধনাগমের উপায়
 বলিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে সাংসারিক বাবহার কালে,
 আপন স্বভাব ও প্রাকৃতিক নিয়ম যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত
 আছে, তদনুযায়ী কার্যা করিতে সচেষ্ট হয়, আপন পুণ্য-
 বল ও অদৃষ্টের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত
 থাকে না। বৃষ্টি না হইলে, কৃষি-কার্যের নিয়মানুসারে
 শস্ত্র-ক্ষেত্রে জল সেচন করে, অন্ন-সংস্থান না থাকিলে,
 সাংসারিক নিয়মানুসারে কাষিক পরিশ্রম করিয়া উপা-
 'র্জন'ই চেষ্টা করে, এবং বোগ হইলে, শারীরিক নিয়মানু-
 যায়ী চিকিৎসার্থে চিকিৎসক বিশেষকে আশ্রয় করে।
 অভাব, যখন এতাদৃশ নিয়ম পরিপালনের কর্তব্যতা বি-
 ষয়ে উপদিষ্ট না হইয়াও লোক তদবলম্বন পূর্বক তাহার
 ফলাফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন' মানব প্রকৃতির
 সহিত বাহ্য বিষয়ের বিরূপ সম্বন্ধ, অর্থাৎ পরমেশ্বর কি

প্রকার নিয়মে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার লবিশেষ অনুসন্ধান করা ও তদনুযায়ী ব্যবহার করা কি পর্য্যন্ত শুভজনক তাহা বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ হইতেছে, যে এই প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ব্যতিরেকে আমাদের বলের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, ধর্মের উন্নতি, বীর্যের উন্নতি, ক্ষমতার উন্নতি হইবার—বলিতে কি, সম্যক্ রূপে অনুযায়িত্ব রক্ষা হইবার উপায়ান্তর নাই।

জগদীশ্বর বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থ যে সমস্ত সূচাক সূচাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, পুনর্বার তদ্রূপ নিষিদ্ধ কার্য না করি এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাতে দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিয়ম সংস্থাপনার সময়েই তাহাব ফলাফল এককালে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অনাথা করা কাহারও সাধ্য নহে। দেখ, ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে ক্রটি, অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতেই স্ত্রী-সহযোগ, জগতের ভৌতিক নিয়ম নিরূপণ পূর্বক সুনিপুণরূপে শিল্পাদি শাস্ত্র শিক্ষা না করা, স্ত্রীদিগের মুর্থতা ও পুরুষদিগের জ্ঞান ধর্ম বিষয়ে উত্তমরূপ উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়া, এই সমস্ত কারণে আমাদের দেশীয় লোকের যে প্রকার দুর্দশা

ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিতে হইলে অনর্গল অগ্রপাতি হয়। পরমেশ্বর আমাদের হিতার্থেই দুঃখ যোজন্য কৰিয়াছেন, কিন্তু আমরা আপনাব দোষে তাঁহার অভি-
প্রেত কার্য্য না করিয়া দুঃখই ভোগ করিতেছি। এখনও আমাদের বোধোদয় হইলে, তাঁহার করুণা গুণে এই দুঃখ কপ কণ্টকী বৃক্ষ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়। যাঁহা-
দিগের ধর্মেতে প্রজ্ঞা আছে, ও ঈশ্বরেতে প্রীতি আছে, তাঁহারা যাঁহা সেই পরমাবস্থা পরমেশ্বরের নিয়ম বলিয়া জানিলেন, তাহা প্রতিপালন করিতে যত্ন না করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবেন? যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বৈধাবৈধ কর্ম্মের উপদেশের আবশ্যকতা বোধ করেন, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ-প্রণীত পরম শাস্ত্র স্বরূপ যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহার নিয়ম অভ্যাস ও তদ-
নুযায়ী ব্যবহারে একান্ত যত্ন না করা কি তাঁহাদিগের উচিত? যদি বল, এ সমস্ত বিবরণ ঐহিক ভোগাভোগের বিষয়েই লিখিত হইল। যাঁহারা ঐহিক ভোগ কামনা না করেন, তাঁহাদিগের এত নিয়মানিয়ম বিচারে প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন, আর ইহাও তাঁহাদের বিদিত থাকিতে পাবে, যাঁহাব মানসিক প্রকৃতি বত উৎকৃষ্ট, তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতে তত সমর্থ। বিস্ময়-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্ম-স্বরূপের জ্ঞান লাভে যে রূপ সমর্থ, মূর্খ ব্যক্তি

সে প্রকার কখনই নহে। বাহ্যিক প্রবল ভক্তিতাব আছে, সে ব্যক্তি যেকোন ভক্তি বিষয়ক উপদেশ আশু গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রগাঢ় প্রেমে মগ্ন হয়, অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ কখনই হয় না। বাহ্যিক অভ্যাস দয়া-স্বভাব, দয়া বিষয়ক উপদেশ তাহার যেকোন হৃদয়ঙ্গম হয়, ও তদনুষ্ঠানে তাহার ষাট্শ অনুবাগ জন্মে, অন্য ব্যক্তির তাট্শ কখনই হয় না। পবিত্র আশাদিগের এই সমস্ত গুণের উন্নতি নিমিত্ত কতকগুলি শাৰীৰিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যিক, তদ্ব্যতিরেকে ধৰ্মোপদেশের পূর্ণ ফল উৎপন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও দয়া ভক্তি প্রভৃতি ধৰ্মপ্রবৃত্তি স্বভাবতঃ বলবতী না থাকাতো, কেহ গুরুপদেশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে তাহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের উন্নতি হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক নহে। যদি অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ, অস্বাস্থ্যদায়ক জ্বরা তপ্ততা, কুস্থানে বাস, দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ক্লান্তিকর পৰিশ্রম ইত্যাদি কারণে অন্তঃকরণের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল নিস্তেজ হয়, সুতরাং পবন-স্বরের স্বরূপ-জ্ঞান ও প্রগাঢ় ভক্তি প্রজ্ঞাদি উদয় হইবার ব্যাঘাত জন্মে, তবে ঐ সমস্ত ধৰ্ম-কণ্টক ছেদনার্থ তদ্বিষয়ক কার্য্য-কারণ নিকপণ করা উপেক্ষার বিষয় নহে।

কোন দেশীয় ও কোন জাতীয় ধৰ্মোপদেশকেরা কোন কালে এ সকল অতিপ্রায় গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং ত-

দক্ষ্যায়ী অসুষ্ঠানও কবেন নাই, এ নিমিত্ত তাঁহারা প্রাণ
পণে উপদেশ করিয়াও কেবল এই সকল স্বাভাবিক নি-
য়মপ্রতিপালন বিষয়ে অবহেলা কৰাতে, লোকের ধর্মো-
ন্নতি ও সুখোন্নতি বিষয়ে বৃত্তকার্য্য হইতে পাবেন নাই।
কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা এই সমুদায় মত নিঃসং-
শয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব, বিশ্বের নিয়ম আলো-
চনা ও তৎপ্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। জগ-
তের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষ্য, আজ্ঞা, তাহা লঙ্ঘন ক-
রিলে অবশ্যই দুঃখ আছে। আলোচনা কর, বিচার কর,
সিদ্ধান্ত কর, তবে এ বাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস হইবে। তখন
এই পবিত্রশাস্ত্রীয় বিশ্বকে পবনেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বরূপ
জানিয়া তদীয় নিয়ম প্রতিপালনে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও অনু-
বাগ জন্মিবে।



প্রথমাধ্যায়

প্রাকৃতিক নিয়ম

জগতের নিয়ম বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে নিয়মের স্বরূপ নির্দেশ করা আবশ্যিক। সংসারের ভাবৎ বস্তুর ভাবৎ কার্যাই বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট রীতামুসাবে সজ্জাটিত হয়। সমুদ্রের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া উর্দ্ধ-গামী হয়, এবং তাহাতেই মেঘ জন্মিয়া পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করে। এস্থলে জল ও তেজঃ এই উভয় পদার্থের কার্য বাষ্প অথবা মেঘ। এই কার্য জগতের নিয়মামুসারে ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ জল ও তেজের যাদৃশ প্রকৃতি, এবং উভয়ের যাদৃশ অবস্থার সম্বন্ধ নিকপিত আছে, তাহাতে ঐ কার্যের ঐ প্রকার ঘটনা বাড়িরেকে আর কিছুই হইতে পাবে না। জল ও তেজের যে অবস্থায় ঐ কার্য একবার ঘটিয়াছে, পুনর্বার তাহাদের সে অবস্থা ঘটিলে অবশ্যই সে কার্য ঘটিবে, এই যে নির্দিষ্ট রীতি আছে, ইহাকেই নিয়ম বলা যায়। জগতের সমস্ত নিয়ম তদন্তগত বস্তু সমুদায়ের প্রকৃতিমূলক, এ প্রযুক্ত ঐ নিয়মকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া নির্দেশ করা যায়। নিয়ম থাকিলে, অবশ্যই

তাহার আশ্রয় স্বরূপ বস্তু বিশেষ থাকিবে। পূর্বোক্ত উদাহরণে জল ও তেজ এই পদার্থ হয় মেঘোৎপত্তি বিষয়ক নিয়মের আশ্রয়। এইরূপে কোন না কোন বস্তু জগতের এক এক নিয়মের আশ্রয়।

জগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, মনুষ্যাদিগকে তাহার তত্ত্ব জানিবা। উদভূবায়ী কার্য্য করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন। তাহারা স্বীয় বুদ্ধি-শক্তিতে জগতের নিয়ম অবগত হইতে পাবেন, এবং অবগত হইলে পরে ঐ নিয়ম তাহাদিগের কৰ্ম্মেব নিয়ম হয়। আমাদেরিগের শাবীরিক প্রকৃতির সহিত অগ্নি ও পৃতিগন্ধিক পদার্থের যে প্রকার সম্বন্ধ নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে, অত্যাধ জলে স্নান করিলে বল-হানি হয়, এবং হ্রগন্ধময় স্থানে বাস করিলে পীড়া জন্মে। অতএব, ঐরূপ জলে স্নান এবং ঐরূপ স্থানে বাস করা বিধেয় নহে। মনুষ্যের ঐ নিয়ম রহিত অথবা পৰিবর্ত্তিত করিবার সীমার্থা নাই। কিন্তু যখন তিনি ঐ নিয়ম জানিতে পারেন, এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে কি রূপ অনিষ্ট হয় তাহাও জ্ঞাত হন, তখন তাহার দুঃখোৎপত্তি বা দেহ তন্মের আশঙ্কায় স্বভাবতই ঐ নিয়ম রক্ষায় যত্ন হয়, এবং তাহা হইলে, পরমেশ্বর যে অতিপ্রায়ে কার্য্য বিশেষে দুঃখ নিরোজন করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হয়।

কোন কৰ্ম কৰ্ত্তব্য ও কোন কৰ্ম অকৰ্ত্তব্য, এই বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত পরমেশ্বৰ কাৰ্য্য বিশেষে সুখ বা দুঃখ নিযোজন করিয়া দিয়াছেন । কোন কৰ্ম্মের অমুষ্ঠান কৰিয়া উজ্জনা দুঃখ প্রাপ্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় জানা উচিত, ঐ দুঃখ-জনক কাৰ্য্য মঙ্গলাকর পরমেশ্বৰের নিষমানুগত কাৰ্য্য নহে । অতএব, জগদীশ্বৰের এইরূপে কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যের উপদেশ দেওয়া, আর মহাতীৰ্থ নাদে আজ্ঞা প্রকাশ কৰা, উভয়ই তুল্য । যদি তিনি মনুষ্যের নায় শৰীৰী হইতেন, আর আমাদিগকে সমক্ষে দণ্ডায়মান কৰাইয়া ভয়ঙ্কর ভূতৰূপ প্রদৰ্শন পূৰ্ব্বক ঘনঘোর গভীর নাদে অমুচিত কৰ্ম্মামুষ্ঠানের নিষেধ কৰিতেন, এবং কহিতেন, এই নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম করিলে বাতনাব আর সীমা থাকিবেক না, তবে তাহার সেই অনিবার্য্য অমুমতি শ্রবণ কৰিয়া যাদৃশ ব্যবহার কৰা উচিত হইত, তাহার নিয়ম জানিয়া একান্ত চিন্তে তদনুযায়ী আচরণ কৰাও সেইরূপ আবশ্যক । তাহা না করিলেই দুঃখ । বৰং নিয়ম ভঙ্গের ফল অবিলম্বে অমুভূত হইলে, বাচনিক উপদেশ অপেক্ষাও তাহা দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে । তিনি আমাদিগের হিতের নিমিত্ত ক্লেষের উৎপত্তি করিয়াছেন—অধিক দুঃখ ঘটনার নিবারণ নিমিত্ত অল্প দুঃখের সৃষ্টি কৰিয়াছেন—অকাল মৃত্যু নিবারণার্থে শাৰীৰিক

ক্লেশেৰ সৃজন কৰিয়াছেন। একবাৰ কোন কৰ্ম-দোষে
 দুঃখ প্ৰাপ্ত হইলে, তাহা নিষম-বিকল্প জানিয়া বাবাস্থৰ
 তদ্রূপ কৰ্ম না কৰি, এই অতিপ্ৰায়েই তিনি নিয়ম ভঙ্গকে
 দুঃখ জনক কৰিয়াছেন। যদি সে দুঃখাস্থৰ আমা-
 দিগেৰ উপকাৰেৰ কাৰণ না হইত, তেবে নিয়ম লঙ্ঘন
 কৰিলেও আমাদিগকে দুঃখ প্ৰদান কৰিতেন না। তিনি
 যেমন বাজা স্বৰূপ হইয়া শুভকৰ নিয়ম সংস্থাপন পূৰ্বক
 বিশ্ব-বাজ্য পালন কৰিতেছেন, তদ্রূপ পৰম কাকনিক আ-
 চাৰ্য্য স্বৰূপ হইয়া স্বপ্ৰতিষ্ঠিত নিয়ম শিক্ষাৰ উপায়
 কৰিয়া দিয়াছেন। স.সাবে যত দুঃখ আছে, সমস্তই
 পৰমেশ্বৰেৰ নিয়ম লঙ্ঘনেৰ ফল। অতএব, কোন নিয়ম
 লঙ্ঘনে কোন দুঃখেৰ উৎপত্তি হইতেছে, তাহাৰ বিবে-
 চনা কৰিয়া সেই দুঃখেৰ প্ৰতীকাৰ কৰা, অৰ্থাৎ বিশ্ব-
 বাজ্যেৰ শাসন-প্ৰণালীৰ তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহাৰ
 কৰা, নিতান্ত আবশ্যক।

জগতেৰ তাবৎ বস্তুৰ এক এক প্ৰকাৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰকৃতি
 আছে, তদনুসাৰে তাহাৰা এক এক বীতি ক্ৰমে কাৰ্য্য
 কৰিয়া থাকে। যদি এক বস্তুৰ দ্বাৰা অন্য বস্তুৰ কাৰ্য্যেৰ
 বৈলক্ষণ্য না হইত, তাহা হইলেও, সজীব ও নিৰ্জীব যাব-
 তীয় বস্তুৰ কাৰ্য্যেৰ যত প্ৰকাৰ নিৰ্দিষ্ট বীতি আছে,
 বিশ্বেরও তত প্ৰকাৰ নিয়ম আছে বলিতে হইত, যে-
 হেতু কাৰ্য্যেৰই এক এক প্ৰকাৰ নিৰ্দিষ্ট বীতিৰ নাম

নিয়ম। কিন্তু প্রাণীগণ ও অন্যান্য বস্তু সকলের পর-
স্পর বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধানুসারে তা-
হাদের কার্যের বৈলক্ষণ্য হয়, যথা শুষ্ক তৃণ অগ্নি দ্বারা
যেদ্রুপ দগ্ধ হয়, জলসিক্ত তৃণ তদ্রুপ কখনই হয় না,
কাবণ এস্থলে জলের দ্বারা অগ্নির কার্যের বৈলক্ষণ্য হইয়া
থাকে। অতএব, তিস্র তিস্র প্রাণী ও বস্তু সমুদায়ের পর-
স্পর যত সম্বন্ধ আছে, জগতেরও তত নিয়ম আছে। যৎ-
পরিমাণে এই সমস্ত নিয়মের তত্ত্ব জানা যাইবে, তৎপরি-
মাণে উন্নিস্পন্ন ব্যবহারিক নিয়ম সকলও সুনির্দিষ্ট ও
সুখ-জনক হইতে থাকিবে।

কিন্তু কোন কালে যে সমুদায় নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব
প্রকাশ পাইবে, এবং তখন তদ্বিষয়ের নিমিত্ত বুদ্ধি চাল-
নার আর প্রয়োজন থাকিবে না, ইহা এক্ষণে মনেও
কল্পনা করা যায় না। যদিপি কখনও কোন প্রতাপাশ্রিত
সম্রাট্ স্বীয় বাহু-বলে সমাগবা পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিয়া
কহিতে পাবেন, আমার জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিবাব
আর অন্য স্থান নাই, তথাপি বিদ্যার্থী ব্যক্তি কখনও
কহিতে পারিবেন না, আমার শিক্ষা করিবাব আর অন্য
বিষয় নাই। সমুদায় নিয়মের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া অনন্ত
কালের কার্য। এস্থলে কতিপয় প্রসিদ্ধ ও আবশ্যিক নিয়-
মের বিবরণ করা যাইতেছে।

জগতের তিন প্রকার নিয়ম, ভৌতিক, শারীরিক, ও
মানসিক।

প্রথমতঃ ।—জল, বায়ু, স্বর্ণ, বোঁপা, লৌহ, মৃত্তিকাদি অচেতন পদার্থের নাম ভৌতিক পদার্থ। যে নিয়মে তৎ-সমুদায়ের কার্য নির্ধারিত হয়, তাহাব নাম ভৌতিক নিয়ম। অগ্নিতে অন্ন পাক হয়, জলেতে নৌকা ভগ্ন হয়, চূর্ণেতে হরিত্রা দিলে পাটল বর্ণ হয়, হস্ত হইতে প্রস্রব-খণ্ড শ্লিষিত হইলে ভূমিতলে পতিত হয়, ইত্যাদি জড়-পদার্থ ঘটিত কার্য্য বিবিধ প্রকার ভৌতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ।—যে নিয়মে শরীর সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ধারিত হয়, তাহাব নাম শারীরিক নিয়ম। শরীরী বস্তুর স্বভাব এই, যে, শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহাব দ্বারা সঞ্জীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, হ্রাস, ও ভঙ্গ হয়। প্রস্রব কদাপি প্রস্রবান্তর হইতে উৎপন্ন হয় না, আহারও করে না, এবং ক্রমানুসারে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়া নষ্টও হয় না। কিন্তু মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি প্রাণী ও বৃক্ষ, লতা, তৃণাদি উদ্ভিজ্জেতে ইহাব সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয়। বস্তৃতঃ, 'যে নিয়মানুসারে জড় ও উদ্ভিজ্জের এই সমস্ত অবস্থাব সংঘটনা হয়, তাহাবই নাম শারীরিক নিয়ম। উন্নত মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য।

তৃতীয়তঃ ।—যে সকল জীব বুদ্ধি-শ্রী, বাহাদিগের কেবল আপন সত্তা মাত্রও বোধ আছে, তৎ সমুদায়ই মানসিক নিয়মের অধীন। তাহাদিগের দুই প্রধান শ্রেণী,

মহুয়া এবং ইতব জন্তু । মহুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্টে প্রবৃত্তি এই তিন প্রকার বৃত্তি আছে, আর ইতব জন্তু-দিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্টে প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু ময়াদি ধর্মপ্রবৃত্তি নাই । বুদ্ধিজীবী জীবদিগের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের নির্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার নিরূপিত সম্বন্ধ আছে । বসনেন্দ্রিয় স্পৃহ থাকিলে, ইক্ষু বসেব স্বাদ কদাপি তিক্ত বোধ হয় না, ও নিম্ব পত্রের স্বাদও কখন মিষ্ট জ্ঞান হয় না । চক্ষু ও কণ প্রকৃতিস্থ থাকিলে, চম্পক পুষ্প কদাপি শ্বেতবর্ণ দেখায় না, ও বংশী-ধ্বনিও কর্ণশ শুনায় না । তদ্রূপ, আমাদিগের ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা বৃত্তির বৈলক্ষণ্য না হইলে, প্রতারণা ও নব-হত্যায় অন্তঃকরণ প্রযুক্ত হয় না । এই রূপ, আমাদিগের সমস্ত মানসিক শক্তি স্ব স্ব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত নির্দিষ্ট সম্বন্ধানুসারে স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয় । যে নিয়মে তত্ত্ব কার্য সম্পন্ন হয়, তাহারই নাম মানসিক নিয়ম ।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহার কতক গুলি অতি উপাদেয় গুণ প্রতীত হয় । যথা।

প্রথমতঃ ।—সমুদায় নিয়ম পবম্পর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ এক নিয়ম প্রতিপালনের সুখ কদাপি অন্য নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা নিরাকৃত হয় না, এবং এক নিয়ম ভঙ্গের দুঃখ কদাপি

অন্য নিয়ম পালন দ্বারা খণ্ডিত হয় না। পরোপকার দ্বারা
 হৃদয় রোগের শাস্তি হয় না, এবং ঔষধ সেবন দ্বারা ক-
 দাশি শোক ও মনস্তাপ দূর হয় না। যদি কোন ব্যক্তি
 পবন ধার্মিক হন, আর আপনাত্মক জ্ঞাতসাথে অথবা অজ্ঞা-
 তসাথে সাংঘাতিক বিষ পান করেন, তবে তিনি শারীরিক
 নিয়ম ভঙ্গন করিতে, অবশ্যই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইবেন।
 তখন তাঁহার সঞ্চিত পুণ্য-বলে দেহ ভঞ্জেব নিবারণ হইবে
 না, কারণ শারীরিক নিয়ম স্বতন্ত্র, অন্য অন্য নিয়মের অ-
 ধীন নহে। যদি কোন পাপাসক্ত ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, মিথ-
 জ্ঞোহী, প্রতাবক ও বিশ্বাসঘাতী হয়, তথাপি সে যথা নি-
 যমে পরিমিত পান ভোজন ও বায়ামাদি শারীরিক নিয়ম
 প্রতিপালন করিলে হৃৎ, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবেক। কিন্তু
 যদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন না
 করেন—যথা নিয়মে বিহিত কালে উপাদেয় দ্রব্য ভোজন,
 অনতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, স্নানির্মল বায়ু
 সেবন, দুর্গন্ধ-দ্রব্য-শূন্য স্থানে বাস, কাম-রিপু সংযম ই-
 ত্যাদি নিয়ম প্রতিপালন না করেন, তবে তিনি সত্যবাদী,
 সুশীল, শান্ত-স্বভাব ও পরম দয়ালু হইলেও, শারীরিক
 নিয়ম লঙ্ঘন করিতে, বোগের যাতনায় অস্থির হইয়া শ-
 যায় লুপ্তমান থাকিবেন। যদি কেহ কৃষি-কর্মে ও বাণিজ্য-
 ব্যাপারে বিশিষ্ট রূপ পাবদর্শী হইয়া বস্ত্র ও পরিশ্রম পূ-
 র্ণক ভাষা নির্বাহ করে, ও পরিমিত-ব্যয়ী হয়, তবে সে

ব্যক্তি ধেবী ও পরজ্ঞোহী হইলেও, বিপুল ধন সংগ্রহ করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। যদি কোন ব্যক্তি বিষয় কর্মে অনৈপুণ্য প্রযুক্ত ধনোপার্জনে অক্ষম হন, এবং তন্নিমিত্ত কায়ক্লেশে যথা কালে শাকার আহার করিয়া দিনপাত করেন, তথাপি তিনি যদি ধর্ম-পথাবলম্বী থাকেন—সত্যবাদী, জিতেদ্রিয়, সহপদেশক ও ঈশ্বর-পবায়ণ হন, তবে ঐ সকল যথার্থ ধর্ম প্রতিপালন কবাতে, প্রহুয় ও প্রসন্ন মনে কাল যাপন কবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম পালনের পৃথক্ পৃথক্ সুখ, ও পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম লঙ্ঘনের পৃথক্ পৃথক্ দুঃখ, ইহা পূর্বোক্ত উদাহরণ সমুদায় দ্বাবাই এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। নাবিকেবা বায়ু জলাদির স্বভাব জানিয়া ভৌতিক নিয়মামুসায়ে সুন্দর রূপ নৌকা চালনা করিলে, নিরুদ্বেগে নির্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হয়, আর তাহার অন্যথা হইলে, জল-মগ্ন হইয়া অব্যাক্তে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতে পারে। এইরূপ, যিনি শাবীরিক নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনি শাবীরিক সুখ সমৃদ্ধতা লাভ করেন, এবং যিনি তাহা লঙ্ঘন কবেন, তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া বল-হীন ও বীৰ্য্য-হীন হইতে থাকেন। যিনি ধর্ম-বিষয়ক নিয়মের অমূলবর্তী হইয়া সদাচারে ও সদ্ভাবহারে রত থাকেন, চন্দ্রা-লোক-তুলা সুনির্মল আনন্দ-জ্যোতিঃ তাঁহার চিত্তোপরি বিকীর্ণ থাকে, এবং লোকে তাঁহাকে মনের সহিত ভাল-

বাসে ও সমাদর করে। আর তাহার বিপর্যয় করিলে, সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া আন্তরিক পানিযুক্ত, লোকের অ-প্রিয়; ও রাজদ্বারেও দণ্ডনীয় হইতে হয়। যে যদ্বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করে, পরমেশ্বর তাহাকে তদ্বিষয়ক সুখ প্রদান করেন, এবং যে যদ্বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহার প্রতি তদ্বিষয়ক দুঃখ বিধান করেন। সচক্ষে কহিতে হইলে এই কথা বলিতে হয়, যে যাহা চায়, পরমেশ্বর তাহাকে তাহাই দেন।

তৃতীয়তঃ :—প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অপরিবর্তনীয় ও অনতিক্রম্য এবং সর্ব স্থানে ও সর্ব সময়েই সমান, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। বাঙ্গলা দেশেই হউক, বা সিংহল দীপেই হউক, সর্ব স্থানেই অপরিমিত ভোজন করিলে, শরীরের অসুখ বোধ হয় ও বোগ জন্মে। যথা নিয়মে ব্যায়াম করিলে, হিন্দুস্থানের লোকেই বলিষ্ঠ হয়, আর অন্য দেশীয় লোকে হয় না, এমনত কখন হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-দোষ দ্বারা কেবল বাঙ্গালিরই বল-হানি ও বীৰ্য্য-হানি হয়, আর শিখ ও ইংরেজদিগের সে শাস্তি হয় না, এমনত কখনই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দোষ-শূন্য শারীরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এবং তদবধি সমস্ত শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, সে ব্যক্তি যে যাবজ্জীবন রোগের আলায় আলাতন ও মৃতকল্প হইয়া কাল হরণ করে, ইহা কোন স্থানে

কোন কালেই ঘটে না। প্রভূত, যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং অহিতকাৰী ত্রুটি ভক্ষণ, দুৰ্গন্ধ স্থানের বায়ু সেবন, শাৰীৰিক ও মানসিক পৰিশ্রমেৰ আতিশয়া প্রভৃতি নানা প্রকাৰ অহিতাচাৰ কৰিয়া ক্ৰমাগত শাৰীৰিক নিয়ম সকল লঙ্ঘন কৰিয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি যে ত্ৰিচ্চি, বলিষ্ঠ ও বীৰ্যবান হইয়া সদা সুস্থ থাকে, ইহাবও দৃষ্টান্ত কি পল্লাব, কি কাবুল, কি চীন, কি আমেৰিকা কুত্ৰাপি প্ৰাপ্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি বিপু-পৰতন্ত্র হইয়া অনববর্তই পাপ পঙ্কে মগ্ন আছে, সে যে, শাস্ত-চিত্ত হইয়া জ্ঞানধৰ্ম্মোৎপাদনা নিৰ্ম্মল জ্ঞানন্দ-নীৰে অবগাহন কৰে, ও শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তিদিগেৰ আদৰ্শীয় ও প্ৰিয়-পাত্ৰ হয়, ইহাব দৃষ্টান্ত কি কাশী, কি মক্কা, কোথাও দৃষ্ট হয় না।

চতুৰ্থতঃ,—যদিও সকল প্রকাৰ প্ৰাকৃতিক নিয়ম পবম্পৰ স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহাবা পবম্পৰ সহকাৰী বটে। তাহাদের এ প্রকাৰ আশ্চৰ্য্য সম্বন্ধ নিকপিত আছে, যে, এক প্রকাৰ নিয়ম পালন কৰিলে অন্যান্য প্রকাৰ নিয়ম প্ৰতিপালনেৰ সুবিধা হয়, এবং এক প্রকাৰ নিয়ম লঙ্ঘন কৰিলে অন্যান্য প্রকাৰ নিয়ম প্ৰতিপালনেৰ ব্যতিক্ৰম ঘটে। প্রথমতঃ,—ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন কৰিলে, তদ্বিষয়ক অনিষ্ট ঘটনা হইয়া, শাৰীৰিক ও মানসিক নিয়ম প্ৰতিপালনেৰ ব্যাঘাত জন্মে। এই প্রকাৰ ভৌতিক নিয়ম আছে, ছড বস্তু

উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে ভগ্ন বা আহত হয়। তৎ-
 প্রতিপালনে সাবধান না হওয়াতে, অকস্মাৎ অটালিকাৰ
 ছাদ' হইতে পতিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তির হস্ত পদাদি
 ভগ্ন হয়, তবে তদ্বারা তাহার শরীর ও মন অসুস্থ হইয়া
 শারীরিক ও মানসিক নিয়ম-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া
 উঠে। তাহাতে তাহার শরীর অপটু হইয়া বোগাস্পদ
 হইতে পারে, এবং মস্তকস্থ মস্তিষ্ক বাশি আহত হইয়া মান-
 সিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। দ্বিতী-
 য়তঃ।—সম্যক্ রূপে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা
 শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হইলে, শরীর সবল ও মন ক্ষুর্ভি-
 বিশিষ্ট হয়, এবং তদ্বারা ভৌতিক ও মানসিক নিয়ম প্রতি-
 পালনে সমধিক সমর্থ হওয়া যায়। সুস্থ-কায় ব্যক্তি
 কোন ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে,
 তাহার আশু প্রতীকার হইতে পারে, কিন্তু অসুস্থ-কায়
 ব্যক্তি তদ্রূপ আহত হইলে, তাহার অনায়াসে আরোগ্য
 লাভ হওয়া স্কটন। শরীর সুস্থ না থাকিলে, বুদ্ধিবৃত্তি
 সতেজ থাকে না, এবং ধর্মপ্রবৃত্তিও ক্ষুর্ভি পায় না, সু-
 তরাং বিদ্যাসুশীলন বা ধর্মীসুষ্ঠানার্থ প্রগাঢ় পরিশ্রম পূ-
 র্ণক তত্ত্ববিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্ রূপে সমর্থ হওয়া
 যায় না। তৃতীয়তঃ।—মানসিক নিয়ম বিষয়েও এই প্র-
 কার প্রণালী। সমুদায় মনোবৃত্তি যথা নিয়মে সংযত
 করিলে, কেবল মনে মনে নিম্নলি আনন্দ অহুত হয় এ-

মত নহে, লোকযাত্রা নির্বাহ ও জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধিবৃত্তি সকল মার্জিত ও উন্নত হইলে, বায়ু জলাদি ভৌতিকপদার্থের গুণাগুণ নিরূপণ করিয়া কৃষি ও শিল্প-কার্যাদির সমধিক উন্নতি করিতে পাওয়া যায়। আর, সমস্ত মনোবৃত্তি যথা নিয়মে চালনা করিলে, শাখীক স্থান্য লাভও হয়। তন্মিত্র, বুদ্ধি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া বিদ্যাত্মানার্থ অযথোচিত নিয়মাত্তিরিক্ত মানসিক পবিত্রায় করিলে, এবং ধর্ম বিষয়ক নিয়মে অবহেলা করিয়া লম্পটতাচরণ ও তদাত্মবজিক অন্যান্য অহিতাচারে আসক্ত হইলে, শাখীক পোতা জন্মিয়া অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হয়। কাহারও কাহারও শরীর একরূপ রূপ ও ভগ্ন হইয়া পড়ে, যে, তাহাদিগকে আপন যৌবন কালের কুক্রিয়াব ফল বৃদ্ধ কালেও ভোগ করিতে হয়। অতএব, পরমেশ্বর প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যেমন পবম্পর স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন, তেমনি আবার তাহাদিগকে পরম্পর সম্বন্ধ করিয়া অতি আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। সমুদায় নিয়ম পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়াও পবম্পর মিলিত হইয়া আমাদিগের শুভ সাধন করিতেছে।

পঞ্চমতঃ।—মানব প্রকৃতির সহিত সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্য আছে। আমাদিগের বুদ্ধি-সাধ্যাত্মক উত্তম রূপে নোকা নির্মাণ করিয়া উত্তম রূপে চালনা

করিলে, যদি তাহা না তাসিয়া জল-মগ্ন হইত, তবে আমা-
দিগের বুদ্ধিবৃত্তির সহিত তাহার ঐক্য থাকিত না। কিন্তু
যখন' মগ্ন না হইয়া জলের উপর তাসিতে থাকে, তখন এ
নিয়মের সহিত আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে
বলিতে হইবেক। যদি যদিরা-মস্ত ও ব্যাতিচারাক্রান্ত ব্যক্তি-
দিগের স্ব স্ব দোষের আতিশয়া দ্বারা শারীরিক স্নেহতা
ও সুখ বৃদ্ধি হইত, তবে তাহার সহিত আমাদিগের বুদ্ধি
ও ধর্ম' বিষয়ক নিয়মের ঐক্য থাকিত না। কিন্তু জগদীশ্বর
তাহা না কবিয়া উত্তম প্রকার নিয়মের পবম্পর ঐক্য
বাধিয়াছেন। আমাদিগের দয়াদি ধর্ম'প্রবৃত্তি থাকিতে,
ভ্রমওলের হুঃখ ত্রাস ও সুখ বৃদ্ধি কবিতে ইচ্ছা হয়।
জগতের তৌতিক ও শারীরিক নিয়মের সহিতও তাহার
ঐক্য দেখিতেছি, কারণ ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করি-
লেই হুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ প্রাপ্তি হয়। যাবতীয় হুঃখ
সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। কিন্তু তাহাও পবমেশ্বর
এই অভিপ্রায়ে নিয়োজন কবিয়াছেন, যে আমবা একবার
নিয়ম লঙ্ঘনের হুঃখময় ফল অবগত হইয়া, বাহাতে তদ্রূপ
বিকল্প কর্ম' পুনর্বার না হয়, তাহার চেড়া করি। যদি
প্রবল ঋতিকার সময় কোন বেগবতী নদী'র তযানক তর-
ঙ্গোপরি নৌকা বাহন করা যায়, আব তাহা জল-মগ্ন হয়,
তবে তাহা দেখিয়া লোকের নৌকা-বাহন-বিষয়ক নিয়ম
প্রতিপালনের আবশ্যকতা সূচরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

পরিমিত ভোজন ও পরিমিত পরিশ্রম না করিলে যে রোগ জন্মে, তাহাও পৰমেশ্বর এই আশয়ে নিয়োজিত করিয়াছেন, যে তদ্ব্যৰ্থে আমবা সাবধান হইয়া শাৰীৰিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হইব, এবং তদ্ব্যৰ্থে শাৰীৰিক পীড়া ও অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগ করিব। ধৰ্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, যে মনে মনে ঘৃণা, শ্রানি, অসন্তোষ, ও বিবক্তি বোধ হয়, এই বিধান দ্বাৰা পৰমেশ্বর এই অভিপ্ৰায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে আমবা ঐ নিয়ম ভঙ্গেৰ দুঃখময় ফল অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালন পূৰ্ব্বক আত্মপ্ৰসাদ ও নিশ্চল আনন্দ লাভ করি।

যখন কোন প্রাকৃতিক নিয়মেৰ এত দূৰ বিকল্ৰাচৰণ করা হয়, যে তাহাৰ প্রভীকাৰেৰ অব সম্ভাবনা থাকে না, তখন মৃত্যু আসিয়া সকল দুঃখ নিৰ্বাধিণ করে। যদি কোন ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়াতে, কোন নৌকা সমুদ্র-গৰ্ভে নিমগ্ন হয়, আর নৌকাকট্ৰ ব্যক্তিদিগেৰ ভীৰ প্ৰাপ্তিৰ উপায় না থাকে, তবে তাহাদিগেৰ তদবস্থায় চিবকাল জীবিত থাকা যে কি প্রকাৰ যাতনার বিষয়, তাহা চিন্তা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু পৰমেশ্বর-প্ৰসাদে তৎকালে মৃত্যু অমৃত স্বৰূপ হইয়া তাহাদিগেৰ যত্নগানল এককালে নিৰ্বাণ করে। যদি শাৰীৰিক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বাৰা কোন যুবা পুরুষেৰ পাকস্থলী ও হৃদয়াদি মৰ্ম্ম-স্থান নষ্ট

হয়, তবে তৎকালে মৃত্যুই প্রেযঃ, কারণ, হৃদয়াদি ব্যক্তিরে কে চিৎকাল জীবিত থাকিতে হইলে যে প্রকার দুঃসহ যন্ত্রণার সম্ভাবনা, তাহা মনে করাও যন্ত্রণা। অতএব, পরম মঙ্গলাকর পরবেশ্বর এস্থলে তাঁহাকে ইহ লোক হইতে অবসর করিয়া তাঁহার যন্ত্রণার শেষ কবেন। এস্থলে মৃত্যুও পবন হিতকারী বন্ধু। সমুদায় সংসার জগদীশ্বরের এক অচিন্তনীয় অনির্কচনীয় সুকৌশল-সম্পন্ন মহান্ যন্ত্র, বিশ্বাধিপতি বিশ্ব-যন্ত্রাকট জীবদিগেব সুখ সচ্ছন্দতা সম্পাদন নিমিত্ত নানা প্রকার শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং সমুদায় নিয়মেব সমুদায় কৌশলই সংসারের মঙ্গলাভিপ্রায়ে কল্পনা করিয়াছেন। আপাততঃ যাহা অশুভ জ্ঞান হয়, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহাই পরম শুভকর বলিয়া নিশ্চয় হয়। যদি কোথাও দেখি, দুই বলিষ্ঠ পুরুষ এক দুর্বল বালকেব হস্ত পদ ধৃত করিয়া রহিয়াছে, আর এক জন একখান ডীক্ষু অস্ত্র লইয়া তাহার উরুদেশে প্রবেশ করাইতেছে, এবং তাহাতে অনর্গল বস্ত্র নিঃসৃত হইতেছে, ও সেই বালক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে,—যদি অকস্মাৎ এ প্রকার দৃষ্টি করি, আর ঐ কণ্ঠের অভিসন্ধি ও কলাকল বিবেচনা না করিয়া দেখি, তবে ঐ তিন ব্যক্তিকেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও দুর্বৃত্ত নরাধম বলিয়া অবশ্যই নিন্দা করি তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পরে যদি শুনি, ঐ বালকের উরুদেশে একটা বিদ্যো-

টক হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহাতে অস্ত্র করিতেছে, সে একজন সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসক, আর দুই জনের মধ্যে একজন ঐ বালকের পিতা ও একজন তাহার জাতা, তবে আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হয়, ঐ কণ্ঠ বালকের আপাতঃ ক্লেশদায়ক বটে, কিন্তু তাহার হিতার্থেই সঙ্কলিত হইয়াছে। তখন আব ঐ তিন ব্যক্তিকে নিন্দা না কবিয়া, বরঞ্চ বালকের হিতাকাজক্ষী বলিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি অমুরাগ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হব। এইরূপে পরমেশ্বর সমস্ত দুঃখই সংসারের হিতাভিপ্রায়ে সৃজন করিয়াছেন। জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই, যে ব্যক্তি জগদীশ্বরকে নির্দয় বলে, তাহার অভিশয় জ্ঞান। যদি তাঁহার মনুষ্যকে যন্ত্রণা দিবার অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে তিনি সমস্ত নিয়মই মানুষ্যের দুঃখজনক করিতেন। তিনি এমন করিতে পারিতেন, যে, আমরা বাহ্য আহার করি তাহাই তিক্ত ও কটু, বাহ্য প্রবণ করি তাহাই বিকট ও কর্কশ, বাহ্য দর্শন করি তাহাই কুৎসিত ও ভয়ানক, এবং বাহ্য আশ্রয় পাই তাহাই হর্ষজ ও পীড়াদায়ক। কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারে, সুখ ও দুঃখ কিছুই তাঁহার অভিপ্রায় নহে, তিনি, কার্য্য পত্তিকে যে বল্লর যেমন স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে, সেই রূপই রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহা হইলে জগতের সকল নিয়ম এক প্রকার হইবার সম্ভাবনা থাকিত না; কোন নিয়ম বা সংসারের শুভদায়ক হইত, কোন নিয়ম বা অন্ততদায়ক হইত।

কিন্তু জগতের যত নিয়ম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটিও অশুভদায়ক নহে। নিয়ম লঙ্ঘনেতেই সকল দুঃখ ঘটে, কিন্তু উজ্জনা বিশ্ব-নিয়মটাকে শুভকাবী বাতিবেকে কদাপি অশুভকাবী বলা যায় না। কলম কর্ত্তন করিতে অঙ্গুলি ছেদন হইলে, কেহ এমত কথা বলে না, যে কর্ত্তনকার অঙ্গুলি-ছেদনের নিমিত্ত ছুরিকা প্রস্তুত কবিয়াছে। সেই-রূপ লোকের দন্তশূল ও শিবঃপীড়া হয় বলিয়া কেহ একপ নিশ্চয় কবে না, যে পরমেশ্বর মনুষ্যাগণকে যন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত দন্ত ও মস্তকের সৃষ্টি করিয়াছেন। দন্ত ও মস্তকেব যে হিতজনক প্রয়োজন তাহা প্রসিদ্ধই আছে, কেবল শাবীরিক নিয়ম ভঙ্গ হইলেই তাহার বৈলক্ষণ্য হয়।

ককণাময় পবনেশ্বর সমুদায় নিয়মই আমাদের সুখদায়ক কবিয়াছেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে সমস্ত দুঃখ ঘটনা হয়, তাহাও আমাদিগকে নিয়মানুশাসী করিবার নিমিত্তেই সৃষ্টি কবিয়াছেন, এবং সে দুঃখও মোচন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি প্রদান কবিয়াছেন। তাহার সমুদায় কৌশলই শুভ কৌশল, এবং অস্তে আমাদিগেব মঙ্গল হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত, এই প্রকার জ্ঞান কবিয়া তাঁহার নিয়মানুগত কার্য্য কবাই আমাদিগেব পবন ধর্ম্ম ও সুখেব নিদান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনুষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় ও বাহ্য বস্তুর সহিত

তাহার সম্বন্ধ নিকপণ

জগদীশ্বর মনুষ্যকে কিরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার কিরূপ সূতকর সম্বন্ধ নিকপণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বুঝে অমুসন্ধান করা আবশ্যিক।

মনুষ্যের ভৌতিক প্রকৃতি।

অস্থি, মাংস, বস্ত্র, নাড়ী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যে যে বস্তু দ্বারা শরীর নির্মিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ভৌতিক পদার্থ, ও ভৌতিক নিয়মের অধীন। অপবাপব জড় পদার্থের ন্যায় শরীরও উচ্চ ভূমি হইতে পতিত হইলে আহত হয়, এবং অগ্নি-সংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। অতএব, মনুষ্যের সুখ দুঃখ জগতের ভৌতিক নিয়মের উপর কত নির্ভর করে, তাহা জানিতে হইলে, প্রথমতঃ ভৌতিক পদার্থের কার্য দেখিয়া ভৌতিক নিয়ম নিকপণ করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ শরীরের কি প্রকার গঠন, ও কি প্রকার নিয়মে তাহার কার্য নির্বাহ হয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে হয়, তৃতীয়তঃ তাহার সহিত ভৌতিক নিয়মের কি প্রকার

সম্বন্ধ, তাহাও নির্দেশ করিতে হয়। এই সমুদায় সম্পন্ন হইলে, আমরা ভৌতিক নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া তদ্বারা কত উপকৃত হইতে পারি তাহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়, এবং ভৌতিক পদার্থের অনিবার্য্য শক্তি দ্বা-
বাই বা আমাদেরই কত দুঃখ হয়, আব অজ্ঞান প্রযুক্তই বা কত ক্লেশের উৎপত্তি হয়, তাহাও নির্দ্ধাবিত করা হা-
ইতে পারে। পশ্চাৎ এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ করা যাইবেক, সম্প্রতি ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, যে যথা নিয়মে ভৌতিক পদার্থের নিয়োগ করিতে না পারিলেই দুঃখোৎ-
পত্তি হয়। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। তদ্বারা লোকের অন্ন পাক, অস্ত্রাদি নির্মাণ, বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য সম্পা-
দন, ইত্যাকার সহস্র সহস্র প্রকার উপকার দর্শিতেছে। তবে যে অগ্নি দ্বারা কাহারও গৃহ-দাহ হইয়া সর্বনাশ, বা শরীর দহন হইয়া প্রাণ সংহাৰ, অথবা অন্য প্রকার অন্তত ঘটনা হয়, তাহা অসাধনতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে। বল ও বুদ্ধি চালনা দ্বারা ঐ সমস্ত বিপৎপাত নিবারিত হইতে পারে কিনা তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই প্রকার বুদ্ধি-পৰ্য্যাবসায় ক্রমে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চিত প্রতীত হইবে, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখাতি-
প্রায়েই সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তদ্বারা যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা প্রায়ই আমাদেরই নিয়ম প্রতিপালনে ত্রুটি প্রযুক্তই হইয়া থাকে। যদি

আমরা বিশ্ব-সম্রাটের সমুদায় ভৌতিক ও অনান্য নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হই, তবে ভুলোক পৰম সুখাঙ্গদ স্বৰ্গ-লোক হইয়া উঠে।

মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি।

মনুষ্য শরীরী জীব, সুতরাং শারীরিক নিয়মের অধীন। পূর্বেই নির্দেশ করা গিয়াছে, শরীরী বস্তু শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহাৰ দ্বারা জীবিত থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, হ্রাস ও ভঙ্গ হয়। এই সমুদায় বিষয় বধা নিয়মে সম্পন্ন হইলে, সুখোৎপত্তি হয়, আর তাহা না হইলেই অনিষ্ট ঘটে।

প্রথমতঃ। বীজ সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইলে, তদুৎপন্ন শরীরী বস্তুও সর্ব-সুন্দর-সম্পন্ন হয়, আর বীজের বৈলক্ষণ্য হইলে, তাহা হইতে যে বস্তু উৎপত্তি হয় তাহারও বৈলক্ষণ্য ঘটে। 'আহার কোন জীবনোপযোগী অংশ নয় হইয়াছে, এমত বীজ বপন করিলে, তদুৎপন্ন তৃণও তন্ত্ৰ অংশে হীন হয়। যদি কোন বীজের সমুদায় অংশ পৰিপূর্ণ থাকে, কিন্তু কুস্থানে স্থিতি বা কাৰণান্তর দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, অথবা তাহা সুন্দররূপ পৰিপক্ব না হইয়া থাকে, তবে তদুৎপন্ন বৃক্ষ সতেজ হয় না, এবং দীৰ্ঘ কাল সজীবও থাকে না। মনুষ্যের বিষয়েও এই প্রকার নিয়ম। অল্প বয়সে বা পীড়িতাবস্থায় সন্তান উৎপাদন করিলে সে সন্তান কখনই হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয় না, বরঞ্চ অল্প কালেই মরাগন্ত

ও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধী পিতা মাতাকে শোকাবুল করিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ। শরীরী জীবদিগের আপন আপন স্বভাবানুযায়ী উৎকৃষ্ট-গুণান্বিত পরিমিত রূপ জল, বায়ু, জ্যোতিঃ ও খাদ্য সামগ্রী, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্বা আত্মীয় মনোবাস্তব ব্যবহার করা নিত্য আবশ্যক। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে, দেহের শক্তি ও মনের বৃত্তি সমুদায় তেজস্বিনী হয়, শরীরের সুস্থতা বোধে চিন্তের ক্ষুধা জন্মে, এবং অন্তঃকরণ সর্বদা প্রফুল্ল থাকে। রোগ, যন্ত্রণা, অকাল-মৃত্যু এ সমুদায় ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। পশ্চাৎ এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, এ বিষয় দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পূর্বে আরম্ভও বীপে এক সাধারণ স্মৃতিকাগারে উত্তম বায়ু সংকরনের উপায় ছিল না, এ নিমিত্ত, তথায় যত সন্তান জন্মিত, ভূমিষ্ঠ হইবার পর নয় দিনের মধ্যে তাহার বর্ষ অংশের মৃত্যু হইত। পরে অধ্যক্ষেরা তথায় উপাদেয় বায়ু সংকরনের উপায় করিয়া দিলে, উক্ত কালের মধ্যে কেবল বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাত্র কাল প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

তৃতীয়তঃ। শরীরের সমুদায় অঙ্গ যথা নিয়মে চালনা করা আবশ্যক। এ নিয়ম প্রতিপালন করিলে, শরীর সমৃদ্ধ থাকে, অঙ্গ চালনার সময়েই দেহের ক্ষুধা বোধ হয়, এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার উপকার উদ্ভাবিত হয়।

আব তাহা লক্ষ্যন করিলে, শরীরের সুস্থতা ভঙ্গ, মানি বোধ, এবং সর্বদা অসুখ ও ক্লেশ ঘটনা হয়, সুতরাং শরীর ও মনের শক্তি সমুদায় নিস্তেজ হইতে থাকে । ‘

বাক্সলা দেশের লোক এই ত্রিবিধ শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ বিষয়ে যেমন উদাহরণ-স্থল, এমন আব দ্বিতীয় নাই । এ দেশের লোক কি নিমিত্ত একপ দুর্বল ও নিবীৰ্য্য হইল ? কি নিমিত্ত ভিন্ন জাতীয় বাক্সাব অধীন হইয়া এ প্রকার হয়ে হইল ? কি নিমিত্ত এমত দ্বিভ্র ও দুর্দশা প্রাপ্ত হইল ? এ সমস্ত প্রশ্নের এক মাত্র সিদ্ধান্ত এই, যে তাহারা পবন কাকটিক পরমেশ্বরের এই সকল নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া এ প্রকার ছববস্থাস্থিত হইয়াছে ।

জগদীশ্বর মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জন্তুকে কৃষিশক্তি প্রদান করেন নাই, কিন্তু তৎপরিবর্তে বাছ বস্তুর সহিত তাহাদের প্রকৃতির এ প্রকার সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের তৃণাদি ভোজ্য বস্তু বিনা যত্নে উৎপন্ন হইয়া থাকে । বসুমতী আপনা হইতেই অনবরত তাহাদের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন । সেইরূপ, পরমেশ্বর তাহাদিগকে গাজ্রাচ্ছাদন নির্মাণ কবিবার কৌশল-জ্ঞান প্রদান করেন নাই, কিন্তু তদ্বিনিময়ে পক্ষ লোমাদি দ্বারা তাহাদের শরীর আবৃত ও সুশোভিত করিয়া দিয়াছেন । জগদীশ্বর যখন পশু, পক্ষী, পতঙ্গাদির বিষয়ে এইরূপ অচিন্ত্য জ্ঞান ও বিচিত্র শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইচ্ছা

কবিলে, মল্লম্বোর বিষয়েও একপ করিতে পারিতেন, যে তাঁহার শস্য ফলাদি সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য বিনা অয়াসে আ-
পনা হইতেই উৎপন্ন হইত, এবং তাঁহার গাত্রাচ্ছাদনও
স্বভাবতই তাঁহার শরীরে জন্মিতে পারিত। কিন্তু জগদীশ্বর
আমাদিগের হিতাভিপ্রায়েই তাহা কবেন নাই। তাঁহার
এই অখণ্ডনীয় অমৃত আছে যে, ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন,
শস্য ছেদন ও বস্ত্র বয়নাদি ব্যতিরেকে কখনই লোকযাত্রা
নির্বাহ হইবে না। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন আমাদিগকে
অযত্ন-সম্পূর্ণ অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন নাই, তেমন তৎসমুদায়
সম্পাদনার্থে আমাদিগকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমু-
দায় প্রদান করিয়াছেন। আর তিনি যেমন মানসিক ও
শারীরিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদুপযোগী উৎকর্ষা
ভূমি সমুদায়ও চতুর্দিকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, ও
বহু-গুণোৎপাদক বীজ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আ-
মাদিগকে রচনা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও বিবিধ প্র-
কার বস্ত্র-বয়নোপযোগী দ্রব্যের সৃজন করিয়াছেন, আমরা
বুদ্ধি-বলে তদ্বারা উত্তমোত্তম বিচিত্র বসন প্রস্তুত করিয়া
শীত নিবারণ ও শোভা বর্জন করিতে পারি। পরম কারু-
ণিক পবনেশ্বর আমাদিগকে অযত্ন-সম্পূর্ণ অন্ন বস্ত্র না দি-
য়াও সকল দিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ পশুদিগকে
মল্লম্বোর অপেক্ষা সুখী ও ভাগ্যধর বোধ হয়, কিন্তু সবি-
শেষ বিবেচনা পূর্বক মল্লম্বোর স্বভাব ও বাহ্য বস্তুতে তাঁহার

উপযোগিতার বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় হইবে, ভূমণ্ডলে মনুষ্যই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্ন বস্ত্র-আহার্যের নিমিত্ত তাঁহাকে যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেই তাঁহার এমন মহত্ত্ব হইয়াছে। অগদীশ্বর লোকেব অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজনের সহিত ভূমির উৎপাদকতা গুণের যে প্রকার শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর কর্মক্ষম ব্যক্তিবা প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলেই সকল লোকেব আহার, ব্যবহার ও সুখ সম্বোগোপযোগী যথেষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যদি প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিদিন দশ দণ্ড মাত্র কর্ম বিশেষে নিযুক্ত থাকে, তবে লোকযাত্রা-নির্মাণোপযোগী সমুদায় আবশ্যক ও সুখোৎপাদক সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহা হইলে দুঃখ ও দরিদ্রতা পৃথিবী হইতে নির্মাসিত হয়, অবশিষ্ট ৫০ দণ্ড কেবল অবকাশ ও আমোদ প্রমোদেব কাল থাকে।

উষ্ণ দেশীয় লোক স্বভাবতঃ দুর্বল, এ নিমিত্ত পবনেশ্বর তথাকার ভূমিও উর্বরা করিয়াছেন। অতএব, তাহাদিগেব অল্প পরিশ্রমে লোকযাত্রা নির্মাণ হয়, সুতরাং সে দেশের লোকের যেমন বল, সেইরূপ অল্প শ্রমেবই প্রয়োজন। প্রখর সূর্য্য-কিরণে দক্ষ হওয়াতে, এ দেশেব লোক অত্যন্ত ক্ষীণ ও নির্বীৰ্য্য, সুতরাং অধিক পরিশ্রমে সমর্থ নহে। কিন্তু

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল ! তিনি এ দেশের ভূমি এরূপ উর্বরা করিয়া দিয়াছেন, যে অল্প পরিপ্রমেই অধিক কলোৎপত্তি হয়। আর উষ্ণ দেশীয় লোকের বস্ত্র বয়ন ও গৃহ নির্মাণার্থেও অধিক প্রেমের প্রয়োজন নাই। কিন্তু শীতল দেশে ভূমি অশুর্বরা, তাহাতে আবার তথায় শীত ও নীহার নিবারণার্থ বনতর গাজাচ্ছাদন আবশ্যক, এ প্রযুক্ত পরবেশ্বর তত্ত্বদেশের লোকদিগকে সবল শরীর দিয়া যথা প্রয়োজন প্রদান করিয়াছেন।

প্রত্যেক দেশে তত্ত্বদেশীয় লোকের সুস্থতা-সম্পাদক, ধাতু-পোষক ও প্রয়োজনোপযোগি-বলোৎপাদক জ্ব্যেষ্ঠ উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাবতবর্ষের উষ্ণ ভূমিতে যব, গোধূম ও তণ্ডুলাদি শস্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার ফল মূল অপরিাপ্ত উৎপন্ন হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, মাংস অপেক্ষা শস্য ও ফল-মূল অধিক ভক্ষণ করিলেই ভারত-বর্ষীয় লোকেব শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, এবং নিরবচ্ছিন্ন মাংস আহার কবিলে অসুস্থ হয়। অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিলে আমাদের দেশীয় লোকেব যেমন তৃপ্তি জন্মে, এমন আর কিছুতেই নহে। তবে উষ্ণ দেশের লোক শীতল দেশীয় লোক অপেক্ষা দুর্বল বটে, তেমন অল্প পরিপ্রমেই তাহাদের যথেষ্ট ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী লব্ধ হইতে পারে। ইংরেজদিগের দেশ এখানকার অপেক্ষা শীতল, তথায় শস্য অপেক্ষা হৃষ্ট পুষ্ট গো মেবাদি পশুই অধিক

জন্মে, তদনুসাবে মাংস তাহাদের প্রধান খাদ্য। কবিশিশ-
 দেব দেশ তদপেক্ষা উষ্ণতর, তথায় যেমন শস্য জন্মে,
 তেমন পশু পালন হয় না, তদনুসারে তথাকার লোকে
 ইংরেজ ও স্কাট্ লোকের অপেক্ষা অল্প মাংস আহাৰ
 কবিলেই সন্তোষ ও সুস্থ-কায় থাকে। এক জন কৃষি-তত্ত্বজ্ঞ
 পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, ইংবেজেরা যত
 মাংস আহাৰ কবে, কবিশিশেরা তাহাৰ ষষ্ঠ অংশের অ-
 ধিক ভক্ষণ কবে না। উত্তর-মহাসাগরের তীববর্তী অত্যন্ত
 শীতল দেশ সমুদায়ে এবং ঐ মহাসাগরের দ্বীপ বিশেষে
 ধান্যানি শস্য উৎপন্ন হয় না, তথাকার লোকেরা কেবল
 মাংস ও মেদ ভক্ষণ কবিয়া প্রাণ ধাবণ করে। তথায় যে-
 মন ফল মূলানি জন্মে না, সেইকপ, শীতের প্রভাবে লো-
 কের তাহাতে কঁচিও হয় না। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেশীয়
 অনেকানেক ব্যক্তি তথায় গমন কবিয়াছিলেন, তাঁহাদি-
 গকে নিত্য-ভক্ষ্য ফল, মূল ও শস্য পবিত্যাগ করিয়া কেবল
 মেদ মাংস আহাৰ কবিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ঐ সকল
 হিম-প্রধান জনপদে গ্রীষ্মকালে অপরিয়াণ্ড পশু, পক্ষী ও
 মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই লোকের সংবৎসরের
 আহাৰের সংস্থান হয়। তাহারা ঐ সমস্ত জন্তুৰ মেদ ও
 মাংস শুদ্ধ করিয়া বাখে, এবং শীতকালে তাহা অতুপা-
 দেয় জ্ঞান করিয়া ভোজন করে *।

* বুধ সাহেবের এই প্রকাৰ মত। কিন্তু এক্ষণে ইউ-

পূর্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়, যে, জগদীশ্বর মহুঘোর শারীরিক প্রকৃতি ও ভৎসনীয় বাহ্য বস্তু সমুদায়কে পবন্য উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। তিনি অতি সূচক রূপে পৃথিবীকে মহুঘোর যোগা ও মহুঘাকে পৃথিবীর যোগা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বাহাতে যথোচিত অঙ্গ চালনা ও পুষ্টিবর্জন হইয়া শারীরিক শক্তি সমুদায় উন্নত হয়, তদুপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পরমেশ্বর যাহাদিগকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা যথা—নিয়মে নিয়োজন পূর্বক পরিগ্রহ করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। মহুঘোর মধ্যে কে কোন্ কৰ্ম করিবে তাহা তাঁহার ইচ্ছাধীন রাখিয়াছেন। কেহ ভূমি খনন করিতেছে, কেহ বা তরলি বাহন করিতেছে, কেহ বা যুগ্মায়ুগ্মাঙ্গী হইয়া যুগ্মের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। এ নিয়মে অবহেলা করিয়া আলসোর বশীভূত হইলে, কুখা-মান্দা, নিদ্রা-হানি, দৌর্বল্য, শরীর ও মনের অবসাদ, চিররোগ ও পরিশেষে অকাল-মৃত্যু, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তি ঘটিয়া থাকে। আর পরিগ্রহের আতিশয্য হইলে, খাতু-কর, শারীরিক ও মানসিক রোগ ও আমেরিকা প্রদেশীয় যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যংসা মাংস ভক্ষণে বিস্তর দোষ প্রদর্শন পূর্বক তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট-বিরুদ্ধ বোধ হয় না।

সামর্থ্য-হ্রাস, জড়তা, রোগ ও আয়ুঃকর হয়। কি আ-
 ক্কেপের বিষয়! লোকে এই পরম প্রয়োজনীয় নিয়ম
 গ্রাহ্য না করিয়া হুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে! ভোগানন্ত
 ঐশ্বর্যবান্ ব্যক্তির পরিশ্রমকে হুঃখ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া
 আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া প্রথমোক্ত শাস্তি সমুদায় প্রাপ্ত
 হন, আর হুঃখীরা নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম ফলে শেষোক্ত
 বহুতর ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী
 পথ অবলম্বন করাই ঐশ্বরেব অভিপ্রেত। যথা—নিয়মে
 সমুদায় অঙ্গ চালনা কর,—অর্থাৎ পরিমিত রূপ পরিশ্রম
 কর, তাহা হইলেই তাঁহার নিয়ম পরিপালিত হইয়া য-
 খেই সুখ উপন্ন হইতে থাকিবে।

মহুয্যের মানসিক প্রকৃতি।

মহুয্যের মানসিক বৃত্তি সমুদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত
 করা যাইতে পারে, যথা কাম, জিহাংসা, বুভুক্ষা, সাবধা-
 নতা প্রভৃতি যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মহুয্যের এবং অ-
 ন্যান্য প্রাণীরও আছে, তাহা প্রথম শ্রেণী-ভুক্ত; তত্ত্ব
 ন্যায়পরতা প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি কেবল মহু-
 য্যের আছে, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণী-ভুক্ত; আর দর্শন অব-
 গাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং উপনিতি, অহুমিতি, পরিমিতি,
 সংখ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পদার্থ বোধ হয়,
 তাহা তৃতীয় শ্রেণী-ভুক্ত।

জগতের কোন না কোন বস্তুর সহিত ঐচ্ছিক মানসিক বৃত্তির মির্দ্বিষ্ট সম্বন্ধ আছে। যখন কোন বৃত্তি প্রবল থাকে, তখন তাহার উপভোগ্য বিষয় লাভের অভিলাষ জন্মে, আর তাহা প্রবল না থাকিলেও, তদুপভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে, তাহার উদ্বেক হইতে থাকে। এইরূপ আত্মাদিগের মনের সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের অত্যন্ত চর্চা শুভকর সম্বন্ধ নিকপিত থাকিতে, সংসারে যখন যে কার্য্য আবশ্যক, ঈশ্বর-প্রসাদে তখনই তৎসাধনে যত্ন হয়। ধনের প্রয়োজন হইলে উপার্জনের ইচ্ছা হয়, আভ্যাত্মীয় শত্রু নিবারণের প্রয়োজন হইলে যুদ্ধেতে প্রবৃত্তি হয়, ও বিপৎপাত হইলে ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সঞ্চাৰ হয়।

মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর স্তাশ্রুত সম্বন্ধানুসারে বিবিধ প্রকার সদসং কার্য্যের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ যদি আত্মাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের বিকলকাবিনী না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তাহা কদাপি অন্যায় কার্য্য বলা যায় না, এবং তদুৎপন্ন সুখও গর্হিত সুখ নহে। ধন উপার্জন করা, পান ভোজন করা, পুত্রোৎপাদন করা, এ সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ কুপ্রবৃত্তি নহে। যখন তাহারা বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকিয়া তদ্বিরুদ্ধ পথে সঞ্চরণ করে, তখনই তাহাদিগকে কুপথগামী বলা যায়। যদি কোন বণিক ক্রেতার নিকট মিথ্যা কহিয়া আপনাব পণ্য বস্তুর দোষ গোপন

কবে, এবং আরোপিত করিয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা করে, ও অনান্য বণিকের পণ্য দ্রব্যের নিন্দা কবে, তবে এ কর্ম-কে গর্হিত কর্ম বলিতে হয়, কারণ এখানে সে ব্যক্তি ধন-লুব্ধ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির শাসন অবহেলন করিলেক। এরূপ ব্যবহারের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, যে, যদিও আপাততঃ ঐ চুরাশয় বণিকের ইচ্ছা লাভ হইতে পারে, কিন্তু চবমে তাহার বিস্তর অনিষ্ট ঘটনা হয়, কারণ সে ব্যক্তি সকলের নিন্দনীয় ও অবিশ্বস্ত হয়, এবং আপনি ধর্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। এইকপ, এক-ধর্মাসক্ত হইয়া অন্য ধর্মের অতিক্রম কবাও দোষ। রাজা যদি বিচার-স্থলে দয়াসক্ত হইয়া দণ্ডাহ' ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন, ও ধনাঢ্য ব্যক্তি অপাত্রে দান করিয়া আলস্য বা কুকর্মে উৎসাহ প্রদান করেন, অথবা অপরিমিত দায় করিয়া সর্বস্ব নষ্ট করেন, এবং যদি কেহ সাতিশয় ভক্তিরস-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের প্রবণ মননেই সমস্ত কাল হরণ পূর্বক আব আব কর্তব্য কর্ম সাধনে পরাণমুখ থাকেন, তবে তাঁহাদের এ সমস্ত ব্যবহারকে কখনই সুব্যবহার বলা যায় না। এক বৃত্তিকে চবিতার্থ করিতে গিয়া অন্য বৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা কর্তব্য নহে। পবনেশ্বর যখন আমাদিগকে অর্জনস্পৃহা দিয়াছেন, তখন উপার্জন করা উচিত, যখন কাম রিপু দিয়াছেন, তখন জীব-প্রবাহ রক্ষা করা উচিত, যখন জি-

জীবিকা দিয়াছেন, তখন জীবন রক্ষায় যত্ন করা উচিত ,
 যখন বুভুক্ষা দিয়াছেন, তখন অন্ন পান দ্বারা দেহ রক্ষা
 করা উচিত ; যখন উপচিকীর্ষা দিয়াছেন, তখন উপকায
 করা উচিত ; যখন ভক্তি দিয়াছেন, তখন ভক্তি কবা উ-
 চিত , কিন্তু এক বৃত্তির প্রয়োজনানুরোধে অন্য বৃত্তির
 অতিক্রম করা কখনই উচিত নহে। অতএব, কর্তব্য-
 কর্তব্য অবধাবণ বিষয়ে এই নিয়ম নিরূপিত হইল,
 যে, যে কার্য্য কোন বৃত্তির বিরুদ্ধ নহে, সেই কার্য্য
 কর্তব্য। যে স্থলে কোন কার্য্যে এক বৃত্তির প্রবৃত্তি
 থাকে, আর অন্য কোন বৃত্তি তাহার প্রতিকূল হয়, সে
 স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অমুগামী হইয়া কর্ম্ম
 কবিরেক, কাবণ, আমাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রয়োজক
 বৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্ব-প্রধান। কিন্তু সকলের মন সমান
 নহে , কাহারও অধিক বুদ্ধি, কাহারও অল্প বুদ্ধি, কা-
 হারও অধিক দয়া, কাহারও অল্প দয়া, কাহারও এক
 রিপু প্রবল, কাহারও অন্য রিপু প্রবল। অতএব, যদি
 মনোবৃত্তি সমুদায় স্বতাবতঃ ভেজস্থিনী ও পবম্পব সমঞ্জ-
 সীভূত থাকে, এবং বিবিধ প্রকার তৌতিক ও মানসিক বি-
 দ্যাভ্যুশীলন দ্বারা উত্তমরূপ মার্জিত হয়, তবে তৎসম্মত
 কার্য্যই সৎকার্য্য। যে স্থলে আমাদের নিহৃত প্রবৃত্তির
 সহিত কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধ জন্মে, সে
 স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার কবিয়া

উদযুযায়ী ব্যবহার করিবে। যিনি এইরূপ অমুষ্ঠান করেন, তিনিই সাধু।

আমাদিগের কর্তব্যাকর্তব্য নিকপণ করিতে হইলে, মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ ও কার্য্যকার্য্য বিচার করা আবশ্যক। অগ্রে কামাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, এবং তৎপরে তত্ত্ব উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় আলোচনা করা যাইবেক। আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ঐ উভয়ের পবম্পর বিশেষ বিতিমতা এই, যে, কেবল আত্ম রক্ষা ও পবিবাবাদি প্রতিপালনই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির মুখ্য বিষয়, আর পবমারাধ্য পরমেশ্বরের প্রতি তত্ত্ব শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক সাধারণের হিত চেষ্টা করা সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রয়োজন। তদ্বিশেষ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। জগদীশ্বর আমাদিগকে নানা বিষয়ের ভার দিয়াছেন, ও নানা প্রকার সুখ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন, এবং তদুপযোগী পৃথক্ পৃথক্ মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ করিয়া তাঁহার অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি।

জিজীবিষা ও বুভুক্ষা।—পরমেশ্বর আমাদিগকে স্ব স্ব জীবন রক্ষার্থে যত্নশীল করিবার নিমিত্ত জিজীবিষা দিয়াছেন, এবং জীবন বক্ষণার্থে অন্ন গ্রহণ করা আবশ্যক, এ প্রযুক্ত বুভুক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগের এই উভয় বৃত্তিই আত্ম লক্ষ্যীয়।

কাম, অপভ্রংশ, ও আসক্তলিপ্সা এ তিনও আত্ম বি-
 যয়ক। পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে স্ত্রী পুরুষ দ্বিপ্রকার
 জাতি সৃষ্টি করিয়া উল্লপযোগী কাম রিপু সৃজন করিয়া-
 ছেন; গুহ্র দিয়া উল্লপযোগী অপভ্রংশে দিয়াছেন, এবং
 মিত্র মণ্ডলীর মিত্রতা সম্পাদনার্থে আসক্তলিপ্সা প্রদান
 করিয়াছেন। কামের বিষয় স্ত্রী বা স্বামী, স্নেহের বিষয়
 সন্তান, ও আসক্তলিপ্সার বিষয় মিত্র। এই সমস্ত বিষয়
 প্রাপ্ত হইলেই তাহার চবিতার্থ হয়, কিন্তু ঐ স্ত্রী বা স্বামী
 ঐভূতির শুভ কামনা করা কামাদির ধর্ম নহে। যে ব্যক্তি
 কেবল কাম রিপু বশীভূত হইয়া স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি অ-
 ছুরাগ প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি নিভাস্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও
 অছুরাগ-শূন্য; প্রীতি-ভাজনের হিতাহুষ্ঠান বিষয়ে তাহার
 কখনই যত্ন হয় না। কিন্তু যে প্রেমাহুষ্ঠানী ব্যক্তি বুদ্ধি-
 বৃত্তি, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা ইত্যাদি প্রধান বৃত্তি সমুদা-
 য়ের বশবর্তী হইয়া চলে, সে ব্যক্তি নিঃস্বার্থ হইয়া আপন
 প্রেমাস্পদের মঙ্গল চেষ্টা করে, এবং তৎকল স্বরূপ অ-
 'পূর্ণ সুখ সন্তোষ করে। যদি দেশ বিশেষের কোন ইন্দ্রিয়-
 সুখাসক্ত ব্যক্তি কোন অধর্মশীল পূর্ণ-যৌবনা রমণীর অসা-
 মান্য রূপ লাভব্য সম্বন্ধনে বিমোহিত হইয়া তাহার পানি-
 গ্রহণ করে, তবে উত্তরকালে সে ব্যক্তিকে অবশ্যই অহু-
 তাপে ভাপিত হইতে হয়। কারণ যদিও তাহার রূপ লা-
 বধ্য মনোহর বটে, কিন্তু হৃচ্চরিজা স্ত্রীর পানিগ্রহণ করা

আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির অহুমত নহে। অপ-
 ভ্রমের বশতঃ সন্তানে অমুরাগ জন্মে, কিন্তু সন্তানের শুভা-
 মুখ্যায়ী হওয়া অপভ্রমের কার্য নহে, সে কেবল উপ-
 চিকীর্ষারই কর্তব্য। পিতা মাতাও শ্রেয় যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও
 উপচিকীর্ষার আয়ত্ত না থাকে, তবে ভূরি ভূরি স্থলে তাঁ-
 হারা আপনারই স্বীয় সন্তানের অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া
 থাকেন। কত শত বালকের পিতা মাতা সাতশয় পুত্রামু-
 রাগ বশতঃ বিদ্যাজ্ঞান শ্রম-সাধ্য বলিয়া আপন পুত্রকে
 তাহা হইতে পরাঙমুখ রাখেন। অনেকে পুত্রকে পাণা-
 সক্ত দেখিয়াও তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করেন না, ও
 পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ হওয়া দুঃসহ যাতনার বিষয় ভাবিয়া
 তাহাকে দৃষ্টি-বহির্ভূত করিতে চাহেন না, এবং অভাব-
 শাক কার্যোণ্ড দূরদেশ গমনের অহুমতি প্রদান করেন না।
 প্রগাঢ় অপভ্রমের তাহাদিগের অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া
 রাখে। এইরূপ আসক্তলিপ্সা গুণ দ্বারা মিত্র লাভের
 ইচ্ছা হয়। কিন্তু মিত্রের ইচ্ছা চিন্তা করা আসক্তলিপ্সার
 কার্য নহে। যে ব্যক্তির আসক্তলিপ্সা ও উপচিকীর্ষা
 উভয় বৃত্তি উত্তম আছে, সেই ব্যক্তিই মিত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী
 হইয়া মিত্রের দুঃখে দুঃখী ও মিত্রের সুখে সুখী হয়, ন-
 তুবা কেবল আসক্তলিপ্সা যাত্র থাকিলে যেমন এক ঘেঘ
 অন্য ঘেঘের সংসর্গে থাকিতে ভালবাসে, সেইরূপ এক
 মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সংসর্গ করিতে পারিলেই চরিতার্থ

হয়। যদি দুই ধনাঢ্য মিত্রের আসক্তলিপ্সা আত্মাদর এবং লোকানুবাগপ্রিয়তা এই তিন বৃত্তি প্রবল থাকে, আর তাদৃশ উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা না থাকে, তবে যাবৎ তাঁহাদের উভয়ের অবস্থার স্থানাধিক্য না হয়, তাবৎ তাঁহাদিগের মিত্রতা থাকিতে পারে, কারণ ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ থাকতে, উভয়েরই আত্মাতিমান রক্ষা পায়, ও লোকানুবাগপ্রিয়তা বৃত্তিও চরিতার্থ হয়। কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক জন দৈবাৎ সম্ভ্রম-চ্যুত ও দারিদ্র্য-দশা প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহার সহিত মিত্রতা রাখিলে মান-হানি হইবে এবং হীনেব সহিত মিত্রতা রাখিলে লোকে হীন বোধ করিবে, এই বিবেচনায় অপব ব্যক্তির আত্মাদর ও লোকানুবাগপ্রিয়তা বৃত্তি চরিতার্থ হয় না। সুতরাং এমন স্থলে অবিলম্বেই স্নহহন্তেদ হইয়া উঠে, এবং ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার পূর্ক্স মিত্র পরিভাগ পুরঃসব ভ্রমর কোন আত্মসমূশ ব্যক্তিকে মিত্র রূপে বরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। সংসাবে সর্কদাই এপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এই নিমিত্ত সর্ক দেশে এই প্রাচীন নীতি প্রচলিত আছে, যে, বিপৎ-কালেই স্নহহন্তেদ হয়। যেমন বসন্ত কালের নব-পল্লব-শোভিত কুমুমিত ভরু-শাখা সকল গ্রীষ্ম ঋতুর প্রবল বায়ু বেগে ছিন্ন হয়, সেইরূপ সৌভাগ্য কালের মিত্রতা দুর্ভাগ্য-কালে লয় প্রাপ্ত হয়। বহুতঃ, এরূপ মিত্রতার মূলেই দোষ থাকে, কারণ স্বার্থপরতাই যে মিত্রতার মূলীভূত,

স্বার্থ-হানি হইলেই স্বতাবতঃ তাহার ভেদ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ; যদি আমলজিপ্সা রূপ বীজ, ধর্ম্ম-রূপ বারি সেচন দ্বারা অঙ্কুরিত হইয়া মিত্রতা রূপ মনোহর উৎপাদন করে, তবেই তাহা স্নেহ স্বরূপ কুসুম-সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দিক্ আমোদিত করিতে থাকে। এইরূপ মিত্র-ভাই স্বার্থ মিত্রতা।

প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা।—সংসারে বিস্তর আপদ্‌ বিপদ্‌ আছে, ও সকল বিষয়েরই নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থ পরমেশ্বর আমাদিগকে প্রতি-বিধিৎসা, অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। আততায়ী নিবারণে অপবাৎসুখ হওয়া, বিপদজ্জ্বলার্থে অপ্রতিহত চিন্তে বদ্ধ করা, এবং আব আর অতীত সাধনের প্রতিবন্ধক মোচনার্থে সাহস ও উৎসাহ প্রকাশ করা, এ সমুদায়ই প্রতিবিধিৎসার কার্য্য। 'আমাদিগের' এরূপ কোন মনোবৃত্তি না থাকিলে, এ দুঃখময় সংসারে বাস করা অসম্ভব হইত। জিঘাংসা বৃত্তিও এ পৃথিবীতে নিত্যান্ত আবশ্যক। জিঘাংসাতেই ক্রোধের উদ্ভেক হয়, এবং ক্রোধ দ্বারা পশুর আক্রমণ ও মহুঘোর অভ্যুত্থান নিবারিত হয়। অতএব, যে পৃথিবীতে দুঃখ ও বিপদ আছে, যে পৃথিবীতে লোকে পরানিষ্ট চেষ্টা করে, যে পৃথিবীতে এক জীবের আহারার্থে অন্য জীবের প্রাণ নষ্ট হয়, ও যে পৃথিবীর বহুতর শোভা ও স্নেহ কোল জন্ম

মৃত্যুর উপর নির্ভর করে, জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা এ দুই মনোবৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক্ উদ্ভূক্ত। যদিও পরের দুঃখ-মোচন ও বিপদ উদ্ধারার্থে এই উভয় বৃত্তিকে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, কিন্তু পরের হিতাভিলাষ করা তাহাদের কার্য্য নহে, সে কেবল উপটৌকীয়রূপেই কার্য্য।

নির্দ্দিৎসা।—আমাদিগের দেহ রক্ষণ ও লোকযাত্রা নির্বাহার্থে গৃহ, বস্ত্র, অস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সংসারে ইহার কিছুই, অবদ্বন্দ্ব-সম্পূর্ণ বৃক্ষ গিরি-গুহা বা গাভ-লোমের ন্যায়, আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না। অতএব যাহাতে ঐ সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হইতে পারে, জগদীশ্বর তদুপযুক্ত অশেষ প্রকার বস্তু সৃজন করিয়া, সর্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিৎসা অর্থাৎ নির্দ্দানেব ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। যখন বাহিরে যুথ প্রস্তুতাদি অসংখ্য দ্রব্য চতুর্দিকে বিস্তৃত বহিয়াছে, এবং অন্তঃকরণে ইচ্ছা ও বুদ্ধি আছে, তখন মনোহর অট্টালিকা, মহোচ্চ জয়স্তম্ভ, এবং সুকৌশল-সম্পন্ন প্রবল বেগবান্ বাস্পীয় পোত কেন না প্রস্তুত হইবে? এ স্থলে বাহ্য বস্তুব সহিত মনেব কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে।

জগোপিষা।—অন্তঃকরণে দুঃখসুখঃ কৃত কৃত তাবের উদয় হইতেছে, ও মনে মনে কত শত বিষয়ের মন্থনা করিতে হইতেছে, তাহা বচনাভীত। তাহা কার্য্য কালেই

প্রকাশ করা উচিত নতুবা অসময়ে ব্যস্ত করিলে, আপ-
নার ও পরের কার্য্য হানি ও অনিষ্ট ঘটনাব সম্ভাবনা।
অতএব, জগদীশ্বর আমাদেরকে জুগোপিয়া বৃত্তি অর্থাৎ
গোপন করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন।

বিবৎসা।—পুনঃ পুনঃ বাস পরিবর্তন করিলে, গার্হস্থ্য
কন্দের সুবীতি, রাজশাসনের সুশৃঙ্খলা, আচাৰ ব্যবহাবেব
সুনিয়ম, বিদ্যা বৃদ্ধি, ও সভ্যতাৰ উন্নতি এ সমুদায়েব কি-
ছুই হয় না। অতএব, পরমেশ্বর আমাদেরকে বিবৎসা
বৃত্তি অর্থাৎ এক স্থানে স্থিতি করিবার ইচ্ছা প্রদান করি-
য়াছেন। জন্ম-ভূমি যে পবন বসনীয় বোধ হয়, তাহাব
কারণ এই। এই সমুদায় সূক্ষ্ম বৃত্তিতেও পবন কাকণিক
পরমেশ্বরের কি পরমাশ্চর্য্য কোশল প্রকাশ পাইতেছে।

আত্মাদর। পরমেশ্বর আমাদেরকে স্বকীয় জীবন র-
ক্ষায় যত্নবান্ করিবার নিমিত্ত বেকপ'জিজীবিষা বৃত্তি প্র-
দান করিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের আত্ম বিষয়ে যত্ন,
আত্ম গৌরব বোধ, ও স্বাধীনতাৰ অমুরাগ ইত্যাদি নানা
বিষয় সম্পাদনার্থে আত্মাদর নামক বৃত্তি সৃষ্টি করিয়া-
ছেন। নিশ্চিৎসা, জুগোপিয়া বিবৎসা ও আত্মাদর এ
চারি বৃত্তি যে পবের হিত চেষ্টায় চেষ্টিত নহে, তাহা
স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

অর্জনস্পৃহা।—এই বৃত্তি থাকিতে ধনাধিকারে অভি-
লাষ, সঞ্চয়ে সুখ বোধ, ও সঞ্চিত বিষয় কয়ে ছঃছোৎস-

পত্তি হয়। জগদীশ্বর সংসারে বিবিধ প্রকার ভোগ্য ভোগ্য সামগ্রী সর্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং আমাদিগকে ভৎসনদ্বারা সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, এই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় অর্জনস্পৃহাও বহুপকারিণী, উপা-
 র্জনশীল না হইলে দানশীলও হওয়া যায় না। কিন্তু স্বতঃপরোপকার করা এপ্রবৃত্তির স্বৰ্ণ নহে। যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোক উপার্জন-বাসনা-পরবশ হইয়া পরস্পর প্রণয় প্রদর্শন কবে, তাহাদের একের কুটিল ব্যবহারে অন্যের উপার্জনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই ভৎসনাৎ বিচ্ছেদেব সঞ্চাব হয়, এবং প্রণয়ামৃত-সঞ্চারের পরিবর্তে অবিলম্বে শত্রুবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহাদিগের মিহতা-মালা অর্জনস্পৃহা রূপ সুত্র দ্বারা গ্রথিত থাকে, যখন সেই সুত্র ছেদ হয়, তখন আর কি প্রকারে তাহাদিগের নোহান্দ রক্ষা পাইতে পারে? তাহারা অর্থলিপ্সু হইয়া মিহতা করে, সুতরাং তাতার অনাথা হইলেই প্রণয় ভঙ্গ হয়। সংসারে এপ্রকার ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। তাহারা যদি পক্ষপাত পরিভ্যাগ পুরঃসর আপনাদিগের মনোগত ভাব আলোচনা করিয়া দেখে, তবে ইহা অবশ্য জানিতে পারে, যে ধনাকাজ্জাই তাহাদিগের মিলন হইবার মূলীভূত কারণ, সুতরাং সে আকাজ্জা পূর্ণ হইবার প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে যে বিচ্ছেদ হয়, ইহা কোন-রূপেই অসঙ্গত নহে। তাহারা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি

চবিতার্থ করিয়া সুখ লাভের বাসনা করে, তাহাদিগের কৰ্ম-বৃক্ষে এই প্রকার ফল সৰ্বদাই ফলে।

লোকান্তরাগপ্রিয়তা।—আমাদিগের লোকান্তরাগপ্রিয়তা অর্থাৎ লোকের নিকট অস্ত্রবাণপ্রাপ্তির অভিলাষ আছে, এবং লোকেও প্রশংসা দ্বারা সে অভিলাষ পূর্ণ করে। জগদীশ্বর আমাদের অন্তঃকরণের সহিত লোকেব এই শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া আমাদিগের যশস্কর কার্যো উৎসাহ বৃদ্ধির সুন্দর উপায় করিয়া দিয়াছেন। এই যশোবাসনা বশে ভূপতিগণ যত্র পূৰ্ব্বক প্রজা-পালন করেন, গ্রন্থকর্তারা কত কত সচুপদেশ-জনক পবন-হিত-কর গ্রন্থ রচনা করেন, ও অন্যান্য কত ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোকের কল্যাণকর কার্যে প্রবৃত্ত হয়। যদিও যশস্কর কার্য দ্বারা লোকের মঙ্গলোন্নতি হওয়া সম্যক সম্ভাবিত বটে, কিন্তু মঙ্গল কামনা করা এ প্রবৃত্তির কার্য নহে। লোকের নিকট সুখ্যাতি ও সমাদর লাভই এ বৃত্তির এক মাত্র বিষয়। যখন আমরা যশোভিলাষ-পবন হইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অস্ত্রবাণী হই, তখন লোকের নিকট সুখ্যাতি-বীদ প্রবণ পূৰ্ব্বক আত্ম সন্তোষ লাভই আমাদিগের মনোগত থাকে। বরঞ্চ যদি কাহারও হিত করিতে গেলে তাহার অস্ত্রবাণ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে যশোলোভী ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হন। যদি আমাদিগের কোন আত্মীয় ব্যক্তি কোনদৃশ্য কৰ্ম

করে, তবে তাহার দোষ সপ্রমাণ করিয়া তাহার দ্বন্দ্ববৃত্তি দমনের চেষ্টা পাওয়া উচিত। কিন্তু যদি আমাদের লোকান্তরাগপ্রিয়তা অত্যন্ত বলবতী হয়, এবং উপচিকীর্ষাদি বৈশ্বপ্রবৃত্তি তাহার নিকট পরাভূত থাকে, তবে, কি জানি, সে ব্যক্তি আমাদের প্রতি রুষ্ট হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করে, এই আশঙ্কার আমবা তাহার দোষ পৰিহার বিষয়ে চেষ্টা পাই না, বরং তাহার সম্ভাব্যার্থে গুরু দোষকে লঘু কবিয়া বর্ণনা কবি। যশোলোভীৰ কাৰ্য্য যে সাদৃশ্য নহে, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি যদি কোন পুণ্যজনক কৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন, আর লোকে জানিতে পাবে, কেবল যশোলোভে সেই কৰ্ম্ম করিতেছেন, তাহা হইলে, তাহারা তাহার প্রতিষ্ঠা কবে না। তাহারা কহে, অমুক সাদৃশ্য ভাবে এ কৰ্ম্ম করে নাই, এবং তজ্জন্য তাহার সমাক্কলভোগও হইবে না। পৰম কাকণিক পৰমোদ্ববেব কি অনির্ভরনীয় মহিমা। মনুষ্য খ্যাতি-লাভ রূপ স্বার্থ সাধনে তৎপৰ হইয়া কাৰ্য্য কবে, অথচ তদ্বাৰা পৃথিবীর অশেষ উপকার হয়। এমত পন্থা সুন্দর কৌশল আব কাহা কর্তৃক উদ্ভাবিত হইতে পারে।

সাবধানতা।—আমাদিগের সাবধানতা বৃত্তি এই বোগশোক-দুঃখময়ী পৃথিবীর সমাক উপযুক্ত। মানব-দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, জলে মগ্ন হইতে পারে, গ্রহারে ভগ্ন হইতে পারে, অত্যন্ত হিম ও প্রচণ্ড রৌদ্রে রুগ্ন

হইতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে আহত ও নষ্ট হইতে পারে, অতএব জগদীশ্বর আমাদেরকে সাবধানতা গুণ প্রদান করিয়াছেন, এবং তদ্বারা তাঁহার এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে সদা সাবধান থাক'। এই বৃত্তি/ধাকাতের, আমবা ভাবী বিপৎপাত নিবারণ করিতে যত্নবান্ হই, এবং তৎসাধনার্থ অন্যান্য অনেক বৃত্তিকে নিয়োজন করি। যে ব্যক্তির সমাক্ সাবধানতা না থাকে, তাহার পদে পদে জম ও পুনঃ পুনঃ বিপদ্ ঘটনা হয়। সাবধানতা মনুষ্যের স্বাভাবিক গুণ, স্তুতবাং আদিম মনুষ্যদিগেরও এ গুণ ছিল তাঁহার সংশয় নাই। অতএব, একগণকার নাগ্ন তৎকালের লোকেবও নানা প্রকার বিপদ্ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল, নতুবা তাঁহাদের সাবধানতা গুণ থাকিবাব নিতান্ত বৈযর্থ্য হয়, এবং মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুব পরস্পর উপযোগিতাও থাকে না। অতএব, বস্তুমতী একগণকার নাগ্ন তখনও দুঃখশালিনী ছিলেন। সর্ব জাতীয় লোকেবা ক'হ-য়া থাকেন, আদৌ ভূমণ্ডল নিববজ্জিম আনন্দ-ধাম ছিল, পৃথিবীতে দুঃখের লেশও ছিল না, এবং তখন বোগ, শোক, জবা, মৃত্যুর সঞ্চাবও হয় নাই। এ সকল ভাব মনে করিলে পবম স্মৃখোদয় হয় বটে, কিন্তু বিচাবে তাহা বন্ধা পায় না। যখন জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, সাবধানতা এ সমুদায় মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি, অর্থাৎ আদ্য-কালীন মনুষ্যদিগেবও যখন এ সমস্ত গুণ ছিল, তখন ইহা অবশ্য

স্বীকার করিতে হইবে, যে তৎকালেও পঞ্চাদি হনন ও আততায়ী নিবারণ করিবার, এবং বিপৎপাত ভয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন ছিল। সাবধানতা বৃত্তিও যে মনুষ্যের আত্মসম্বন্ধিনী, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

মানব জাতির যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, তাহার অধিকাংশের বিবরণ করা গেল। যাবৎ এই সমুদায় বৃত্তি ধর্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত না হয়, তাবৎ আত্ম বক্ষা ও আত্ম-সন্তোষই মনুষ্যের সমুদয় কার্যের প্রয়োজন বলিয়া বোধ থাকে। আমবা এই সমস্ত বৃত্তি দ্বারা আত্ম বক্ষা ও আত্ম-হিত সাধন করিব, জগদীশ্বর এই অভিপ্রায়ে ইহাদেব সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা বা প্রত্যেকে যদি অন্য অন্য বৃত্তির বিকল্পকারী না হইয়া স্ব স্ব বাপাবে নিযুক্ত থাকে, তবে তদ্দ্বারা অমঙ্গল ঘটনা না হইয়া পরম মঙ্গল স্বরূপের মঙ্গলাভিপ্রায়ই সিদ্ধি হয়। কিন্তু যদি ইহা বা কোন বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পবাতব করিয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠে, এবং আমাদিগের তাবৎ কন্মের প্রবর্তক স্বরূপ হয়, তবে তদ্দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এদেশীয় লোকের চবিত্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ বিষয়ের ভূবি ভূবি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকযাত্রা নির্বাহার্থে অর্থ উপার্জন করা আবশ্যিক, এপ্রযুক্ত পর-মেশ্বর আমাদিগকে উপার্জনের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু লোকে বুদ্ধির মন্ত্রণা ও ধর্মের শাসন পরিত্যাগ

পুরঃসৰ ধন-লুপ্ত হইয়া অৰ্থাপহৰণ ও উৎকোচ গ্রহণে
অনুবৃত্ত হব । পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ বক্ষার্থে কাম বিপুল
সৃজন কবিয়াছেন, লোকে তাহার এই তাৎপর্য্য অবহে-
লন পূৰ্ব্বক তদ্বিশয়ে যথেষ্টাচারী হইয়া পাপ-পঙ্ক মগ্ন
হয় । আমাদিগের আত্ম মর্যাদা বোধ, আত্ম বিষয়ে যত্ন, ও
স্বাধীনতাতে অনুবাগ সঞ্চাব ইত্যাদি বিষয় সাধনার্থ পর-
মেশ্বর আমাদিগকে আত্মাদব প্রদান কবিয়াছেন ; একগ-
কার বিদ্যাভিমानी যুবক-সম্প্রদায় এই প্রবৃত্তিকে বুদ্ধি ও
ধর্ম্মের আযত্ত না কবিয়া, বিদ্যা-মদে গর্কিত হইয়া, প্রাচীন
লোকদিগকে অনাদব ও অবজ্ঞা কবিয়া থাকেন । শবীব
পোষণার্থে ভোজন-শক্তি ও পান-শক্তি প্রদান করিয়া-
ছেন, অনেকে অপরিমিত ভোজন ও কেহ কেহ মদিরা পান
ছারা শাবীবিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন কবিয়া ভগ্ন-কায়,
নির্বীৰ্য্য, ও হত-জ্ঞান হয়, এবং পাপাসক্ত হইয়া নানাবিধ
দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কবে, ও অকাল বান্ধুকা প্রাপ্ত হইয়া
কাল-গ্রাসে পতিত হয় । অতএব, আপন প্রকৃতি ও বাহ্য
বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিকপণ কবিয়া, অর্থাৎ পবমে-
শ্বরের নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া, উদযুযায়ী ব্যবহাব
না করিলে, কখনই সুখ-লাভ হইবাব সম্ভাবনা নাই ।

এক্ষণে আমাদেৱ উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়েৱ বিববণ করা
যাইতেছে ।

উপচিকীৰ্ষা ।- আমাদিগেৱ যেমন উপচিকীৰ্ষা অর্থাৎ

জীবে উপকার করিবার বাসনা আছে, সেই রূপ উপকারের সমূহ পাত্রও সৰ্ব স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পবন'পবিত্র প্রবৃত্তি কোন অংশে স্বার্থপ্রবৃত্ত না হইয়া কেবল পবের স্তোত্রস্থানেই বস থাকে। অন্যকে সুখ বিতরণ করা, ভাপিত হৃদয়ে ককণামৃত বর্ষণ করা, ও সুখার্জ' চিন্তেবও আনন্দ-প্রবাহ প্রবল করা, এই প্রবৃত্তির কার্য। এই মনোবৃত্তি তাহার স্তোত্র সাপনার্থ সঞ্চয় করে, তাহার সুখাবিন্দু যৎপরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, হিতৈষী ব্যক্তির অন্তঃকরণও তত প্রকুল হইতে থাকে। জনসমাজে সুখ বিস্তার কবিত্তে পারিলেই তাঁহার পবন আশ্লাদ হয়, এবং তৎকার্য সম্পাদনার্থে তাঁহার পদদ্বয় দ্রুত গমন করে, ও হস্তদ্বয় সতত প্রসারিত থাকে। তাঁহার নিবালস্য চিত্ত পবের হিত-চিন্তাতেই সুখী থাকে এবং তাঁহার বসনা পবের মঙ্গল কীৰ্ত্তনেই পবন পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। আর যখন তাঁহার কোন কুশলাভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, তাঁহার তৎকালের অবস্থার কথা কি কহিব? তিনি সে সময়ে সুখার্ণবে মগ্ন হন। যিনি আমাদের এমন উৎকৃষ্ট স্বভাব কবিত্তা-ছেন, যে, পবের মঙ্গল কবিত্তে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মঙ্গল হইতে থাকে। তাঁহার অপার মহিমা ও অনির্লক্ষণীয় মঙ্গল স্বরূপ আলোচনা কবিলে, অন্তঃকরণ প্রেমামৃতবসে একবারে আর্জ' হইয়া যায়।

ভক্তি।—পবনেশ্বর অনেকানেক শুকলোক ও অন্যান্য

মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমাদের গুরুতর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সহিত আমাদের তহুচিত ব্যবহার সম্পাদনার্থে আমাদের তত্ত্ব রূপ পরম পবিত্র প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। মহৎ ও উৎকৃষ্ট গুণ মনে হইলেই তত্ত্ব উদয় হয়। যাহাকে কখনও দেখি নাই, যাহার কথা কখনও শুনি নাই, যিনি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে মানব-লীলা সম্বরণ করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন, তাঁহারও অসাধারণ ক্ষমতা ও অতি প্রশংসনীয় গুণ প্রবণ করিলে, অনিবার্য তত্ত্ব-রস প্রকটিত হইতে থাকে। তত্ত্ব প্রভাবে বোধ হয়, যেন তাঁহার পরমারাধা মূর্ত্তি সমক্ষে বিদ্যমান দেখিতেছি। কিন্তু পরমেশ্বর যেমন তত্ত্বের বিষয়, এমন আর দ্বিতীয় নাই। এমন পরমোৎকৃষ্ট অনির্লক্ষ্য গুণ—এমত মহত্ত্ব তাব—এমত বিশুদ্ধ স্বরূপ আর কাহান আছে? যিনি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃজনকর্ত্তা, এই অপরিমিত বিশ্ব-কার্যে যাহার অচিন্ত্য জ্ঞান, মহীয়সী শক্তি ও পবন কলাগক স্বরূপ দেদীপ্যমান বহিয়াছে, সংসারের প্রত্যেক নিয়ম পর্যালোচনার যাহার অপরিবর্তনীয় শাস্ত্র স্বভাব সমাক্ষ প্রতীত হইতেছে, তাঁহার ন্যায় প্রেমের আশ্রয় ও তত্ত্বের ভাজন আর কোথায় পাইব? ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যে, সর্বস্থানে ও সর্বকালেই তাঁহার অপার মহিমার সমূহ নিদর্শন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমেশ্বর-পরায়ণ তত্ত্বমান ব্যক্তি

সকল স্থানেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হন। যখন বিজন কানন বা তরু-শূন্য মরুদেশ, গভীর সিন্ধু-গর্ভ বা জনাকীর্ণ বাজধানী, প্রথব-বশ্মি-প্রদীপ্ত ম-
ধ্যাহ্ন সঙ্কর বা ঘোর দ্বিপ্রহর। তামসী বিভাবতী, অশাতল-
সমীরবহ প্রত্যন্ত সময় বা বিহঙ্গ-কোলাহল-কলিত শ্রান্তি-
হর সায়াংকাল, এবং সুললিত তরুণ যৌবন বা পবিপকু
প্রবীণ কাল, সর্বস্থানে সর্ব কালে ও সর্বাবস্থায়, পরাংপর
পরমেশ্বরের অপার মহিমার অশেষ নিদর্শন দর্শন করিয়া,
তাঁহার চিত্ত ভক্তিতাবে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

আশা।—আশা বৃত্তি কেবল ভবিষ্যৎ সুখাদ্বেষেণে সন্তত
উৎপন্ন। যে পৃথিবীতে কাল বিলম্বে মনোরথ পূর্ণ হয়,
যে পৃথিবীতে উপার্জন করিয়া উদবাস আহরণ করিতে
হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ সুখ-লাভের প্রতীক্ষায় বর্জ-
মান দুঃখাত্তবেহ হ্রাস করিতে হয়, এই আশা-বৃত্তি সে
পৃথিবীর সম্যক উপযুক্ত। যখন হৃদয়াকাশ, বিষম বিপত্তি
রূপ মেঘ দ্বারা ঘোবস্তর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল প্রবল
আশা-বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে
থাকে। যখন আশার সহিত কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সং-
যোগ হয়, তখন অন্তঃকরণ স্বার্থ-পরায়ণ হইয়া আক-সুখ
সাধনেই ব্যগ্র থাকে। আর যখন কোন ধর্মপ্রবৃত্তির সহ-
যোগ হয়, তখন ইচ্ছা হয়, বিশ্ব-সংসার আনন্দে পরিপূর্ণ
হউক। ইহলোকে পরমেশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, মঙ্গল স্বরূপ

ও অপরিবর্তনীয় স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার নিয়মানুসারে যথোপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠান করিলেই ইষ্টলাভ হয় এইরূপ বিশ্বাস বাঁধিয়া, আশাবৃত্তি চালিত ও চরিতার্থ করা কর্তব্য। কিন্তু কেবল ইহকাল ও ঐ ভূম-গুল মাত্র আশার বিষয় নহে। জিজীবিষা বৃত্তির সহিত তাঁহার সংযোগ হইলে, শত বর্ষ আয়ুর্লোভ করিয়াও তৃপ্তি হয় না। তখন এই শত বৎসরকে অতি অল্প কাল বোধ হয়, এবং এ জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হয়। তখন মনে হয়, অনন্ত কালই আমার পবমানু, এবং অখিল সংসারই আমার নিভাধাম। আমি এই জঘন্য দেহ-পঞ্জর হইতে উদ্ভীর্ণমান হইব, লোক লোকান্তর গমন করিব, সর্বত্র বিচরণ করিব, জ্ঞান-ভূষণা শাস্তি করিব, এবং পূর্ণকাম হইয়া অপরিাপ্ত সুখ' সম্ভোগ করিব। যদি কোন ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হইয়া ভূমগুল বিনাশ পায়, চন্দ্র সূর্য্য একেবারে অন্তর্হিত হয়, এবং ঐ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব স্থান হইতে চ্যুত হইয়া দিগ্ধিক্ ঘূর্ণায়মান হইয়া ভগ্ন ও চূর্ণ হয়,—এই জাহ্নলামান জগৎ যদি অসং হইয়া যায়, তথাপি আমি বর্ত্তমান থাকিব। আশা বৃত্তি মর্ডা লোকেব বিষয়োপভোগে পবিতুষ্ট না হইয়া অলৌকিক সুখাশয়ে এইরূপ সঞ্চার করিতে থাকে। তাঁহাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারে এমত পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে নাই।

শোভামুতাবকতা।—পরমেশ্বর আমাদের শোভা-প্রিয়

করিয়া। তদুপযোগী অশেষ প্রকার রমণীয় পদার্থ দ্বারা সমস্ত সংসার বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন ; তৎসমুদায়ের দর্শন, শ্রবণ ও মননে অন্তঃকরণ পবন পুলকিত হয়। সুন্দর চিত্র, শ্লীশোভন পঞ্চাঙ্গময় মূর্তি, মনোহর অটালিকা, ও সুদৃশ্য ভূমিখণ্ড সন্দর্শন করিলে যে অন্তঃকরণ প্রদুল্ল হয়, এবং কাহাবও মনোমন্দির জ্ঞান ও ধর্ম্মে সুশোভিত দেখিলে যে প্রীতি সঞ্চার হয়, তাহার কারণ এই। নিজেবই হউক বা অন্যেরই হউক, সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করিলেই সুখোদয় হয়। অতএব, সমস্ত বিষয়ই এই শুভকরী বৃত্তির উপভোগ্য, এবং যিনি আমাদের হৃদয়-রাজ্যে এমন সুখের আকর সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ইহার সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়।

আশ্চর্য্য।—এই বৃত্তির গুণে, অদ্ভুত, অসাধারণ ও অতিনব বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে হর্ষোদয় হয়। যে পৃথিবীর সকল বস্তুই পুৰাতন বেশ পবিত্রাঙ্গ পূর্ব্বক নিয়ত নবীন রূপ ধারণ করিতেছে, নাশ ও উৎপত্তি যে পৃথিবীর প্রকৃত ধর্ম্ম, এই বৃত্তি তাহার সম্যক্ উপযুক্ত। যখন আমাদের পরমেশ্বরের সন্তা উপলব্ধি করিবার শক্তি আছে, ও তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া তাহার যথার্থ তত্ত্ব জানিবার ক্ষমতা আছে, তখন এই পরম সুখদায়িকা বৃত্তির উপভোগ্য বস্তুর আর অভাব কি? যত অসুসজ্জান করা যায়, ততই অতিনব ব্যাপার ও অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ

পায়। পরমেশ্বর-প্রসাদে এই বৃত্তি সর্বত্র অপরিণীত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সর্বদা চরিতার্থ হইতেছে, ও ইহাকে চরিতার্থ কবিবার নিমিত্ত অপরাপব অনেক মনোবৃত্তিও স্ব স্ব বিষয়ে সঞ্চাবিত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। স্বার্থ ঐশ্বৰ্য্য এ প্রবৃত্তির মুখ্য প্রয়োজন না হইলেও, তদ্বারা প্রচুর সুখের উদ্ভব হয়।

অধাবসায়।—সপ্রতিজ্ঞ হইয়া কৰ্ম্ম না কবিলে, সংসারেব কার্য্য সম্পন্ন করা সুকঠিন, এ নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে অধাবসায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যে স্থানে অনেক বিষয়ে পবেব উপর নির্ভর করিতে হয়, যে স্থানে অভীষ্ট সাধনেব নানা প্রকাব প্রতিবন্ধক ঘটে, এবং যে-খানে কাল বিলম্ব ব্যতীত প্রায় কোন অভিলাষ পূর্ণ হয় না, অধাবসায় বৃত্তি সে স্থানেব সম্যক উপযুক্ত তাহার সন্দেহ নাই।

অমুচিকীর্ষ।—যাহাদিগের সহিত আমাদিগকে সহ-বাস করিতে হয়, আমরা তাহাদিগের আচরণ দৃষ্টে আচার ব্যবহার শিক্ষা করিব এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর আমাদিগকে অমুচিকীর্ষ বৃত্তি অর্থাৎ অমুকরণের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। সকল বিষয়েব অমুকরণ করা এ বৃত্তিৰ কার্য্য। বাল্যাবস্থায় এই বৃত্তিই আমাদিগের প্রধান গুণ। তৎকালে আমরা চতুঃপার্শ্ববর্তী ব্যক্তিদিগের যে প্রকাব ব্যবহার দেখি, সেই প্রকার অত্যাস করিতে থাকি।

এই বৃত্তি থাকাতে, এক প্রদেশস্থ সমস্ত লোক অনায়াসে একরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। পরমেশ্বর নানা প্রকার 'বুদ্ধিবৃত্তি' প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আমাদের জ্ঞান-শিক্ষা ও কার্য-সাধন সুগম ও সুসাধ্য কবিবার নিমিত্ত এই পবন শুভকরী বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

পরিহাসপ্রবৃত্তি।—ককণাময় পরমেশ্বর আমাদেরকে অন্য অন্য বিবিধ প্রকার সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াও তৃপ্ত হন নাই, তিনি আমাদের অস্তঃকরণ নিরন্তর প্রমোদিত ও আশা-মণ্ডল সতত সহাস্য রাখিবার অভি-প্রায়ে পরিহাসপ্রবৃত্তির সৃজন করিয়াছেন। নিববচ্ছিন্ন আমোদ উদ্ভাবনই এ প্রবৃত্তির প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব, প্রণয়-পবিত্র মিত্র মণ্ডলী মধ্যে উপবেশন পুৰুষের পরিহাসপ্রবৃত্তি পরিচালন করিয়া দোষ-বর্জিত আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করা বিহিত ব্যতিরেকে কদাপি গর্হিত নহে। তাহাতে অস্তঃকরণ সুখী থাকে, পরিপাক-শক্তি প্রবল হয় এবং শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ থাকে। পরিহাস সহকায়ে মিত্র বচনে লোকের দোষও সংশোধন করা যাইতে পারে, কিন্তু গবলবৎ ক্লেশকর পরিহাস দ্বারা কাহাবও মনঃপাড়া উপস্থিত করা নিতান্ত দুঃখীয়া তাহার সন্দেহ নাই।

ন্যায্যপরতা।—যখন মনুষ্যের কামাদি কতক গুলি প্রবৃত্তি কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর, এবং উপচিকীর্ষাদি অন্য কতক গুলি প্রবৃত্তি কেবল পরায়ুরক্ত, তখন এই

উভয় জাতীয় প্রবৃত্তি সমুদায়ের আতিশয্য নিবারণার্থে, ও তাহাদিগকে যথা নিয়মে চালনা করিবার নিমিত্তে, কোন স্বতন্ত্র শক্তি আবশ্যক, পবমেশ্বর এই নায়কপদে বৃত্তিকে সেই শক্তি দিয়াছেন। এই শুভকরী বৃত্তি মর্জিত বৃত্তি সহকায়ে বাহাতে পরের অনিষ্ট ও অকাবণে আত্ম সুখেব হানি না হয়, এই রূপে সমুদায় প্রবৃত্তিকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োজন করে। সকল ব্যক্তিকে আত্মবৎ জ্ঞান করিবে, এই প্রসিদ্ধ পবম ধর্মও এই মহতী বৃত্তির উপদেশ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। পবম নায়কান্ পবমেশ্বর আমাদিগকে কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশ প্রদানার্থে এই আত্ম-প্রতিনিধি স্বরূপ বৃত্তিকে আমাদেব হৃদয় মধ্যে স্থাপনা করিয়াছেন। তাহার অমুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, সকল কর্মেই সুখোদয়, আর তাহার উপদেশ অবহেলন করিয়া অবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার দুঃখ কপটও উপস্থিত হয়। যিনি আমাদিগের পরস্পর অন্যায় ব্যবহার নিবারণার্থে এমত শুভকরী বৃত্তি সৃজন করিয়াছেন, তাহার সমান নায়কান্ আব কে আছে ?

যে সমস্ত ধর্ম প্রবৃত্তির বিষয় বিবরণ করা গেল, * তাহারা

* উপচকীর্ষা, তত্ত্ব ও নায়কপদ এই তিনটি প্রধান ধর্ম প্রবৃত্তি। আশা, অধ্যবসায় প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তিকে তাহাদের অমুকূল বৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্ব স্ব বিষয় ভোগের নির্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে, অর্থাৎ মার্জিত বুদ্ধি সহকারে যথা নিয়মে নিয়োজিত না হইলে, বিস্তর অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। যদি বুদ্ধি পবিপাক না হইয়া তত্ত্ব উপলব্ধিাদির আতিশয়া হয়, তবে কাল্পনিক ধর্মের প্রজ্জ্বা ও অতিবায়শীলতাদি নানা দোষ উপস্থিত হয়। অতএব, বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জিত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

বুদ্ধিবৃত্তি *।—বুদ্ধি অতি প্রথম অঙ্গ স্বরূপ। উহাকে যে বিষয়ে চালনা করা যায়, তাহাতেই নৈপুণ্য হয়। যে

* বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। তন্মধ্যে চক্ষুঃশ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রথম-শ্রেণী-নিবিষ্ট, ব্যক্তিগ্রাহিতা, আকাবাহুতাবকতা, গুরুত্বাহুতাবকতা, বর্ণাহুতাবকতা প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা বাহ্য বস্তু বস্তু সম্ভা ও গুণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তৎসমুদায় দ্বিতীয়-শ্রেণী-নিবিষ্ট। কালাহুতাবকতা, স্ববাহুতাবকতা, ঘটনাহুতাবকতা, সংখ্যা ও ভাষাশক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা বাহ্য বস্তু সকলের পবম্পর সম্বন্ধ জানা যায়, তৎসমুদায় তৃতীয়-শ্রেণী-নিবিষ্ট। আর উপাস্মিতি, ও অস্মিতি অর্থাৎ কার্য্য কাবণ জ্ঞান, চতুর্থ-শ্রেণী-নিবিষ্ট।

এই সমুদায় বৃত্তির সংজ্ঞা দ্বাবাই ইহাদিগেব স্ব স্ব বিষয় ও কার্য্য অবগত হওয়া যাইতেছে, যথা যে বৃত্তি দ্বারা এক একটি বস্তু বস্তু উপলব্ধ হয়, তাহার নাম ব্যক্তি-গ্রাহিতা, যে বৃত্তি দ্বারা আকারেব অহুতাব হয়, তাহার

বুদ্ধি দক্ষা-বৃত্তি, মিত্র-দ্রোহ, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নব-বধ সম্পাদনের উপায় চিন্তা করে, সেই বুদ্ধিই এই ভুলোককে স্বর্গলোক সমান সুখ-ধাম কবিবাবও মন্ত্রণা কবিতে পারে। কিন্তু যাবতীয় বস্তুব সত্তা ও গুণ জানা, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিকপণ করা এবং আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়কে যথা নিয়মে নিয়োজন করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃত কার্য। অতএব, সমস্ত সংসারই উহার উপভোগ্য বিষয়, সুতবাং বিহিত বিধানে উহা চালনা কবিলে, আমাদিগের চিত্ত-ভূমি অপকীর্ণ সুখ-সলিলে প্লাবিত হইতে পারে।

জগদীশ্বর অতি অমৃত কোশল প্রকাশ পূরক আমাদিগের মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়েব এই রূপ সম্বন্ধ নিকপিত কবিয়া দিয়াছেন, যে, আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির যে সকল কার্য সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির অল্পমত, তাহা আমাদের যথার্থ উপকাবক ও সুখদায়ক; আর যে সকল কার্য তাহাদের অল্পমোদিত নহে, তাহা পরিণামে অপকাবক ও দুঃখদায়ক হইয়া উঠে।

নাম আকাবামুতাবকতা ইত্যাদি। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যত বুদ্ধি-বৃত্তি প্রদান কবিয়াছেন, জগতে ভ্রূপযোগী অশেষ প্রকাব বিষয় সৃষ্টি করিয়া তাহার সুখের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

তদ্রূপ, যে ধর্মশীল সুবোধ ব্যক্তির ধর্মপ্রবৃত্তি সকল মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিযোজিত হইয়া পরস্পর ঐক্য ভাবে সংগ্ৰহ করে, যদিও পরেও শুভ সাধনই তাঁহার মুখ্য প্রয়োজন, কিন্তু গোঁণ কল্পে তদ্বারা আপনাবও পরম সুখ সম্ভোগ হয়। ইহাতে ইহলোকে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার অবাধে হইয়া আনিতেছে।

আমাদিগের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির পবস্পর যেকোন বিভিন্নতা দৃষ্টি করা গেল, তাহা সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই গম্ভীরপ্রতিভা তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমতঃ ।—আমাদিগের যে প্রকার মানসিক প্রকৃতি, ও বাহ্য বস্তুব যেকোন স্বভাব, তাহাতে অন্তঃকরণের কোন বৃত্তি অতি প্রবল হইলে, তাহার আর একেবারে নিবৃত্তি হয় না। বিষয়োপভোগ দ্বারা কণিক নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু অত্যল্প কাল পবেই পুনর্যাব প্রাচুর্য্য হইতে থাকে। অন্ন পান দ্বারা বুভুক্ষা বৃত্তির শান্তি হয়, কোন বিষয় ব্যাপারে কৃতকার্য হইলে, অর্জুনস্পৃহা ক্ষণকালের নিমিত্ত নিশ্চেয় থাকে, বিষয় বিশেষে জয় লাভ হইলে, তৎকালে আত্মাদর ও লোকান্তরপ্রিয়তা চবিতার্থ হয়, অবিচ্ছেদ্য বুদ্ধি চালনা করিলে, কিঞ্চিৎকাল বিচার-শক্তির মান্দা হয়, কিন্তু তাহা ক্রিয়ৎকাল বিশ্রামের পবেই পুনরুদ্ধার হইয়া স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে ব্যগ্র

হইয়া উঠে। অতএব, আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল যথা-
 বৎ নিয়মিত না হইলে, উত্তরোত্তর প্রবল ও অপ্রশান্ত
 হইতে থাকে। বিশেষতঃ, দুর্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল
 নিতান্ত স্বার্থ-পরায়ণ ও সদস্য-কল-বিবৈক-বহিত, এ প্র-
 যুক্ত তাহারা পরিমিত বিষয়োপভোগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে
 পারে না। যদি আমাদিগের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায় বুদ্ধি-
 বৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির শাসন অবহেলন পুৰঃসর তন্নির্দিষ্ট
 নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনববর্ত বিষয়োপভোগে বর্ত থাকে,
 তবে তদ্বারা আপনাব ও গরের বিস্তর অনিষ্ট ঘটনাব সম্ভা-
 বনা। যদি লোকাচ্ছরাগ লাভ মাত্র আমাদিগের সমস্ত ক-
 ণ্ঠের উদ্দেশ্য থাকে, তবে স্থল বিশেষে কুরুন্মাব মনস্ত্বষ্টির
 নিমিত্ত কুরুন্মও করিতে হয়, ও তাহার প্রতিকূল রূপ হুঃখও
 প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং যে সকল যশস্কর বিষয় সাধনের
 ক্ষমতা নাই, অতিশয় যশোলোভ বশতঃ তাহাতেও প্রবৃত্ত
 হইয়া হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইতে হয়। সবিশেষ জ্ঞানা-
 ভাব বা ধর্মপ্রবৃত্তির ক্ষীণতা বশতঃ বিপু-পবতন্ত্র হইয়া
 অল্প বয়সে, অথবা শরীর ও মনের অস্বাস্থ্য সময়ে, সন্তান
 উৎপাদন করিলে, সে সন্তান দুর্বল ও ব্যাধিযুক্ত বা রিপু-
 প্রধান হইয়া পিতা মাতার অশেষ যাতনাব কাবণ হয়।
 এইরূপ, আমাদিগের অজ্ঞানস্পৃহা থাকাতে, অর্থ আহরণে
 ও ধন সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপতির অখণ্ডনীয়
 নিয়ম ক্রমে বসুন্ধরা সম্বৎসর কালে পরিমিত ধন দান

করেন, আর মনুষ্যেরও বুদ্ধি-শক্তি ও কাযিক পৰিশ্রমের নির্দিষ্ট সীমা আছে, সুতরাং সকলেই ধনাঢ্য হইতে চাইলে অনেককে নিবাশ হইতে হয়। যাহাবা নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কেবল বিষয়-পথে সঞ্চরণ করেন, তাঁহারা এই অক্লান্ত কথা মনে রাখিবেন। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিয়মিত না হইলে যে অশেষ প্রকার অনিষ্ট উপস্থিত হয়, ইহাও তাঁহাদের সর্বদা স্মরণ রাখা বিশেষ।

দ্বিতীয়তঃ।—আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ই সর্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, এপ্রযুক্ত আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কোন কার্য তাহাদের অনুমোদিত না হইলে, অন্তঃকরণ অপ্রসন্ন ও গুণনিযুক্ত থাকে। বোধ হয়, যেন আমাদের মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সমুদায় ইতর বৃত্তির অসুচিত ভোগাতিশয়ে অসম্মত হইয়া ভিন্নকাবে কবিতোছে। যে তরুণ যুবাব সুকোমল সবল চিত্ত এখনও পাপ-রসে দূষিত হয় নাই, যাহাব সাধু চিন্তা এখনও সংসারের কুটিল পথে সঞ্চরণ করে নাই, অধর্মের কঠোর হস্ত যাহার স্নকুমার নির্দল মতি এখনও স্পর্শ করিতে পাবে নাই, সে যদি দুর্কিপাক বশতঃ দুষ্প্রবৃত্তি রূপ পিশাচের বশীভূত হইয়া মোহ-হৃদে অগ্ন হব, তবে ধর্মের শাসন অবহেলন করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিলে কি প্রকার যাতনা ভোগ কবিতো হয়, তাহা বিলক্ষণ জা-

নিতে পারে। তখন আর তাহাব অহুতাপ-তাপিত হৃদয় শান্তিরসে আচ্ছন্ন হয় না, এবং মনের ম্যানির আর পরি-
 নীমা থাকে না। তাহাব আপনার অন্তঃকরণই গরলময়
 মরক সমান হয়, ও প্রাণঘাতিনী ছশ্চিন্তা তাহার চিন্তকে
 অহর্নিশ পেষণ করিতে থাকে। যদি কোন বিষয়ার্থী ব্যক্তি
 তরুণ বয়স অবধিই ধন সঞ্চয় ও মান সম্ভূষ উপার্জনে
 একাগ্রচিন্ত হইয়া সমস্ত কাল হরণ করেন, এবং প্রাতঃকা-
 লাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত কেবল ক্রয়, বিক্রয়, ও আয় ব্যয়
 নিরূপণাদি বৈষয়িক ব্যাপারে অনবরত ব্যাপৃত থাকিয়া
 মনের বীৰ্যা ক্ষয় করেন, আর স্মৃতরাং ভক্তি, উপচিকীর্ষা
 ও ন্যায়পরতা বৃত্তিকে সঞ্চালিত ও চরিতার্থ না করিয়া
 উদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া আইসেন, এবং যদি বার্ককা-দশা
 উপস্থিত হইলে আপনার গভ জীবনের তাবৎ কার্য
 পর্যালোচনা করিয়া দেখেন, তবে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস
 পরিভাগ পূর্বসর এ কথা অবশ্য বলিবেন যে “কেবল
 কলহ, উদ্ভ্যক্তি ও মিথ্যাভিমান প্রকাশেই আমার সমস্ত
 আয়ুঃগত হইয়াছে। আমার উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সমুদায়কে
 চরিতার্থ করি নাই, এবং তন্নিমিত্ত জ্ঞান-ধর্মোৎপাদ্য
 বিশুদ্ধ সুখ ভোগে অধিকারী হইতে পারি নাই। বুদ্ধিবৃত্তি
 ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অমুশাসন ক্রমে আর আর সমস্ত
 মনোবৃত্তিকে যথা নিয়মে চালনা করিলে যে প্রচুর সু-
 ধোঃপত্তি হয়, আমি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হই নাই।

কেবল কর্ম ভোগ করিয়া সমুদায় জীবন ক্ষেপণ করি-
লাম। „শেষ দশায় এ প্রকার অমুতাপিত হওয়া হুঃসহ
যন্ত্রণার বিষয়।

তৃতীয়তঃ।—আমাদিগের প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায় যদি
পরস্পর মিলিত থাকিয়া মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হয়,
তবে তাহারা স্ব স্ব বিষয়োপভোগের অশেষ স্থল প্রাপ্ত
হয়। এই সকল বৃত্তির যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুর্ভ হইলেও আনন্দ
লাভ হয়, আর তাহাদিগকে অভিশয প্রবল বাধিয়া
সমক্ চরিতার্থ করিতে পারিলে, অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন
হয়। এই সমস্ত ধর্মপ্রবৃত্তির অমুবর্তী হইয়া চলিলে
পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হয় না, এবং সুখোপভোগের
পুনঃ পুনঃ বিচ্ছেদও ঘটে না। উদ্ভাব্য আমরা যাবজ্জী-
বন শান্তিবসাত্র ও স্থিতি-সুখ-সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন
করিতে পারি। বিশেষতঃ, এই সকল প্রধান প্রবৃত্তির অমু-
গামী হইয়া কার্য করিলে, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলও স্বসাধা
সমুদায় সুখ উৎপাদন করিতে পাবে। আর যেমন আমা-
দিগের ধর্মপ্রবৃত্তি মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত না
হইলে, বহুপ্রকার অমঙ্গল ঘটনাব সম্ভাবনা, সেই রূপ
বুদ্ধিও আমাদিগের প্রবৃত্তি সকলের স্বভাব বিচার ও
প্রয়োজন রক্ষা করিয়া না চলিলে, ভ্রম-শূন্য হইতে পারে
না। বস্তুতঃ, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার
করিয়া সমস্ত মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া চলিতে

পাবেন, এইরূপ অপ্রাকৃত ব্যক্তিকেই যথার্থ সাধু বলা যায়, এবং এইরূপ ব্যক্তিই চিরকাল স্নেহ সন্তোষ করিতে পাবেন। পশ্চাৎ এ বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শন করা যাই-
তেছে।

যদি কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে আপন কর্তব্য-
কর্তব্য নিরূপণ করিয়া সংসার-পথে পদার্পণ করেন, তবে
উপচিকীর্ষার গুণে তাঁহার এইরূপ বোধ হইবে, যে আর
আর মনুষ্যবাও আমার ন্যায় পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র ও
স্নেহ সন্তোষের অধিকারী, আমার ইচ্ছাসাধক কার্য যদি
তাহাদের অনিষ্ট-জনক হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠান করা
কখনই উচিত নহে, বরং আমার সাধ্যানুসারে তাহাদের
উপকার করাই কর্তব্য। তত্ত্ব গুণে পরমেশ্বরের নিয়ম
প্রতিপালনে দৃঢ় প্রজ্ঞা হইবে, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান,
বিচিত্র শক্তি, ও অপার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর
করিয়া এপ্রকার বিশ্বাস কবিতে হইবে, যে এরূপ ব্যবহার
দ্বারা সমুদায় মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া পৰিণামে অভ্যন্ত
স্নেহ সম্পাদন করিবে, এবং মনুষ্যবর্গকে সম্যক আদরণীয়
বোধ হইয়া যথা শক্তি তাহাদিগের উপকার কবিতে
তাঁহার অনুরাগ জন্মিবে, আব ন্যায়পবতার বশবর্তী
হইয়া তিনি সকলের সহিত ন্যায়বৎ ব্যবহার করণে ও অ-
ন্যায় ব্যবহার পরিত্যাগে প্রবৃত্ত থাকিবেন। তিনি এই
প্রকার কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ পূর্বক তদনুসারে যে কার্য

করিবেন, তাহাতেই লোককে পরম সুখী করিবেন, ও আপনিও 'পরম সুখী হইবেন। পরম রমণীয় আনন্দ-জ্যোতিঃ তাঁহার অন্তরে সতত প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

একুশ সুশীল কৃষ্টি কাহাবও সহিত মিত্রতা করিলে, উপচিকীর্ষা শুধে সকল স্বার্থ পবিত্রাণ করিয়া, কেবল মিত্রের কল্যাণ কামনা করেন। তত্ত্ব স্বভাবে তাঁহার এই রূপ বোধ হয় যে, উক্তরূপ মিত্রতা যখন পরমেশ্বরের নিয়মানুগত, তখন উহা যত্ন পূর্বক পালন করা সর্বতোভাবে বিধেয়। অতএব মিত্রের প্রতি, তাঁহার প্রীতি বৃদ্ধি হয়, এবং তদ্বারা মিত্রের অনুবাগ করা ও তাঁহার সকল কার্যে সুখানুভব করা এক প্রকার অভ্যাস পাইয়া যায়। নান্যপৰতা থাকিতে, তাঁহার প্রীতি হয়, মিত্রের সহিত পরস্পর প্রণয়ের বিনিময়, শীলতার বিনিময়, ও উপকারের বিনিময় কবাই কর্তব্য। তন্ত্ৰিগ, অনুচিত প্রার্থনাদি কোন কঠোর ব্যবহার করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। আর তিনি প্রণয় সঞ্চাব কালে বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাঁহার মিত্র ধৰ্ম্মাংশে হীন না হন, কারণ দান্তিক, স্বার্থপর, ও অধান্মিক ব্যক্তির সহিত যথার্থ প্রণয় হওয়া সম্ভাবিত নহে। দুঃশীল ব্যক্তির প্রতি কৃপা হইতে পারে, কিন্তু তাহার সহিত কখন প্রীতি হইতে পারে না।

এপ্রকার মৈত্রী লাভ হইলে, আমাদিগের অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও সম্যক্ চরিতার্থ হইয়া পরম সুখ প্রদান

করে। যদি বুদ্ধিতে নিশ্চয় হয়, আমাৰ মিত্র ধৰ্ম্মপৰায়ণ, কেবল ধৰ্ম্মপ্ৰবৃত্তিৰ প্ৰাধান্য স্বীকাৰ কৰিয়া তদনুযায়ী ব্যবহাৰ কৰেন, তাহা হইলে আমাৰ আসক্তলিপ্সা মৰ্হোৎসাহ সহকাৰে অমূল্য নিধি স্বৰূপ প্ৰিয় মিত্ৰ-বত্ৰে প্ৰগাঢ়-ৰূপে আসক্ত হয়। একপ নাযবান্, পৰহিতৈষী, ভক্তি-শীল মিত্ৰ কখনই মিত্ৰেৰ অনিষ্ট কৰেন না, এবং সন্ত্ৰম আদৰ অবেক্ষা পৰিত্যাগ কৰিয়া অত্যালাপ ও ইতৰ ব্যবহাৰেও প্ৰবৃত্ত হন না। এমত প্ৰণয়েৰ স্থলে অপমান, প্ৰবঞ্চনা ও অপৰাপৰ অনিষ্ট ঘটনাৰ অসম্ভাবনা জানিয়া হৃদয়-পদ্ম সৰ্কদা বিকসিত থাকে। আসক্তলিপ্সাতে অনান্য নিকৃষ্টপ্ৰবৃত্তিৰ সাহায্য থাকিলে, অন্তঃকৰণে কখনই তাদৃশ প্ৰণয়ামৃত সঞ্চাৰ ও আনন্দ-বাৰি নিঃস্ৰবণ হইতে পাবে না। এমত মৈত্ৰী লাভ ছাৰা আমাদিগেৰ লোকাভুবাগপ্ৰিয়তাও চৰিতাৰ্থ হয়। কাৰণ একপ পৰহিতৈষী, নাযবান্, মৰ্যাদক মিত্ৰেৰ প্ৰিয় সন্ত্ৰাষণ, আদৰোক্তি ও সৌহাৰ্দ প্ৰকাশ অপেক্ষা অধিক অভুবাগ আৰ কাহাৰ নিকটে প্ৰাপ্ত হওয়া বাইতে পাবে? একপ চুল্লভ মিত্ৰেৰ বাহে সৌহাৰ্দ প্ৰকাশ ও অন্তৰে ঘে-ষানল প্ৰদীপন, সমক্ষে মধুবালাপ ও পৰোক্ষে গুনি ও নিন্দাবাদ, কথাৰ পৰমোপকাৰ ও কাৰ্য্য অবহেলা, এ সমুদায়েৰ কিছুই কৰা সম্ভব নহে। কলতঃ বুদ্ধি ও ধৰ্ম্ম যাহাৰ মূলীভূত, এমত প্ৰণয় হইলে, অন্তঃকৰণ সতত

প্রদূর থাকে, সুধাকব-কিরণ-সম পবন বমণীয় প্রেমামৃত
তরুণি অবিভ্রান্ত বর্ষণ হইতে থাকে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি,
ধর্মপ্রবৃত্তি ও আর আর সমস্ত মনোবৃত্তি পবম্পর একা-
তাবাপন্ন থাকিয়া অপরিপূর্ণ আনন্দ উদ্ভাবন করে।

আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়েৰ কি প্রকাৰে সামঞ্জস্য
হইতে পারে, এবং তাহার ফলই বা কি, তাহা উক্ত উদা-
হরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যে সকল স্বার্থপর
বান্ধি বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তির অগ্রবর্তী হইয়া না চলে, ইত্য-
পূর্বে তাহাদিগের মিত্রতার বিষয় লিখিত হইয়াছে, এবং
ধর্মোপেত মিত্রতার বিষয় এ স্থলে বিবরণ করা গেল।
এই উভয়ের ফল-তাবতমা ও তাদৃশ অন্যান্য নিকৃষ্টপ্রবৃ-
ত্তি-জনিত স্ত্রুথের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে,
ইহা নিশ্চিত অবধারিত হয়, যে আমাদের সমস্ত মনো-
বৃত্তির পবম্পর সামঞ্জস্যই স্ত্রুথের কারণ, যে স্থলে কোন
বৃত্তির সহিত অন্য কোন বৃত্তির বিবোধ উপস্থিত হয়, সে
স্থলে বুদ্ধিবৃত্তির ও ধর্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া
তদনুযায়ী আচরণ করা কর্তব্য। যে সাধু বান্ধি এই নিয়-
মানুসাৰে কাৰ্য্য করেন, আসন্ন মৃত্যুও তাহার বিশেষ
ক্লেশকর হয় না। যিনি মৃত্যু-শয্যাৰ শয়ান হইয়া একপ
বলিতে পারেন, যে আমি যাবজ্জীবন যথা সাধা পৰো-
পকার করিয়াছি, লোকের সহিত যথোচিত ব্যবহার করি-
য়াছি, মনের সহিত পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছি,

এইক্ষণেও সেই সকল-মন্ত্রলালয় আনন্দ-স্বরূপে চিন্তা
সমর্পণ করিলাম, তিনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। তাঁহার
মৃত্যু-কালও সুখের কাল, ও মৃত্যু-শয্যাও সুখ-শয্যা।

১৩-৪-২০১৪

তৃতীয়াধ্যায়

মহুম্বোর সুখোৎপত্তির বিষয় ।

মহুম্বোর প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে তাহার সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে ।

প্রথমতঃ।—ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, যে শরীর ও মন চালনা না করিলে সুখানুভব হয় না । “শরীর ও মনোবৃত্তি সকল চালনা কর, সুখ লাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই,” এই শুভকরী নীতি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ । তাহারা সুসুপ্তবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে, আ-
মাদের জীবিত থাকাই বৃথা হইত । মহুম্বোর জীবনে ও বৃক্ষাদির জীবনে কিছুই বিশেষ থাকিত না । ফলতঃ, সর্বতোভাবে নিশ্চেষ্টে থাকা আমাদেরই স্বভাব-বিরুদ্ধ । যদি কোন বালক গৃহ মধ্যে অপূৰ্ণ পর্য্যাক্ষোপবি সুকোমল শয্যা শয়ন করিয়া থাকে, আর তথা হইতে তাহার ক্রীডাসক্ত বয়সদিগের কেলি-কোলাহল শ্রবণ করে, এবং তাহারা, কি ক্রীড়া করিতেছে, তাহাও অনুভব করিতে

পারে, তবে সে বহির্গত হইয়া তাহাদের সঙ্গী হইবার নিমিত্ত কেমন ব্যগ্র হয়! যদি তাহাব পিতা তাহাকে নিবাসিত কবিয়া রাখেন, তাহা হইলে, তাহাব মনো-
 দুঃখেব আর সীমা থাকে না। এইকপ, যদি কোন প্রবীণ ব্যক্তি ঘোবতব ছুদ্দিন প্রযুক্ত ক্রমাগত ৫।৭ দিবস গৃহেব বহির্ভূত হইতে না পাবেন, তবে তিনিও বিবস্ত্র ও অস্থি হন তাহাব সন্দেহ নাই। যিনি সৰ্বদা প্রসন্ন-চিত্ত থাকেন, এমত স্থলে তাঁহাবও অপ্রসন্ন বদন দেখা যায়। অতএব, মল্লখ্যেব সুখ-লাভ কাৰিক ও মানসিক পবিশ্রমেব উপব নিৰ্ভব কবে কি না, তাহা বংকালে তিনি সৰ্বথা নিশ্চেষ্ট থাকেন, তখনই সমাক্ উপলব্ধি কবিতে পাবেন।

আমবা শরীর ও মনঃ পবিচালনে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ লাভ কবিব, এই অতিপ্রাণে পবমেশ্বব সমস্ত জগতেব সহিত মানব প্রকৃতিব তরূপযোগী সম্বন্ধ নিকপিত কবিয়া বাখিয়াছেন। দেখ, আহাৰ ব্যতিবেকে শরীর বক্ষা পায় না, স্মৃতবাং শাবীৰিক ও মানসিক পবিশ্রম স্বীকাব কবিয়া অন্ন আহবণ কবিতে হয়। পশুদিগেব যেমন গাত্র-লোম আছে, আমাদিগেব শীত নিবাবণার্থে তাদৃশ কোন স্বাভাবিক আচ্ছাদন নাই, স্মৃতবাং শরীর ও মনেব চেটা দ্বারা পবিধেয় প্রস্তুত কবিতে হয়। আমাদিগেব সমুদায় মনোবৃত্তি স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে নিয়ত ব্যগ্র, কিন্তু চালনা ব্যতিবেকে তাহাদিগকে চরিতার্থ কৰিবার উপায় নাই।

অতএব, আমাদিগের শরীর ও মনকে সম্যক্ সচেত্ন রাখা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত তাহাব সন্দেহ নাই। তাঁহার নিয়মীমূবর্ত্তী হইয়া যত চালনা করিবে, ততই শরীরের অঙ্গ সকল সবল হইবে, মনের বৃত্তি সকল সতেজ হইবে, এবং অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হইতে থাকিবে।

আমাদিগের জ্ঞানান্তিলাষ অত্যন্ত প্রবল। জ্ঞান লাভই সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, এবং কেবল জ্ঞানামৃত পান দ্বারাই তাহাব চৰিতার্থ হয়। কোন অভিনব বস্তু সম্পর্শন মাত্রেই অন্তঃকরণ প্রসূত হয়, তাহাব সবিশেষ গুণাগুণ জানিতে ইচ্ছা ও উৎসাহ হয়, এবং তাহাব স্বভাব ও প্রয়োজন যত জানা যায়, ততই সুখোদয় হইতে থাকে। সে বস্তু দ্বাবা আমাদিগের কোন সাংসারিক উপকাৰ না হউক, তথাপি তাহাব আলোচনা মাত্রেই একপ নিম্মল আনন্দ অনুভূত হয়; যে তজ্জন্য শাৰীৰিক ও সাংসারিক ক্লেশ সহ্য কৰিতে হইলেও সে বমনীয় জ্ঞানালোচনা পৰিত্যাগ কৰিতে পাৰা যায় না। অতএব, ইচ্ছা কৰিলেও নিতান্ত নিশ্চেত থাকি সম্ভাবিত নহে। পরমেশ্বৰ আমাদিগের সুখ সম্পাদনার্থে মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বহুব্যেকপ সম্বন্ধ নিকপিত কৰিয়া দিয়াছেন, এবং উভয়কে পৰস্পৰ যে প্রকাৰ উপযোগী কৰিয়া রাখিয়াছেন, ও মনোবৃত্তি সমুদায়কে সচেত্ন রাখিবাব নিমিত্ত যেক্রপ কৌশল করিয়াছেন, এই ঐশ্বৰ্য উপক্রমণিকায তাহাব অনেক

উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে। অতএব, মনোবৃত্তির চালনাতেই যে সুখানুভব হয়, ও তৎসমুদায় চালনা করা যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

যদি আমরা জন্ম-কালে বুদ্ধিবৃত্তি-নিষ্পাদা সমুদায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতাম, এবং আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ব স্ব বিষয় ভোগে এক কালেই চবিতার্থ হইয়া থাকিত, ও তাহাদিগকে আর চালনা করিবার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে, এইক্ষণকার অপেক্ষা সুখের অল্পতা ভিন্ন কখনই আধিক্য হইত না। যদি এক-বার মাত্র ভোজন করিলেই চিবকাল উদর পবিপূর্ণ থাকিত, ও ক্ষুধার উদ্রেক আর না হইত, তবে প্রত্যহ ক্ষুৎপিপাসা শাস্তি করিয়া যেরূপ সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে এক-কালে বঞ্চিত থাকিতে হইত। ধন-লাভ হইলেই ধন-লোভী ব্যক্তির আনন্দ হয়, কিন্তু সে আনন্দ অতি অল্প-কাল স্থায়ী। হস্ত-গত ধনে তাহার তৃপ্তি হয় না, সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ অধিক উপার্জননার্থে ব্যগ্র হয়। যদিও লোকে তাহাকে অর্জাটীন বোধ করে, কিন্তু সে ব্যক্তি স্বীয় স্বভাবেরই বশবর্তী হইয়া কার্য করে। তাহার অর্জন-স্পৃহা বৃত্তির চালনাতেই সুখানুভব হয়, এবং কেবল ধন-স্বেষণ ও ধনোপার্জন দ্বারা সে বৃত্তি সয্যাপাব থাকিতে পারে। অতএব, যদি ঐ বৃত্তি একেবারে অপরিাপ্ত বিষয়

লাভ করিয়া চিরকাল সুখশ্রবৎ ব্যাপাব-খুনা থাকিত, তাহা হইলে মানব বর্গ তদুৎপন্ন সুখভোগে বঞ্চিত হইত না। এইরূপ, আর আব মনোবৃত্তিও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে, এক্ষণে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিয়া যে প্রচুর সুখ সন্তোষ করা যাইতেছে, তাহা আব আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিত না। এক্ষণে হইলে, এক কালে আমাদের মনশ্চেষ্টার অন্ত হইত, আমাদিগের প্রথম চেষ্টাই শেষ চেষ্টা হইত, অতঃপর কালেই সর্ব বস্তু পুণ্ডরীক বোধ হইত। কিছুতে আব কৌতুহল থাকিত না, কিছুতেই উৎসাহ হইত না, এবং কোন বিষয়ে আশাবৃত্তি সংঘটিত হইত না। এমন যে পবন বমনীয় বিচিত্র সংসার, তাহাও নিতান্ত নীবস বোধ হইত। অতএব, পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট—তাহার উপর আব কথা নাই। যেরূপ মনোবৃত্তি সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহাদিগকে তদুৎপন্ন বিষয় সমুদায়ও প্রদান করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ের প্রয়োজন জানিয়া যথোচিত ব্যবহার করিলেই ইষ্ট লাভ ও আনন্দ সঞ্চয় হয়, আর এতদ্বিক্কাচরণ করিলে, অনিষ্ট ঘটনা ও দুঃখোৎপত্তি হয়। পরম মঙ্গলীয় পবনেশ্বর, তাহাদের গুণাগুণ অসু-সম্ভব করিবার ভাব আমাদের উপর সমর্পণ করিয়া, আমাদের মনোবৃত্তি সকলকে সদা সবাধার রাখিবার কি সুন্দর কৌশল করিয়াছেন।

পৃথিবীতে ধান্য গোধূমাদি শস্য জন্মে, এবং তদ্বাৰা মানব দেহের পুষ্টি বৰ্দ্ধন হয়, কিন্তু তাহা নিতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসংগত না হইলে স্বেচ্ছাদ, স্বেচ্ছীর্ণ ও বলাধায়ক হয় না। পবন এ সমুদায় সাধন কৰিতে হইলে, শবীৰ ও মন পরিচালন কৰিতে হয়। অতএব, জগদীশ্বর যৎকালে শস্য সৃজন কৰিয়া তাহাতে তদুচিত গুণ সকল প্রদান কৰিয়াছিলেন, এবং মানব শরীৰকে তদ্বিধা ধৰ্ম ও শক্তি সমুদায় দ্বারা স্বেচ্ছাসংগ কৰিয়াছিলেন, তৎকালেই গোধূমাদির সহিত মানব দেহের পরস্পর সম্বন্ধ ও উভয়ের পরস্পর উপযোগিতা নিরূপণ কৰিয়া দিয়াছেন, এবং আমবা যে কায়িক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান লাভ ও সুখ সম্ভোগ কৰিব, তৎকালেই, তাহাবও সূত্রপাত কৰিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে বহুতর বিষ-বৃক্ষ আছে, তাহার ফল, মূল, পত্রাদি অল্প পৰিমাণে ব্যবহার কৰিলে বোগ শাস্তি হয়, কিন্তু অধিক ভক্ষণ কৰিলে প্রাণ বিয়োগ হয়। ইহাতে মহুঘোর বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়েরও সমক্ উপযোগিতা আছে, কারণ ঐ সমুদায় বৃত্তি সাবধানতা সহকাৰে ঐ সমস্ত দ্রব্যের গুণ প্রকাশ কৰিতে সমর্থ হইয়া মহুঘোর মঙ্গল সাধন করে। যিনি মহুঘোর দেহকে বোগাস্পদ কৰিয়াছেন, তিনিই তদুচিত ঔষধ সকল সৃষ্টি কৰিয়া সৰ্বত্র বিস্তৃত কৰিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদীয় গুণ সমুদায় নিরূপণার্থে তাহাকে তদুপযুক্ত মনোবৃত্তি সকল প্রদান কৰিয়াছেন।

সুতরাং তাহাদিগকে তদ্বিষয়ে চালনা করা যে পবনেশ্বরের সম্যক্ অন্নিপ্রেত, তাহাব সংশয় নাই।

জল উষ্ণ করিলে বাষ্প হয়। সেই বাষ্পের আশ্চর্য্য শক্তি প্রভাবে বাষ্পীয় শব্দের কার্য্য নির্মাই হইয়া অভ্যন্তর বাষ্পাব সকল সম্পন্ন করিতেছে। বাষ্পীয় তরঙ্গী সমুদায় যে প্রকার প্রবল বেগে ধাবমান হইয়া ছয় মাসের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহা সকলেবই বিদিত আছে। পবনেশ্বরের সৃষ্টি কালেই সেই সমস্ত অন্তর ঘটনার শুভ সূত্র সঞ্চাব করিয়াছেন, এবং মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সকল তৎসাধনের উপযোগী করিয়া জল ও অগ্নির স্বভাব এবং তাহাদের পবন্যব সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিবাব ভার তাহাবই উপর সমর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন বুদ্ধি চালনার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে বিমল আনন্দ অনুভূত হয়, এবং বদার্থে চালনা করা যায়, তাহা সিদ্ধ হইলে সুখ সমৃদ্ধ বৃদ্ধি হয়, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, পবন কাকটিক পবনেশ্বরের আমাদের হিতাভিপ্রায়েই একপ কোশল প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন ভূমি শরীরা কি বায়ুকামণী, কঠিন কি পঙ্কিল, নিম্ন কি উচ্চ, ইত্যাকার সমস্ত দোষ জাত হইয়া তাহাব কাবণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তৎপ্রতীকারের উপায় চেষ্টা করা অর্থাৎ পঙ্কিল ভূমি শুদ্ধ করিবাব, কঠিন মৃত্তিকা চূর্ণ করিবাব, অহুর্জবা ভূমি উর্জবা করিবাব উপায় অবধারণ

করা। আমাদেরই বুজিবুজির কার্য। যে সকল নরজাতি বুজিবুজি পরিচালন পূর্বক ভূমির গুণ, উৎপাদিকা শক্তি, এবং জল ও শসাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করে, ও নিবালসা হইয়া ভূমির দোষ সংশোধনার্থে ও কৃষিকাৰ্য্য নির্বাহার্থে মানসিক শক্তি সকল সঞ্চালন করে, তাহাদের তজ্জন্য প্রচুর অন্ন লাভ হয়, স্বদেশেব ভূমি সকল দোষ-বর্জিত হইয়া শবীবের সুস্থতা সম্পাদন কবে, এবং মনোবৃত্তি চালনা কৰাতে, অন্তঃকৰণ সতত প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে। আর বাহ্যিক আলসা পববশ হইয়া তাদৃশ অস্থিষ্ঠান না কবে, তাহারা তৎপ্রতিকূল স্বরূপ জ্বর, কম্প, বাত ও অপরাপব বহু ক্লেশকর বোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, অনববত অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পায়, এবং মধ্যো মধ্যো শলোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটয়া অস্বাস্থ্যে মৃতপ্রায় হয়। এই ক্লেশ তাহাদের উপদেশ স্বরূপ মনে কবা উচিত। তাহারা যে কর্তব্য কন্ঠে অবহেলা কবিয়া সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইতেছে, ইহাই জ্ঞাত কবিবাব নিমিত্ত জগদীশ্বর এমত স্থলে ছঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। যখন তাহারা পবমে-
 শ্বরের নিয়মাত্মবর্তী হইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে শরীর ও মন চালনা কবিবে, তখনই দারুণ ছঃখের কঠোর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখী হইবে।

সমুদ্রের অগাধ জল, প্রবল ঝটিকা, ভীষণ তরঙ্গ এ সমস্ত আপত্ততঃ দূর দেশ গমনাগমনের অনিবার্য্য

প্রতিবন্ধক বোধ হয়। কিন্তু জলের সহিত কাষ্ঠের সম্বন্ধ ও জল-প্লুত দ্রব্যের সহিত বায়ুর সম্বন্ধ নিকপণ করিয়া, ও বাষ্পীয় অদ্ভুত শক্তি অবধাবণ করিয়া, মনুষ্য এক্ষণে সাগর-সলিলে প্রেক্ষণ প্রেক্ষণ পোত সমুদায় সস্তাবিত করিয়া দেশ দেশান্তর গমন করিতেছে। পরমেশ্বর কোন্ কালে মনুষ্য ও তৎসম্বন্ধ বাক্য পদার্থে এই সমস্ত গুণ সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু আমবা বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষুর্তি সহকায়ে এ সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবগত হইতেছি ও তদ্বাচ্য সংসারের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতেছি। পরমেশ্বর আমাদিগের মনোবৃত্তি সকল সতত সবা্যপার রাখিবার নিমিত্ত পরমোৎকৃষ্ট কৌশল প্রকাশ করিয়া বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাদেব এক্রপ স্তব্ধকর সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, ইহাও আমবা কেবল সম্প্রতি জ্ঞাত হইতেছি। এক্ষণে যে বাষ্পীয় মহাপোত পৃথিবীর অতি দূরবর্তী দেশ সমুদায়কে পরস্পর সন্নিবিষ্ট করিতেছে, যে বেগুন যন্ত্র সহকারে ভূমণ্ডলের মনুষ্য গণগণ মণ্ডলে উদ্ভীয়মান হইতেছে, ও যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র উর্দ্ধ-স্থিত নক্ষত্র মণ্ডলেব সংবাদ নিমেষ মাত্রে এই অধোলোকে আনয়ন করিতেছে, তৎসমুদায়ই পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। পৃথিবীর সর্বত্রাংশেই এক্রপ বিচিত্র পদার্থ, তাহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য, ও পরমাশ্চর্য্য কৌশল অব্যক্ত রহিয়াছে, তৎপ্রকাশার্থে কেবল অসাধারণ ধী-শক্তি-সম্পন্ন মনুষ্যাদিগের উদয় হইবার অপেক্ষা।

জগদীশ্বর সৃজন কালেই এসমস্ত সঙ্কল্প কবিয়াছেন, এবং আমাদের মানসিক প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ 'বাহ্য বস্তু সমুদায়কে তদুপযোগী করিয়া সৃষ্টি কবিয়াছেন।' তিনি পবন মঙ্গলালয়, তাঁহার দ্বারা যাহা কিছু উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলদায়ক। তিনি যখন আমাদের সুখ-সঞ্চার শরীর ও মনের চেতনাধীন করিয়াছেন, তখন তদনুযায়ী ব্যবহারই নিশ্চিত শুভদায়ক, এবং অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্বক তাহাতে প্রবৃত্ত থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ।—সমুদায় মনোবৃত্তিকে পরস্পর সম্পূর্ণরূপে সমঞ্জসীভূত কবিয়া চরিতার্থ করা কর্তব্য, নতুবা এ সংসারে যে প্রমাণ স্থায়ী সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে, তাহা সম্পন্ন হয় না। কেবল ধন কিম্বা যশোলাভই জীবনের সার কার্য জানিয়া তন্মাত্র উপাঙ্কনে আয়ুঃক্লয় করিলে ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ও ন্যায়পরতা বৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয় না, সুতবাং অন্তঃকরণ সর্বতোভাবে সুখী হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধান পূর্বক আপনাব প্রতি, আত্মীয়ের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, সমস্ত মনুষ্যবর্গের প্রতি, ও পবনেশ্বরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য তাহা সম্পাদন করিলে, সমস্ত মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ধন, মান, খ্যাতি ও শারীরিক স্বাস্থ্য লাভাদি বিবিধ ফল প্রদান কবে, এবং অন্তঃকরণ সর্বথা স্থির সুখ প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হয়।

তৃতীয়তঃ।—মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দতাকে বদ্ধ-মূল

কবিতা হইলে, তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তি পবনস্বর সমগ্ৰসী-
 ভূত থাকিয়া যেকোন উপদেশ প্রদান করে, তাঁহার সহিত
 বাহ্য বস্তু বিষয়ক নিয়ম সমুদায়েব ঐক্য বাধা আবশ্যক,
 এবং বুজি বাহাতে উভয়েবই স্বরূপ ও পবনস্বর সমস্ত নি-
 রূপণ পূর্বক জন্ম-প্রমাদ-শূন্য হইয়া সংপদ-প্রবর্তক হ-
 ইতে পারে তাঁহার উপায় কথা কর্তব্য। বস্তুতঃ, পবন-
 স্বর এইরূপই কবিয়াছেন। তিনি মানব প্রকৃতির সহিত
 জগতেব সমুদায় নিয়মেব ঐক্য কবিয়া আমাদের সুখো-
 য়তি সাধনেব সুন্দর উপায় ধাৰ্য্য কবিয়া রাখিয়াছেন।
 তিনি আমাদের বুজিবৃত্তি ও অন্যান্য সমস্ত মনো-
 বৃত্তিকে ইহ লোকেব উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।
 তিনি সেই সমুদয় শুভ বৃত্তিকে বিশ্ব-রাজ্যেব নিয়ম নিরূপণ
 পূর্বক উদভূষায়ী কার্য্য করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম
 কবিয়াছেন। আমরা এখন তাঁহাদের পূর্ণাবস্থা সম্পাদনে
 সমর্থ হইয়া তাঁহাদিগকে যথাবৎ নিয়োগ কবিতা পারিব,
 তখনই চরিতার্থ হইব। অতএব, আমরা যত জ্ঞান লাভ
 করিব, এবং যথা নিয়মে শাবীরিক ও মানসিক শক্তি
 সমুদায় যত চালনা কবিব, ততই যে আমাদের সুখ
 সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে, এবং ততই যে বিশ্ব-শ্রমের জ্ঞান
 ও করুণার অশেষ নিদর্শন প্রকাশ পাইতে থাকিবে ইহাতে
 আর সন্দেহ বহিল না।

চতুর্থাধ্যায় ।

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার-প্রণালী ।

মনুষ্যের প্রকৃতি ও তাহার সুখোৎপত্তির বিষয় যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদনুসারে শরীর ও মনের নিয়োগ বিষয়ে পশ্চাৎলিখিত অথবা তাদৃশ কোন ব্যবহার প্রণালী কল্পনা করা যাইতে পারে ।

প্রথমতঃ ।—সুস্থ ব্যক্তিদিগের শরীর সঞ্চালনার্থ প্রতি-
দিবস কতিপয় দণ্ড তত্পরযোগী পৰিশ্রম করা উচিত । এই
পৰম কলাগকর নিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীর সুস্থ
থাকে, বল ও বীৰ্য্য হয় এবং দেহের লঘুতা বোধ হইয়া
অন্তঃকরণ সর্বদা প্রজুল থাকে ।

দ্বিতীয়তঃ ।—বাহ্য বস্তুর গুণ, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ,
এবং প্রাণীদিগের স্বভাব ও অপরাপব বস্তুর সহিত তাহার
সম্বন্ধ নিকূপণ বিষয়ে প্রতিদিন কতিপয় দণ্ড সবিশেষ
মনোযোগ পূর্বক বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করা কর্তব্য । মনো-
বৃত্তি সঞ্চালন সহকায়ে প্রবল সুখ-প্রবাহ প্রবাহিত হয়,
এবং প্রত্যেক নিকূপিত তত্ত্ব লোকের দুঃখ ক্রাম ও সুখ
বৃদ্ধির প্রতি কাবণ হয়, এই উদ্দেশ্যে জ্ঞানালোচনা কবি-

বেক। ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, যে প্রত্যেক বাহ্য বস্তু সহিত আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির সম্বন্ধ নিৰূপণ করা, এবং পরমেশ্বর আমাদের সুখ সাধনার্থে সেই সমস্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন ইহা হৃদয়ঙ্গম রাখা, আমাদের জ্ঞানাত্মার এক প্রধান প্রয়োজন। এইরূপে জ্ঞানাত্মা কবিলে "বহুতর মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইবেক, এবং একপ অমুষ্ঠান দ্বারা অভ্যাস কালেই সুখানুভব হইবেক, ও জ্ঞান-বৃক্ষের ফল-ভোগ বিষয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইহাই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার।

তদুপায় অন্যান্য নানা প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রে এবং শিল্প ও বিষয় কার্যে বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করা কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ।—কতিপয় দণ্ড ধর্ম বিষয়ক প্রবৃত্তি সকল সঞ্চালন করিয়া চরিতার্থ করা কর্তব্য। তাহাদিগকে মার্জিত বুদ্ধি সহকায়ে চালনা করা, তদ্বারা পরমার্শচর্যা-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশ করা, তাহার অপার মহিমার প্রশংসা বিষয়ে চিন্তা সমর্পণ করা, এবং তাহার আশ্রয় হইয়া তাহার নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করা সর্বতোভাবে বিধেয়। এই শেষোক্ত বিষয় অতি গুরুতর ও পবন কলাণদায়ক। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি যত বর্জিত হউক না কেন, ধর্মপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রয়োজিত ও উৎসাহিত না হইলে সুমিষ্ট ফল প্রদান করে না। বিদ্যা বহু মহাধন বটে, কিন্তু ধর্ম কণা তুলা-

লোক ব্যতিবেকে তাহার পবন বয়সী অনির্দেয় শোভা প্রকাশ পায় না। কেবল বুদ্ধিবৃত্তি চবিতার্থ হইলেই মনুষ্যের পবন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় সংকলন পূর্বক বুদ্ধি-নিষ্কাশ তত্ত্ব সকলের অনুষ্ঠান করা, ও তদ্বিত্তি নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা অতীব কর্তব্য। যখন এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড এক সুকোশল-সম্পন্ন যন্ত্র স্বরূপ এবং এক অদ্বিতীয় পবনেশ্বরই ইহার স্রষ্টা ও পাতা, তখন ইহা অবশ্যই অনুভবসিদ্ধ, যে এই জগতের সমুদায় অংশের পবন্যের অতি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে, এবং ইহার সহিত ঈশ্বরের স্বরূপেরও ঐক্য আছে। মনুষ্যের মনও এই অসীম বিশ্বের এক বিন্দু বটে, সুতরাং সমুদায় জগতের সহিত তাহারও অবশ্য সামঞ্জস্য আছে। বিশ্ব-কার্য পর্যালোচনা করিয়া বিশ্বাধিপতির অতিপ্রায় নির্ণয় করা ও তদনুযায়ী কার্য করা আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রধান প্রয়োজন।

বিদ্যা ও ধর্ম্মের পবন্যের অতীত ভাব উচিত নহে। বিদ্যালোক দ্বারা যে সমস্ত বস্তু তত্ত্ব প্রকাশ পায়, তাহা সাক্ষাৎ পবনেশ্বর-প্রণীত। এই প্রত্যক্ষ পবনেশ্বরীয় বিশ্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা যাবতীয় তত্ত্ব নিকপিত হয়, এবং যে সমস্ত নিয়ম নির্দিষ্ট হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। পবনেশ্বরই আমাদের পবন আচার্য্য এবং এই অদ্বিতীয় বিশ্ব-কার্যই আমাদের পবন শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে ভ্রম

নাই, প্রমাদ নাই, এবং কোন অবৈধ বিধান থাকিবারও সম্ভাবনা নাই।

যিনি আমাদের বুদ্ধি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ধর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব, তাহাদের পরস্পর অনৈক্য থাকা কখনই সম্ভাবিত নহে। পবনেশ্বর তাহাদের পরস্পর স্নানব সামঞ্জস্য বাধিয়াছেন, কেবল আমাদের মূঢ়তা বশতঃ তাহাদের পরস্পর অনৈক্য ঘটিয়াছে। মনুষ্যদিগের পরস্পর জ্ঞানোপদেশ ও সর্ক-প্রোষ্ঠ সর্ক-মঙ্গলালয় পবনেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে যুগপৎ বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্মপ্রবৃত্তি চালনা করা কর্তব্য। তাহা হইলে হৃদয় ভাণ্ডার জ্ঞান-রত্নে পরিপূর্ণ হইবে, এবং সকলে পরস্পর বিমল আনন্দ বিভবণ পূর্বক প্রচুর সুখ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। যাহার চিত্ত পবন মঙ্গলাকর পবনেশ্বরের ভক্তিবশে আত্ম, এবং তাহার পবন কলাগকর বিশ্বকোশলের জ্ঞানে পূর্ণ ও মনুষ্যবর্গের শুভাস্থানে অনুরক্ত থাকিয়া তাহাদের প্রাতি-সলিলে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই ধর্মপরাযণ, পবন দয়াবান্, শান্ত-স্বভাব, সচ্চরিত্র, সাধু ব্যক্তির সংসর্গে যিনি এক দিবস কিম্বা এক মুহূর্ত্তও যাপন করিয়াছেন, তিনি তৎকালে যে প্রকার নিম্নলিখিত অনুপম স্থির সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহা অনির্বচনীয়। বিশেষতঃ, একপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উত্তবোত্তর প্রবল হইবে, এবং

জগদীশ্বরের নিয়ম নিকপণ ও প্রতিপালন করিবাব সামর্থ্য বৃদ্ধি হইবে।

এখনও আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয়ে সর্বিশেষ কিছু বলা হয় নাই, কিন্তু তাহাদের বৃত্তান্ত এক প্রকার পূর্বোক্ত প্রকরণ সকলের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অঙ্গ চালনার প্রয়োজন স্থাপনায়জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, নির্মিৎসা, অর্জনস্পৃহা, আত্মাদর ও লোকানুবাগপ্রিয়তা বৃত্তির বিষয় এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ যত্নে এই সকল বৃত্তির বশবর্তী হইয়াই অঙ্গ চালনা করেন। সাংসারিক বিষয় নিবাকরণ করিতে হইলে, জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি চরিতার্থ হয়। বল-সাধ্য শিল্প-কর্ম সম্পাদনার্থে এই দুই বৃত্তি এবং নির্মিৎসা ও অর্জনস্পৃহার চালনা করিতে হয়। জিগীষা দ্বারা, অর্থাৎ অধিকতর শুভ সাধনে কে সমর্থ হইতে পারে এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্বক কার্য্যাস্থতান দ্বারা আত্মাদর ও লোকানুবাগপ্রিয়তা বৃত্তি চরিতার্থ হয়। তন্দ্ৰিত, বুদ্ধি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি চালনাতেও পূর্বোক্ত কতিপয় প্রবৃত্তি এবং আব আব নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি চালনা করা হয়। কাম, অপত্যস্নেহ, আসক্তলিপ্সা ইহারা বুদ্ধিবৃত্তি এবং ভক্তি, উপচিকীর্ষাদি ধর্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত থাকিলে, সংসারাত্মক পবন বমনীয় স্বখধাম হইয়া উঠে। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পূর্বোক্ত প্রধান প্রধান বৃত্তির বশবর্তী করিয়া যথা নিয়ম চালনা

করা কোন ক্রমেই অধর্ম মূলক নহে। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা পাপ সঞ্চার হইতে পারে বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ চেষ্টা করা কদাপি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। “তাহাদিগকে বশীভূত রাখ, কিন্তু কদাপি তাহাদের বশীভূত হইও না” ইহাই তাঁহার শাসন। অধর্ম বশে বা ধর্ম ক্রমে ইহার অনাথাচরণ কবিলেই দুঃখ আছে। অতএব, যাহারা ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ সাধনকে ইন্দ্রিয় সংযম বলিয়া ইন্দ্রিয়-হার বোধ কবিবাব চেষ্টা করে, ও সাংসারিক কার্য সম্পাদনে বিমুগ্ধ হইয়া সংসারাত্মক পবিত্রাগ্র কবে, তাহারা পরমেশ্বর সন্নিধানে সাপবাদ থাকিয়া অশেষবিধ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়। বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম পালনেই ধর্ম ও সুখ, এবং তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনেই অধর্ম ও দুঃখ।

চতুর্থতঃ।—আহা, নিজা, ও আমোদ প্রমোদে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ কবিলেক।

আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, কোতুকে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ কবা গঠিত নহে, বরং অত্যন্ত উপকার-জনক। তাহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রশান্ত থাকে। অব্যবহৃত এক বৃত্তি চালনা কবিলে ক্লান্ত হইতে হয়, অতএব জগদীশ্বর আমাদের নানা বৃত্তি প্রদান করিয়া নানা প্রকার সুখ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন। যখন আমরা সঞ্জীভ-বসন-স্বাদনার্থ স্বরাস্ত্রভাবকতা ও কালাহুতাবকতা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি,

এবং যখন চিত্রময় প্রতিকূপ ও পাষণাদি-নির্মিত প্রতি-
মূর্তি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অমুচিকীর্ষা, নির্দিষ্টতা, বর্ণাঙ্ক-
তাবকতা, আকাবাহুতাবকতা প্রভৃতি নানা বৃত্তি প্রাপ্ত
হইয়াছি, তখন তত্তৎ বিষয় সম্পাদনার্থেই সকল বৃত্তি
নিয়োজন করা কোন ক্রমেই যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। তবে
তাহার সহিত ছন্দ-বৃত্তির সহযোগ হওয়া অবশ্যই দুঃখীয়
তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল বাগ্যাব দৃষ্টি করিলে
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং যাহা দেখিলে বুদ্ধিবৃত্তি
ও ধর্মপ্রবৃত্তি বর্জিত হয়, উভয়ই চিত্রপটে চিত্রিত হইতে
পারে। যাহা কর্ণগোচর হইলে বিপুল সকল প্রবল হয়,
এবং যাহা শ্রবণ করিলে ধর্মে মতি ও পরমেশ্বরে প্রীতি
হয়, উভয়ই ভাল; মান, বাগ, রাগিণী সহকায়ে গীত
হইতে পারে। 'তন্মধ্যে যাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল, সে
তদুপযোগী বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিতে ভাল বাসে, এবং
যাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি বলবতী, সে ঐ সকল বৃত্তি
যাহাতে চরিতার্থ হয়, তাহাই বাঞ্ছা করে। যে দেশের
লোক অল্পীল অকথা বিষয় সকল দর্শন, শ্রবণ, উচ্চারণ
করিয়া লজ্জিত হয় না, তাহাদের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অত্যন্ত
তেজস্বিনী তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে যে
কয় প্রকার অতি জঘন্য নৃত্য গীত প্রচলিত আছে, এত-
দেশীয় জন-সাধারণের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে,
তাহা কখনই চলিত থাকিত না। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি জনক

নৃত্য গীত নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান-বর্জক ও ধর্মপ্রবর্তক পবিত্র গান কোন ক্রমেই অপ্রাচ্য নহে।

যখন জগদীশ্বর আমাদেরকে আশ্রয়, প্রমোদ, হাস্য, কৌতুকের উপযোগী নানা প্রকাব বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং যখন সেই সকল বৃত্তি সঞ্চালন করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুখ সমুদ্ভূত হয়, তখন তাহাতে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করা তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে তাহাতে পাপের সাহচর্য থাকি নিন্দনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

এস্থলে মনুষ্যের সুখ-সম্পাদক আর একটি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যিক। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ স্বীয় সমাজের আচার, ব্যবহার, মত, ও ধর্মের উপর এ প্রকার নির্ভর করে, যে সমুদায় লোকে তাঁহার মতাবলম্বী না হইলে এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠান না করিলে, তিনি ইহ লোকে আপনার জ্ঞান ও ধর্মের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না, বরঞ্চ অনেক স্থলে তাঁহার সেই জ্ঞান ও ধর্মের অনুষ্ঠান তাঁহার ক্রেশেবই কারণ হইয়া উঠে। লোকে তাঁহার মর্যাদা জানিতে পারে না, সুতরাং সমাদরও করে না। অন্ধকারে থাকি তাহাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, সূর্য্য-জ্যোতিঃ আর সহ্য হয় না। তাহার স্বপ্নকে সত্য জ্ঞান করে, আর জাগ্রৎ কালের বাস্তবিক ব্যাপার সকল স্বপ্ন জ্ঞান করে। কত কত অসাধারণ-বুদ্ধি পরম সাধু মহাত্মা ব্যক্তিও স্বদে-

শঙ্ক দুর্দান্ত মূর্খদিগের অভ্যাসে অশেষ ক্লেশ ও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, ও কেহ কেহ মৃত্যুর গ্রাসেও পতিত হইয়াছেন। এম্বলে রাজা বামমোহন বায়কে কাহার না স্রবণ হইবে! ইটালি দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গালিলিয় পৃথিবীকে সচলা বলিয়া উল্লেখ করাতো, রোম নগরীয় খ্রিস্টান সভাব অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারা-কষ্ট ও নির্দাসিত করেন। অন্যান্য দেশে যে এ প্রকার ভূবি ভূবি ঘটনা হইয়াছে, তাহা এদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাবা-ধারী ব্যক্তিরা সবিশেষ অবগত আছেন। এক্ষণে তাঁহারা আপনারাই এ বিষয়ের উদাহরণ-স্থল হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি সাংসারিক আচার ব্যবহার-নিব বধার্থে তত্ত্ব অবগত হইয়া, ও সুখ সৌভাগ্যের বহুতর উপায় নিকর্ণ করিয়াও, লোক ভয়ে তাহাব অছুঠানে পবাণ্ডু হইতেছেন। অতএব, ধর্ম্মতঃ এবং স্বার্থতঃ উভয় কল্পেই স্বদেশীয় লোককে বিদ্যা বিতরণার্থে এবং তাহাদিগকে সুখ-লাভের বধার্থে পথ প্রদর্শনার্থে একান্ত যত্ন করা উচিত। আপন আপন নিত্য কর্ম্ম সমাপনান্তে যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা জন-সমাজের সুখোন্নতির উপায় সম্পাদনে ক্ষেপণ করাই শ্রেয়ঃ। যখন যন্ত্রণার সুখোৎপত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিব প্রাধান্যের উপর সম্যক্ নির্ভর করে, তখন জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি তাদৃশ উৎকৃষ্ট সমাজস্থ না হইলে, কদাপি

সুখী হইতে পাবেন না। যে স্থানের সাধাবণ লোকে অনায়াসে ধনোপার্জন করিয়া বহু বাস পূর্বক নাম সন্তুষ্টি উপার্জন করে, তথায় দুই এক জন পরম নায়াবান্ ধর্মশীল হইলে, তাঁহাদের উদরাস হওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠে। এই চূর্তাগা বাঙ্গলা দেশের অবস্থা নিবীক্ষণ করিলেই তাহার সমূহ উদাহরণ-স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই গ্রন্থে যে সমস্ত পরম মঙ্গলদায়ক তত্ত্ব প্রকাশ করা যাইতেছে, যদি অপর সাধারণ সকল লোকে তাহা গ্রহণ করে, যদি রাজা তদনুযায়ী নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাজ্য পালন করেন, এবং জানবান্ পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-প্রণীত বলিয়া উপদেশ দেন, তবে অবিলম্বে সর্বসাধাবণের জ্ঞান, ধর্ম, ও সুখ-ভোগের বিস্তার উন্নতি হয়, এবং সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে থাকে। ভূমণ্ডলে এই সমস্ত মতানুযায়ী আচার ব্যবহার প্রচলিত ও তদ্বারা সুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হওয়া কখনই অসম্ভব নহে। সংসারে দুঃখের প্রাচুর্য্য হইয়া আসিয়াছে বলিয়া কদাপি এ প্রকার অবধাবণ করা উচিত নহে, যে চিরকালই ভুলোকের এই প্রকার দুর্দশা থাকিবেক। “মহুমোর সুখ ও সম্ভাবনার এই পর্য্যন্ত উন্নতি হইবেক, ইহার অধিক আর হইবেক না”, এরূপ নির্দেশ করা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে।

তিনি যে কালে যৎপরিমাণে বাহ্য বস্তুর স্বভাব ও তাহার সহিত আপনাব সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াছেন, ও তদনুযায়ী ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই তৎপরিমাণে তাহার সুখ সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি প্রথমে জঙ্গলে জঙ্গলে পশু হিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি কবেন, পরে কৃষিকার্য্য করপ উৎকৃষ্টতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণিৎ স্কূর্ত্তিলাভ কবেন, এবং তদনন্তর শিল্প ও বাণিজ্য-কার্য্যাদি দ্বারা সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি কবেন। কোন দেশের লোক অদ্যাপি শেষোক্ত অবস্থা অতিক্রম কবিত্তে সমর্থ হয় নাই। মনুষ্য যে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ কবিলে চরমাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, অদ্যাপি তাহার প্রাৰম্ভেই পদ বিক্ষেপ কবিত্তে-ছেন। ইহা নিশ্চিত, যে আপনাব প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান শিক্ষা করা তাহার চৰম দশা প্রাপ্তিব অন্তবঙ্গ সাধন, কিন্তু জ্ঞান প্রচাৰের প্রধান উপায় যে মুদ্রায়ত্ন, ৪১৭ বৎসর মাত্র পূর্বেও তাহার প্রকাশ ছিল না, এবং এত পাঠের রীতি অদ্যাপি সমুচিত প্রচলিত হয় নাই। বিশেষতঃ, সৰ্ব্বপ্রকার কাল হবণ অপেক্ষা এত পাঠ ও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে কাল হবণ যে সর্বোৎকৃষ্ট ও অত্যাবশ্যক, ইহা আমাদের দেশীয় লোকের অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সূত্রান্বিত ৬০০ বৎসর হইল, নাবিকদের মহোপকাৰী কম্পাস যন্ত্র সাধাবণকপে বিদিত হইয়াছে, এবং ৩৬১ বৎসর মাত্র হইল, অঙ্ক ভূমণ্ডল যে আমেরিকা খণ্ড

তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহার বিস্তর স্থান অ-
 দ্যাপি বিচক্ষণ তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতদিগেবও অজ্ঞাত বহি-
 য়াছে। কেবল ৭৮ বৎসর অবধি নির্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে
 রসায়ন বিদ্যাব চৰ্চ্চা আবদ্ধ হইয়াছে, এবং এমত মহো-
 পকারী যে বাষ্পীয় যন্ত্র, যদ্বাৰা সংসারের সুখ সচ্ছন্দতা
 বৃদ্ধি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহারও বয়ঃক্রম
 দুই শত বর্ষের অধিক নহে। ৪৬ বৎসর মাত্র পূর্বে বা-
 ষ্পীয় নোকার সৃষ্টি হয়। এই রূপ যে সমস্ত বিদ্যা ও
 তত্ত্ব নিকপণ দ্বাৰা এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডে এমত সৌভাগ্য-
 খালী হইয়াছে, দুই শত বা এক শত বা পঞ্চাশৎ বৎস-
 রের মধ্যে তাহার অনেকেবই সূত্রপাত হইয়াছে। যদিও
 অতি পূর্বে কালে তাহার কোন কোন বিষয়ের সূচনা হই-
 য়াছিল বটে, কিন্তু সে সকল বিষয়ের বিশিষ্ট রূপ উন্নতি
 সাধন করিয়া সৰ্ব্ব দেশে সাধারণরূপে প্রচার করিবার ও
 তদ্বাৰা লোকেব সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা ইদানীং
 আবদ্ধ হইয়াছে। রাজনীতি ও ধর্মনীতি এ দুই বিদ্যা
 অদ্যাপি অতি অপকৃষ্ট ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত
 বহিয়াছে।

মনুষ্য আপনাব প্রগাঢ় মূৰ্খতা দোষে চিবকালই হিংসা
 লোভাদি ছদ্মাস্ত্র বিপুল সমূহের বশবর্তী হইয়া চলিয়া-
 ছেন, কোন অবস্থাতেই আপনাব প্রকৃতি ও প্রয়োজ-
 নাদির যথার্থ জ্ঞান পাইয়া তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম

সংস্থাপনে সমর্থ হন নাই। যে বস্তুর যে শক্তি, সে বস্তু তাহা যন্ত্রযোয় উপর চিরকাল প্রচার করিতেছে, কিন্তু তিনি আপনার মূৰ্খতা দোষে জগতের যথার্থ নিয়ম নিরূপণ ও তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে না পারিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। অদ্যাপি সৰ্ব্ব জাতীয় সামান্য লোকেরা ঘোরতর অজ্ঞান ভিমরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সকল জাতিতেই তাহাদের সংখ্যা অধিক, সুতরাং তাহাদের মূৰ্খতা প্রভাবে অবশিষ্ট লোকেরও অবস্থাব ব্যতিক্রম ঘটয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ এতদেশীয় লোকের মধ্যে যে কেবল পুরুষদিগেব অধিকাংশ মূৰ্খ এমনত নহে, সমস্ত স্ত্রীলোক বিদ্যা-রসে বঞ্চিত রহিয়াছে। তাহারা স্বীয় সংস্কারই সুসংস্কার জ্ঞান করে, এবং যদি কোন বিষয়ে কোন অভিনব প্রণালী স্থাপনের সূত্র দেখে, তাহা পরম হিত-জনক হইলেও, অধর্ম-মূলক বোধ করে, এবং কলির উপদ্রব বিবেচনা করিয়া ভয়ে কম্পমান হইতে থাকে। এ প্রযুক্ত এক্ষণে যাঁহারা স্বদেশের কুরীতি সংশোধন বা সুরীতি সংস্থাপনার্থে যত্ন করেন, তাঁহারা সৰ্ব্বতোভাবে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রভূত অজ্ঞান প্রভাবে তাঁহাদের বিদ্যা-বল প্রকাশ পায় না। অসীম সমুদ্র সলিলে কতিপয় অগ্নি-ক্ষুলিঙ্গ পতিত হইলে, সেই অগ্নিই নির্ঝাণ হইয়া যায়। অতএব, সৰ্ব্ব-সাধারণের জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন ব্যতিরেকে এ সমস্ত প্রতিবন্ধক নিবারণের

আর উপায় নাই। বিদ্যা প্রচাৰই দুঃখ নাশ ও সুখ-
বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। স্বদেশের শুভ সাধনে তাঁহাদের
অনুবাগ আছে, তাঁহাদের বিদ্যা-জ্যোতিঃ প্রকাশ দ্বারা
লোকের চিত্তশুদ্ধি করা সৰ্বাগ্রে কর্তব্য। বিদ্যাত্যাসই
সুখ-ভূমি আরোহণের প্রথম সোপান। এই প্রধান পথ
পরিভাগ করিয়া 'উপায়ান্তর' চেষ্টা করিলে তাহার ফল
অসময়ের ফল তুল্য অপূর্ণ ও বিস্বাদ হইবে। অন্য জাতীয়
লোকের সুখ সৌভাগ্য দৃষ্টে আপনাদের তাদৃশ শুভা-
বস্থা প্রাপ্তির অভিলাষ হয় বটে—পরের উদ্যানে কোন
সুরমা পুষ্পভর দর্শন করিলে নিজ উদ্যানে তাদৃশ বৃক্ষ
বোপণ করিবার প্রয়াস হয় বটে, কিন্তু তাহার ভূমি
তরুণ উৎকৃষ্ট করা আবশ্যক। যে কার্যের যে কাৰণ,
তদ্ব্যতিবেকে সে কার্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না।
ফলতঃ, এক্ষণে বিদ্যার বিমল প্রভা পৃথিবীতে যে প্রকার
বাণী হইতেছে, শিল্প কর্মের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, ও
জ্ঞান প্রচাৰের তাদৃশ উপায় সকল ধার্য হইতেছে, তা-
হাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, মহুষ্যের কার্যিক জীবনের ক্রমশঃ
লাঘব হইবে, বিদ্যানুশীলনার্থে লোকের অবকাশ বৃদ্ধি
হইবে, এবং তদ্বাচ্য জগতের নিয়ম নিকপণ পূর্বক তৎপরি-
পালনে বিশিষ্টরূপ প্রযত্ন হইবে তাহার সন্দেহ নাই।
অতএব, এক্ষণে অনায়াসেই এ কথা বলা যাইতে পারে,
যে ভূমণ্ডলে মহুষ্যের দুঃখ হরণ ও সুখোন্নতি বিষয়ে
যুগান্তর উপস্থিত হইবার স্বরূপাত হইতেছে।

পঞ্চমাধ্যায়

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মর্হুষ্যেব কি প্রকার
দুঃখ হয় তাহার বিচার।

সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বর কেবল মঙ্গলজনক নিয়ম
সমুদায় সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-বাস্য পালন করিতেছেন,
এবং সংসারের সমস্ত বস্তুকে আমাদের উত্তবোত্তব সুখ-
বৃদ্ধি সাধনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।
কেবল মঙ্গলই তাঁহার সমুদায় নিয়মেব প্রয়োজন, এবং
সুখই সমস্ত বস্তুর উৎপাদ্য। সংসারে এমন কোন নিয়ম
নাই, যে তাহা দুঃখোৎপত্তির নিমিত্তে স্থাপিত হইয়াছে,
এবং এ প্রকার কোন পদার্থ নাই, যে তাহা জগতের
অন্তত সম্পাদনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও এই সমস্ত
কথা যথার্থ বটে, তথাপি ভূমণ্ডল কেবল দুঃখের স্থান-
রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। বোগের বাতনা, দারুণ
দৈন্য-দশা, পবের অভাচা, আকস্মিক দুর্ঘটনা, নৈসর্গিক
উৎপাত এবং অন্যান্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক
পীড়ায় পীড়িত হইয়া ভূবি ভূরি লোক দুঃসহ যন্ত্রণা
ভোগ করিতেছে। অতএব, এই সমস্ত দুঃখ পরমেশ্বরের
নিয়ম পালনাধীন ঘটতেছে, কি তাঁহার সুখাবহ নিয়ম

অবহেলন করাতেই মর্ত্যালোকের এইরূপ দারুণ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা কর্তব্য। বিবেচনা কবিলে অবধাবিত হইবে, যে যাবতীয় দুঃখ তাহাব নিয়ম লঙ্ঘনেবই ফল। পূর্ণ-ন্যায়বান্ বিশ্ব-সম্রাট্ অন্তত কর্ণেব দুঃখ রূপ ফল বিধান কবিয়াছেন, এবং সংসারে যে কিছু দুঃখ আছে, তাহাও তিনি সৰ্ব সাধাবণেব কল্যাণ সাধনার্থেই সৃজন করিয়াছেন।

ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনেব কল।

পবমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড শাসন কবিতেছেন, তদ্বিষয় বিবেচনা কবিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই সমুদায় নিয়মেব প্রযোজন কি ও ভদ্রভূয়ায়ী কার্য্য কবিলে কি কি উপকার দর্শে, এবং দ্বিতীয়তঃ কি কার্য্য করিলে তাহাব বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, ও তাহাতে কি কি অনিষ্ট ঘটে, এই সমুদায় অল্পসন্ধান করা সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য। সংপ্রতি আকর্ষণী শক্তির উদাহরণ দিয়া এ বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

কোন মৃৎপিণ্ড হস্ত হইতে স্থলিত হইলে বা কোন ফল বৃক্ষ-শাখা হইতে বিগলিত হইলে, উর্দ্ধ দিকে গমন না করিয়া পৃথিবীতেই কেন পতিত হয়, এই প্রশ্ন বিচার করিয়া নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, পৃথিবীর এমন কোন শক্তি আছে, যে তদ্বাৰা ঐ ফল ও মৃৎপিণ্ড অধো-দিকে আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হয়। যদি কোন

নৌকা নদীতে ভাসিতে থাকে, আর কোন তীরস্থ ব্যক্তি রজ্জু দ্বারা তাহা আকর্ষণ করে, তবে সেই নৌকা যেমন তীরভিমুখে গমন করে ও অবশেষে তীরে আসিয়াই লগ্ন হয়, সেইকপ, পৃথিবীর শক্তি বিশেষ দ্বারা তম্বিকটবর্তী সমস্ত জড় পদার্থ পৃথিবীতে পতিত হয়। এই শক্তির নাম আকর্ষণী শক্তি।

প্রত্যেক পরমাণুতে এই আকর্ষণ-শক্তি আছে, সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু, সে দ্রব্যের তত আকর্ষণ-শক্তি। পৃথিবী আপনার নিকটবর্তী সমুদায় দ্রব্য অপেক্ষা বৃহৎ, অর্থাৎ অধিক পরমাণু-বিশিষ্ট, এ প্রযুক্ত সমস্ত বস্তুকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। অতএব, যে সকল বস্তু নিরবলম্ব থাকে, তাহা সুতরাং ভূমিতলে পতিত হইয়া তদুপরি স্থিতি করে। এই নিয়ম দ্বারা জীবলোকের বিস্তর উপকার দর্শিতেছে। এই নিয়ম থাকাতে, পৃথিবীস্থ বা তম্বিকটস্থ সমস্ত বস্তু যথোপযোগী আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, তদুপরি স্থিতি হইয়া থাকে, প্রাচীর ও স্তম্ভ সকল যথোপযুক্ত মূল ও সরল কবিতা নির্মাণ করিলে, দৃঢ় ও উন্নত থাকে, নৌকা সকল জলোপরি গ্লবমান হইয়া স্থিরভাবে চলে, বৃক্ষ লতাদি পৃথিবীতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ-মূল আছে, এবং জীবগণ অভ্যাস ও যৎ কিঞ্চিৎ যত্ন সহকারে অনায়াসে স্বীয় শরীর স্থির রাখিতে ও অক্লেশে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। এই পরম শুভকরী শক্তির সহিত মানব প্রকৃ-

তির সামঞ্জস্য স্থাপনার্থে, পরমেশ্বর অতুল কৌশল প্রকাশ পূর্বক মনুষ্যকে এ প্রকার অস্থি, মাংস, শিবা ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যে তদ্বাৰা তিনি অবলীলাক্রমে গতিবিধি করিতে পাবেন। তিনি আপনাব বুদ্ধি সহকাৰে ঐ নিয়মের সত্তা, তৎসাপেক্ষ কার্যাব ক্রম, তাহার সহিত আপন প্রকৃতির সঙ্গ, তৎপ্রতিপালনের শুভ ফল ও তাহা লঙ্ঘনের অন্তত ফল এই সমস্ত জানিতে পারেন, ও তদনুযায়ী আচরণ করিয়া দুঃখ নিবারণ ও সুখ সম্বন্ধে লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু এই আকর্ষণ-শক্তি সৰ্ব্বজনীন নিয়ম পালন দ্বারা যেমন অশেষ প্রকার ইষ্ট সাধন হয়, সেইরূপ, তাহা লঙ্ঘন করিলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটনাও হয়। অশ্ব, রথ, ছাদ, সোপান, বৃক্ষ, পৰ্ব্বতাদি হইতে পতিত হইলে, হস্ত পদাদি তগ্ন হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। অতএব, পরমেশ্বর এই সমস্ত বিষয় হুৎটনা নিবারণার্থে কি প্রকার উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহাব অস্বল্পজ্ঞান করা কর্তব্য। অন্যান্য জন্তুও এই প্রবল শক্তির অধীন, পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রকৃতিও তদুপযোগী করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে অস্থি, মাংসপেশা, চক্ষুঃ কাঁদি ইন্দ্রিয়, সাবধানতা, ও অন্যান্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও আকর্ষণী শক্তি উভয়ের পরস্পর সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। সামান্যতই, এই সমস্ত

প্রবল উপায় থাকিতে, তাহাদেব সর্বদা বিপদ ঘটতে পায় না। তন্তুর, আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যে জন্তুর অনিষ্ট ঘটনার অধিক সম্ভাবনা আছে, পরমেশ্বর তাহাব সে দুর্ঘটনা নিবারণের সুন্দর কৌশল করিয়া দিয়াছেন। বান-বেব বৃক্ষ আরোহণ করা স্বভাব, অতএব জগদীশ্বর তাহাদেব হস্ত, পদ ও লাজুলে অপেক্ষাকৃত অধিক বল প্রদান করিয়াছেন। তন্ম্বারা তাহাবা অবলীলা ক্রমে নির্বিঘ্নে শাখার শাখায় গমন কবে। যে সকল পক্ষী বৃক্ষ-শাখায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, তাহাদের এ প্রকার এক মাংসপেশী জাহুর উপর দিয়া পদতল পর্য্যন্ত গিয়াছে, যে তাহা শরীরেব তাব দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া তাহাদেব পদদ্বয়কে বৃক্ষ-শাখায় সংযুক্ত করিয়া রাখে। ইহাতে যে পক্ষীর শরীর যত ভারী, ও তদনুসারে যাহার পদদেব যত সম্ভাবনা থাকে, সে তত দৃঢ়রূপে বৃক্ষ-শাখায় সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। বালুকাময় উষ্ণ ভূমিতে গমন করা উষ্ট্রেব কষ্ট, এ নিমিত্ত তাহাবা বিস্তৃত খুব প্রাপ্ত হইয়াছে। নতুবা প্লথ বালুকাতে তাহাদেব পদ মগ্ন হইয়া অতিশয় ক্লেশকর হইত। মৎস্যদিগের উদরে এক বায়ুকোষ * আছে, তাহাবা তাহাব শৈথিল্য বা সঙ্কোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসাবে জল মধ্যে উর্দ্ধ বা অধঃ সঞ্চরণ কবে।

* মাছের পটকা।

এই সকল উদাহরণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাই-
তেছে, যে পবন কারুণিক পবনেশ্বর ভূমির আকর্ষণী শক্তির
সহিত নিকৃষ্ট জীবদ্দিগের প্রকৃতির অতি সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য
বাঁধিয়াছেন। কেবল মনুষ্যই কি পবন পিতার অপ্রিয়
পাত্র? তিনিই কি কেবল ঐ দুর্জয়নীষ শক্তির অধীন থা-
কিয়া দুঃখ ভোগ করিতে জন্মিয়াছেন? পবন মঙ্গলাবর
পবনেশ্বরের নিয়ম সমুদায় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে,
এ বথাকে নিমেষ মাত্রও মনে স্থান দেওয়া যায় না। তাঁ-
হার বিচিত্র শক্তি ও বিচিত্র কার্য। তিনি মনুষ্যের নিমিত্তে
প্রকাণ্ডবৃক্ষ কৌশল করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হ-
ইয়া উনমুখাঘী অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, অবশ্য পশুদি-
গের ন্যায় মনুষ্যেরও এ বিষয়ে দুঃখ ক্রাস ও সূখ লাভ
হয়। মনুষ্যেরও পশুদিগের ন্যায় অস্থি, মাংসপেশী,
ধমনী,* দেহের সমস্ত স্থানজ্ঞান ও সাবধানতা বৃদ্ধি
আছে, কিন্তু তাঁহার এই সমস্ত বিষয় পশুদিগের সমান
নহে, কারণ তাঁহার শরীরের আকার, স্থূলতা, ও ভার-

* এই সকল নাজী শ্বেতবর্ণ। কপালস্থ মস্তিষ্ক ও
যেহুদগুস্থ মস্তকীর সহিত মুখাকপে বা গৌণকপে ইহাদেব
সংযোগ আছে। মন এই সকল নাজী দ্বারা ইন্দ্রিয়ের
বিষয় সমুদায় গ্রহণ করিতে পারে ও ইচ্ছা মাত্র অঙ্গ স-
কল চালনা করিতে সমর্থ হয়, এবং পাকস্থলী ও হৃদয়াদি
যে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রের বাপার ইচ্ছার আয়ত্ত নহে,
বিশেষ বিশেষ ধমনীর শক্তি তাহারও উপর চলিত হয়।

বস্তু যে রূপ, তিনি তৎপরিমাণে এই সকল বিষয় প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু জগদীশ্বর নিশ্চিৎসা ও অমুষ্টি বৃত্তি প্রদান করিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে পশুদের সমান, বরঞ্চ তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। পূর্বে নিরূপণ করা গিয়াছে, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিই সর্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি এবং সমুদায় বাহ্য বস্তুর স্বভাবও এই সকল বৃত্তির প্রাধান্য সংস্থাপনের সম্যক উপযোগী। আকর্ষণী শক্তির বিষয়ও তাহার এক উদাহরণ স্থল। সর্বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সপ্রমাণ হইবে, যে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি দ্বারা যত ক্লেশ ঘটনা হয়, তৎসমুদায় আমাদিগের নিকট প্রবৃত্তির প্রাধান্য ও বুদ্ধিবৃত্তি চালনার ত্রুটি প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে। শকট তল বা গৃহ পতিত হইয়া লোকের অঙ্গ ভঙ্গ বা প্রাণ বিয়োগ হইলে, যদি অমুস-জ্ঞান করিয়া দেখা যায়, তবে প্রায় দৃষ্ট হয়, সেই বথ বা গৃহ অতি পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং শকট-নাগর ও গৃহস্বামী অর্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা হওয়াতেই তাহার প্রতীকার হয় নাই। এইরূপ, কত কত ব্যক্তি ই-ন্দ্রিয় ভোগের আতিশয্য দ্বারা দুর্বল ও নির্বীৰ্য হইয়া অটালিকার ছাদ, নৌকার গুণবৃক্ষ*, রথের শৃঙ্গ, মন্দিরের চূড়া ও বৃক্ষের শাখা হইতে পতিত হয়। অপরিমিত মাদক সেবন দ্বারা শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়েব

হ্রাস হওয়াতে, এ প্রকার ভূরি ভূবি দুর্ঘটনা সর্বদা ঘটয়া থাকে। এমত স্থলে কেবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আতিশয়া মাত্র মনুষ্যের দোষ নহে, তিনি আপন শরীরের বল ও সমসংস্থানজ্ঞান মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলেন, নির্দ্বিগ্নতা ও অহুমিতি বৃত্তির চালনা করেন না। দৈবাৎ পদ স্থলান হইলে, যাহাতে একেবারে ভুঁতলে পতিত না হন এমত কোন উপায় কবেন না। বিশিষ্ট রূপ অনুসন্ধান ও বিবেচনা দ্বারা অবশ্য নানা কৌশল কল্পিত হইতে পারে। অটালিকার ছাদের প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে হইলে, যদি এক ক্ষুদ্র শৃঙ্খলের এক প্রান্ত কটিদেশে লগ্ন করিয়া অপৰ প্রান্ত সেই ছাদের কোন স্থানে একটা কীলকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে নিতয়ে কৰ্ম্ম করা যায়, অথচ পতনের সম্ভাবনা থাকে না। ইহা যথার্থ বটে, যে মনুষ্যানিগের অন্তঃকরণ অদ্যাপি যেকপ জ্ঞানসম্পন্ন ও হীনাবস্থ রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে, সুতরাং এ বিবেচনায় মনুষ্যকে পশু অপেক্ষা দুৰ্ত্তাগা বলিতে হয়। কিন্তু আমাদের অসম্যক্ বুদ্ধি চালনা ও অবধোচিত বিদ্যাহুশীলনই ইহার এক মাত্র কারণ। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায় যত দূর চালিত ও বর্জিত হইতে পারে, এইক্ষণে কুত্রাপি তাহার অভ্যাস ও সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। মনুষ্যের মানসিক ও শারীরিক

প্রকৃতি, বাহ্য বস্তু সমুদায়েব সহিত তাহার সংস্পর্শ, সেই সকল বস্তুর স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক চেহারাতেই যথার্থ সুখোদয় হয় ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির চালনা করিলে অধিক আনন্দ অনুভূত হয়, এই সমস্ত বিষয় কোন্ দেশেব লোকে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করিয়া থাকে? এ প্রকার অবস্থায় ভূমণ্ডলেব বহু ভাগ যেকতক গুলি মুহূর্তমান জড়বৎ বুদ্ধি দ্বারা পরিপূর্ণ, ও উজ্জ্বলিত অশেষ প্রকার দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বহিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যখন আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায় পবল্যব সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চেহেরমান হইলেই সুখ সঞ্চার হয়, তখন তাহারেব অসামঞ্জস্য অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিব ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিব হীনতা ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়েব প্রবলতা দ্বারা যে দুঃখোৎপত্তি হয়, ইহা স্বাভাবিক-সিদ্ধ বটে। এই সমস্ত দুঃখও আমাদের মঙ্গলাভিপ্রায়ে সূচ্য হইয়াছে। যখন আমরা বিশ্ব-নিয়ন্তার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ পাই, তখন তাহা সেই পরাৎপর পবম আচার্য্যেব সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত অন্তঃকরণে এইকপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত, যে “হে বিশ্বাধিপ! হে করুণাকর! আমি তোমার সুখাবহ নিয়ম ভ্রাব লঙ্ঘন করিব না।”, যৎপরিমাণে আপনাব কর্তব্য কন্ম সাধন করিবে, মঙ্গলাকর বিশ্বপাতা তৎপরিমাণে সুখ দান করিবেন। কেবল মঙ্গলই সমুদায় বিশ্ব-কেশলেব প্রয়োজন, এবং যত দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সেই পবম প্র-

য়োজন সাধনার্থে সঙ্কল্পিত। অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া নিয়ম কখনও অশুভ জনক বলা যায় না। পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির প্রয়োজন অঙ্গত হইয়া উদভ্রায়ায়ী ব্যবহার না করিলে বিপদ উপস্থিত হয়, একা-
বৎ তাহাকে অকলাগকরী শক্তি বলা কদাপি উচিত নহে। যদি পরমেশ্বর এই শুভকরী আকর্ষণী শক্তিকে নষ্ট করেন, তবে মহোচ্চ অটালিকাদি কম্পমান হয়, বৃক্ষ সমুদায় শিথিল হয়, মানব-দেহ অভয় কাবণেই আকাশ-পথে উৎকিষ্ট হয়, এবং সংসারের এইরূপ অনান্য সহস্র প্র-
কার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। কার্য-কারণপ্রণালী ক্রমে যে কারণেব যে কার্য তাহা অবশ্যই হয়, এই যে পবন স্তম্ভব নিয়ম অবধারিত আছে, ইহাবও অন্যথা হইয়া সমুদায় বিপর্যয় হইয়া উঠে। অতএব, যদি পবনেশ্বর কোন প্রিয় উপাসকের উপস্থিত বিপদ নিবা-
বণার্থে সাধাবণ নিয়ম ভঙ্গ করিতেন, তবে পৃথিবীর অমঙ্গলের আর সীমা থাকিত না। ইহা হইলে আমা-
দের কোন কল্পেই নিয়ম থাকিত না। অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট আনন্দও পৃথিবী হইতে অস্তহিত হইয়া যাইত এবং অমুখিত প্রভৃতি কত কত মনোবৃত্তি নিতান্ত নিষ্ফল-
জন হইত। যদি কার্য-কারণের নিয়মই না থাকিত, তবে তদ্বিকল্পণোপযোগী মনোবৃত্তি থাকাতাই বা কিফল দ-
র্শিত? এক্ষণে তাহার চালনা দ্বারা যে বিপুল সুখের সম্ভাবনা

আছে, তাহা এক কালে রহিত হইত। এইরূপ আশা ও অপরাপর অনেক মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইবার প্রতিও সমাক্ষ বিঘ্ন ঘটিত, এবং তদ্বারা এক্ষণে যে প্রকার সুখ লাভ করা যাইতেছে, তাহাতেও বঞ্চিত হইতে হইত।

আকর্ষণী শক্তির ন্যায় অপরাপর প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয়েও বিচার কবিয়া দেখিলে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে। তৎসমুদায়ও প্রতিপালন করিলে সুখ লাভ হয়, আর লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। কাহারও প্রতি পরমেশ্বরের কোন নিয়মেঘ অব্যাপ্তি নাই। কাহারও প্রতি তাঁহার পরোপাত্ত নাই। সকলেই সেই এক পবন পিতার সন্তান। সকলেই সেই এক বিশ্বাধিপতির প্রজা। তিনি সকলকেই সমান স্নেহ করেন ও সকলকে সমান নিয়মে পালন করেন।

শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল

পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, শরীরী বস্তু শরীরাস্তব হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন গ্রহণ দ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, পূর্ণাবস্থা, ক্রান্ত ও ভঙ্গ হয়। পরমেশ্বর কি অনির্করণীয় অভিপ্রায়ে জীব সমুদায় সৃষ্টি কবিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। কিন্তু তাহাদের সুখে কাল যাপন করা যে তাঁহার অভিপ্রায়, ইহাতে সংশয় নাই। তাঁহার এই অভিপ্রায় স্বীকার কবিলে, ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়, যে তিনি তাহাদের সমুদায়

শরীর পুষ্কোক্ত অভ্যাস সাধনের সম্যক উপযোগী করিয়াছেন। কোন শরীরী বস্তুর উত্তমতা সম্পাদন করিতে হইলে, এই পবন শুভকর নিয়মত্রয় প্রতিপালন করা কর্তব্য, প্রথমতঃ যে বীজ হইতে তাহাব উৎপত্তি হয়, তাহা সর্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্বাংশে সম্পূর্ণ থাকা উচিত, দ্বিতীয়তঃ আজন্ম মরণ পর্যন্ত যথোচিত জল, বায়ু, জ্যোতিঃ, অন্ন ও অন্যান্য প্রয়োজনোপযোগী জ্বা সমুদায় সেবন করা আবশ্যক, তৃতীয়তঃ সমুদায় শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি যথা নিয়মে চালনা করা কর্তব্য। যে সকল তত্ত্ববিদ ব্যক্তির পরমেশ্বরকে পরম মঙ্গলালয় বলিয়া জ্ঞান আছে, তাঁহাদিগকে স্মরণ্য ইহাও বিশ্বাস করিতে হয় যে, তাহাব নিয়ম প্রতিপালন করিলে সমস্ত জীবের নিজ নিজ প্রকৃতি গুণেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং ইহাও হৃদয়ঙ্গম বাধিতে হয় যে, সমস্ত জীব যাহাতে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইতে পারে, তিনি তাহাদের প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়েব তদুপযোগী সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। এই পবন কল্যাণকর বিষয়েব ভূরি ভূরি উদাহরণ-স্থলও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অনেকানেক ব্যক্তিকে জন্মাবধি বার্কিকা পর্যন্ত দ্রুতি বলিষ্ঠ ও সুস্থ-কায় থাকিতে দেখা গিয়াছে, এবং তদনুসাবে, মনুষ্যের আজন্মমরণ পর্যন্ত সবল ও সুস্থ থাকিবার যে সম্যক সম্ভাবনা আছে, ইহা এক প্রকার অবদাবিত হই-

ছে। নব-জীলঙ-দ্বীপস্থ লোকের যেকোন বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণ-কারী কুর্ক সাহেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারী সমুদায় ব্যক্তি নব-জীলঙ-দ্বীপে যত বাব অবতরণ করিয়াছিলেন, তত বাবই আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। যাবতীয় লোক তাঁহাদের দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কোন ব্যক্তিকে রোগাক্রান্ত দেখেন নাই। তাহাদের সর্ব শরীর দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল, তাহাদের কোন অঙ্গ ক্ষত মাত্র ছিল না, এবং পূর্বেও যে কখন কোন ক্ষত হইয়াছিল তাহাও কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় নাই। তাহাদের কোন অঙ্গ দৈবাৎ আহত হইলে, বিনা ঔষধ প্রয়োগে তাহার আশু প্রতীকার হয়। ইহাও তাহাদের শারীরিক সুস্থতার প্রমাণ। উক্ত দ্বীপে ভূবি ভূরি কেশ-হীন ও দন্ত-হীন বৃদ্ধ লোক দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে কেহ বল-হীন ও জরাগ্রস্ত ছিল না। তাহারা বল ও পরাক্রমে তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সমান ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের ন্যায় ক্ষুর্জিযুক্ত ও প্রহুল-চিত্ত ছিল। জল মাত্র তাহাদের পানীয়। তৎকাল পর্য্যন্তও সুরা রূপ বিষম বিষ পানে তাহাদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই।

প্রায় সমস্ত দেশেই একরূপ অনেকানেক লোক দেখা যায়, যে তাহারা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকে *।

* জ, ক, প্রিচার্ড সাহেব তাঁহার “মানব বর্ণের প্রা-

এক্ষণে দুর্ভাগ্য বাজলা দেশীয় লোকেরা যেমন দুর্বল ও রুগ্ন হইয়াছে, এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কোন মহাপাপ এদেশে প্রবেশ করিয়াছে—পরমেশ্বরের কোন প্রবল আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে— আমাদের কোন দারুণ দুর্দৃষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার সংশয় নাই। অনেকেই কহেন, আমাব পিতামহ অতি বলবান্ ছিলেন; অশীতি

ইউরোপীয় লোক

বয়ঃক্রম		বাস্তি সংখ্যা	
বর্ষের অধিক	বর্ষের অনধিক		
১১০	১২০	২৭৯	
১২০	১৩০	৮৭	
১৩০	১৪০	২৭	
১৪০	১৫০	৯	
১৫০	১৬০	৫	
১৬০	১৭০	৪	
১৭০	১৮০	৪	

ভন্ডিগ .

১৮৫ বৎসর বয়স্ক ২

কৃত্তিক ইতিবৃত্তানুসন্ধান” বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কতকগুলি দীর্ঘজীবী স্ত্রী পুরুষের বৃন্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, উন্মথো ১১০ বর্ষের অধিক পরমায়ু বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির বিষয় লেখা যাইতেছে।

১২৮ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল

বৎসব বয়সেও আমার দ্বিগুণ ভোজন ও পরিশ্রম করিতে পারিতেন। কেহ কেহ কহেন, আমার পিতামহ কখনও গুরুতব রোগে আক্রান্ত হন নাই, এক্ষণে তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়। বস্তুতঃ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা বাইতেছে, এবং অনেকে পুনঃ পুনঃ এই খেদোক্তিও কবিতা থাকেন, যে অদ্যাপি ৭০ বর্ষের বৃদ্ধ ব্যক্তিবা যত অন্ন ভোজন কবেন, আমবা যৌবন দশায়ও তত পারি না। ৪০। ৫০ বৎসবেব মধ্যে কি কাবণে এক-কাব বিষম অমঙ্গল ঘটিল, তাহাব অনুসন্ধান কবা স্বদেশ-হিতৈষী মহাশয় ব্যক্তিদিগেব সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য। অন্ন

ইউরোপ-জাত বা ইউরোপীয় বংশ-জাত

আমেরিকাবাসী লোক

১১০	১৩০	৭
১৩০	১৫০	২

তন্মধ্যে

১৫১	বৎসর বয়স্ক	১
-----	-------------	-----------	-----------	---

আফ্রিকা খণ্ডের লোক

১১০	১৩০	৬
১৩০	১৫০	৪
১৫০	১৭০	২

তন্মধ্যে

১৮০	বর্ষবয়স্ক	১
-----	------------	-----------	-----------	---

কালে স্ত্ৰী-সহযোগ যে ইহাৰ এক প্রধান কাৰণ তাহাৰ সংশয় নাই। পশ্চাৎ এ বিষয়েৰ তত্ত্বানুসন্ধান কৰা যাই-বেক, একেণে যে প্ৰকৰণ আৰম্ভ কৰা গিয়াছে, তাহাৰ বিবৰণ কৰা আবশ্যক।

মহুযা যে যাবজ্জীবন সুস্থ থাকিতে পাৰে তাহা এক প্ৰকাৰ সপ্ৰমাণ হইয়াছে। প্ৰাকৃতিক নিয়মেৰ কোন স্থলে অব্যাপ্তি নাই। একপ স্বাস্থ্য-সুখ সন্তোষ কৰা যদি আমা-মেৰ স্বভাব-সিদ্ধ না হইত, তবে কোন ব্যক্তিৰ ভাগ্যেই তাহা ঘটিত না। যদি এক ব্যক্তিকেও নীৰোগ ও দীৰ্ঘজীৱী দেখা যায়, তবে ইহা নিশ্চিত জানিতে হইবে, যে পৰম কাকনিক পৰমেশ্বৰেৰ নিয়ম প্ৰতিপালন কৰিলে, সকলেই তাদৃশ পৰম সুখ সন্তোষ কৰিতে পাৰে।

অনেকে স্ত্ৰীলোকেৰ প্ৰসব-বেদনাৰ উদ্ধাৰণ দিয়া ক-হেন, এ সংসাৰে মহুযা যে বিনা ক্লেশে সমস্ত শাৰীৰিক ও মানসিক বাপাৰ সম্পন্ন কৰিবেন ইহা পৰমেশ্বৰেৰ অভি-প্ৰেত নহে, যেহেতুক তাহাৰ একুপ অভিপ্ৰায় হইলে,

আমেৰিকা খণ্ডেৰ আদিম নিবাসী লোক

১১৭ বৰ্ষবয়স্ক (স্ত্ৰী) ১
১৪৩ বৰ্ষবয়স্ক (ভৎস্বামী) ১

এই শেৰোক্ত ব্যক্তি ১৩০ বৎসৰ বয়সে প্ৰভাৱ ৫। ৬ ক্ৰোশ ভ্ৰমণ কৰিভেন।

ভাৰতবৰ্ষীয় লোকেৰ মখে কোন কোন ব্যক্তি ১২০ বৎ-সৰ পৰ্য্যন্ত জীৱিত ছিলেন এমত প্ৰবণ কৰা গিয়াছে।

প্রসব-কালে বেদনা ও তৎপরে দোঁরলা ও পীড়া উপস্থিত হইত না। কিন্তু এ বিষয়ও যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এ যাতনাও পবমেন্থবের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। ইউবোপীয় চিকিৎসকেবা ও পর্য্যটকেবা দেশ বিশেষের ইতব জাতীয় স্ত্রীদিগের প্রসব-বেদনা ও আনিস্ত-রিক ক্লেশের বিস্তর লাঘব দেখিয়া তাহাব সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। এলিসন্ সাহেব যে কয়েক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি। “ ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী এবর্ডিন নামক স্থানের এক স্ত্রী সন্তান প্রসবের ২। ৩ দিবস পরে সেই শিশুকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া এক দিনে প্রায় চতুর্দশ ক্রোশ গমন করিয়াছিল। ফলতঃ, প্রতি দিনই উক্ত রূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। সচরাচর এ প্রকারও প্রত্যক্ষ করা যায়, যে স্ত্রীলোকেরা শস্যক্ষেত্রে শস্যচ্ছেদন করিতে করিতে সহসা তথা হইতে অপমৃত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে, এবং কাহারও সহকারিতা ব্যতিরেকে সন্তান প্রসব করিয়া কম্ব-স্থানে প্রতাগমন পূর্ব্বক দিবাবসান পর্য্যন্ত তথায় কম্ব করে। কিঞ্চিৎ ক্লান্ত ও বিবর্ণতা ব্যতিরেকে তাহাদের মুখশ্রীতে যাতনার আর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। অনেকানেক স্ত্রী প্রসবান্তে তদ্বিবসেই ৩। ৪ ক্রোশ পথ চলিয়াছে, এমনত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নিয়মাতীতাবী ধনাঢ্য লোকদিগের পরিবারে এ প্রকার বিষয় দুর্ঘট বটে, কিন্তু

দুঃখী লোকদিগের মধ্যে একপ ঘটনা সর্বদাই ঘটে। যখন একপ অনায়াস-সাধ্য প্রসবের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন আমেরিকা খণ্ডের আদিম-নিবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব সম্ভাব্যাহারে বন পর্যাটন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ পশ্চাবর্তিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিবার এবং তাহাকে পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন পূর্বক পুনর্বার অবিলম্বে স্বামীৰ সম্ভাব্যাহারিণী হইয়া জন্ম করিবার বিষয়ে যে সকল বৃত্তান্ত আছে, তাহাও অবশ্য বিশ্বাস করা যাইতে পারে।”

লাবেন্স সাহেব কহেন “পর্যাটকেরা ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়া থাকেন, আমেরিকার আদিম লোক, নিগ্রো ও অন্যান্য অসভ্য জাতীয় স্ত্রীদিগের অভ্যন্তর প্রসব-বেদনা হইয়া থাকে। সামান্য ও লঘু আহার ও ক্রমাগত পৰিশ্রম দ্বারা তাহাদের শরীর ত্রিচিষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়, এ প্রযুক্ত তাহারা সাতিশয় ভোগশালী অলস মহিলাদিগের ভোগা ভুবি ভুবি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। ভোগাসক্ত সভ্য লোকদিগের মধ্যেও ইতর জাতীয় বহু-পৰিশ্রমী স্ত্রীদিগের প্রসব সময়ে পূৰ্বোক্ত অসভ্য জাতীয় অবলাদিগের ন্যায় অল্প ক্লেশ ঘটিয়া থাকে।”

দক্ষিণ আমেরিকাতে আর্বোকেনিয়া নামে এক দেশ আছে, তথাকার স্ত্রীলোকেরা প্রসবাস্তে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তিনী নদীতে অবতরণ করিয়া আপনার ও সন্তানের অঙ্গ

প্রকাশন করে, এবং তৎপরে আপনাব নিয়মিত কর্ম্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রসব হইতে কষ্ট হইলে, ইউবোপীয় চিকিৎসকেরা যে যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে বেদনার ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয়। কেহ কেহ সহজ প্রসবের স্থলেও এক প্রকার ঔষধ প্রয়োগের পরামর্শ দেন। যদি তাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য হন, তবে প্রসব-বেদনার বিস্তর লাঘব হইবে। মৈন্দ্যবত্ত্ব প্রকাশিত হওয়াতে, মনুষ্যের যে পর্য্যন্ত দুঃখ ক্রাসেব উপায় হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। পূর্বে যে সকল অল্প-চিকিৎসাতে বোগীর অসহ্য যাতনা উপস্থিত হইত, এক্ষণে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা মনে হইলে সর্ক-দুঃখ-নিবারক ও সর্ক-সুখ-দায়ক পবন কারুণিক পবনেশ্বরের তত্ত্ববসে কাহার চিন্তা আত্মনা হয়? এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্য যে নিজ প্রকৃতি গুণে যাবজ্জীবন বল, স্বাস্থ্য, ও শারীরিক ও মানসিক সুখ প্রাপ্ত হইতে পাবেন ইহা সমাঙ্গ-সম্ভাবিত বোধ হয়। তথাপি কি কারণে এই সমস্ত শুভ সাধন না হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, বীজ সর্কাজ-সম্পূর্ণ ও সর্ক-সুলক্ষণ-সম্পন্ন না হইলে, তদুৎপন্ন বৃক্ষ বা প্রাণী সুন্দরকণ সতেজ হয় না। ক্ষত, বা নিস্তেজ, বা জীর্ণ বীজ বপন করিলে, তদুৎপন্ন-বৃক্ষও তেজোহীন হয়, ও অবিলম্বে

নষ্ট হইয়া, যায়। মনুষ্যাদি যাবতীয় প্রাণীর বিষয়েও এ নিয়মের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। মনুষ্যেরা কি এ নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন? পালন করা দূরে থাকুক, তাহারা একাল পর্যন্ত তাহার সন্তাও স্পষ্ট প্রতীতি করিতে পারেন নাই। যদিই অস্পষ্ট রূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তথাপি প্রতিপালনের আবশ্যকতা সম্যক্ হৃদয়-জন্ম করিতে সমর্থ হন নাই। কত কত অল্প-বয়স্ক, দুর্বল, রোগাক্রান্ত, ও জবাগ্রস্ত ব্যক্তি এ নিয়ম অবহেলন পূর্বক বিবাহ করিয়া ক্ষীণজীবী অন্তান উৎপাদন করে। তাহারা কি নির্দোষ? তাহারা একবার ভাবে না, যে তাহাদের সন্তানেরাও পৈতৃক ও মাতৃক দোষের অধিকারী হইবে, রোগার্হ ও নিস্তেজ শরীর প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, ও অচিরাত্ কাল-গ্রাসে পতিত হইবে। কেবল মূঢ়তা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্য ইহার মূলভূত কারণ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যাহারা ঈশ্বরের নিয়মে অগ্রজ্ঞা করে, ও তিনি ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিকূল স্বরূপ দুঃখ নিয়োজ করিয়া তদ্বারা মনুষ্যের বিবাহ সংস্কার বিষয়ে যেরূপ বিধি ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও অবহেলন করে, তাহাদের হইতেই এমত সংল বাপার সম্ভাবিত হয়। অজ্ঞান, কাম ও লোভই এমত অবৈধ পাণিগ্রহণের প্রধান প্রবর্তক। সন্তানের ক্ষীণতা ও বাতনা এবং পিতা মাতার উৎকণ্ঠা

ও শোক এই অকর্তব্য কর্মের সমুচিত ফল । এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দেশ এ বিষয়ের সম্পূর্ণ উদাহরণ-স্থল । যে স্থানে পিতা মাতা সচেষ্টিত হইয়া দশবর্ষীয় বালকের এবং অতি ক্ষীণজীবী চিববোগী সন্তানেরও বিবাহ দেন, এবং যে স্থানে কন্যা ক্রিশ্চ ও মহারোগ-গ্রস্ত হইলেও কলঙ্ক ভয়ে তাহাকে পাত্রস্থ করিতে হয়, সে স্থানের লোক যে এমনত নির্বীৰ্য্য অসমর্থ ও অকর্মণ্য হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? যাহা হউক, ইহা স্থির জানা উচিত, যে পবনকাকণিক পবনেশ্বরের নিয়মের প্রতিপালনেই সুখ ও লঙ্ঘনেই দুঃখ ।

অন্ন গ্রহণ, জ্যোতিঃ ও বায়ু সেবন, যথাযোগ্য বস্ত্র পরিধান, ইত্যাকার জডপদার্থ-বর্জিত ব্যাপার দ্বারা শরীরকে সবল ও সুস্থ করিতে যত্ন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । এই সমুদায় বিষয় যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন করা দ্বিতীয় শারীরিক নিয়ম । কিন্তু মনুষ্যেরা কোন কালে এ নিয়ম সুচারুরূপে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হন নাই । নিয়ম না জানিলে, তদনুসারে কার্য্য করা কখনই সম্ভাবিত নহে । আমাদের শারীরিক প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধান না করিলে কিরূপে শারীরিক নিয়ম জ্ঞাত হওয়া যায় ? শরীর-বস্তান ও শরীরবিধান যথা নিয়মে শিক্ষা না করিলেই বা কি প্রকারে শারীরিক প্রকৃতি জানিতে পাবা যায় ? আর বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিত শরীরের কিরূপ

সম্বন্ধ তাহা সুবগত হওয়া উচিত, হইবার নিমিত্ত এই সকল বস্তুব সত্তা ও গুণ সমুদায় জ্ঞাত হওয়া, ও পরীক্ষা দ্বারা মানব দেহের সহিত উহাদের সম্বন্ধ নিরূপণ করা বিধেয়। আমরা এই সমস্ত বিষয় যত সম্পন্ন করিতে পারিব, পবনেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সুভক্ত শারীরিক নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিতে তত সমর্থ হইব, এবং ততই তাহার পবন মঙ্গলকর বিশুদ্ধ সুখ-স্বকপ উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দ-নীবে নিমগ্ন হইব।

যথা নিয়মে শারীরিক শক্তি সমুদায় চালনা করা তৃতীয় শারীরিক নিয়ম। মনুষ্য অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এ নিয়মও অবহেলা করিয়া তাহার প্রতিফল রূপ যৎপবনান্তি ক্লেশ পাইয়া আসিতেছেন। দেখ, কত শত ব্যক্তি ব্যায়াম বা প্রকারান্তরে অঙ্গ চালনা না করিয়া ক্ষুধা-মান্দ্য, নোঁকলা, অস্বচ্ছন্দতা, সদা বিবক্তি ইত্যাদি অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে, এতদেশীয় অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে সম্যক সাপ-বাধ আছেন। বিশেষতঃ, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, যে এতদেশীয় ইংরেজি বিদ্যালয়ের বহুতর বিদ্যার্থী ছাত্র শারীরিক আয়াস পরিত্যাগ ও নিয়মাতীত মানসিক পৰিশ্রম করিয়া আপনাদের শরীরকে কেবল ব্যাধি মন্দির ও নিতান্ত অকর্ণণ্য করিয়াছেন। এ বিষয়ের উপদেশ দেওয়া যে সর্বাপেক্ষায় প্রয়োজনীয়, তাহা এই সকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না।

অঙ্গ চালনা করিলে যে শবীর স্তম্ভ থাকে, ইহা পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, পরন্তু নিয়মিত মনোবৃত্তি চালনাতেও শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়। কপালস্থ মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র স্বরূপ, এপ্রযুক্ত মনোবৃত্তি চালনা কবিলেই মস্তিষ্কেব চালনা করা হয়। যখন যে অঙ্গ সঞ্চালিত হইতে থাকে, তখন তাহাতে বক্ত-প্রবাহ প্রবল হয়, এবং তদ্বাৰা তাহার শিবা সমুদায় ক্রমে ক্রমে ত্রুটিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া সমধিক কক্ষণা হয়। এই সাধাবণ নিয়মানুসাবে, মস্তিষ্ক চালনা করিলে তাহার বক্ত-প্রবাহ বর্ধিত হইয়া থাকে *। অন্য অন্য অঙ্গের সহিত মস্তিষ্কেব এইরূপ স্তম্ভকব সম্বন্ধ নিকপিত আছে, যে তাহা সতেজ ও স্তম্ভ থাকিলে, সেই সমুদায় অঙ্গেরও স্বাস্থ্য ও ক্ষুর্ভি লাভ হয়। অত-

* ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে এক কবালীশ জাতীয় স্ত্রী কপালের অর্ধভাগ উন্মোচিত হওয়াতে তাহার মস্তিষ্ক দৃষ্টিগোচর হইত। পিয়কুইন্ নামক এক ডাক্তর তাহার চিকিৎসা করেন। তিনি লিখিয়াছেন, যৎকালে ঐ স্ত্রী অকাতবে নিদ্রা যাইত, তখন তাহার মস্তিষ্কও স্পন্দনহীন থাকিত, যখন নিদ্রিত থাকিয়া স্বপ্ন দর্শন করিত, তখন চঞ্চল ও স্ফীত হইত, এবং যখন সমাক্সাগ্রাণ্ড থাকিত ও বিশেষতঃ যখন বিষয় বিশেষে প্রগাঢ়রূপ উৎসাহ পূর্বক কথোপকথন করিত, তখন তদপেক্ষায় অধিক উচ্চ হইয়া উঠিত। কুপব ও ব্লুমেনবেক্ নামক ডাক্তরেবাও অনেক স্থলে এইরূপ দৃষ্টি করিয়াছেন।

এব, কাগির কুশলের নিমিত্তেও মনোবৃত্তি সমুদায় চালনা করা আবশ্যিক। বিদ্যা চর্চা, শিল্প-কর্ম, বিষয়-কার্যা, এবং লৌকিক ও নান্দিক যাবতীয় কর্তব্য কর্মের যথোচিত অনুষ্ঠান করিলে, আমাদের সমুদায় মনোবৃত্তি সবা্যপাব হইয়া সমস্ত মস্তিষ্কের চালন ও স্বাস্থ্য বিধান হয়। তদ্বিষয় সাধনার্থে মনুষ্যকে বাল্যাবস্থাতে বিহিত বিধানে শিক্ষা দান করিয়া তাঁহার মনোবৃত্তি সমুদায়ের যথোচিত বর্দ্ধন ও শাসন করা উচিত, এবং যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইলে, গুরুতর কল্যাণকর কর্তব্য কর্ম সকল সম্পন্ন করিতে হয়, সেইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে স্থাপন করা কর্তব্য। এইরূপ শিক্ষা-তেই বালকের যথার্থ উপকার হয়, এবং এই প্রকার সম্পত্তিতেই তাহার যথার্থ সুখ সঞ্চয় হয়।

এই মস্তিষ্ক রূপ মনো-যন্ত্র সুস্থ ও ক্ষুর্তিযুক্ত থাকিতে আর এক উপকার আছে। মনোবৃত্তি চালনার প্রকারানুসারে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তৎ পাঠেই প্রতীতি হইবে। বিপদ ও অপমান উপস্থিত হইলে আমাদের সাবধানতা, আত্মদীর্ঘ, লোকানুবাগপ্রিয়তা এই সকল বৃত্তি যৎপরোনাস্তি প্রবল হইয়া মহা ক্লেশানুভব হয়, এবং উদ্ভ্রাণ, হৃদয়, পাকস্থলী ও তদনুসঙ্গে অন্যান্য অঙ্গও অস্থির হয়, ক্ষুধা মান্দা হয়, এবং সর্ব শরীর ক্ষয় পাইতে থাকে। কিন্তু যখন মনোবৃত্তি চালনায় ক্লেশানুভব না হইয়া তুষ্টি জন্মে,

তখন সর্বশরীরের ক্ষুধা ও সুখানুভব হইয়া মনস্ত শাবী-
 বিক ক্রিয়া স্ফূটকরূপে সম্পন্ন হয়, এবং তখন যে সকল
 মনোবৃত্তির যুগপৎ চালনা করা যায়, তাহাব সংখ্যা ও
 প্রাবল্যানুসারে দেহের ক্ষুধা ও স্বাস্থ্য বিধান হয়। যদি
 কোন দিবস অলস ও অবসন্ন শরীরে উপবিষ্ট বা নির্জীব-
 প্রায় শয়ান হইয়া থাকি, আর তখন প্রবাসী পুত্র বহু
 দিবসের পর গৃহে প্রত্যাগমন করে, অথবা যদি অকস্মাৎ
 একরূপ সংবাদ পাই, যে কোন পবন প্রণয়াস্পদ মিত্র মহা
 সঙ্কটে পতিত হইয়াছেন; এবং তাঁহার উদ্ধারার্থে আমাব
 আশু উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক, তবে তৎক্ষণাৎ আলস্য
 পরিত্যাগ পূর্বক অসামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ ক-
 রিতে থাকি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, উপচিকীর্ষা, অপভ্রাস্তেহ
 বা আসক্তলিপ্সা, লোকানুবাগপ্রিয়তা ইত্যাদি যে সকল
 বৃত্তি পূর্বে নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহাবা সচেত হইয়া মনেতে
 উৎসাহ দান ও শরীরে বলাধান করে। কেহ প্রকুল চিন্তে
 উৎসাহ সহকায়ে কোন বৈষয়িক বা উৎসব ঘটতি ব্যা-
 পারে সান্তিস্থ নিবিষ্ট আছেন এমন সময়ে যদি অকস্মাৎ
 পুত্র-শোকের সমাচার বা প্রাণাধিক প্রিয় পতির মৃত্যু-
 সংবাদ প্রবণ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সকল আনন্দ
 ও সমুদায় উৎসাহ নষ্ট হয়, তিনি শোকে পীড়িত বিবর্ণ
 ও নিতান্ত বল-হীন হইয়া ভূতলে পতিত হন, এবং ক্রমে
 ক্রমে অবসাদ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এ বিষয়ের

আব এক সুন্দর উদাহরণ দিতেছি। স্পার্মান্ নামক এক ব্যক্তি পোতাকচ হইয়া দেশান্তর গমন করিতেছিলেন, পথি মধ্যে মাংসাতার হওয়াতে, তাঁহার লোকেবা অতিশয় অস-
স্তোব প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহাদিগের প্রার্থনা-
ক্রমে তিনি লোক সমভিব্যাহারে করিয়া যুগযার্থে এক
বনাকীর্ণ দুর্গম পর্বতে আবোহণ করিলেন। কিন্তু তাহারা
আরোহণ-ক্লেশ ও প্রথর বোজ্র ভোগে একান্ত ক্লান্ত হইয়া
ঘন ঘন নিশ্বাস পবিত্যাগ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে
গতি-শক্তি-রহিত-প্রায় হইল। 'কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এমন
কালে দূর হইতে এক যুগ দর্শন করিবা মাত্র তাহাদের নিঃ-
শেষে আত্মা ত্যাগ ও শরীবে বলাধান হইল, এবং তৎ-
ক্ষণাৎ সকলে দ্বিধ্বদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া যুগ পশ্চাৎ ধাব-
মান হইল, ও সেই যুগকে লক্ষ্য করিয়া উপযুপরি বন্ধুক
কবিত্তে লাগিল।

যদি কোন পৈতৃক-ধনাধিকারী ব্যক্তি ভোগাশক্ত ও
জ্বালসা-পরবশ হইয়া বিদ্যা বিষয়ে ও সাংসারিক হিতার্থে
কোন শ্রম-সাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত না থাকেন, এবং ব্যায়াম
'ও শাস্ত্র চিন্তাদি কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরি-
শ্রম না করেন, তবে তাঁহাকে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের
সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। শরীর সঞ্চালন না ক-
রাতে, তাঁহার ক্ষুধা-মান্দাদি নানা প্রকার শারীরিক বোগ
উপস্থিত হয়, এবং মানসিক চেতা না করাতে, শরীরের

উপবাস মনের প্রভাব বাগু না হইয়া সেই সকল রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কায়িক ও মানসিক শক্তি সমুদায় ক্ষীণ হয়, কার্য্য-বোধ্য, অস্বাস্থ্য, অশৈথ্য্য, অবসাদ ও অন্যান্য অনেক প্রকার যাতনার উৎপত্তি হয়, এবং অবশেষে তাঁহার জীবন ধারণ করা কেবল ক্লেশের বিষয় হইয়া উঠে। অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে যে মতত বৈদ্যা সংসর্গ ও ঔষধ সেবন কবিত্তে দৃষ্টি করা যায় তাহার কারণ এই। এই বিষয় লিখিতে লিখিতে স্বদেশীয় কোন কোন ধনি-সন্তানের দুঃখিত চবিত্ত অস্তঃকরণে স্পষ্টরূপে অবতাসিত হইতে লাগিল। সৰ্ব্ব প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করা তাঁহাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে। সূর্য্য যখন গগণ মণ্ডল আরোহণ পূৰ্ব্বক প্রাথব কিরণ বিকীর্ণ করিয়া চতুর্দিক আলোক-পূর্ণ করেন, তখন তাঁহাদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান হয়, পরে অতি মৃদুভাবে অগ্নে অগ্নে অবশ্য-কর্তব্য নিত্য ক্রিয়া সমস্ত সমাপন কবিত্তে কবিত্তেই সূর্য্য মস্তকোপরি প্রাথব কর বর্ষণ করিতে থাকে; তদনন্তর যৎকিঞ্চিৎ অনাযাস সাধ্য কন্দ ও স্নান ভোজন করিয়া শয্যায় গাত্রপাত পূৰ্ব্বক আলস্য ভাগ করিতেই দিব্যবসান হয়। আহা! ভোজনে তাঁহাদের তৃপ্তি জন্মে ন', এবং শরীরও সচ্ছন্দ বোধ হয় না। প্রায়ই ক্ষুধা-মান্দ্য আছে, অতি সুস্থান্দ্র ভ্রব্যও তাঁহাদের বিশ্বাস জ্ঞান হয়। এইরূপ কোন ক্রমে কাল হরণ করা তাঁহাদের নিত্য ব্রত

হইয়া উঠে। তাঁহারা দিবসে এইরূপ শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পুনর্বার রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্য অশেষবিধ অহিতাচরণ করেন। হা ! তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেই এইরূপ অশেষ প্রকার ক্লেশ পাইয়া থাকেন। ইহা ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে আমাদের দেশের সমুদায় লোকই কোন না কোন বিষয়ে পরমেশ্বরের নিকট সাপরাধ আছেন, নতুবা আমাদের এমনতরু দৃষ্টান্ত কেন ঘটবে ?

প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি যত চালনা করা যায়, ততই নিশ্চল ও প্রগাঢ় সুখের উদয় হয়। অতএব উত্তমোত্তম বিষয়ে উৎসাহ সহকারে যথানিয়মে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ের চালনা রাখিলে মানসিক বীৰ্য্য ও শারীরিক স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে বিস্তর উপকার হয়।

নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের যেরূপ বিচার করা গেল, তাহা যাহাঁব বুদ্ধির লেশ মাত্রও আছে, তিনি আর কখনই জালসাকে সুখকর বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন না, এবং নিয়মাত্মক শরীর ও মনোবৃত্তি চালনাকে জগদীশ্বরের প্রসাদ-লব্ধ পরম সুখ-বাণী বা বাতীত আর কিছুই কহিতে সমর্থ হন না। নিয়মাত্মক পূর্নক শরীর ও মন চালনা করিলে ক্লেশ হয় বলিয়া নিয়মিত পরি-শ্রমকে গর্হিত কহা কখনই উচিত নহে। নিয়মিত পরি-শ্রমকে দুঃখ জনক মনে করা কেবল দুর্ভাগ্যের কর্ম।

আমরা চতুঃপার্শ্ববর্তী লোকদিগের বোণ, শোক, জ্বা
 ঐভূতি যাবতীয় ক্লেশ প্রত্যক্ষ কবি, যদি তাহার প্রতে কেব
 কাবণ অমুসন্ধান করা যায়, তবে তৎ সমুদায় যে সেই
 সকল লোকেব অপরাধেব ফল, অর্থাৎ পবন কারুণিক
 পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণার্থে যে সকল হিত-জনক নিয়ম
 সংস্থাপন কবিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন কবিবার ফল, ইহাব
 বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অবধারিত জানা
 উচিত, যে, পবমেশ্বর কোন অনিদ্দেশ্য অলৌকিক কাবণে
 দুঃখ প্রদান কবেন না, এবং লৌকিক কার্য কাবণ বিবে-
 চনা না কবিয়া কোন বোধাতীত মনঃ-কল্লিত ব্যাপারকে
 ক্লেশ নিবারণেব উপায় মনে কবিয়া তাহাব অমুণ্ডান
 করিলেও উপস্থিত দুঃখেব নিবৃত্তি হয় না, ও শত বৎসর
 ব্যাপিয়া তাহার স্তুতি করিলেও তিনি কদাপি নিয়ম তল
 কবিয়া তন্ত্বেব অমুচিত প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। এ বিষয়েব
 দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

দুই তিন শত বৎসর পূর্বে ইউরোপের অনেকানেক
 নগরে অত্যন্ত মরক হইত, বিশেষতঃ দ্বিতীয় চার্লস নামক
 রাজাব রাজত্ব কালে লণ্ডন নগরে ভয়ানক মারী উপস্থিত
 হইয়াছিল। তৎকালেব লোকে মনে করিত, পরমেশ্বরেব
 বিড়ম্বনায় বা ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনেব ফলে এই দুর্ঘ-
 টনা ঘটয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে যে সমস্ত প্রকৃত তত্ত্বেব
 বিবরণ করা গিয়াছে, তদমুসারে স্পষ্ট বোধ হইতেছে,

লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনই ইহার মুখ্য কারণ। তখন লণ্ডন নগরের পথ সকল প্রশস্ত ছিল না, লোকের পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকাও অভ্যাস ছিল না, দুর্গন্ধ দূবীকরণের ও যথেষ্ট জল প্রাপ্তির উপায় ছিল না, এবং তাহা বা পুষ্টিকর অন্নও প্রাপ্ত হইত না। ঐ মরকের কিছু দিন পবেই অগ্নি সংলগ্ন হইয়া তথাকার বিস্তৃত গৃহ দগ্ধ হওয়াতে, পথ সকল পূর্ণাপেক্ষা প্রশস্ত করিবার সুযোগ হইল, আর তত্রতা লোকেবাও ক্রমে ক্রমে বস্ত্র গৃহাদি পরিষ্কৃত রাখিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে পূর্বে যেকোন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া আসিতেছিল, তাহাব অনেক নিবারণ হওয়াতে, তদবধি লণ্ডন নগরে আর তরুণ মাণ্ডল্য উপস্থিত হয় নাই।

পূর্বে এডিনবরা নগরের তিন ফ্রোশ পশ্চিমে ঋতক স্থান একপ্রকার অস্বাস্থ্যকর ছিল যে প্রতি বৎসর বসন্ত কালে তথাকার কৃষকদিগের কম্পঙ্কব হইত। তাহা বা মনে করিত, পরমেশ্বরের বিভ্রমনাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পবে যখন তথাকার প্রাবাহ-শূন্য পীড়াদায়ক জলাশয় সকল শোধিত হইল, সুনিয়মামুসাৰে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল, গৃহ সমুদায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইল, এবং ছাব সম্মিধানে যে সকল দুর্গন্ধময় বাশীকৃত আবর্জনা থাকিত তাহা দূবীকৃত হইল, তখন পূর্বকাল সন্মুদায় বোগ তথা হইতে অন্তহিত হইয়া সে স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল।

ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কত দুঃখ হয়, তাহা এদেশ-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পল্লীগ্রামেব অপেক্ষা কলিকাতার লোক যে অধিক দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়, এখানকার বিষম দুঃখদায়ক দুরবস্থা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহার যথার্থ কারণ অবধাৰণ করা যায়। পুষ্টিগন্ধিক জল-প্রণালী, স্থানে স্থানে বাশীকৃত জঞ্জাল, সংকীর্ণ স্থানে বাস, অস্বাস্থ্য-দায়ক বায়ু সেবন ইত্যাদি ভূঁই ভূঁই কাৰণে কলিকাতার লোক-রূপ ও জীর্ণ-শরীর হয়। ঐ রাজধানীর যে অংশে এতদ্দেশীয় লোকের বসতি, তাহার জল-প্রণালী সকল ইটক-বন্ধ ও সমতল নহে; তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর গর্ত হইয়া তাহাতে যে সমস্ত দুর্গন্ধ দ্রব্য সঞ্চিত থাকে, তাহা কখনই সম্যক রূপে নির্গত হয় না। ঐ সকল মল-পূর্ণ দুর্য্যব্রায় জল-প্রণালী কদাপি পবিত্র হয় না, একারণ তাহা হইতে অনবরতই বিষ-তুলা বাষ্পোদ্গম হইয়া লোকের নানা প্রকার রোগোৎপত্তি করে। ভস্মি, স্থানে স্থানে যে সকল অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী আছে, তাহাও বিষম অনিষ্টদায়ক। উৎ সমুদায় বর্ষা কালে জল-পূর্ণ হয়, ভটন তৃণ ও গলিত ক্ষুদ্র পত্র ও নানাবিধ মৃত জন্তু তাহাতে মগ্ন হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, এবং অনন্তর তাহার জল যত শুষ্ক হয়, ততই দুঃসহ প্রাণঘাতক বাষ্প নির্গত হইয়া চতুর্দিকে মরক বিস্তার করিতে থাকে। এইরূপে নগর মধ্যে

সুনির্মল স্বাস্থ্য-কর জলাভাবে যৎপরোনাস্তি অকল্যাণ ঘটতেছে। সর্ব সাধারণের পানীয় যে গঙ্গাজল, তাহা সামান্যতই অস্বচ্ছ ও পীড়াদায়ক দ্রব্যোতে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ ৩।৪ মাস যেরূপ কর্দমাবৃত জবণায়ু হয়, তাহা পান করিলে সঙ্গ মৃত্যুর সম্ভাবনা। বাঙ্গালি পল্লীতে উত্তম সরোবর প্রায় নাই, এ প্রযুক্ত খনাচা ব্যক্তির দূর হইতে পানীয় জল আনয়ন করিয়া রাখেন, দুঃখী ও দখাবর্তী লোকদিগকে স্নাতবাং গঙ্গাজল ও নিকটবর্তী অপকৃষ্ট পুকুরিণীর জলই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে যে কলিকাতার অধিক লোককে সর্বদা পীড়িত দেখা যায়, তাহার আশ্চর্য্য কি? বিষ পানে কাহার না অপমৃত্যু ঘটে?

যাহারা কলিকাতা রূপ কারাগার মধ্যে রুদ্ধ আছে, তাহাদের জীবন স্বরূপ জল প্রাপ্তি যেমন দুষ্কর, যথেষ্ট নির্মল বায়ু লাভ তদপেক্ষাও দুষ্কর। অপ্রতিহত স্নলত বায়ু প্রাপ্তির আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালি পল্লীর পথ সমুদায় নির্মিত হয় নাই, কারণ তাহাব সমুদায় পথই বহু ও অপ্রশস্ত। নগরাস্তরগত জল-প্রণালী ও অন্যান্য নরক-তুলা ঘৃণিত স্থানের বিষময় বাষ্প সংযোগে নগরের বায়ু অনবরতই দূষিত হইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণ প্রাস্তরীয় নির্মল বায়ু অবকাশ-শূন্য নিবিড় গৃহ-শ্রেণী দ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়াতে, নগর প্রবেশ পূর্বক তদীয় অস্বচ্ছ বা-

যুকে বহির্গত ক'বিতে পাবে না, এবং সূর্য্য-কিরণও সমাক-
 কপে বিকীর্ণ হইয়া এই সকল প্রাণ-সংহাবক বাষ্পকে উৎ-
 ক্ষিপ্ত ক'বিতে সমর্থ হয় না। বায়ু ও বোঁদ্রাভাবে কলিকা-
 ভাব যাবতীয় একতাল। গৃহ যেরূপ অন্ধ্রি ও পীড়াদায়ক,
 তাহা কাহার অবিন্দিত আছে? ইহা চিন্তা ক'বিলে চিন্ত
 বাবুল হয় যে, সহস্র সহস্র সহায়হীন নিরুপায় ব্যক্তি
 এই প্রকার অতি জঘন্য সংকীর্ণ গৃহে রুদ্ধ থাকিয়া ও বো-
 গেব সময়ে শয্যায় লোভুঠমান হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ
 কবে, ও কত শত ব্যক্তি রোদারিত দুর্গন্ধ জল-প্রণালীব
 সন্নিধানে উপবেশন ও শয়ন ক'বিয়া নিশ্বাস সহকারে
 উদীয় বাষ্প রূপ বিষম বিষ অবিবর্তই শরীরস্থ ক'বিতে
 থাকে।

এই সমস্ত ভয়ানক বাপার, মৃত-জীবাদি-পরিপূর্ণ পুরা-
 তন বাটী, বাজারের অপরিদূত দুর্গন্ধ স্থান, নরকতুলা
 নাকাব-জনক গোপালয়, গৃহ সমুদায়ের অপ্রাশস্তা ও অ-
 স্বচ্ছতা, লোকেব ইন্দ্রিয়-দোষ, তাহাদের নিয়মাতীত
 পরিভ্রম, কাহারও বা অতিমাত্র আলসা-স্বভাব, দারিদ্র্য-
 দশা, কুচিকিৎসা ইত্যাদি ভূবি ভূরি প্রত্যক্ষ কারণে এই
 রাজধানীর উৎসেদ-দশা প্রাপ্তির উপক্রম হইতেছে। বা-
 কালি পল্লীর নর্কস্থানেই তত্ত্ব দেহ দেখিতে পাওয়া যায়।
 কোন না কোন প্রকার রোগ প্রায় সকলেব শরীরেই প্রকু-
 পিত বা অন্তর্ভূত হইয়া বহিয়াছে। সহস্র সহস্র লোকের

মুখশ্রী ভাঙে হইয়া অগ্নি-মান্দা, উদবাসয়, বাত ও জ্বর বো-
গেব স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে। লোকেব দাবিজ্ঞা-দ-
শায় এই সকল যাতনা শত গুণে বৃদ্ধি হয়। সহস্র সহস্র
নির্দীন নিবাস্রয় ব্যক্তি চিকিৎসাতাবে, পথাতাবে, স্থানা-
তাবে, স্বজনাতাবে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে। শীতে
অঙ্গ অবশ হইতেছে, তথাপি এক চীৎ বসন নাই। স্বাসা-
গত-প্রাণ হইতেছে, তথাপি জল-বিন্দু দিবার লোক নাই।
‘অব্যাকুলিত স্থির চিত্তে এ সকল বর্ণন করা কাহার সাধা ?
এ সকল ভয়ানক ব্যাপক—বিষম দুঃসহ যাতনা মনে
করিলেও অন্তঃকরণ শোকাকুল হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অ-
জ্ঞান অপ্রপাত হয়। কেবল পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনেই
এই সমস্ত দুঃখের ঘটনা হইয়াছে। এক্ষণে এই অচিন্ত্য
অনির্দারণীয় বিষম দুঃখ-বাশির সমাক্‌প্রতীকার হওয়া সা-
ধাতীত বোধ হইতেছে। আমাদের দেশীয় লোক পর-
মেশ্বরের নিয়ম ও তৎপ্রতিপালনের ফল সবিশেষ জ্ঞাতই
নহেন, আর যদিও কোন কোন ব্যক্তি এক্ষণে তাহার মর্ম্ম
অবগত হইতেছেন, তাঁহাদের স্বাতীক সাধনের উপায়
নাই। কিন্তু বীজপুরুষেরা অহবহ লোকেব এইরূপ দ্বেশ
ও মৃত্যু ঘটনা দেখিয়াও যে তৎ প্রতীকারে যত্ন করেন না
ইহা যৎপরোনাস্তি আক্ষেপের বিষয়। যে নির্দায় বাজা
পুত্র-তুলা প্রজাদিগকে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া,
শক্তি সত্ত্বে তাহাদের প্রাণ রক্ষা না করেন, তাঁহাকে কি

রূপে ভদ্র রাজা বলা যায়? শক্তি সম্বন্ধে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা না করা, আর অহস্তুে খজা প্রহারে কাহাবও মুণ্ড-চ্ছেদ করা উভয়ই তুলা। রাজপুরুষেরা এ বিষয়ের তত্ত্বা-বধারণার্থ কতিপয় কমিশনের নিয়োগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও বিফল হইল। কমিশনবেরা স্বকীয় পদ গ্রহণ করিয়া কেবল সর্বসাধারণেব হাস্যাম্পদ হইয়াছেন। গ-তাহুশোচনা কবা বৃথা। এক্ষণে রাজপুরুষদিগের এ বি-ষয়ে সম্যক্ রূপ মনোযোগী হইয়া প্রতি বর্ষে সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ লোকেব ক্লেশ ঘটনা নিবারণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

কেবল আত্ম-শরীর বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে, ভূম-গুল যে প্রকার দুঃসহ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে তদনুরূপ অন্য প্রকার দুঃখ-রাশির কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে, পবন সুখোদ্দেশ্যে উদাহ-ক্রিয়াও অশেষ যাতনার মূল হইয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত-মতাবলম্বী জ্ঞীপুরু-ষের পাণিগ্রহণ হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। মানসিক ভাব ও বুদ্ধি চালনা বিষয়ে কিকিৎ বৈলক্ষণ্য থাকিতে, কত কত দম্পতী মহা অনুরূপে কাল যাপন করিয়া থাকেন। উভয়ের মানসিক বৈলক্ষণ্যই

অনেকা ঘটনার এক মাত্র কারণ। যদিও প্রথম উদ্যমে তাঁ-
হাদের প্রাণ সঞ্চাব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা
অধিক কাল স্থায়ী হয় না। পবন সুন্দরী তার্যার কুসুম
সদৃশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয়,
এবং পূর্বে যে অপ্রাণরূপ অগ্নি-কণা মোহরূপ নিবিড়
আবরণে আবৃত ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে প্রকলিত হইতে
থাকে।

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাস-
ঘাতক হয়, আর স্ত্রী যদি-সদাচারিণী, সত্যবাদিনী ও
অতিশয় ধর্মভীতা হন, তবে নিজ পতিকেকে পুনঃ পুনঃ
অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া তিনি সর্বদাই ক্লেশা-
হৃতব ও মানি প্রকাশ কবেন। যে স্থলে স্বামী যদুচ্ছা-
লাভে সন্তুষ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসাবযাত্রা নির্বাহ
করিতে পারিলেই আপনাকে সুখী ও চরিতার্থ বোধ
কবেন, আর তাঁহার চির-সহচরী ভোগাভিলাষিণী পত্নী
পরম শোভাকর বেশ তুষা ও বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশ-
ার্থেই সন্তত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে বেক্রপ অসুখ সঞ্চা-
রের সম্ভাবনা, তাহা অনেকানেক স্বামীই প্রত্যক্ষ অহুতব
করিয়া থাকেন। ফলতঃ বিদ্যাবান্, উদার-স্বভাব, মহা-
শয় পুরুষের সহিত কোন বিদ্যাহীন, কলহ-প্রিয়,
ক্ষুদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওয়া অশেষ ক্লেশের বিষয়।
ইহার উদাহরণ সংগ্রহার্থে আর অধিক আয়াসের প্রয়ো-

জান নাই, এ দেশের অনেক বিদ্যার্থী ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিশিষ্টরূপ চূড়ান্ত-স্থল। বিদ্যাবান্ পতি মানব, জন্মেব সার্থক্য-সাধক জ্ঞান-বসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়েব প্রসঙ্গেই পবন পবিতোষ প্রাপ্ত হন, ইহাতে মূর্খ স্ত্রীর সহ-বাসে কোন ক্রমেই তাঁহার মনস্তৃষ্টি জন্মে না, এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন মতি দেখিয়া কখনই সন্তোষ প্রকাশ কবেন না। স্বামী যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন, তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্টা পত্নী তাহাই অবশ্য-কর্তব্যরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম বিষয়ে উভয়েব অভিশয় অনৈক্য বশতঃ একেব অতি প্রজ্জ্বল পরম পূজনীয় পদার্থও অন্যেব উপেক্ষা ও অনাদবেব আত্মপদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এতদেশীয় বিদ্যাবান্ যুবক মণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও চুস্প্রবৃত্তিবও কাবণ হইবাছে।

এইরূপে, সর্ব বিষয়ে একীভূত হওয়া বাহাদের পণ, কোন বিষয়েই তাহাদেব ঐক্য থাকে না।—তাহাদের অন্তঃকরণ পরস্পর যত অন্তর, ভুল ও অন্তবীক্ষণ তত অন্তর নহে। কোন অপরিচিত ব্যক্তির—কোন অজ্ঞাত-কুল-শীল মহুষ্যের—কোন বিদেশীয় লোকেরও সহিত যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করা যায়, বাহার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ—একান্ত স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহার নিকটে সে সকল কথা প্রসঙ্গও করিবার সম্ভাবনা নাই! কি আক্ষেপের

বিষয়। যৎসামান্য সাংসারিক কথা এবং কোন ইতর সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিবেকে তৎসম্মিধানে আর কোন বিষয়ই উত্থাপন করিবার উপায় নাই! বিদ্যার প্রসঙ্গ, ধর্মের বখার্ব তত্ত্ব, সংসারের সুখ-জনক কোন স্মৃতি প্রথা সংস্থাপন ইত্যাদি হৃদয়-তাণ্ডাবেব অমূল্য রত্ন সকল তাহার নিকটে প্রকাশ করা যায় না। ইহাতে, এমন যে সুলভ-সুখ সংসার ধাম, তাহাও বিবাদ কপ বিষম-বিষ-দূষিত হইয়া সর্বদাই দুঃখ কপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।

এই কাবণে স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যিক, তাহা বলা যায় না, তৎপক্ষে যে শত শত যুক্তি আছে, তন্মধ্যে ইহাকেও এক অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএব, এ বিষয়ে পিতা মাতার উপর কি গুরুতর ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কর্তব্য। যাঁহারা কন্যা ও পাত্রের শুভাশুভ চরিত্র বিবেচনা না করিয়া সন্তানের বিবাহ দেন, তাঁহারা পদে পদে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তন্ম্বারা সংসার রূপ অপার সাগরের দুঃখ-প্রবাহ প্রবল করিতেছেন, এবং আপনারাও সন্তানের দুঃখে দুঃখী হইয়া সে অপরাধের প্রতিকল স্বরূপ অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা পুত্র কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় কালে পণ্যপণের আন্দোলন করেন, কোলীন্যমর্যাদা রক্ষার উপায় চিন্তা করেন, আর আর

১৫২ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল

সকল বিষয়েরই বিবেচনা করুন, কেবল যাহা পিতা মাতার নিতান্ত কর্তব্য তাহাতেই মনোযোগী হন না। তাঁহারা ইহা জ্ঞাত নহেন, যে পুত্র ও কন্যা উভয়কেই শিক্ষা দেওয়া ও তাহাদের যেকোন স্বভাব তরুণযুক্ত কন্যা ও পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতা মাতার অবশ্য-পরিশোধ্য ঋণ স্বরূপ। তাহা নিঃশেষে পরিশোধ না করিলে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর সমীপে সাপরাধ থাকিতে হয়।

সবিশেষ অহুসঙ্কান দ্বারা এবং হস্তত্ববিবেক বিদ্যার মতামুসারে মন্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণ দ্বারা লোকেয় শুভাশুভ চিহ্ন অবগত হওয়া যাইতে পারে।

এ প্রস্তাবের মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কীয় কোন বিষয় কেবল উদাহরণ স্বরূপে ও প্রসঙ্গ ক্রমে অবতীর্ণ করিতে হয়, অতএব, আর বাহুল্য করা কর্তব্য নহে। ফলতঃ কাহার নিকটে ক্রন্দন করি? কে বা আমাদের আর্জনাৎ প্রবণ করে? চৈতন্য-শূন্য বৃক্ষ বা নির্জীব পর্বত সন্নিধানে রোদন করিলে কি হইবে? জন্মান্তরের নিকটে পবন মনোহর চিত্র-ফলক উপস্থিত করিলে কি ফলোদয় হইবে? কত কালে আমাদের দেশস্থ লোক এ সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।

অবৈধ পানিগ্রহণের ফল কেবল দম্পতীর দুঃখ ভোগ দ্বায়ে পর্যাপ্ত হয় না, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলও তদুপরি দ্বিস্তর নির্ভর করে।

ইহা এক প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, যে পিতা মাতার শরীর সুস্থ ও সবল হইলে সন্তানও তদনুরূপ সুস্থ ও সবল শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্বিপরীত হইলে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয়। সকলেই অবগত আছেন, শ্বাস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, বাত, উদবাসয় প্রভৃতি নানা বোগ কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হইলে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে, এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, কোন কোন পরিবারে অন্ধতা, রোগ ও অন্ধ বৃদ্ধিও পুত্র পৌত্র দৌহিতাদিক্রমে অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে। এই বাঙ্গলা দেশের অনেকানেক ব্যক্তির হস্ত পাদে অধিকারুলি ও লিঙ্গা-
 দুলি হওয়াতে, তাহাদিগের সন্তান-পবম্পরারও সেইরূপ অন্ধ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। অতএব, সন্তানেরা পিতা মা-
 তার বিষয় সহকারে তাহাদের শারীরিক বোগেবও অধি-
 কারী হয়। ফলতঃ তাহারা বোগাক্রান্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ না
 হউক, পিতা মাতার একরূপ বোগার্হ দুর্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত
 হয়, যে শারীরিক নিয়মেব অত্যন্ত ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া
 জন্মে। কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তির পুরুষানুক্রমে
 দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। টামস্পার্ নামে
 এক ব্যক্তি ১৫২ বৎসব বয়সে প্রাণ পবিত্যাগ কবে। তা-
 হার এক পুত্র ১০৯, এক পৌত্র ১১৩, এবং এক প্রপৌত্র
 ১২৪ বৎসব জীবিত ছিল। স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী গ্লাসগো
 নগরের এক স্ত্রী ১৩০ বৎসব বয়ঃক্রমেও সুস্থ শরীরে কাল

যাপন করিতেছিল। তাহার পিতা ১২০ এবং পিতামহ ১২৯ বৎসরে পবলোক প্রাপ্ত হয়।

শরীরের অপবাণের অঙ্গেব ন্যায় কপালস্থ মস্তিষ্কবাণি এবং তদনুসারে মনোবৃত্তি সমুদায়ও পুরুষানুক্রমে এক রূপ হইয়া আইসে। এইরূপে, জনক জননীৰ জ্ঞান-জ্যোতিঃ স্বকীয় সম্ভানে অবতাসিত হয়, এবং এইরূপেই তদীয় পুণ্য-বল সম্ভানেতে প্রকাশ পায়। যদি পিতা মাতা উভয়েই অতি দুঃশীল ও বুদ্ধি অংশে অত্যন্ত হীন হন, তবে তাহাদের সম্ভানদিগকে কখনই পবম ধার্মিক ও বিশিষ্টকপ বুদ্ধিমান হইতে দেখা যায় না। 'কোন কোন পরিবারের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিকেই চোর্যা-ক্রিয়া, প্রতারণা, মিথ্যা কথন, মদমত্ততা, আত্মহত্যা বা অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হইতে দেখা যায়। ডাক্তর গাল্ সাহেব আত্মহত্যার বিষয়ে এক আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পাবিস্-নগর-নিবাসী এক বণিক্ সাত পুত্র ও তাহাদের ভবণ পোষণোপযোগী বিষয় বাখিয়া প্রাণে পরিত্যাগ করেন। তাহাদের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, শরীর সুস্থ ছিল, কোন উদ্বেগের বিষয় ছিল না।' কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে কেমন দুর্দান্ত দুষ্পুৰ্ব্বত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সকলেই এক এক করিয়া আত্মঘাতী হইল। ও, স, ফৌলব্ সাহেব লিখিয়াছেন, শত বর্ষের অধিক হইল, এক ব্যক্তির কাম রিপু অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন তাহার বয়ঃ-

ক্রম ২৫ বৎসর তখন চাবি স্ত্রী থাকিতেও সে এক গৃহস্থের স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া আনে। এক্ষণে তাহার বংশোদ্ভব এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি লাম্পটা কর্ণে বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন, এবং বহু দিন পর্যন্ত আপনার কাম বিপুলে চৰিতার্থ করিবার নিমিত্ত বডকগুলি অর্থাৎ স্ত্রীকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। তাহার ভগিনীদিগেরও বিবাহ না হইতেই সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা সকলেই যে অত্যন্ত কাম-পৰায়ণ তাহার, যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার এক ভাগিনেয়ী চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইতেই এক জীবজ সন্তান প্রসব করে। এই বংশের পুরুষদিগের মধ্যে সকলে এবং স্ত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশেই ইচ্ছিয়-পৰায়ণ। ফলতঃ, পিতৃ-গত মাতৃ-গত গুণ যে সন্তানে বর্তে তাহার দুই এক প্রমাণ কি? শরীরের অঙ্গ সৌষ্ঠব, অঙ্গ বৈলক্ষণ্য, বল, পুষ্টি, দীর্ঘতা, তৃপ্ততা, ক্রোধতা প্রভৃতিব ন্যায় মনেরও সকল প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি যে পুরুষাত্মক্ৰমে এক রূপ হইয়া আইসে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেশেই দৃষ্টি করা যায়। এমন কি, এই অখণ্ডনীয় নিয়ম বশতঃ জাতি বিশেষের বিশেষ গুণ বা দোষ উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালিদের অনৈক্য ও ভীক স্বভাব, শিখদিগের বীর্য ও সাহস, ইংরেজদিগের চরিত্র অক্ষয়নস্পৃহা, কাহিনদের

বুদ্ধি-হীনতা ইত্যাকার এক এক জাতিব এক এক প্রকার স্বভাব কাহার না বিদিত আছে? মনুষ্যদিগের স্বজাতীয় স্বভাব প্রাপ্তি বিষয়ে সংশয় করা দূরে থাকুক, তাহা এ প্রকার স্থায়ী যে পরিবর্তিত হওয়া সুকঠিন। সকল জাতীয় লোকের পুরাবৃত্তই এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশেষতঃ, যিহুদিরা ইহাব যেমন দৃঢ়োক্ত-স্থল, এমন আর দ্বিতীয় নাই। তাহাবা বহু কালাবধি ভূমণ্ডলের নানা ভাগে বাস করিতেছে, কিন্তু সর্ব স্থানেই তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও তাব ভক্তি এক প্রকার দেখা যায়। তিন শত বৎসর ও তিন সহস্র বৎসর পূর্বকাল যিহুদিদিগের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত এক্ষণকার যিহুদিদিগের মুখশ্রীব কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্বের এক মিশর দেশীয় রাজার সমাধি-স্থানে তাহাদের যেরূপ চিত্রময় প্রতিরূপ ছিল, তাহা দেখিয়া ডাক্তর এডওয়ার্ড সাহেব কহিয়াছিলেন, “কল্যা আমি লণ্ডন নগরে যে সকল যিহুদিকে দৃষ্টি করিয়াছি, বোধ হইল, এক্ষণে তাহাদেরই প্রতিরূপ দর্শন করিতেছি।” তাহাদের শরীরেব ন্যায় মনের ভাবও সর্ব কালে ও সর্ব স্থানে এক রূপ হইয়া আসিতেছে। তাহাদিগের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে অতি পূর্বকালীন যিহুদিদিগের অর্জুনলুহা ও জুগোপিষা বৃন্তি অভ্যস্ত-প্রবল

ছিল, এক্ষণেও যে তাহাদিগের এই দুই বৃত্তি অতি বল-
বতী তাহা প্রসিদ্ধই আছে। তাহারা কি ইউরোপ, কি
আসিয়া, কি আমেরিকা যে খণ্ডে যে স্থানে বাস করুক,
অর্থোপার্জনকেই প্রধান পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া যাবজ্জী-
বন তদনুযায়ী কার্যো প্রবৃত্ত থাকে। যদি জনক জননী
পৈতৃক বা স্বোপার্জিত সম্পত্তির ন্যায় তাহাদের শারী-
রিক ও মানসিক গুণাগুণও সম্ভানে না বর্জিত, তবে এক
এক দেশের সর্ব সাধারণ লোকের এক এক প্রকার প্রকৃতি
হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হইত না। বহুতঃ, লোকের
স্বভাব বাস্তব ভূমি-গুণ এবং সম্ভানোৎপাদনের নিয়মের
উপর সম্যক্ নির্ভর করে। আমাদিগের পূর্ব পুরুষেরা
ঐক্য-শূন্য ভীক-স্বভাব ছিলেন, আমা-বাও তদনুকূপ বা
তদপেক্ষায় অপকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং আমা-
দিগের সম্ভানেবাও আমাদের স্বভাব ও চরিত্রের উত্ত-
রাধিকারী হইবে। যাবৎ পবনেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম
সমুদায় অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালন দ্বারা এ বিষয়ের
প্রতীকার চেষ্টা না করা যাইবে, তাবৎ আমাদের এ
স্বভাব এবং এইকপ অন্যান্য ভূরি ভূবি বৃহৎস্বভাব নি-
র্দূল হইবাব সম্ভাবনা নাই।

পিতা মাতার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ দোষ যে সম্ভানে বর্ত্তে
তাহার সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতে একপ স্থির করা উচিত
নহে, যে সম্ভান অবাধে জনক জননী উভয়েরই মিলিত

প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের দোষ ভাগ ও গুণ ভাগের অধিকারী হয়। ফলতঃ ইহাই প্রামাণিক বোধ হয়, যে পিতা মাতার বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক গুণ এবং অপত্যোৎপাদন কালে তাঁহাদের যে সকল মনোবৃত্তি অধিক প্রবল থাকে, তাহাই অধিকার কবিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই নিয়মেব শেষোক্ত সংস্থাপন পক্ষে ৩।৪ টি বিশেষ বিবেচনা করা কর্তব্য।

প্রথমতঃ।—কাৰণ বিশেষ দ্বারা শারীরিক প্রকৃতির অনাথ্যতা ঘটিলে, তাহাও সন্তানেতে বর্ত্তিতে পারে। পিতা মাতার হস্ত পাদে অধিকাজুলি ও লিঙ্গাজুলি হইলে, সন্তানও যে তদনুকূপ অধিকাজ ও বিকলাজ হয়, ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কোন ব্যক্তির প্রথম পুত্র বধাবৎ ধীর ও সুস্থমনা হইয়াছিল, তদনন্তর অশু-পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া তিনি শিরোদেশে আহত ও বিচলিত-চিত্ত হন, তদবস্থায় তাঁহার যে দুই সন্তান জন্মে, দুটিই জড় হয়, অবশেষে চিকিৎসা দ্বারা প্রতীকার হইলে তাঁহার আর দুই সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদের কাহারও চিত্ত-বৈকল্য ও বুদ্ধি-জংশ হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—অভ্যাস বশতঃ মেঘ, অশ্ব, কুকুরাদির ভেদজন গমন মৃগয়াদি বিষয়ে প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যবহারের অনাথ্য হইলে, তাহাদের শাবকেরাও তত্তৎ বিষয়ে স্ব স্ব পিতা মাতার অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। তদনুসারে ইহাও

সম্ভাবিত বোধ হয়, যে মনুষ্যোবাও পিতা মাতার অন্ত্যাস-
কৃত গুণাগুণ প্রাপ্ত হইতে পাবেন ।

তৃতীয়তঃ ।—স্ট্রীলোকেরা যৎকালে সসত্তা থাকে, তা-
হাদের তৎকালীন আনন্দিক ভাবানুসারে সন্তানের স্তম্ভ-
শুভ প্রকৃতির উৎপত্তি হয় । বহুতঃ, যখন জরায়ু শয্যায়
থাকিয়া জীবের অবয়ব সংস্থান হইতে থাকে, তৎকালে
মাতার মনোমধ্যে কোন প্রগাঢ় ভাবের উদয় হইলে,
তদ্বারা সন্তানের স্বভাবেরও কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হইবার
সম্ভাবনা । স্কটলও দেশীয় এক চর্ম্মকারের পত্নী সসত্তা-
বস্থায় আপন আলয়ে এক জডকে দেখিয়া অতিশয়
চমকিত হইয়াছিলেন, তিনি কহিতেন “ এই জড়ের মূর্ত্তি
আমার এ প্রকার প্রগাঢ়রূপ হৃদয়ঙ্গম হইল, যে আমি
তাহাকে বিম্বৃত হইয়া অনামনস্কা হইতে পারিলাম না ।,,
পরে সেই গর্ভে তাঁহার যে সন্তান জন্মিল, সেও জড
হইল ।

. তদ্বিত্ত ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে, যে পবিবার মধ্যে দ্বৈবাৎ
এক জন মূক ও বধির হইলে, তৎপরে অন্য অন্য যাহারা
জন্মে, তাহারাও সেইরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয় । কিছু কাল
পূর্বে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা বিদিত হইয়াছিল, যে
তৎকালে আয়ারলওঁদীপে অনেকানেক পবিবারে দুই,
তিন, বা চারি করিয়া মূক ও বধির ছিল । কোন কোন
পরিবারে একরূপ বিকলেন্দ্রিয় পাঁচ, সাত, ও দশ জনও

ছিল, এবং এক যুদ্ধ-ব্যবসায়ী দরিদ্র ব্যক্তির বংশে উপযুগি-পরি মুক ও বধির দশ সন্তান জন্মে। তদ্ব্যতীত, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড প্রভৃতি অপবাধের অনেক দেশে এইরূপ বিষম বহুশা-জনক ভূবি ভূবি ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

স্কটলণ্ড দেশে অন্ধের বিষয়েও এই প্রকার সংস্কার স্থল উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার কোন ব্যক্তির ছয় সন্তান জন্মে, এই পুত্র, চারি কন্যা। পিতা মাতার নেত্র বোণ মাত্র ছিল না, এবং পুত্র দুইটিও চক্ষুস্থান হইয়াছিল, কিন্তু কন্যা গুলি সমুদায়ই অন্ধ হয়। এক পরিবারস্থ চারি সন্তানের তিনটি একরূপ চক্ষু-পীড়ায় পীড়িত হয়।

গ্রন্থকর্ত্তাবা এই প্রকার ভূবি ভূবি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, এবং যদিও তদনুসারে এই অনুভব করেন, যে গুরুিণী স্ত্রী অন্ধ বধিবাদি দৃষ্টি করিলে, তদ্বারা তাঁহার মানসিক ভাব বিশেষের প্রগাঢ়তা হইয়া সেই বারের সন্তানও তদনুরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয়, কিন্তু বোধ হয়, এ বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত কবির সময অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। তবে স্ত্রী লোকের অন্তঃসত্ত্বা কালীন শরীর ও মনঃ সম্বন্ধীয় অবস্থানুসারে সন্তানের প্রকৃতির ইতর বিশেষ হওয়া অবশ্যই সম্ভবে। অভাব, এ দেশীয় লোকেরা যে সগর্ভা স্ত্রীদিগের আতঙ্ক প্রাপ্তি ও অন্য অন্য বিষয় ঘটিবার আশঙ্কায় তাহাদিগকে কোন স্থানে এবং বিশেষতঃ বঙ্গুর ভূমিতে একাকী গমন করিতে দেন না, এ ব্যবহার প্রামাণিক ও প্রশংসনীয় বটে।

চতুর্থতঃ ।—সন্তান পিতা মাতার শরীরিক ও মানসিক নৈমিত্তিক গুণ সমুদায়ও প্রাপ্ত হয়। অপভোংপাদন কালে পিতা মাতার এবং বিশেষতঃ মাতার শরীর ও মনের যাদুশ তাবৎ থাকে, সন্তানের স্বভাবও কিয়দংশে তদনুরূপ হয়। ইহা কাহার অবিদিত আছে, যে পাঁচ সহোদরের মধ্যে কেহ নম্র, কেহ উগ্র, কেহ লোভী, কেহ ভোগাসক্ত, কেহ বা পবন ধার্মিক শাস্ত-স্বভাব হয়। বিশেষায়ুসজ্ঞান কবিতা দেখিলে প্রতীতি হয়, যে সন্তানোৎপত্তি কালে পিতা মাতার মানসিক অবস্থা বিশেষই সন্তানদিগের একপ্ৰকৃতি-ভেদের প্রধান কারণ। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে অনেকানেক ব্যক্তি মদিরিকা পানে আসক্ত থাকিয়া যত গুলি কন্যা পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন, সকলেই পানাসক্ত, এবং সেই দুর্জয় দুষ্পুত্র পবিত্রাগ করিলে পরে তাঁহাদের যত সন্তান জন্মিয়াছে, সকলেই এ বিষয়ে নিতান্ত নিষ্পৃহ। কলিকাতার কোন কোন পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিই যে মদ্যপায়ী হয়, ঐশ্বর্য্য দোষ ও কুদৃষ্টান্ত উভয়ই তাহার প্রধান কারণ। ফরাসি দেশস্থ ভূবন-বিখ্যাত মহাবীর বোনাপার্টির পিতা ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে ভার্য্যাপরিগ্রহ করেন। ঐ পরম সুন্দরী রমণীও বিলক্ষণ বীর্য্যবতী ছিলেন, স্বামীর সহিত ঐ সকল উৎপাত ও কলহ-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, এবং এ প্রকার প্রবাদ আছে, যে তাঁহার

অতুল-কীর্ত্তিমান্ পুত্র এসবের অভাব কাল পূর্বেও অ-
স্বারোহণ করিয়া স্বামীর সমতিবাহাবে যুদ্ধ-যাত্রায়
গিয়াছিলেন। তৎকাল-জাত মহাবল পরাক্রান্ত বোনা-
পাটির অধিতীয় শূরত্ব ভূমণ্ডলের সর্বাংশে বিশিষ্টরূপে
বিখ্যাত আছে। কবানিশ দেশের সুপ্রসিদ্ধ ভয়ানক
রাজবিল্লবের অভাব কাল পরে দুর্বল, ক্ষুদ্র-স্বভাব ও
অব্যবস্থিত-চিত্ত অনেকানেক ব্যক্তির জন্ম হয় ; ফোঁধ ও
উৎসাহ-জনক কোন সামান্য ব্যাপার উপস্থিত হইলেই,
তাহারা এক কালে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। এইরূপ, সন্তান
উৎপাদন কালে বাঁহার যে বিষয়ে অমুবাগ, উৎসাহ ও
চর্চা থাকে, তাঁহার সন্তানেরা যে তদ্বিষয়ে রত ও কৃত-
কর্ম্ম হয়, ইহাও ভূবি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গি-
য়াছে।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ
হইতেছে, যে পিতা মাতার প্রাকৃতিক ও উপাচ্ছিত
গুণের উপর সন্তানের গুণাগুণ ও মঙ্গলামঙ্গল বিস্তর
নির্ভর করে। ইহা কি পরম মঙ্গলকর মনোহর নিয়ম !
ইহা দ্বারা ভূমণ্ডলের সুখ সৌভাগ্য সমুন্নতির কত আশা
ও কত সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই নিয়মের অমুবর্ত্তী হইয়া,
শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিলে মান-
ববর্গের ক্রমাগতই ত্রীবৃদ্ধি হইবেক। পুরুষে পুরুষে জ্ঞান,
শক্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দতার আধিক্যই হইতে থাকিবে।

কিন্তু কর্তব্যবোধ শতাংশের একাংশও কে অনুষ্ঠান করে ? মনুষ্যেরা গো, অশ্ব, মেবাদি পশুগণের উৎকর্ষ সাধনার্থে ষাট্শ যত্ন ও কৌশল কবিতা থাকেন, আপনার কুলোন্নতি নিমিত্তে তদনুকূপ *কিছুই কবেন না। পালিত পশুর কুলোৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, পশুপালকেরা কখন তাহাকে হীন জাতি সমাগম করিতে দেয় না, এবং কুষা-
ণেরাও কখন সাধ্য পক্ষে স্বীয় ক্ষেত্রে অপকৃষ্ট বীজ বপন করে না। কিন্তু মনুষ্য সর্ব বিষয়ে এইরূপ স্বার্থপর হইয়াও কেবল অজ্ঞান-দোষে স্বজাতির উত্তমতা সম্পাদনে তৎপর নহেন।

উদাহ-ক্রিয়া। যে কি পর্য্যন্ত শুকতর বাপার তাহা কেহ বিবেচনা করেন না। এই এক কার্যের উপর প্রায় ৫। ৬ ভাবী জীবের মরণ, জীবন, রোগ, আরোগ্য, সুখ, অসুখ সমাক্রমে নির্ভর করে। ইহা অতি শুভ কর্ম বটে, কিন্তু বাহাতে পরিণামে অন্ততজনক না হয়, —পুত্র-পীড়ক, সুস্তান-ঘাতক, ও ভ্রূণঘাতী না হইতে হয় এ বিবেচনা করিয়া কয় ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে ? সহস্র সহস্র ব্যক্তি অযোগ্য কন্যা পাত্রের সহিত পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া এককালে অবংশ ও দৌহিত্র বংশের সুখ সৌভাগ্য, জলাঞ্জলি দিতেছেন, বা তাহার উচ্ছেদ-দশা সাধনের অমোঘ সুত্র সঞ্চার করিতেছেন। এখনও সচেতন হওয়া উচিত, *এবং উদাহ বিষয়ক ঐশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে

শিক্ষা করিয়া সমাক্রমে পালন করা কর্তব্য। বিশেষতঃ পশ্চাৎলিখিত নিয়মত্রয় সবিশেষ মনোযোগ পূর্বক পালন করা আবশ্যিক, এবং ইহা নিশ্চিত জানা উচিত, যে যত দিন আমাদের উদ্বিগ্নে ক্রটি থাকিবে, তত দিন পরমেশ্বর সম্মিথানে সাপরাধ থাকিবা অশেষ যত্নে ভোগ করিতে হইবে।

১—ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অল্প বয়সে ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা উচিত নহে, এবং যক্ষ্মা, শ্বাস, বাত, কুষ্ঠ, উন্মাদ ইত্যাদি উৎকট বোগ-গ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তি-দ্বিগের কখনই পাণিগ্রহণ করা কর্তব্য নয়। প্রাচীন হিন্দুরা এ বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না*। তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষাকৃত বিচক্ষণ ছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত বিহিত বিধানে উদ্ভাহ সংস্কার সমাধান পূর্বক পরমেশ্বরের প্রসাদ-ভাজন হইয়া স্বজাতিব জীবৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়া অল্প কাল সাপন করিতেন। আমরা তদ্বিপৰীত ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফল ভোগ করিতেছি।

জন্মে নি দেশে উদ্ভাহ বিষয়ে এক উত্তম নিয়ম প্রচলিত আছে। তথায় পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর

* মনু সাংহিতায় আছে ক্ষয়, আময়, অপস্মার, শ্বিত, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদ্বিগের বংশে এবং অধিকাঙ্গী, রোগিনী, অতিলোম্বিকা প্রভৃতি দোষাধিত কন্যাকে বিবাহ করিবেন না।

বয়ঃক্রম না হইলে পানিগ্রহণে অধিকার হয় না, এবং যিনি বিবাহ করিবাব মানস করেন, তাঁহার স্ত্রীপরিবার প্রতিপালনের সামর্থ্য ও আশা ভরসা আছে কি না, শাস্তিরক্ষক ও ধর্ম্মবীজকের নিকট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। এই নিয়ম যে তত্রতা লোকের শ্রীবৃদ্ধির এক প্রধান কাবণ তাহার সন্দেহ নাই।

২—স্বকুল-সঙ্গিহীন কোন বংশের কন্যা গ্রহণকরাও কর্তব্য নহে। যেকপ এক ভূমিতে পুনঃ পুনঃ একরূপ শস্য বপন করিলে স্ফুটানরূপ শস্যোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ সমকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগের পবস্পর পানিগ্রহণ হইলে, সে কুলে অত্যন্ত দোষ স্পর্শে। উদীয়ন্তান সকল সর্বাংশে অশক্ত ও নির্বীৰ্য্য হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তৎবংশের লোপাপত্তি হইবার উপক্রম হয়। স্পেন রাজ্যের রাজ-বংশীয় অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভাতৃক্ষন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন, এবং এই গুরুতর দ্রোষে তত্রতা ও পোষ্টগুণি খনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেক জডেবও উৎপত্তি হইয়াছে। ইংবেজদিগেরও এই প্রকার নিকট-সম্পর্কীয় কন্যার পানিগ্রহণ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু আমাদের পবম সৌভাগ্য, যে স্মৃতিশাস্ত্র-প্রয়োজক মহামুতাব পণ্ডিতগণ এই অতুল মঙ্গলদায়ক ঐশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন, এবং অদ্যাপি আমরা তাঁহাদের সুধাবহ ব্যবস্থামুসারে এই উদ্ধাহ বিষ-

যক নিয়ম প্রতিপালনে নিয়োজিত হইতেছি * । তাঁহাদের নিয়মামুসারে অদ্যাপি এই লোক-প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে পিতা মাতার সগোত্রা ও সপিণ্ডা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, কখনই বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না । কিন্তু মনুষ্য কখন যথা বিধানে স্বকর্তব্য সম্পন্ন করিতে ও ভাঙ্কারা পরমেশ্বর সমীপে নিরপবাধ থাকিতে পাবেন না । ইহা প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে এমনত প্রবল শাসন সত্ত্বেও হাঙ্গলা দেশীয় কোন কোন ব্যক্তি এই কলাণ-কর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া স্বকুলেব লোপাপত্তি সম্ভাবনা উপস্থিত করিয়াছেন ।

৩—কিন্তু আর আর সমুদায় নিয়ম পালন করিলেও, যদি কোন দেশে বিজাতীয় জীব পাণিগ্রহণ করা নিতান্ত ব্যবহার-বিরুদ্ধ হয়, তবে তদ্রূপ লোকের বিশিষ্ট রূপ বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে, কারণ তাহাদের যে সমুদায় মূলীভূত প্রাকৃত দোষ থাকে, তাহা আর কোন ক্রমেই দূরীভূত হয় না । কোন জাতির কোন অংশে বৈলক্ষণ্য থাকিলে, তদ্বৎ অংশে সুলক্ষণ-সম্পন্ন অন্য জাতির সহিত উদাহ সূত্রে সংযুক্ত না হইলে, তাহা নিরাকৃত হইতে পারে না । এইরূপ বৈজাত্য বিবাহের প্রথা না থাকায় আমাদের যে পর্য্যন্ত অনিষ্ট ঘটতেছে, তাহা বলিবার

* মনু ৩ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক ।

নহে। যত অকলাণের বীজ আমাদের মানস-ক্ষেত্রে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং অনান্য নানা কারণ সহকায়ে আমাদের ক্রমাগতই নির্বীৰ্য্য ও নিস্তেজ করিতেছে, তাহা নিঃশেষে নিষ্কাশিত হইবার আব দ্বিতীয় পথ নাই। কিন্তু ভিন্ন দেশীয় লোকের সহিত আমাদের উদ্ধাহ-সম্পর্ক থাকা দূরে থাকুক, স্বদেশীয় সবল বংশ সকলের বিবাহ কবিবাবও বিধি নাই। প্রথমে বর্ণ-ভেদ রূপ বিব-বৃক্ষে এই গবলময় ফল উৎপন্ন হয়, পবে পর-স্পর্গত কোলোনা-প্রথা তাহাকে আবও দূষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রতিবন্ধক নিবাকরণ করা সর্বোত্তম আ-বশ্যক। ইহা হইলেও অনেক উপকার দর্শে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পবম্পর বিবাহের রীতি না থাকাতো, যে বর্ণের যে প্রকৃতি-সিদ্ধ দোষ আছে, তাহা কোন ক্রমেই নিরাকৃত হইতেছে না। কিন্তু এ দেশে ভিন্ন জাতীয় স্ত্রী পণ-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত না হইলে আমাদের বিশিষ্টরূপ বংশায়তি হওয়া সম্ভাবিত নহে। হিন্দুস্থানিগের সহিত উদ্ধাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলে, অবশ্যই আমাদের বল ও সাহস বৃদ্ধি হয়। শিখদিগের কন্যা গ্রহণ করিতে পাইলে আমাদের কি উপকার না দর্শে? আমাদের প্রখর বুদ্ধির সহিত তাহাদিগের বল ও বীৰ্য্যের সংযোগ হইলে, আমরা এক প্রধান জাতিরূপে গণ্য হইতে পারি। কিন্তু এ সমুদায় কল্পিত কথা নহে, এ সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব পর-

১৬৮ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল

মেশব-প্রতিষ্ঠিত নিয়মামুসারে প্রতিপন্ন। যত দিন আমরা বিশ্বাধিপের বিশ্ব-বাজ্যের এই শুভকর নিয়ম প্রতিপালন পূৰ্ণক এই পরম কল্যাণকর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে না পারিব, তত দিন আমরাইগেব সম্যক্ৰূপে শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে।

পূর্বে ভারতবর্ষে উদাহ্রঁ বিষয়ে এপ্রকাব কঠিন নিয়ম ছিল না। তখন, যদিও বর্ষাস্তবীয় লোকের সহিত আমাদিগের বিবাহের রীতি ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী বিভিন্ন দেশীয় লোকের পবম্পব বিবাহেব প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। ইহাব আর অন্য প্রমাণ কি? বামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি সংস্কৃত শাস্ত্র সমুদায়ই ইহাব সাক্ষী আছে। প্রাচীন সম্প্রদায়ী ব্যক্তিব। এ প্রসঙ্গ প্রবণ করিয়া কহিবেন, যদিও ইহা শাস্ত্রবিকল্প নহে, ব্যবহার-বিকল্প বটে। এ কথাতে যন্ত্রণানল চতুর্গুণ—চতুঃসহস্র গুণ প্রফলিত হইয়া উঠে। স্বদেশ-হিতৈষী দয়াক্রমহাক্ষার। পরপীড়া পরিহারার্থে যত শুভ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, স্বদেশেব অহিতকাবী—আপনার অন্ততকারী—আগ্রহাণ্ডী নির্দার্কণ লোকের। কেবল ব্যবহার ন্যাপদেশ কবিয়া সমুদায় অগ্রাহ করে। স্বদেশের শুভাহুয়োগী ব্যক্তি অপরিবার স্বরূপ দেশস্থ লোকের হীনতা ও দারিদ্র্য দশা দেখিয়া যেরূপ মম্ব-বেদনা প্রাপ্ত হন, তাহারা তাহা কিছুই অমৃতব

করে না। যে দিন অন্নভূমির দারুণ ছরবস্থা মনে হয়, কত অন্ত্রুখেই সে দিন যাপন হয়! এমন দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়! তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কত দুঃসহ যাতনাই দিতে থাকে। সর্ব দেশীয় দয়ালুদিগেরই এই যত্ননা আছে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশের হিতৈষী ব্যক্তির দুঃখের আর পরিসীমা নাই, তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্য-রসের উদয় দ্বারা নয়ন যুগলে অবিরল অশ্রু জল বিগলিত হইতে দেখিলেও অন্য লোকে ভ্রক্ষেপ করে না। তাহাদের পাবাণময় চিন্ত-কিছুতেই আত্ম হয় না! তাহারা কুর্বাণহারু সমীপে দয়া ধর্ম সমুদায় বিসর্জন দিয়াছে। তাহারা ব্যবহার-বিকল্প বলিয়া ঈশ্বরের সাক্ষ্য আজ্ঞাও তুচ্ছ করে। হায়! কুর্বাণহারু রূপ হুতেরা লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আমরা অচল-প্রায়—জীবন-শূন্য-প্রায় হইয়াছি। আমাদের জড়ভূত হইবার উপক্রম হইয়াছে! মনুষ্যের আত্মা—সচেতন পদার্থ যত দূর বিকৃত হইতে পারে, আমাদের বিষয়ে তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। স্বকপোল-কল্পিত কথাচারেব অশ্রুরোধে পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা অপেক্ষা হতজ্ঞান হইবার স্পষ্টতর চিহ্ন আর কি আছে! হে স্বদেশস্থ ব্যক্তি সকল! একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ, কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্বক পক্ষপাত-শূন্য হইয়া বিবেচনা করিলে, এই সকল পরম মঙ্গলকর নিয়ম কখনই যুক্তি-বিরুদ্ধ বোধ হইবে না।

যে রূপ, উচ্চাঙ্গ সংস্কার বিষয়ে কন্যা পাত্রের গুণাগুণ বিচার করা কর্তব্য, সেইরূপ ভূতা মিথ্যাদি অন্যান্য যত লোকেব সহিত সংশ্রব বাধিতে হয়, সকলেরই দোষাদোষ বিবেচনা করা আবশ্যিক।

যাহার অঙ্কনম্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অতি প্রবল, ও ন্যায়পবতা বৃত্তি অতি ক্ষীণ, তাহাকে যদি ভূতাকপে নিযুক্ত করা যায়, তবে সে কখন না কখন আপনার চৌর্য্য স্বভাব নিশ্চয়ই প্রকাশ করে, এবং তখন প্রভুকে আপনার অদূরদর্শিত্ব দোষ বশতঃ অমৃত্যুতে তাপিত হইতে হয়।

এ নিয়মের ভুরি ভুরি উদাহরণ-স্থল সর্বদাই উপস্থিত হয়। অনেকে কথা প্রসঙ্গে ভূতোর চৌর্য্যস্বভাব ও কার্যালয় বিশেষের প্রধান প্রধান কর্মচারীর অনায়াস আচরণের বিষয় উত্থাপন করেন। কর্মচারীদিগের কুব্যবহারে অনেকানেক বণিকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এক জন কর্মচারী বহুধন হরণ করিয়া আমেরিকা খণ্ডে পলায়ন করিতে, লণ্ডন নগরস্থ কোন বহু-সমৃদ্ধিযুক্ত অতি সম্ভ্রান্ত বাণিজ্যাগারের অসম্ভ্রম ও কর্মবদ্ধ হয়। এইরূপ, যে কার্য্য নির্বাহার্থে পৈর্যা, দার্চা, ও স্থির বুদ্ধি আবশ্যিক, কোন অধাবসায়-হীন নির্বোধ ব্যক্তির উপর তাহার ভাব অর্পণ করিলে, সে কখন কোন ক্রমেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। এইরূপ, মিত্র হউক, অন্য স্বজন হউক, ভূতা হউক,

কোন বিষয় বাপাবেব অংশীই বা হটক, অপাত্রে বিন্দাস বিনাস্ত্র ক'বিলে বা তাহাব উপর কোন গুরুতব কম্পের ভাবার্ণ কবিলে, *অনিষ্ট ঘটনা'ব বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তি' ঢোলনা কবিয়া এই সমস্ত সামান্য বিষয়ের অনুসন্ধান কবাও সৰ্ব্বনিযন্তা পবমেম্ববেব নিয়-মাধীন। তত্ত্বাচ্ছেষণ দ্বাৰা ও হস্তত্ববিবেক-বাবসায়ীদিগেব মতে মন্তকেব ভাপ বিশেষেব পৰিমাণ দ্বাৰা এ বিষয় সম্পাদনেব চেষ্টা কবা যাইতে পাৰে।

আঘাত-ব্লেস, শাবীৰিক পীড়া, অবৈধ বিবাহ দ্বাৰা সাংসাবিক দুঃখেব উৎপত্তি, ও ভূতাদি'ব দোষে নানা প্রকাৰ অনিষ্ট ঘটনা এই সমুদায় বিষয়েব বিবৰণ কবিয়া, একণে আব এক ভয়ানক বাপাবেব বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ইহাব নাম শ্রবণ মাত্রেই কলেবব কম্পমান হয়,—ইন্দ্রিয় সকল অবশ হয়,—লোকেব আশা ভরসা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাব নাম মৃত্যু।

• এই গ্রন্থেব অনুক্রমণিকায় প্রতিপন্ন কবা গিয়াছে, যে ভূমণ্ডল মনুষ্যেব নিবাস-ভূমি হইবাব পূৰ্বেও মৃত্যু'ব অধিকা-ভূমি ছিল, এবং তখনও যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিদ এককাল ন্যায় যথাক্রমে বর্জিত ও বিনষ্ট হইত। জগদীশ্বর সৃষ্টি-প্রক্রিয়া'ব সঙ্গে সঙ্গেই সংহাবেব নিয়ম সংস্থাপন কবিয়াছেন। কি কাৰণে এপ্রকাৰ বাবস্থা কবিলেন, তাহা সম্বন্ধ অনুধাবন কবা আমাদেব সাধ্য

নহে। যে পরাৎপর পরম পুরুষ অনন্ত কাল, অনন্ত বিশ্ব ও অনন্ত জীবের মঙ্গলামঙ্গল একেবারেই অবলোকন করিতেছেন, তিনিই তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন এবং জীবের কল্যাণার্থেই তাহার বিধান করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

মৃত্যুঘটনা সমস্ত শারীরিক বস্তুর প্রকৃতি-সিদ্ধি। ইউরোপস্থ প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরা একবাক্য হইয়া স্বীকার করেন, যে মৃত্যুর বীজ শরীর যাত্রেবই অন্তর্ভূত আছে। শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট নিয়মামুসারে কিছু কাল সম্পূর্ণ থাকিয়া পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে ছায়া পাইতে থাকে, এবং পরিণামে নিঃশেষিত হইয়া দেহ-ভঙ্গ সমাধান করে। ফলতঃ, যখন শারীরিক বস্তুর অবস্থানার্থে স্থানের আবশ্যকতা আছে, তখন জন্ম ও বৃদ্ধির বিধান থাকিলে মৃত্যুর নিয়ম না থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধি বোধ হইবে না। সৃষ্টি-কালাবধি যত প্রাণী ও যত উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছে, সমুদায়ই যদি বর্জিত ও পূর্ণাবস্থ হইয়া এ পর্য্যন্ত সজীব থাকিত, তবে ভূমণ্ডলে তাহার সহস্রাংশের একাংশেরও স্থান হইত না।

যদিও আমাদের স্বার্থপরতা ও দুঃখের জিজীবিষা বশতঃ আপাততঃ এ নিয়মকে অতিশয় অন্ততর্কীয়ক বোধ হয়,—মৃত্যুকে আপনার সর্ব-অর্থ-সংহারক বলিয়া জ্ঞান হয়,

এবং যদিও আমাদের বুদ্ধি যোগে ভ্রমের সম্ভাব্য নি-
 র্দ্ধারণ কবিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু এ নিয়ম যে ভ্রমগুলোর
 পরম শোভা বুদ্ধি ও লোক বন্ধার উপযোগী, তাহার
 সন্দেহ নাই। উদ্ভিজ্জ সকল এ নিয়মের অধীন থাকিতে,
 নীরস পুরাতন প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমুদায়ের পরিবর্তে অতিনব
 সুকুমার মনোহর তরু সকল উৎপন্ন হইতেছে, সবস বসন্ত
 সময়ে নব পল্লব ধারণ পূর্বক অপূর্ণ শোভা বিস্তার
 করিতেছে, এবং সুগন্ধ সুবর্ণ বর্ণীয় কুসুম সমুদায় প্রসব
 করিয়া চতুর্দিক আমোদিত করিতেছে। বিশেষতঃ, আমা-
 দের আশ্চর্য্য ও দোষাত্মকতা বৃত্তির সহিত এই সমু-
 দায় বিষয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য বহিষ্কারে, কাবণ পৃথি-
 বীস্থ সমস্ত বস্তুর নাশ-স্বভাব বশতঃ যে সকল অতিনব
 ও শোভাকর ব্যাপারের ঘটনা হয়, সমুদায়ই এই দুই
 পরম সুখাবহ বৃত্তির উপভোগ্য বিষয়। প্রাণী গণের
 পক্ষেও এইকপ। মৃত্যু এই ধবনী কপ বন্ধভূমি হইতে
 অন্ধি-চন্দ্র-সার, জীর্ণ, শ্রীহীন লোকদিগকে এবং গলিতাঙ্গ,
 লোলচর্চ, কদাকাব, কম্পিত-কলেবর, প্রাচীন সম্প্রদায়কে
 ক্রমে ক্রমে নিষ্কাশিত করিতেছে, এবং মনুষ্যের অপভো-
 গ্যাদিকা শক্তি তৎপরিবর্তে হৃৎ পুষ্ট সুন্দর নবতম সক-
 লকে প্রবেশিত করিয়া পৃথিবীর পরম শোভা সাধন করি-
 তেছে। অতএব, নাশ ও ক্লেশ মাত্রই এ নিয়মের উদ্দেশ্য
 নহে, ইহা সুখ-দায়কও বটে।

আমাদের নিবাস-ভূমি পৃথিবী কিছু অসীম নহে, সুতরাং তাহাতে নিরূপিত সংখ্যাতিবিক্ত অধিক প্রাণীর স্থান ও অন্ন প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ, ইতর প্রাণীদিগের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি এত প্রবল, যে নিয়মানুযায়ী দেহ তজ দ্বারা যত জন্তুর মৃত্যু হয়, তম-পেক্ষা ভূবিগুণ প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহাদের এমত বুদ্ধি নাই, যে সেই শক্তিকে সংযম করিয়া রাখিবে। অতএব, জগদীশ্বর কতক গুলি মাংসাশী জন্তুর সৃজন করিয়াছেন, তাহারা উৎসাহ সহকারে অন্যের মাংস ভোজন করিয়া জীব-সংখ্যার আভিশায়া নিবারণ করিতেছে। পতঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক জাতীয় পতঙ্গ অন্য জাতীয় পতঙ্গদিগকে ভক্ষণ করে, এবং ঐ ভক্ষক জাতির অধিক সংখ্যা হইলে অন্য জাতীয় পতঙ্গ তাহাদিগকে আহাব করিয়া থাকে। তৃণাহারী পশুদিগেরও বহু সন্তান জন্মে, তাহাদের অপঘাত মৃত্যু না ঘটিলে সমুদ্রের ডুমণ্ডলেও তাহাদের স্থান হইত না। সুতরাং তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাদায়ক অনাহারমৃত্যু দ্বারা শরীর পরিত্যাগ করিতে হইত, এবং তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া আসিত *। কিন্তু

* কারণ যথেষ্ট অন্ন অভাবে পিতা মাতার শরীর ক্ষীণ হইলে সন্তানেরাও তদনুরূপ দুর্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

মাংসাশী জন্তুর সৃষ্টি হওয়াতে এ সমস্ত অমঙ্গল নিরাস হইয়াছে। তদ্বারা কেবল মাংসাশী জন্তু মাত্রেয় সুখ সাধন হয় না, অন্ন-অপেক্ষা করিয়া জীবের সংখ্যা অধিক না হওয়াতে, তৃণাহারী প্রাণীদিগেরও চুঃখ নিবারিত হয়। পবন মাংসাশী জন্তুদিগের স্বকীয় নিষ্ঠুর স্বভাব প্রচারের সীমা নিরূপিত আছে। তাহারা বহু সংখ্যক হইয়া নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক আপনাদের সংহার-শক্তি চালনার প্রবৃত্ত হইলে, উদ্ভেদেই তাহাদের অন্ন ভ্রাণ এবং তৎফল স্বরূপ অনাহার-মৃত্যু ঘটনা আবদ্ধ হয়, এবং তদ্বারা তাহাদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে স্থান হইয়া ভূমণ্ডলের সর্ব-সামঞ্জস্য-ভাব রক্ষা পায়। কোন জীবের অন-শনে প্রাণ বিয়োগ হয়, ইহা কখনই জীবন-দাতা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে, অতএব তিনি সংসারের সকল নিয়ম দ্বাৰাই তাহার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ইহাও সর্বতোভাবে যুক্তি-সিদ্ধ বলিতে হয়, যে মাংসাশী জন্তুদিগের মৃশংস-শক্তি সঞ্চারের পূর্বে বহু সংখ্যক তৃণাহারী জীব অবশ্যই বিদ্যমান ছিল, কারণ শেবোক্ত জাতীয় বহু জীবের দেহ পাত না হইলে, প্রথমোক্ত জাতীয় একটি জন্তুরও চির জীবন উদর পূর্ত্তি হইতে পারে না। যদি প্রথমে একটি ঘেব ও এক মাত্র ব্যাঘ্র একত্র স্থাপিত হইত, তবে ব্যাঘ্র অবিলম্বেই সেই ঘেবটিকে আহার করিয়া ফেলিত, পরে অম্মাভাবে তাহার আপনাবও প্রাণ বিয়োগ হইত।

১৭৬ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল

অতএব, মৃত্যু-বিধান ভূমণ্ডলের মূলীভূত নিয়ম, এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের যাদৃশ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে মরণ-ধর্মকে এক প্রকার আবশ্যকই বোধ হয়। এই নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহার সহিত সকল বস্তুকে পর্বম্পব সমঞ্জসীভূত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

মৃত্যু-কালে ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাহাও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। নিজের জড় পদার্থ আহত বা ভগ্ন হইলে, তাহার আব স্বতঃ প্রতীকারের উপায় থাকে না। যদি শবাব বা দর্পণ হস্ত হইতে পতিত হইয়া ভগ্ন হয়, তবে তাহা চিরকালই ভগ্নাবস্থায় থাকে, তাহার আর আ-পনা হইতে কখন প্রতীকার হইতে পারে না। কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বভাব সেকপ নহে, তাহাদের ভগ্ন-প্রতীকার ও ক্ষতিপূরণের সুন্দর উপায় আছে। কোন সতেজ বৃক্ষ প্রবল বায়ু-বেগে পতিত হইলে তাহার ভূমিস্থিত সমুদায় মূল তাহার জীবন রক্ষার্থে পূর্কোপেক্ষা অধিক তেজ ধারণ করে। কোন শাখাচ্ছেদ করিলে, তৎস্থানে নব পল্লব সকল উৎপন্ন হয়। কোন জন্তুর জন্মা ভঙ্গ হইলে, সে স্থানের অস্থি ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইয়া যায়। কোন বক্তবহা নাড়ী নষ্ট হইলে, তাহার সমীপবর্ত্তিনী অন্য অন্য নাড়ী পূর্কোপেক্ষায় স্থূলভর হইয়া পূর্কোক্ত নাড়ীর কার্য সমাধা করে। এই প্রকার শরীরের কত কত স্থান আহত ও ক্ষত হইয়া পুনর্বার পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইতেছে। জগদীশ্বর রূপা

করিয়া এই পরম স্তম্ভদায়ক শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং আমরা এই করুণার উপর নির্ভর করিয়া অহিতাচার না কবি এই বিবেচনায় যাবতীয় কার্যিক নিয়ম লঙ্ঘনে চুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। এই হেতু কোন ক্ষত বা আহত অঙ্গ প্রকৃতিস্থ হইবার সময়েই ক্লেশের অভূতব হয়; সেই ক্লেশকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রত্যক্ষ ফল জানিয়া তৎপ্রতিপালনে সম্যক সাবধান থাকা উচিত।

মৃত্যু কালে যে যাতনা হয় তাহাবও কারণ এই। আকস্মিক মৃত্যুর ক্লেশ অত্যন্ত কাল স্থায়ী। প্রথম বয়সে বা প্রৌঢ়াবস্থায় রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক বর্ষে বাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাকেই চুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়, কারণ তৎকালে মৃত্যু ঘটনা হওয়া ঐশ্বরিক বিধানের উদ্দিষ্ট নহে, পুতুত তাহা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেই ফল। কিন্তু প্রথমে যাহার শরীর ত্রুটি ও বলিষ্ঠ থাকে, ও যিনি যাবজ্জীবন শারীরিক নিয়ম সমুদায়ের অনুগামী হইয়া চলেন, তিনি বহুকাল জীবিত থাকিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া অনতিক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাহার অধিক মৃত্যু-যাতনা হয় না। অতএব, যখন মানববর্গ পরম কারুণিক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমুদায় শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া যথা বিধানে পালন করিতে সমর্থ হইবেন, তখন মৃত্যু-যাতনারও লাঘব হইয়া আসিবে।

অশিক্ষিত অল্প-বুদ্ধি লোকেবা বোগ ও মৃত্যু কোন দৈব বিডম্বনা বা পূৰ্ব্ব ছবদৃষ্টিৰ ফল বলিয়া স্বীকাৰ করেন, তাঁহাৰা নিয়মানিয়মেৰ বিষয় কিছুই বিবেচনা করেন না। কিন্তু এক্ষণকাৰ মহামুতাৰ বিদ্যাবান্ ব্যক্তিয়া সকলেই স্বীকাৰ কবেন, যে এই চৰাচৰ অথও ব্রহ্মাণ্ডেৰ কোন কাৰ্য্য নিয়মাতীত নহে,—তাঁহাৰ এক মাত্ৰ অণুও কোন নিয়ম অবলম্বন না কৰিয়া স্থানান্তৰ হয় না। গো-মুখী-নিঃসৃত অতি সূক্ষ্ম বায়ুবিদ্যুও নিৰ্দিষ্ট নিয়মেৰ অতীত নহে, তাঁহা বাষ্পবিদ্যু হইয়া গগণ মণ্ডল আৰোহণ পূৰ্ব্বক বায়ু-বেগে পৰিচালিত হইয়া কোন দূৰদেশীয় সূচাক শসা-ক্ষেত্রে বৰ্ণিত হউক, কি কোন সন্নিহিত তরু-শাখায় শোষিত হইয়া, তাঁহাৰ সুদৃশ্য কুসুম দলেই বা পুনঃ প্রকাশিত হউক, অথবা কোন তৃণাত্ৰ জীব কৰ্ত্তৃক পীত হইয়া তাঁহাৰ পরমাশ্চৰ্য্য দেহ-যন্ত্ৰেৰ বস্ত্ৰ-প্রণালীৰ মধ্যো জমণ কৰুক, ইহাৰ সমুদায় গতি ও সমুদায় ব্যাপাৰ পৰমেশ্বৰ-প্রতিষ্ঠিত অথওনৌৰ নিয়ম ক্ৰমেই ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যথার্থ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অবগত নহে, সে ব্যক্তি সূৰ্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্ৰাদিকে কতকগুলি পৰস্পৰ অসম্বন্ধ পদাৰ্থ মাত্ৰ জ্ঞান কৰে, এবং তৎসম্বন্ধীয় কোন অসাধাৰণ ব্যাপাৰ ঘটিলে তাঁহাকে দৈব বিডম্বনা বা অন্য কোন কুলক্ষণ বলিয়া প্রত্যয় যায়। কিন্তু জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত-পারদৰ্শী সুপণ্ডিত ব্যক্তি জ্যোতিষ-গুণীৰ বিষয় আলোচনা কৰিয়া

তাহাদেব প্রকাণ্ড আকৃতি, পরিপাটী বচনা, গতি বিধি স্বপ্রণালী, এবং তাহাতে পৰম শিল্পকৰ বিশ্ব-নিৰ্মাতার আশ্চৰ্য্য কৌশল অবগত হইয়া আনন্দান্বিত হইয়াছেন। তিনি আৰ চন্দ্র সূর্যকে বাহ্য গ্রন্থ ও ধূমকেতুর উদয়কে কুলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাঁহাব নিশ্চয় আছে, যে চন্দ্র সূর্য্যেব প্রাতঃ উদয়, বা তাহাদেব নৈমিত্তিক গ্রহণ ঘটনা, অথবা ধূমকেতুর পৰিভ্রমণ, সমুদায়ই পৰমেশ্বৰ-প্রতিষ্ঠিত নিৰ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। এইরূপ, অল্পশিক্ষিত জ্ঞান ব্যক্তিবা ভূমণ্ডলস্থ বস্তু সমুদায়েব প্রকৃত স্বভাব ও যথার্থ নিয়ম না জানিয়া নানা কার্যেব নানা প্রকাৰ দৈব কাৰণ বলাইয়া কৰে, কিন্তু যিনি পদার্থ বিদ্যায় পাবদৰ্শী, তিনি দুৰ্গাদলস্থ শিশিবৃ-বিন্দু ও হিমালয়েব জলপ্রপাত, এবং চন্দ্রশেখৰেব অগ্নিশিখা ও প্রত্যেকের প্রচণ্ড জ্যোতিঃ সমুদায়ই এক মাত্র মহান্ পৰমেশ্বৰেব নিয়মানুযায়ী কার্য জানিয়া পবিতৃপ্ত হন। তিনি বুজাপি অগ্নিৰ তেজ ও জলেব প্রভাব দেখিয়া তথায় দেব বিশেষেব অধিষ্ঠান বলাইয়া করেন না। তিনি ভাবতবর্ষেব ভাগীরথী বা আমেরিকাৰ মিসিসিপী নদী সমুদায়েই অদ্বিতীয় অনন্ত স্বৰূপ বিশ্বপতিৰ অপার মহিমা প্রত্যক্ষ দেখেন। এইরূপ, যিনি চিকিৎসা বিদ্যায় যথার্থতত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত অবগত আছেন, যে শাৰীৰিক নিয়ম লঙ্ঘন না কৰিলে বোগ উৎপন্ন হয় না। বাস্তবিক,

জগদীশ্বরের আজ্ঞা অবহেলন বাতিরেকে দুঃখ হয় এ কথা বলা কেবল অজ্ঞানের কস্ম'। যদি শরবেধ দ্বারা কুহারা নেত্র অন্ধ হয়, তবে সকলেই বুঝিতে পারে, যে কেবল শরবেধই তাহার অন্ধতার কারণ, কিন্তু যদি কোন শিল্পকার আতিশয় নেত্র চালনা করিয়া অন্ধ বা চক্ষুঃ পীড়ায় পীড়িত হয়, তবে এপ্রকার অভ্যাসের শরবেধের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রতীত না হওয়াতে, অন্ধ লোকে তাহার কারণান্তঃ কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু একদিকার বিজ্ঞোক্তম ইউরোপীয় চিকিৎসকেবা নিশ্চিত জানেন, যে কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেতেই বোগের উৎপত্তি হয়, এবং নিঃসংশয়ে কহেন, যে ঈশ্বরের নিয়মানুসায়ে অনতিশয় অন্ধ চালনা করা বিধেয়, কেবল নেত্র চালনার আতিশয়া দ্বারাই শিল্পকারের চক্ষুবোগ জন্মিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, আমরা সর্ব স্থলে পীড়ার সূত্র নিশ্চয় নিরূপণ করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু শারীরিক নিয়ম ভঙ্গনই যে প্রত্যেক রোগের কারণ তাহার সংশয় নাই। কুহারাও কোন উৎকট রোগ উপস্থিত হইলে, অনেকে অনেক প্রকার কারণ কল্পনা করেন; কেহ পূর্ব ছরছুঁড়, কেহ দৈব বিড়ম্বনা, কেহ বা কুযাজার ফল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু যিনি কহেন, পরম স্বজ্ঞলাল পরমেশ্বরের স্তুতদায়ক নিয়ম লঙ্ঘনই যৌবন ও প্রৌঢ় কালের সমস্ত রোগের অদ্বিতীয় হেতু তাহারই কথা যথার্থ, এবং তাঁহা-

বই উপদেশ আদবনীয় ও গ্রাহ্য। অতএব, অনভিজ্ঞ লোকে, শারীরিক বোগ ও অকাল মৃত্যুর কাবণ নির্ধারণ কবিত্তে পাবে না। বলিয়া, পবমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়মের বাধার্থী ও অমোঘত্ব বিষয়ে সংশয় করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। মনুষ্যের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তিই সমস্ত শারীরিক নিয়মের উদ্দেশ্য, তবে যে বালা ও প্রৌঢ়াবস্থায় রোগ ও মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহা সেই সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। আর ইহাও নিতান্ত সম্ভাবিত বোধ হয়, যে আমরা তদ্বশে অত্যাচার না কবি এই অভি-প্রায়েই পবমেশ্বর, অকাল-মৃত্যুকে এপ্রকার ক্লেমায়ক করিয়াছেন।

কিন্তু এই অকাল-মৃত্যুর বিধানেরও করুণার্ণব বিশ্ব-কর্ত্তার মঙ্গলোচিতপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার জীবগণ জীবন-ব্রত উদ্যাপন কালেও তাঁহার অসীম মহিমা প্রদর্শন করিয়া যায়। শরীর বিষয়ে অত্যাচার হইলে তাহার স্বভাব প্রতীকার হইতে পারে, এবং উন্নিমিত্ত তিনি সহস্র সহস্র প্রকার ঔষধ সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে মস্তিষ্ক, পাক-স্থলী, হৃদয়াদি প্রাণাশ্রয় অঙ্গের অতিশয় বাতিক্রম ঘটিয়া প্রতীকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুই মহৌষধ, এবং তন্নিমিত্তই অকাল-মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। যদি অন্ত্রাঘাত দ্বারা কাহাবও মস্তকের মস্তিষ্করাশি নির্গত হয়, তবে বুদ্ধি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি

সমুদায় বিহীন হইয়া জীবিত থাকিতে হইলে তাহা কত দুঃখেরই বিষয় হইত। যদি প্রজ্বলিত দাবানলে বেষ্টিত হইয়া পশু, পক্ষী বা অন্য কোন প্রাণীর সর্কাস্ত দগ্ধ হয়, এবং তৎপ্রতীকাবেব আব সম্ভাবনা না থাকে, তবে সে অবস্থায় ক্রমাগত দাহ-ছালা সহ্য করা ও পবে দীর্ঘকাল জীবিত থা। যে প্রকার যাতনা-দায়ক, তাহা মনে করিলেও বস্ত্রণা বোধ হয়। নোবাকচ ব্যক্তিকে নদী বা সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া তথায় চিবজীবন অবস্থিতি করিতে হইলে কি ভয়ানক ব্যাপাবই হইত। এ সকল স্থলে মৃত্যুই পবম মঙ্গল, এবং সে সময়ে যিনি মৃত্যুকে প্রেবণ কবেন, তিনি পবম বন্ধু।

অকাল-মৃত্যু দ্বাবা মানববর্গেব আর এক মহোপকাব সাধিত হয়। তাঁহাবা অসাধা বোগে আক্রান্ত হইয়া যদি দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া সম্ভান উৎপাদন করিতেন, তবে তাঁহাদেব সম্ভানদিগকে পিতা মাতার বিকৃত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া চিবজীবন বিজাতীয় বস্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। অতএব, একপ স্থলে যে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাঁহাদেব সম্ভাবিত সম্ভান সম্ভতির অশেষ ক্লেশ নিবারণ কবে, তাঁহা মঙ্গলেব কারণ বলিয়াই স্বীকাব করিতে হইবে। এই বিবেচনামুসাবে অসাধা-বোগাক্রান্ত ক্ষীণজীবী গীড়িত বালকের মৃত্যুও কলামদায়ক বলিতে হয়, কাবণ তদ্বারা তাহাব উত্তর-কালিক সমুদায় নিষ্পুয়োজ্ঞন যাতনা নিবাবিত হয়,

এবং তাহার সম্ভাবনাদিগেব ভগ্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ দুঃখ ভোগেব সম্ভাবনা থাকে তাহাও নিবাকৃত হয়।

অতএব, বোগ, ক্লেশ ও অকাল-মৃত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, এবং তাহাও ভূমণ্ডলের স্ততাতি-প্রায়ে সঙ্কল্পিত। এই সমস্ত স্বীকার কবিলে, ইহাও অঙ্গীকার কবিতে হয়, যে মানব জাতিব সম্পূর্ণ বয়সে কলেবর পবিত্যাগ কবাই পবমেশ্ববেব অভিপ্রেত, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বাৰা তাহাব অনাথা হইলেই ক্লেশেব উৎপত্তি হয়। যখন ইঙ্গ্রিষ সমুদায় নিস্তেজ হয়, ও সুখ ভোগেব সাক্ষ্য এক কালে নষ্ট হয়, তখন যদি কেহ আপনাব অজ্ঞাতসাবে অনায়াসে পবলোক প্রাপ্ত হইতে পাবে, এবং তৎপৰিবৰ্ত্তে তাহাব উত্তবাধিকাৰী আসিয়া সুখ সোভাগ্য সম্ভোগ কবে, তাহা হইলে পবাংপব পবমেশ্ববেব অপার কাকণ-স্বতাবেব কিছুমাত্র কৃতি বোধ হয় না। এক্ষণে আমরা শারীরিক নিয়ম সমুদায় বিহিত বিধানে প্রতিপালন কবিতে পাৰি না, অতএব বোধ হয়, এক্ষণে যৌবনাবস্থা দূৰে থাকুক, প্রাচীনাবস্থায় মৃত্যু ঘটনা হইলেও অতিবিক্ত ক্লেশ ভোগ কবিতে হয়। কিন্তু এক্ষণকার অপেক্ষায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইলে, মৃত্যু-যাতনাৰ বিস্তব লাঘব হইতে পাবে, তবে কত দূর ত্রাস হওয়া সম্ভব তাহা নিরূপণ কবিবার কাল অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। ফলতঃ, পূৰ্ণোক্ত

সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সৰ্ব্বতো-
ভাবে সম্ভাবিত বোধ হয়, যে যদি কোন ব্যক্তি সুস্থ
শরীর গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং পবমেশ্বরের নিয়-
মামুগত থাকিয়া সমুদায় জীবন যাপন করে, তবে মৃত্যু-
কালে তাহার উৎকট যন্ত্রণা ঘটিবেক না, সে ব্যক্তি অল্পে
অল্পে ক্ষীণ হইয়া এবং বিশেষ ক্লেশানুভব না করিয়া ইহ
লোক হইতে অবসৃত হইবে।

ইহা সুখের বিষয় বলিতে হয়, যে ইতিমধ্যেই এ বিষ-
য়ের কিছু কিছু প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। স্থানা-
দিক শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড দেশস্থ লোকদিগের পবমাযু
গণিত হইয়া গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির ২৮ বৎসর নির্দিষ্ট হয়,
কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয়ের যত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,
তাছাড়া বোধ হয়, এই শত বর্ষ মধ্যে ইউরোপ খণ্ডে
অন্তঃপাতী অনেকানেক স্থানের লোকের পরমাযু তদপে-
ক্ষায় বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের অন্তঃ-
পাতী কোন কোন নগরে † যত লোকের পবলোক প্রাপ্তি
হয়, তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা
হইতে এই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছে। যথা—

* অর্থাৎ তৎকালে ১০০০ মনুষ্যের পরমাযুর সমষ্টি
করিয়া এবং তাহা ১০০০ দিয়া হরণ করিয়া ২৮ বৎসর
হইয়াছিল।

† এডিনবরা ও লীথ।

কোন শ্রেণীর লোক	গড়ে পরমাযুর সংখ্যা
প্রধান শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ ধনাঢ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী মনুষ্য ৪৩॥ বৎসব
দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ বণিক ও লিপি- ব্যবসায়ী প্রভৃতি ৩৬॥ বৎসব
তৃতীয় শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ শিল্পকার, অমো- পঞ্জীবী ও ভূতা প্রভৃতি ২৭॥ বৎসব

ইউরোপের অন্তঃপাতী জিনেবা দেশীয় লোকের বৈরূপ
আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা
যাইতেছে।

সময়				গড় পরমাযু	
খ্রিষ্টাব্দ				বৎসর মাস	
১৫৬০	অবধি	১৬০০	পর্যন্ত	১৮	৫
১৬০১	"	১৭০০	"	২৩	৫
১৭০১	"	১৭৬০	"	৩২	৮
১৮৬১	"	১৮০০	"	৩৩	৭
১৮০১	"	১৮১৪	"	৩৮	৬
১৮১৫	"	১৮২৬	"	৩৮	১০

জিনেবা দেশীয় লোকের সম্ভ্রতা ও সুখ সমৃদ্ধতা বৃদ্ধি
সহকারে যে আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, তাহা এই
বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

বিশেষতঃ, ইউরোপখণ্ডে গোমস্ত্যর্গাধানের * আবস্ত দ্বারা এ বিষয়ে মহোপকার দর্শিতাছে, এমন কি বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটনা নিবারিত হইয়াছে। ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে যে গণনা হয়, তদ্বাধা দৃষ্ট হইয়াছিল, সে বৎসর ব্রিটিশ দ্বীপ সমুদায়ে ৩৬০০০ লোক বসন্তরোগে পরলোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে বর্ষে তত্রস্থ যত মানুষোব মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহার শতাংশের একাদশ অংশ বসন্ত-রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করে, কিন্তু এক্ষণে ১ বা ১। অংশের অধিক মরে না। অতএব, ইহা অবধারিত বলিতে হয়, যে গোমস্ত্যর্গাধান দ্বারা বৎসর, বৎসর ভূবি ভূবি লোকের জীবন রক্ষা পাইতেছে।

পৃথিবীতে এত অত্যাচার ও এত দুঃখ সত্ত্বেও যে স্থান বিশেষে লোকের আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, এই বিস্তর। পূর্বে যে স্কটলণ্ড-বাসীদিগের অবস্থার তারত-ম্যামুসাবে পরমায়ুের স্থানাদিকা হইবার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন বা প্রতিপালনের ইতর বিশেষই তাহার কাবণ। জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিমিত্তে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করেন নাই; তিনি ধনী নিদ্ধর্ন, অঙ্গ বিদ্ধ, বাল বৃদ্ধ সকলকেই সমান নিয়মে শাসন করেন। মানুষ্য মাত্রেয়ই অঙ্গ-সংস্থান ও ইন্দ্রিয়-স্থতাব এক প্রকার, এবং জল, বায়ু, জ্যোতিঃ

* গরুর বীজ দিয়া টিকা দেওয়া।

প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সর্বত্রই সমান গুণ প্রকাশ করে। পূর্বোক্ত বৃত্তান্তে যাবতীয় লোকের বিবরণ আছে, তন্মধ্যে যাহারা সর্কোপেকায় শারীরিক নিয়মের অধিক অমুগামী হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, তাহাদের পবমানু গড়ে ৪৩ ॥ বৎসর হয়, এবং যাহারা তাহা সর্কোপেকায় অধিক অতিক্রম করিয়াছিল, তাহাদের ২৭ ॥ বৎসর মাত্র। অতএব, এই সমস্ত প্রমাণ দৃষ্টে অবশ্য এ প্রকার নির্দেশ করিতে 'পাৰ্ৱা যায়, যে যৎপরিমাণে আমবা শারীরিক নিয়ম অবগত ও অবগত হইয়া তৎপ্রতিপালনে সমর্থ হইব,—যৎপরিমাণে পুঁৱম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিব, তৎপরিমাণে সুখ সচ্ছন্দতা সহকাৰে দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইব।

মৃত্যু বিষয়ে যে সকল অভিপ্ৰায় প্রকাশ করা গিয়াছে, এক্ষণে তৎসমুদায়ের উপসংহাৰ কৰা যাইতেছে। যথা—

প্রথমতঃ।—প্রাচীন অবস্থায় ক্রমে ক্রমে শবীর ক্ষীণ হইয়া মৃত্যু ঘটনা হওয়া পৃথিবীস্থ জীবমানেরই স্বভাব-সিদ্ধ, এবং ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুর যেরূপ বাবস্থা দৃষ্টি করা যাইতেছে, তাহাতে মৃত্যু নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ।—মহুমোর বাল্য ও প্রৌঢ়াবস্থায় প্রাণ বিয়োগ এবং মৃত্যু-কালে ক্লেশ ঘটনা উভয়ই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আমাদের অধিক হৃৎখ নিবারণার্থে অল্প হৃৎখের সৃজন করিয়াছেন,

কিন্তু আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার অযোষ আজ্ঞা অবহেলন কবিয়া নিরন্তর যাতনা ভোগ করিতেছি। যদি আমরা তাঁহার নিয়ম পালনে সম্যক্ সমর্থ হই, তবে এই সমুদায় দুর্ঘটনা সম্যক্ নিবাকৃত হয়, এমন কি, মৃত্যু-যাতনা ও অকাল-মরণ পৃথিবী হইতে নির্মাসিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ ।—মৃত্যু অনেকানেক বিষয়ে লোকের কল্যাণদায়ক। তন্ম্বারা জবা-জীর্ণ, শ্রীহীন, বৃদ্ধ লোকের পবিত্রত্রে ত্রুটি, বলিষ্ঠ, তেজোবিশিষ্ট যুবক সকল বিদ্যমান থাকিয়া পৃথিবীর পবন শোভা সম্পাদন করে, কাম ও স্নেহ প্রভৃতি ভূবি ভূবি সুখদায়ক বৃত্তি যথোচিত চবিতার্থ হইয়া প্রচুব আনন্দ প্রদান করে, এবং ক্রমে ক্রমে মানববর্গের শারীরিক ও মানসিক গুণের উৎকর্ষ হইতে পারে *।

চতুর্থতঃ ।—এই মৃত্যু বিষয়ক নিয়মের সহিত আমাদের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। সর্ব সাধারণের কল্যাণার্থে ভূমণ্ডলস্থ জীবগণের মরণ-ধর্ম অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় চরিতার্থ হয়। যে শুভকর বিধান বশতঃ জবাগ্রস্ত অশক্ত ব্যক্তি সকল পৃথিবী হইতে নিষ্কাস্ত হইয়া ভোগ-সমর্থ সবলে-

* কারণ পিতা মাতা নিয়ম পুতিপালনে যত সমর্থ হইবেন, তাঁহাদের সন্তানদিগের তত উৎকৃষ্ট পুরুতি হইবেক। এইরূপে মানব জাতির ক্রমাগত উন্নতি হইতে পারে।

শ্রিয় যুবক সম্প্রদায়কে সুখ সন্তোষার্থে স্থান দান করে, এবং ভ্রাতৃহাবা ধবণী কপ রক্তভূমিতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব সঙ্কলিত শুভ কোশল সম্পাদনের পথ পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর পরিষ্কৃত করিতে পারে, তাহাতে আমাদের পরহিতৈষিনী উপচিকীর্ষা বৃত্তির অবশ্যই পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি ভূবি ভোজন দ্বারা গ্লানিযুক্ত বা জীর্ণেন্দ্রিয় হইয়া অন্ন পান গ্রহণে অশক্ত হইয়াছে, তাহাকে স্থানান্তরিত কবিতা তৎপরিবর্তে কোন সবলেন্দ্রিয় ক্ষুধাতুর পথিককে আহ্বান করা কখনই অনায়াস নহে। অতএব, ন্যায়পরতা বৃত্তি তাহাতে কোন ক্রমে ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। আর সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর পৃথিবীর হিতার্থে যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তত্ত্ব অতি আগ্রহ প্রকাশ পূর্বক বিনীতভাবে তাহা অঙ্গীকার করিবেক। যদি কোন ব্যক্তির এই সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্যপ্রবৃত্তি যথোচিত তেজস্বিনী হয়, এবং অপবাপর সমুদায় বৃত্তি তাহাদের আয়ত্ত থাকে, এবং তিনি শৈশব কালাবধি এই সমস্ত শুভ তত্ত্বে উপদিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে ভ্রাতৃহাব আর মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর বোধ হইবে না, তিনি জগদীশ্বরের অনান্য নিয়মেব ন্যায় এ নিয়মকেও প্রশস্ত মনে স্বীকার করিয়া লইবেন।

পঞ্চমতঃ :—এস্থলে মৃত্যু কর্তৃক ঐহিক শুভাশুভ ঘটনার বিষয়ই বিচার করা গেল, পারত্রিক কল্যাণ বিবেচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

পরিশিষ্ট.

আমিষ ভক্ষণ ।

৫০ পৃষ্ঠায় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, যে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশীয় যে সকল ব্যক্তি মৎস্য মাংসাহার নিষিদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় সমুদায় যুক্তি-বিরুদ্ধ বোধ হয় না। অতএব, আমিষ ভোজনের প্রতিষেধ পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সংক্ষেপে তাহাব বিবরণ করা যাইতেছে। পাঠকবর্গ পাঠ করিয়া যে পক্ষ সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন।

জীবহিংসা করা যে নিষিদ্ধ কর্ম, ইহা কোন না কোন সময়ে প্রায় সকলের মনেই উদয় হয়। তাঁহারা আমিষ ভোজনে বিধি দিয়া থাকেন, তাঁহারাও কহেন, বৃথা জীবহিংসা কর্তব্য নহে। ফলতঃ, মনুষ্যের স্বতাব পর্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে জগদীশ্বর আমাদিগের যে রূপ স্বতাব করিয়াছেন, এবং বাহ্য বিষ-

যেব সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আহাবার্থে জীবহিংসা করা তাহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। তিনি আমাদেরকে উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রদান করিয়া দিলেই ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যে যে কক্ষ দ্বারা জীবের যন্ত্রণা হয়, তাহা কোন ক্রমেই বিহিত নহে। প্রাণীগণ হত হইবার সময়ে যে একাধি আর্তনাদ, অঙ্গ-বৈকল্য ও অঙ্গ-বিসম্ভ্রম দ্বারা অন্তবেদ দাতনা প্রকাশ করে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া কাহার অন্তঃকরণে কাকণা-রসের সঞ্চার না হয়? আব, যিনি জীবন-দাতা, তিনিই সংহর্ত্ত। জীবগণ তাহার নিয়মানুসারে জন্ম গ্রহণ করে, এবং তাহাবই নিয়মানুসারে মৃত হয়। অতএব, তাহার অমুমতি ব্যতিরেকে জীবের জীবন নাশ করা ন্যায়যুক্ত নহে, একারণ প্রাণিহিংসা আমাদের ন্যায়-পরতা বৃত্তিবও বিরুদ্ধ। জীবহিংসা, সুতরাং আমিষ ভোজন যেমন আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিব অভিমত নহে, সেইরূপ, তাহা আমাদের অহিতকারী ব্যতীত কদাপি হিতকাৰী নয়, কাবণ মংস্য মাংস আহাব করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবল প্রভুত্ব নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়। যে কার্য্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তিব বিরুদ্ধ, এবং যাহার অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃকটন হয়, তাহা কি প্রকারে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করা যায়? যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়, তাহা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে।

এ বিষয়ের এই প্রকার মীমাংসা করা সম্পূর্ণ সম্ভব বোধ হইলেও, অনেকানেক বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎপ্রতিপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

প্রথমতঃ।— তাঁহারা কহেন, যদি আহাৰার্থে জীব-হিংসা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগকে মাংসাশী করিতেন না। যখন তাহারা পরমেশ্বরের প্রদত্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশবর্তী হইয়া প্রাণী বধ করে, তখন মনুষ্যেরও ভক্ষণার্থে জীব-হিংসা করা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই।

ইতর জন্তুরা মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই কর্তব্য স্থির করা অতিশয় অদূর্বদর্শিতার কার্য। সকল বিষয়ে পশু, পক্ষাদি ইতর প্রাণীর অনুগামী হইয়া চলিলে, অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হয়। কোন কোন জন্তু স্বীয় শাবকদিগকে ভক্ষণ করে, অনেকানেক জন্তু ভগিনী ও গর্ভধারিণীর সহযোগে সন্তান উৎপাদন করে, প্রায় সকল জন্তুই আহার পাইলে স্বাস্থ্যবৎ বিবেচনা না করিয়া ভোজন করে। ইতর জন্তুদিগের ইত্যাকার ব্যবহার দৃষ্টে উদ-মূরূপ আচরণ করিলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্তব্যাকর্তব্য বিচার একেবারে উঠিয়া যায়। অতএব, ইতর প্রাণীতে আহা-রার্থে জীবহিংসা করে বলিয়া মনুষ্যের পক্ষেও তাহা ঈশ্ব-র-অভিপ্রেত জ্ঞান করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এক্ষণে,

মৎসা মাংস ভোজনের গুরুতর প্রতিকূল যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা তাহা প্রতিপন্ন করা বাইতেছে, তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে, যে আমিষ ভোজন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর পক্ষে যেমন ঋজুত, মানুষের পক্ষে তেমন অসঙ্গত।

আমিষ ভোজন করিলে যে জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হয়, ও তুণ, পত্র, শস্যাদি উদ্ভিদ বস্তু তক্ষণ করিলে যে ঐ সকল প্রবৃত্তি দুর্বল হয়, প্রায় সমুদায় প্রাণীর প্রকৃতিই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সমস্ত মাংসাশী পশুরই অভ্যস্ত উগ্র স্বভাব, কাবণ মাংসাহার ও তদর্থে প্রাণী বধ উভয় কাৰ্য্যেই তাহাদের জিঘাংসাদি প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা অনায়াসে পরীক্ষা করিয়াও দেখা যাইতে পারে। কোন কুতূবকে ক্রমাগত কিয়ৎ কাল নিববচ্ছিন্ন নিবামিষ ভোজন করাইলে, তাহার উগ্র স্বভাব হ্রাস হইয়া শিথল স্বভাব বৃদ্ধি হয়। সেই রূপ, যদি ক্রমাগত মাংস তক্ষণ করান যায়, তবে তাহার ক্রোধ ও হিংস্রতা প্রবল হইতে থাকে। পশু বধ পূর্বক মাংস বিক্রয় করা যাহাদের উপজীবিকা, তাহাদের কুতূর যে অত্যন্ত হিংস্র ও নৃশংস হয়, তাহার কাবণ এই। শব-ভোজী কুতূবদিগের অসামান্য উগ্রতা ও হিংস্রতা প্রসিদ্ধই আছে। ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র স্বভাব প্রায় অন্য কোন জন্তুরই দৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু শস্য ফলাদি তক্ষণ করাইলে, তাহারও হিংস্রতা হ্রাস হইয়া শিথলতা বৃদ্ধি হয়।

কোন ব্যক্তি একটা ব্যাস্ত্র-শাবক ধৃত করিয়া কিয়ৎকাল শস্য ভক্ষণ করাইয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে সেই ব্যা-
স্ত্রের জিঘাংসা প্রবৃত্তির এ প্রকার দমন হইল, যে তাহার
বন্ধন মোচন করিয়া দিলে, গৃহেব পাঞ্চে ইতস্ততঃ গমনা-
গমন করিত, এবং হস্তে করিয়া খাদ্য-দ্রব্য দিলে, আঁহাব
কবিত, তাহাতে কাহারও হিংসা করিত না। নিরবচ্ছিন্ন
মাংস ভক্ষণ দ্বারা কুক্কুবেব উগ্রতা ও নৃশংসতা বৃদ্ধি এবং
শস্য ভোজন দ্বারা ব্যাস্ত্রের স্নিগ্ধতা বর্জন ও হিংস্রতা
দমন হওয়া অপেক্ষায়, মাংস ভক্ষণেব দোষ গুণ পরীক্ষার
উত্তম উপায় আব কি আছে * ?

মহুমোব বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেও এইরূপ
দেখা যায়। মাংসাশী লোকদিগেব দুর্নিবার্য ক্রোধ ও
হিংসা এবং ফল-মূল-শস্য-ভোজীদিগেব নম্রতা ও শিষ্টতা
এক প্রকার প্রসিদ্ধই আছে। এক্ষণকার যাবতীয় জাতির
স্বভাব ও চরিত্রই ইহাব প্রমাণ। যে সকল পর্বত ও বন-
বাসী লোকে পশু হিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি করে, তাহা-
দের নৃশংস স্বভাব, এবং যাহারা ফল, মূল, শস্যাদি ভক্ষণ
করিয়া দিন যাপন করে, তাহাদের অপেক্ষাকৃত শিষ্ট
ব্যবহার অনেকেরই বিদিত আছে। নবজীলও-বাসী ও
আমেরিকার আদিম নিবাসী ঘোরতর মাংসাশী মহুমা-
দিগের নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার সহিত অল্প-আমিষ-ভোজী

চীন ও হিন্দুদিগের অপেক্ষাকৃত শিক্ততা ও সুশীলতার তুলনা করিয়া দেখিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। এই প্রকার, মাংসাশী জন্তুদিগের ন্যায় মাংসাশী মানুষদিগের জিহাংসা প্রবৃত্তি যৈ প্রবল হয়, এবং শস্যাদিতোজী ইত্যর প্রাণীদিগের ন্যায় শস্যাদি-তোজী মানুষদিগের ঐ প্রবৃত্তি যে দুর্বল থাকে, সর্বত্রই তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, আমিষ ভোজন যে জিহাংসা প্রবৃত্তি প্রবল হইবার এক প্রধান কারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

নিকট প্রবৃত্তি প্রবল হইলে, ধর্মপ্রবৃত্তি তাহার নিকট পরাভূত থাকিবাব সম্ভাবনা। তাহার অন্তঃকরণে দয়াব লেশ মাত্র আছে, তিনি পশু, পক্ষী প্রভৃতির বধ-দশা দৃষ্টি করিয়া অবশ্যই কাঁদে বন, তাহার গলগল নাই। আর, যাহারা পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করিয়া এ প্রকার নির্দয় হইয়া উঠে, যে জন্তুদিগের মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিয়া যন্ত্রণা বোধ হয় না, দয়া-শূন্য হিংস্র জন্তুর সহিত তাহাদের আর কি বিশেষ থাকে? মাংসবিক্রয়োপজীবী লোকে পুনঃ পুনঃ প্রাণী বধ করাতে এরূপ করুণা-শূন্য হয়, যে তাহারা এই অতি নির্দাকণ বিষয় কল্প করিতে আর কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। তাহাদের প্রচণ্ড ও নির্দয় স্বভাব সর্ব সাধারণেরই বিদিত আছে। একারণ কোন কোন দেশে এ প্রকার রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, যে কোন বিচারালয়ে মরণ জীবন বিষয়ক বিচার উপস্থিত

হইলে, তাহা বা জুবি হইতে পাবিবে না। অতএব, মাং-
মাশ, মহাশায়েবা মাংস ভোজন কবিয়া কেবল আপনাদেব
অনিষ্ট করিতেছেন এমত নহে, পূৰ্বোক্ত প্রাণিঘাতকদিগকে
পশুর সমান কবিতেন।

একবে, আমিষ ভক্ষণ কবিয়া মনুষ্যের ক্রোধ হিংসাদি
প্রবল ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল দুর্বল করা কর্তব্য কি না,
তাহা বিবেচনা করা উচিত। পরমেশ্বর প্রাণী বিশেষে
বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি প্রদান কবিয়া বাহু বিষয়ে তাহার
সম্পূর্ণ উপযোগিতা রাখিয়াছেন। তিনি যে জন্তুর ক্ষেপ
স্বভাব করিয়াছেন, তাহার তাহপযোগী খাদ্য নিরূপণ
করিয়া দিয়াছেন। পশু হিংসা করাতে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি
জিবাংনা প্রবৃত্তি চম্ভিতার্থ হয়, অন্যত তাহাদের অন্য
কোন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ কার্য করা হয় না, অতএব, তাহা-
দের পক্ষে প্রাণী বধ করা অকর্তব্য নহে। যদি মনুষ্যদি-
গেরও কেবল জিবাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি থাকিত, তবে
আহারার্থ জীবহিংসা করা তাহাদের পক্ষেও অসঙ্গত হইত
না। যদি আমাদের প্রাণী বধ কবিয়া উদর পূর্তি করা
পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, তিনি আমা-
দিগকে কখনই এ প্রকার দয়াজ্ঞ কবিতেন না, যে জীব-
হত্যা দৃষ্টি করিলে কাতর হইতে হয়। যে সর্বজ্ঞ সর্বম-
জলালয় বিশ্বসৃষ্টার সমুদায় কার্যের সর্বাংশে পরম
সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছে, আমাদের মনের সহিত বাহু

ব্যবহারের এইরূপ বিষয় বিবোধ রাখা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয়? তিনি মনুষ্যকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া সর্বাপেক্ষা *শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তন্মধ্যে, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আমিষ ভোজনের সমূহ দোষ নিকপিত হইতেছে, এবং আহাবার্থে জীব হিংসা ও জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার যে ধর্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, তাহা পূর্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। অতএব, যে কন্দর্প কবিত্তে গেলে, ধর্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ব্যবহার কবিত্তে হয় ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাহা কদাপি কর্তব্য নহে, কারণ যে কার্য সমুদায় মানসিক বৃত্তির অভিন্নত, তাহাই কর্তব্য, যে স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে স্থলে ধর্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ী ব্যবহার কবাই বিধেয়*।

দ্বিতীয়তঃ।—কেহ কেহ কহেন, ইতব জন্তু সমুদায় মনুষ্যের হিতার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব যে কোন প্রকারে তাহারা মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে, তাহাই কর্তব্য। এ কথা কোন ক্রমেই সর্বতোভাবে প্রামাণিক হইতে পারে না। যদিও মনুষ্যের পক্ষে কতক গুলি পশুকে স্বীয় কার্যে নিযুক্ত করা ন্যায্য যুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও তাহাদের প্রাণ সংহার করা যে অতি গর্হিত, ইহা আমাদের সমুদায় ধর্মপ্রবৃত্তি একমত হইয়া অঙ্গীকার করিতেছে। আমাদের

প্রাণী বধ করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়াই যদি তাহাদিগকে বধ করা বিধেয় হয়, তবে কর্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার আর প্রয়োজন কি? যে কার্য আশাদেয় পরমোৎকৃষ্ট উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তির বিরুদ্ধ, তাহা সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সম্পূর্ণরূপ অভিমত হইলেও কর্তব্য নহে।

আর যাহা কহেন, সমস্ত ইতব জন্তু কেবল মনুষ্যের উপকারার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের এ অভিপ্রায় নিতান্ত জাস্তি-মূলক, তাহার সন্দেহ নাই। ভূতত্ত্ববিদ্যা দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে মনুষ্য উৎপন্ন হইবার কোটি কোটি বৎসব পূর্বে, এ পৃথিবীতে অপরাপর অশেষ প্রকার জীববিদ্যমান ছিল, এবং তৎপূর্বেই তাহার অনেক জাতি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণেও, ভূচর, খেচর ও জলচর যত ইতব জন্তু আছে, তাহারই বা কয় প্রকার প্রাণী মনুষ্যের ব্যবহারে আসিয়া থাকে?

তৃতীয়তঃ।—মাংসাশী মহাশয়েরা স্থপক্ষ রক্ষার্থে কহিয়া থাকেন, আমিষ ভক্ষণ করিলে শরীরের বল ও শক্তি বৃদ্ধি হয়, উদ্ভিদ বস্তু ভোজন করিলে সেরূপ হয় না। কিন্তু তাহাদের এ কথা কতদূর প্রামাণিক, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। মাংসাশী প্রাণী সকল অভ্যস্ত ক্ষোধ-পরবশ হইয়া অন্যের উপর অত্যাচার করে ও অন্যের প্রাণ নাশ করে, ইহা দৃষ্টি করিয়া আপাততঃ বোধ

হইতে পারে, যে মাংস আহার করিলে বল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকানেক তৃণ-পত্র-শস্যাহারী পশুকেও প্রভূত-বল-বিশিষ্ট দেখা যায়। যে বৃষ ও অশ্ব উভয়ই অত্যন্ত বল-বান্ ও মনুষ্যের বিশিষ্টরূপ উপকারী, তাহারা তৃণ, প-ত্রাদি ঔদ্ভিদ বস্তু মাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। তৃণ-পত্র-ভোজী গণ্ডার ও হস্তী মাংসাশী সিংহ ও বাঘ অপেক্ষায় বলবান্। তৃণাহারী হরিণ সমস্ত মাংসাশী পশু অপেক্ষায় দ্রুতগামী। বানরের বল ও পবাক্রম অপর সাধারণ সৰ্-লেবই বিদিত আছে। অতএব, মাংসাশী পশুদিগের অপেক্ষায় ঔদ্ভিদ-ভোজী পশুদিগের বল অল্প নহে। বরং মাংসাশী অপেক্ষায় ঔদ্ভিদ-ভোজী প্রাণীদিগের মধ্যেই অধিক বলবান্ জন্তু দৃষ্টি করা যায়।

এক্ষণে, মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। শারীরবিধান বিদ্যায় পারদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত খ্রীযুক্ত উ, লারেন্স সাহেব এই প্রকার লিখিয়াছেন, যে মংসা মাংস ভক্ষণ করিলেই যে বল ও সাহস বৃদ্ধি হয়, ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের উত্তর-প্রদেশ-নিবাসী কতিপয় জাতির বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এ কথা নিতান্ত অপ্রামাণিক বোধ হয়। সেমোইড, আন্টিয়াক, বুরাট, ডক্সিস, কেম্‌শাডেল, লাল্লাও-নিবাসী লোক, আমেরিকা খণ্ডের উত্তর-প্রান্ত-নিবাসী এক্সুইমাক্স জাতি, ও দক্ষিণ-প্রান্ত-সম্বিহিত টেরাডেল-ফিউগো-দ্বীপ-নিবাসী লোক,

এই সমুদায় জাতি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন মাংস, ববং আম মাংস পর্যাস্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে, অথচ ভূমণ্ডলের অন্য কোন জাতি তাহাদের ন্যায় খর্ব, ক্ষুন্ন ও সাহসহীন নহে। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যে কি উকা কি শীতল সকল দেশেই যে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন দ্বারা শরীরের সম্পূর্ণরূপে পুষ্টি বর্দ্ধন এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়ের সমাক প্রকার উন্নতি হইতে পাবে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়*। বহুতঃ, যখন রসায়ন বিদ্যা দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন ও বল সাধনার্থে যে সমস্ত পদার্থ আবশ্যক করে, ফল শস্যাদি উদ্ভিদ দ্রব্যে তাহা যথেষ্ট আছে, * তখন নিরামিষ ভোজন দ্বারা বলাধান হওয়া কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে। ফলতঃ, তদ্বারা যে সমাক প্রকার বলবান্ হওয়া যায়, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

নিরবচ্ছিন্ন শস্যাহারী হিন্দুস্থানীরা মৎস্যাহারী বাজা-লিদিগের অপেক্ষায় অধিক বলবান্। এতদেশীয় বিধবা স্ত্রীলোকে নিরামিষ ভোজন করে, তাহাতে অক্লান্ত ও ক্ষুন্ন হওয়া দূরে থাকুক, মৎস্যাহারী মধবাদিগের অপেক্ষায়

* Lectures on Comparative Anatomy &c by W Lawrence Lecture IV Chapter VI.

* Liebig's Organic Chemistry. Part I

সবল ও সুস্থ-শরীর হইয়া দীর্ঘ কাল জীবিত থাকে। একাহার তাহাদের স্বাস্থ্যাবস্থার এক প্রধান কাৰণ বোধ হয়, কিন্তু মংসা জাংস পরিভোগ করাতে, তাহারা যে দুৰ্ব্বল হয় না, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে সময়ে গ্রীক ও রোমীয় লোকেবা অত্যন্ত বল ও বীৰ্য্য প্রকাশ করিয়াছিল, তখন তাহাৰা সামান্য প্রকাৰ নিবামিষ জ্বা ভক্ষণ করিত। স্পার্টা দেশীয় যে সকল ব্যক্তি থের্মোপলি নামক স্থানে অসামান্য বল, বীৰ্য্য, পবাক্রম প্রকাশ দ্বাৰা অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ কবিয়া গিয়াছে, তাহাৰা নিবামিষভোজী ছিল। আৰ্ৱ এল্ফেণ্ড ইউরোপের অন্তঃপাতী অনেক প্রদেশেব ইতৰ লোকেৰা প্রাণ শস*, ফল, হুলাদি ভক্ষণ কবিয়া থাকে, অথচ তত্ত্ব প্রদেশেব মধ্যে তাহাৰাই সৰ্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ। আয়র্লুও দ্বীপেব আমোপজীবী লোকেৰা কেবল গোল আলু আহাৰ কবিয়া থাকে, অথচ তাহারা যেকপ বলবান্ ও পৰিশ্রমী, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। না-বোয়ে নামক অতিশয় শীতল দেশীয় সামান্য লোকেৰা সচবাচৰ বাই*, ছন্ধ ও পনিৰ ভক্ষণ করে, বিশেষতঃ উদীন্তঃপাতী কোন কোন প্রদেশের লোকে অবাধে নির-বচ্ছিন্ন নিবামিষ ভোজন কৰে, অথচ তাহারা শ্রীমান্, বলবান্, দীৰ্ঘজীবী হয়। কষ দেশীয় সৈন্য ও অন্যান্য সামান্য লোকেৰা প্রায়ই নিবামিষ ভোজন কবিয়া থাকে,

* এক প্রকার শস্যের ইংরেজি নাম রাই।

অথচ তাহারা অভ্যস্ত বলিষ্ঠ ও বহু পরিশ্রমী। ম, ছপাঁ সাহেব লিখিয়াছেন, ফরাশিশদিগের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক কেবল আলু, জনাব প্রভৃতি নিরামিষ দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। পোলণ্ড, 'হঙ্গেরি, সুইজার্লণ্ড, স্পেইন্, ইটালি, গ্রীশ প্রভৃতি অন্যান্য দেশেরও অনেক স্থানের সাধারণ লোকেবা শস্য, ফলাদি ভক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী হয়। স্পেইন্ দেশীয় গেলিগো নামক নিরামিষ-ভোজী লোকেৰু ও স্বর্ণা নগরের শস্যাহারী ভারবাহকেরা এ প্রকার বলবান্ যে সচবাচর সাত মণ ভার বহন করে, এবং সতত ১০। ১১ মণও লইয়া যায়। আমেরিকার অন্তঃপাতী মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতি অনেক স্থানে ইওর লোকে ফল, মূল্য শস্য ভক্ষণ করিয়া শ্রিয়ান্, বলবান্, পরিশ্রমী ও সুস্থ-শরীর হইয়া থাকে। আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যভাগ-নিবাসী অনেকানেক জাতি নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করিয়া অসঙ্গত বলবিশিষ্ট হয়। তদন্তঃপাতী জেমা দেশীয় লোকেরা কেবল শস্য মূলাদি আহার করিয়া থাকে, অথচ ভূমণ্ডলে তাহাদের ন্যায় বলবান্ পরিশ্রমী মৰ্ত্ত্য প্রাপ্ত হওয়া দুৰ্দ্ধব। কেয়ো নগরের শস্যাহারী ভারবাহকেরা এত ভার বহন করে, যে লগুনের মাংসাশী মদ্যপায়ী ভারবাহকেবা তাহা মনেও করিতে পারে না। নিগ্রো জাতীয় লোক যে সৰ্ব্বস্ত বস্তু আহার করে, তাহার অধি-

কাংশই নিবাসিষ, অথচ তাহাদের যেরূপ শারীরিক শক্তি তাহা প্রসিদ্ধই আছে। দক্ষিণসমুদ্রস্থ অনেকানেক দ্বীপ-নিবাসী লোকেও ঐরূপ আহার করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের এ প্রকার প্রভূত বল, যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ইংলণ্ডীয় মালাবাও মল্লযুদ্ধে তাহাদের নিকট এ প্রকার পরাধিত হইয়াছিল, যে তাহাতে কোন ক্রমেই তাহানিগের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডে ও আমেরিকার অন্তঃপাতী ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে বাইবেল্ খ্রিষ্টান নামে এক খ্রিষ্টান সম্প্রদায় আছে, তাহারা আমিষ ভোজন ও স্তুবাপান করে না, অথচ এ প্রকার অবগত হওয়া গিয়াছে, যে তৎসম্প্রদায়ী লোকে পরিশ্রম বিষয়ে তত্তৎ-প্রদেশীয় মাংসাশী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষায় কোন ক্রমেই হীন নহে। তৎসম্প্রদায়ী বিচক্ষণ ব্যক্তিবা কহিয়া থাকেন, পরীক্ষা করিয়া আমাদের নিশ্চিত প্রতীতি হইয়াছে, যে বলবান্ ও শ্রমক্ষম হইবার নিমিত্তে স্তুবাপান ও মাংস ভোজন আবশ্যক করে না*।

অতএব, মৎস্য মাংস ভোজন করিলেই যে বল বৃদ্ধি হয়, নতুবা হয় না, অনেক স্থলেই এ কথা অসম্ভব দেখা

-
- * Fruits and Earinacea the proper food of man by John Smith. Part III. Chapter IV. Lectures on Comparative Anatomy &ca. by W Lawrence Lecture IV Chapter VI The *Englishman* Weekly supplementary sheet, Saturday Evening, 17th January 1852.

বাইতেছে। ফলতঃ, বলিষ্ঠ হইবার প্রতি বাসস্থানের
 গুণ, পিতা মাতার বলাধিকা, ব্যায়াম ও যুক্ত শিক্ষা প্র-
 ভৃতি অন্যান্য অনেক কারণ আছে। আর যদি মাংস
 ভক্ষণ করিলে যথার্থই অপেক্ষাকৃত বলাধিকা হইত, তাহা-
 তেই বা কি? সর্ব প্রকার সাংসারিক কার্য সমাক্রমে
 সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আমাদের যত শক্তি আবশ্যক
 হবে, আমিষ ভক্ষণ না করিয়াও যদি তাহা অনায়াসে
 প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে মৎস্য মাংস আহাৰ দ্বারা রিপূ
 প্রবল ও তদর্থে প্রাণী নষ্ট করিয়া দয়া রূপ পবন ধর্ম্মে
 জলাঞ্জলি দিবার প্রয়োজন কি? কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির
 ধন হরণ করিয়া ধনী হওয়া যদি নায়-বিকল্প হয়, তবে
 যখন জগদীশ্বর আমাদের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ ও যথেষ্ট
 বল প্রাপ্তির অন্যান্য উপায় ধার্য করিয়া দিয়াছেন, তখন
 আহারার্থে প্রাণী বধ রূপ দোষাকর কার্য কবা কি
 অনায়াস নহে?

যদিও এ স্থলে অমুখ্যত্বাধীন শারীরিক সুস্থতার বিষয়
 উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি তদ্বিষয়ে আমিষ ও নিরামিষ
 ভোজনের ফলাফল বিবেচনার্থে কিছুই লেখা অসম্ভব
 নহে। সিল্বেস্ট্র্‌ গ্রেহাম্, ও, স, ফোলব, জ, ফ, নিউ-
 টন্, জ, দ্বিথ্, ডাক্তর উ, অ, অলকট্, হিউফ্লও,
 টিন্, লেঙ্ক, বকান্, ক্রেজি, আ, লার্স, পেয়ার্টন্ হুইট্‌লা
 প্রভৃতি অনেকাধিক বিচক্ষণ পণ্ডিত ও বহুদর্শী চিকিৎসক

প্রচুর প্রমাণ দিয়া কহিয়াছেন, আমিষ ভোজন করিলে, শরীর ক্ষুধা হইয়া যকৃৎ, যক্ষ্মা, রাজক্ষ্মা, পাদশোথ, বাত, অপম্বব, বহুবিধ অঙ্গ-ক্ষত ইত্যাদি নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, এবং অনেক উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে, অনেকানেক অভ্যুৎকট প্রগাঢ় বোগ নষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ ও সবল হয়। স, গ্রোহাম্, ও স, ফৌলব, ডাক্তর পার্মলি, লেঙ্ক, ব্যানিস্টার, টেলব্, জ, পোর্টার, ন, জ, নাইট, জ, স্মিথ্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা স্বেচ্ছা মাংসাহার পরিত্যাগ করাতে, যক্ষ্মা, ক্ষত, অজীর্ণতা, জতিসার, অপম্বব প্রভৃতি অনেকানেক গাঢ় বোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও প্রমত্ত হইয়াছেন, এবং নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজনের বিধি দিয়া কত কত চিররোগীর চুঃসাধা রোগের শান্তি করিয়া তাহাদের ভগ্ন শরীর সুস্থ করিয়াছেন। পুরোক্ত লেঙ্ক ও নিউটন সাহেবেরা সপরিবারে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করেন, ইহাতে তাহারা ও তাহাদের পবিত্রবৃন্দ সমস্ত ব্যক্তি রোগ শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভ বিষয়ে বিশেষরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তর এবর্ক্‌স্‌ অগ্রণীত পাকিস্তানীর বোগ বিষয়ক গ্রন্থে লেখেন, আমার এক রোগী নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিয়া উৎকট উদরাময় ও শিরোরোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পুরোক্ত স্মিথ্ সাহেব

নিরামিষ ভোজন অবলম্বন কবান্তে বহু কাল বাপী
 ছঃসাধা বোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কহিয়া-
 ছেন, "তদনন্তর যত বার আমি পূর্ব্বাব আমিষ ভক্ষণ
 আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তত বাবই শার্বিক
 অসুস্থতা গোধ হওয়াতে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি।"
 সুবিধাত শেল সাহেব কহেন যত ব্যক্তি আমিষ ভক্ষণ
 পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিয়াছেন,
 তন্ম্বারা তাঁহাদের কাহাবও কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই,
 বরং অনেকবই বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত
 গ্রোহাম্ সাহেবের কতক গুলি শিষ্য এ বিষয়ের উত্তম
 দৃষ্টান্তস্বল। তাঁহারা মংসা মাংস পবিত্রাগ পূর্ব্বক সুস্থ
 ও সমৃদ্ধ শরীরে কাল যাপন করিতেছেন। ইংলণ্ডে
 নিরামিষ ভোজীদিগের এক সভা আছে। সে সভার
 সভ্যদিগের মধ্যে অনেকে আমিষ ভোজন পবিত্রাগ
 করিয়া পূর্বাপেক্ষা সমধিক সুস্থতা লাভ করিয়াছেন।
 নিউ ইয়র্কের অস্ত্রপাতী আলবেনি নামক নগরে অনাথ
 বালকদিগের ভরণ পোষণার্থে এক অনাথনিবাস সংস্থাপিত
 হয়, তথায় প্রথম ৭০।৮০ জন বালক অবস্থিতি
 করিত। তাহাদের মধ্যে নিয়ত ৪, ৫, বা ৬ জন করিয়া
 পীড়িত থাকিত, এবং গড়ে প্রায় প্রতিমাসে এক জন
 মৃত্যু-মুখে পতিত হইত। পবে, যখন তথাকার অধ্যক্ষেরা
 তাহাদের আমিষ ভোজন পরিবর্ত্তন প্রভৃতি স্থানীয়

কবিতা দিলেন, তখন তাহা বা রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র শরীরে কাল ব্যাপন করি উল্লসিত *।

নিবামিষ ভোজন দ্বারা যে বোগ শান্তি ও সুস্থতা বৃদ্ধি হয়, তাহার এই প্রকার ভূবি ভূবি উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পাবা যায়, কিন্তু তাহা হইলে অভাস্ত বাহুলা হইয়া পড়ে। অতএব আর দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া নিবস্ত হইতেছি।

আমেরিকার অন্যান্য চিকিৎসকেরা নিবামিষ ভোজনের বিষয়ে ক্রিপ পৰীক্ষা করিয়া দেখিবাছেন, ইহা জানিবার নিমিত্তে ডাক্তার নার্স নামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে, উৎপ্রেদেশীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যত ব্যক্তি তাহার প্রদত্ত উত্তর প্রদান করেন, সকলেই প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক এই প্রকার লেখেন, যে যৎসামান্য পবিত্রাণ পূর্বক নিবামিষ ভোজন করিলে যে কোন প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ঘটনা হয়, ইহা কোন স্থলে দৃষ্ট হয় নাই, প্রত্যুত, তদ্বারা যে শরীরের সুস্থতা ও বল বৃদ্ধি হয়, এবং অবিশ্রান্ত অধিক কাল ব্যাপিয়া পবিত্রাণ করিলেও যে ক্লান্তি বোধ হয় না, ইহাই সর্বত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছে †।

* *Fruits & Farinacea &c Part III. Chap VI. & VIII. Shelly's Poetical works Queen Mab Note 17 Fowler's Physiology Chapter II Section I. The Englishman Weekly Supplementary Sheet of the 17th January 1852*

† *Fruits and Farinacea &c Part III Chap VIII*

এতদেশীয় হিন্দুদিগের অপেক্ষায় মোসলমানদিগের মধ্যে যে অধিক অন্ধ ও কুঠবোগী দেখা যায়, তাহাদের মাংস ভক্ষণ তাহার এক প্রবল কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়।

আর ডাক্তর বিজ্ঞ, এল্ডার্ন, টেপান্. উ, ডেবিড্‌সন্, এ. পোলর্ড, পূর্বোক্ত স, গ্রেহাম, জ, স্টেটল্‌স সাহেব প্রভৃতি অনেকে বিস্তর উদাহরণ সম্বলিত লিখিয়াছেন, যে কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তত্রস্থ মাংসাশী লোকেরা তদ্বাৰা অধিক আক্রান্ত হয়। মহা খাণ্ডাপন্ন করণাময় হোর্য়ার্ড সাহেব যখন ভূবিভূবি খোরতর-মর-কাফল স্থানে গমন ও অবস্থিতি করিয়াছিলেন, বহুতর অন্বাহকর কাবাগাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অনেক বোগীর সহিত সংম্মিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি সদা মাংস পরিভোগ পূর্বক কেবল নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ ও জল মাত্র পান করিতেন। ইহাতে, বোগীদিগের সহিত এত সংস্রুত হইলেও, তিনি সর্ব স্থানে সুস্থশরীর থাকিয়া মারীভয় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। নিরামিষ ভোজনের গুণ তাহাব এ প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, যে অনান্য বান্ধিদিগকেও মবকের সময়ে নিঃশেষে মাংস মাংস পরিভোগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি পরলোক প্রাপ্তির অভ্যন্তর কাল পূর্বে এই প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন, যে কল ও শস্য ভক্ষণ করিলে, মনুষ্যের শরীর

সর্বতোভাবে যেকপ সুস্থ থাকে, মাংস আহার করিলে
সে রূপ কখনই থাকে না * ।

মনুষ্য নিরামিষ ভোজন করিয়া যেক্রপ সুস্থ ও সবল
থাকিতে পাবেন, সেইরূপ যে দীর্ঘজীবীও হইতে পাবেন,
তাহারও প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । গ্রীষ দেশীয়
সক্রেটিজ্, প্লেটো, জিনো, এপিকিউবস্ প্রভৃতি নিরামিষ-
ভোজী প্রাচীন পণ্ডিতেরা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত
ছিলেন । যিহুদি-জাতীয় জোজেকস্ নামক পুৰাণতত্ত্ববেত্তা
লিখিয়াছেন, এসেনি নামক সম্প্রদায়ী লোকে নিরামিষ
ভক্ষণ কবে, এবং একপ দীর্ঘজীবী হয়, যে তাহাদের
মধ্যে অনেকে শতবর্ষ অপেক্ষাও অধিক কাল জীবিত
থাকে । ইউরোপের অন্তঃপাতী নাবোরে দেশীয় যে
সকল ফল-মূল-শস্য-ভোজী সামান্য লোকের বিষয় পূর্বে
লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গড়ে বড় দীর্ঘজীবী
লোক পাওয়া যায়, প্রায় অন্য কোন দেশে তত প্রাপ্ত
হওয়া যায় না । ইউরোপ ধর্মের অন্তঃপাতী কয় দেশীয়
সামান্য লোকেবা যে প্রায় নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে,
পূর্বে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে । খ্রীযুক্ত জাণ্ দ্বিথ্
সাহেব স্বপ্রণীত ফল ও শস্য ভোজন বিষয়ক গ্রন্থে দীর্ঘ
জীবন প্রাপ্তি বিষয়ক প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিয়াছেন, যে ইতঃ-
পূর্বে কয় দেশীয় গ্রীক চর্চ নামক খ্রিষ্টান-সম্প্রদায়-ভুক্ত

যে সকল ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সহস্রাধিক ব্যক্তির বয়ঃক্রম শতবর্ষের অধিক, অনেকের আয়ু ১০০ বৎসর অপেক্ষায় অধিক ও ১৪০ বৎসরের অনধিক, আর চারি জনের আয়ু ১৪০ বৎসরের অধিক ও ১৫০ বৎসরের অনধিক। মেক্সিকোর ফল-মূল-শস্য-ভোজী আদিম নিবাসী লোকের মধ্যে অনেকেই শতায়ু প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহাদের কেশ পকু ও শরীর জবাএন্ত হয় না। আমেরিকা-খণ্ড-সংক্রান্ত পশ্চিম ইণ্ডিয়া নামক দ্বীপ-স্থিত নিবাসি-ভোজী দাসেরা একপ দীর্ঘজীবী হয়, যে তাহাদের মধ্যে ১৩০ বর্ষের অধিক ও ১৫০ বৎসরের অনধিক কাল জীবিত থাকে এ প্রকার অনেক ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে *।

ইংলণ্ড নিবাসী বৃদ্ধ পাব্ নামক প্রসিদ্ধ দীর্ঘজীবী ব্যক্তি সামান্য প্রকার রুটি, পনির, দুগ্ধ প্রভৃতি নিরামিষ জ্বা ভক্ষণ করিয়া ১৫২ বৎসর জীবিত ছিল। আমেরিকার শট্টেম্বেরি নগরে ই, প্রাট্ট নামে এক ব্যক্তি ক্রমাগত ৪০ বৎসর মাংস মাংস আহার করেন নাই, অথচ তিনি ১১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক প্রাপ্ত হন, এবং প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহার শরীর স্ববশ ও সবল ছিল। জ, একজ্যাম নামে এক ছাষী ইংরেজ সচরাচর মাংস ভক্ষণ করিত না, কল শস্যাদি আহার করিয়া

ধাকিত, অথঃ ১৪৪ বৎসব জীবিত ছিল। সে ব্যক্তি বিল-
ক্ষণ বক্তাবান্ ও পরিশ্রমী, এবং ক্রিয়াকাল যুদ্ধ-ব্যবসায়
নিযুক্ত ছিল। শতঃবৎসব বয়ঃক্রমের পূর্বে একবারও
পীড়িত হইয়াছিল কি না, সম্ভেদ স্থল, এবং মৃত্যুর অ-
ষ্টাৎ পূর্বে ১৪ ফ্রান্স পথ পদব্রজে গমন করিয়াছিল।
সে সচবাচর ফল, মূল, শসাই 'ভক্ষণ করিয়া থাকিত, তবে
কদাচিৎ কখনও মাংসাহার করিত। নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ
'ভোজন করিয়া, জাণ্ বেল্‌স ১২৮, পাল নামক বানপ্রস্থ
১১৫, এবং সেন্ট এন্টনি ১০৫ বৎসব জীবিত ছিলেন।
ভুবন-বিখ্যাত লার্ড বেকান্ সাহেব এই প্রকার বিস্তর
প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রণীত মরণ জীবন বিষয়ক গ্রন্থে
এইরূপ লিখিয়াছেন, যে যে একাধি আহার করা পিথা-
গোরাস নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমত, তদনুসারে ভোজন
দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ডাক্তর হিউ-
ইলও কহিয়াছেন, যে সকল লোক যৌবনের প্রারম্ভাবধি
আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই
অধিক দীর্ঘজীবী ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় *।

* মনুষ্য নিরামিষ ভোজন করিয়া যে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত
হইতে পারে, তাহার এই প্রকার ভূরি ভূরি প্রমাণ
প্রদর্শন করিতে পারা যায়। এতদেশীয় বিধবারা
সামান্যতঃ দীর্ঘজীবী হয়, কোন কোন পতিহীনা স্ত্রীকে
শত বর্ষরও অধিক আয়ু প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

ফলতঃ রসায়ন-বিদ্যা-বিশাব্দ অদ্বিতীয় পণ্ডিত জ, লোবিগ্‌ এবং ডাক্তর লেমান্ প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যাবান ব্যক্তি অবধাৰণ কৰিয়াছেন, যে মাংস ভক্ষণ করিলে, শরীর শীঘ্র ক্ষয় হইতে থাকে, একাধৰ্ণ, তাহা পূরণ কৰিবাব নিমিত্তে মাংসাশীদিগকে পুনঃ পুনঃ আহাৰ কৰিতে হয়। মার্সে^১, ওলিৱৰ প্রভৃতি শাৰীৰবিধানবেত্তা পণ্ডিত লিখিয়াছেন, যে নিবামিষভোজী ব্যক্তিদিগের বক্ত মাংসাশীদিগের অপেক্ষায় নিষ্ঠুর হয়, এবং তাহা শৰীৰ হইতে বাহির কৰিয়া দেখা গিয়াছে, মাংসাশীদিগের বক্তের ন্যায় শীঘ্র পচিয়া যায় না। এই সমুদায় বিবেচনা কৰিয়া গ্ৰেহাম্ ও স্মিথ্ সাহেব কহিয়াছেন, নিবামিষ ভোজন কৰিলে যে অপেক্ষাকৃত দীৰ্ঘজীবী হওয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই *।

চতুর্থতঃ।—অনেকে কহেন, স্তম্ভপ্ৰসিদ্ধ মাংসাশী পশুদিগের দন্ত ও মনুষ্যের দন্ত এক প্রকাৰ, অতএব, দন্তের আকার বিবেচনা কৰিয়া দেখিলেও মনুষ্যকে মাংসাশী জীবের মধ্যে গণিত কৰা উচিত। কিন্তু মাংসাশীদিগের এ যুক্তি নিতান্ত অমূলক। এ কথা যথার্থ বটে, যে মাংস-ভোজী ও উদ্ভিদ-ভোজী জন্তুদিগের দন্তে পৰস্পৰ বিস্তৰ বিত্তিন্নতা আছে, এমন কি, শাৰীৰবিধানবেত্তা পণ্ডিতেরা দন্তের আকার মাত্র দৃষ্টি কৰিয়া কোন্ পশু মাংসাশী ও

* Fruits & Fainacea &ca Part III Chap XV

কোন পশু উদ্ভিদভোজী, এবং কোন পশু কিরূপে জীবন-
যাত্রা নির্বাহ করে, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়া
দিতে পারেন। কিন্তু প্রধান প্রধান শারীরস্থানবেত্তা ও
শারীরবিদ্যাবৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে
দন্তের আকার ও অন্যান্য অনেক বিষয় পর্যালোচনা
করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে মাংসাহার কবা মনুষ্যের
স্বভাব-সিদ্ধ নহে, ফল, মূল, শসাই তাঁহার উপযুক্ত খাদ্য।
মনুষ্যের দন্ত বানর ও বনমাতৃষের দন্তের সদৃশ, বরং এ
বিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষায় বানর, বনমাতৃষ, অশ্ব, উষ্ট্র ও
হরিণের সহিত মাংসাশী পশুদিগের অধিক সাদৃশ্য আছে।
ইহাতে, যখন মাংস মাংসবানরাদির খাদ্য নহে, তখন
তাহা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ খাদ্য বলিয়া স্থির করা কোন
ক্রমেই সম্ভব হয় না। শূকর কখন কখন আমিষ ভক্ষণ
করিয়া থাকে, তাহার দন্তের আকার প্রকাব ও তদনুরূপ।
তাহার কষের দাঁত উদ্ভিদ ভোজী পশুর ন্যায়, ও অন্যান্য
কড়ক গুলি দন্ত মাংসাশী পশুর ন্যায়। যদি আমিষ
নিরামিষ উভয় প্রকার বস্তু ভোজন কবা মনুষ্যেরও স্বভাব-
সিদ্ধ হইত, তবে দন্তের গঠন বিষয়ে তাঁহারও ঐ প্রকার
ইতর বিশেষ থাকিত, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ, কে-
বল দন্ত কেন? লিনিয়স্, গ্যাসেন্ডি, ডোবেল্টন, লারেন্স
লার্ড মন্বোডো, কুবিয়ব, টার্মিস্ বেল, সৰ্বেবেরাড
হোম্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শারীরস্থানবেত্তা ও শারীর-

বিধানবেত্তা পণ্ডিতেরা নিম্নপণ কবিয়াছেন, যে দন্তের আকার, হস্তের গঠন, হস্ত-সম্বন্ধ মাংসপেশীর ক্রিয়াতন, ভক্ষ্য চর্ষণ কালীন হস্ত সঞ্চালনের প্ৰকার, অস্ত্রের দীর্ঘতা, যকৃতের আয়তন, এবং অন্যান্য অনেকানেক বিষয়ে উদ্ভিদ-ভোজী পশুদিগের সহিত মনুষ্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাংসাশী পশুদিগের সহিত কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই। উদ্ভিদ-ভোজী পশুদিগের ভক্ষ্য চর্ষণ ও পরিপাকার্থে অধিক লাল। আবশ্যক করে, একারণ তাহাদের মুখ হইতে অধিক লাল নিঃসৃত হয়, এবং তাহাদের শারীরিক সুস্থতা বিধানার্থে অধিক ক্ষুদ্র নিঃসরণ আবশ্যক করে, একারণ তাহাদের লোমরূপ হইতে অধিক ঘর্ষ নির্গত হয় মনুষ্যের বাও তদনুরূপ অধিক লাল ও অধিক ক্ষুদ্র নিঃসৃত হইয়া থাকে*। বিশেষতঃ বানর, বনমাতৃষ, বাঘন এ ত্রিবিধ প্রাণীর এই সমস্ত বিষয় অধিকল এক

*In the absence of claws and other offensive weapons, in the form of the incisor, cuspid, and molar teeth, in the articulation of the lower jaw, in the form of the Zygomatic arch, in the size of the temporal and masseter muscles and salivary glands, in the length of the alimentary canal, in the size & internal structure of the colon and caecum, in the size of the liver, and in the number of perspiratory glands in all these respects, man closely resembles herbivorous class of animals—Fruits and Farinacea &c. by John Smith Part II Chap I.

প্রকার।* অতএব, পূর্ৱোক্ত মহানহোপাধায় পণ্ডিতেরা
কহিয়া গিয়াছেন, সমুদায় শারীরিক ব্যবস্থা বিবেচনায়
মহুষ্যকে কোম্‌ক্রমে বা সশী বোধ হয় ন, ফল-মূল-শস্য-
ভোজী বলিয়া দ্বির কঁবাই কর্‌বা † ।

পঞ্চমতঃ।—যা সশী মহাশয়দিগেব আর এক বুদ্ধি এই,
যে তৃণ, পত্র, শস্যাদি-ভোজী জন্ত সকল মৎস্য যা ন পরি-
পাক কবিত্তে পাবে না, এবং যা সশী জন্তুবা ফল, মূল,
শস্য, তৃণাদি পরিপাক কবিত্তে পাবে না, কিন্তু মহুষ্য উভয়
প্রকার খাদ্যই পরিপাক কবিত্তে পাবেন, অতএব তাঁহা
পক্ষে উভয় প্রকার কঁবাই আহাব করা বিধেয়। কিন্তু
তাঁহাদের প্রতিপক্ষীয় পণ্ডিতেরা যে একাবে এ বুদ্ধি
খণ্ডন কবেন, তাহা লিখিত হইতেছে। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা
করিয়া দেখা গিয়াছে, যে অভ্যাস দ্বারা বস্তৃ বিশেষ
পরিপাক কবিত্তেব শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাস্তবতা-
বত্তঃ যা সশী হইলেও যে নিবাসিয় বঃ পরিপাক কবিত্তে
পারে, তাহা পূর্ৱই উল্লেখ করা গিয়াছে। কলিকাতা-

* Thus we find, whether we consider the teeth and
jaws, or the immediate instruments of digestion, the
human structure closely resembles that of the Simia,
all of which, in their natural state, are completely
herbivorous—Lectures on Comparative Anatomy,
Physiology &c. by W. Lawrence Lecture IV.
Chapter VI

† Fruits & Farinacea &c. Part II. Chap I II

নিবাসী কোন ভদ্র কুলোদ্ভব গৃহস্থের একটা বিড়ালের এ প্রকার অভ্যাস হইয়াছিল, যে মা'স দিলেও আহার করিত না। এইরূপ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়ালাদি মাংসাশী পশুরা যে নিবামিষ বস্তু ভোজন করিয়া সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে, ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেঘ, বৃষ ও অশ্ব স্বভাবতঃ নিবামিষ-ভোজী, কিন্তু অভ্যাস করাইলে, তাহাবাও মা'স ভক্ষণ করিয়া সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে। আবব দেশীর অন্তঃপাতী কোন কোন স্থানে যথেষ্ট তূর্, পত্রাদি না থাকাতে, ভবাকার লোকে অশ্বদিগকে মাংসা ভক্ষণ করায়। পূর্ষকার গাল্ নামক ইউরোপীয় লোকেরা অশ্ব ও বৃষদিগকে মাংসা ভক্ষণ করাইত। নাবোথে ও ভারতবর্ষের দক্ষিণখণ্ডের কোন কোন স্থানেও এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে। ববঃ কোন কোন স্থলে এ প্রকার দৃষ্ট কবা গিয়াছে, যে নিবামিষাশী জন্তুর অমিষ ভক্ষণে এরূপ অভ্যাস পায়, যে তু'-শস্যাদি ভোজনে আর অতিকর্চ থাকে না। কোন জাহাজের মাল্লাবা এক মেঘ-শাবককে কিছু কাল মা'স ভক্ষণ করিতে দিয়াছিল, তাহাতে তাহার এরূপ অভ্যাস হয়, যে কর্তেক মা'স পরে তাহাকে তূণাদি দিলে, তাহা আহার করিলেক না। কল, মূল, শস্যাদি আহার করাই বনমাতৃষের স্বভাব-সিদ্ধ, কিন্তু এবেল নামক এক সাহেবের একটি বনমাতৃষ ছিল, সে তাহার সমভিব্যাহারে জাহাজে আসিতে আসিতে

অত্যন্ত দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ মাংসাশী হইয়া উঠিয়াছিল* । এইরূপ কল, মূল, শস্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তৎসমুদায়* পরিপাক করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং মৎস্য মাংস* ভোজন অভ্যাস করিলে, তত্তৎ দ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তিই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । সকল জাতীয় লোকেই প্রথমাবস্থায় অভিশয় অসম্মত থাকে, এবং জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ পূর্বক পশু পক্ষাদি বধ করিয়া উন্নত পুষ্টি করে, তখন তাহাদের জিহাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অধিক প্রবল এবং স্বল্প প্রবৃত্তি সকল দুর্বল থাকে, এ কারণ প্রাণী বধ করিতে দয়ার সঞ্চার হয় না । তদবধি তাহাদের আমিষ ভোজন করা অভ্যাস পাইয়া যায়, এবং তদ্বারা এ প্রকার প্রবৃত্তি সংস্কার জন্মে, যে মৎস্য মাংস ভোজন করা মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ* ভোজন অভ্যাস ও ভোজ্য বস্তু বর্ণ দ্বারা জন্তুর পরিপাক-প্রকৃতি স্বরূপ পরিবর্তিত হয়, তখন বাহ্যিক ক্রমাগত পুষ্কবায়ুক্রম আমিষ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের যে মৎস্য মাংস পরিপাক হয়, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? ইহাতে যদি আমিষ নিবামিষ উভয় প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল গো, অশ্ব, যেহ প্রভৃতি ইতর জন্তুরও প্রকৃতি-সিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয় ।

* Fruits & Farinacea &c Part II. Chap. II.
Shelly's Poetical works. Queen Mab. Note 17.

অতএব, যখন অন্যান্য কারণে আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ বোধ হইতেছে, তখন পৰিপাক হয় বলিয়া মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। মনুষ্যেরা চিরকালই পরমেশ্বর-প্রদত্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়কে অবৈধ বিষয়ে নিয়োজন করিয়া আসিয়াছেন। অজ্ঞাতাজ্ঞ অসভ্য লোকের আচার ব্যবহার যদি বিহিত হয়, তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা একেবারে রহিত করিতে হয়। কোন কোন জাতি যে নরমাংস ভক্ষণ করে, কোন কোন জাতি যে ক্রান্ত মাংস উদরস্থ করে, এবং আমেরিকা খণ্ডে মেটা ও ওরিনকো নামক নদের জীরকর্ষী অটোমাহ নামক লোকেরা এবং অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের জোতকরা যে এক প্রকার স্থিতিক ভোজন করে,* ইহাতে তাহাদের দৃষ্টান্তানুসারে নরমাংস, আম বাইবেল ও স্থিতিক ভোজন করা কি মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ প্রকৃতি-সম্মত বলিয়া স্থির করা কর্তব্য? যখন প্রাণী বধ আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, যখন আমিষ ভোজন করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হয়, যখন দস্ত, হস্ত, পাক-স্থলী ও অন্ত্র প্রভৃতির আকার প্রকারাদি বিবেচনায় নিরামিষ ভোজনই মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ বোধ হয়, এবং যখন ভক্ষ্যরা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়, তখন

* Lectures on Comparative Anatomy &c. by W. Lawrence. Lectures IV, Chap VI.

জীর্ণ হয় বলিয়া মাংস মাংস তক্ষণ করা নিতান্ত বুদ্ধি-
বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

যষ্ঠতঃ :—কেহ কেহ কহেন, মাংসাহার করিলে বুদ্ধি
বৃদ্ধি প্রথর হয়। কিন্তু তাহাদের এ কথা কত দূর প্রামা-
ণিক, যোবতর মাংসাশী ডক্কুসি, একুইমাক্স, বুবাট্ প্র-
ভৃতি পূর্বোক্ত অসভ্য জাতিদিগের সহিত হিন্দু, চীন প্র-
ভৃতি নিরামিষ-ভোজী ও অগ্ন্যমিষ-ভোজী লোকদিগের
তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা অনায়াসে অবগত হওয়া
যায়। তবে ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় লোক-
দিগকে যে বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাপন্ন দেখা যায়, তাহাদের
স্বাভাবিক শক্তি, স্বদেশের গুণ, শিক্ষার সুপ্রণালী ইত্যাদি
অন্যান্য অনেক কারণ আছে। তন্ত্বে প্রদেশীয় প্রধান-
প্রধান পণ্ডিতেরা স্বয়ং এ বিষয়ে যে প্রকার পরীক্ষা
করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলেই চরিত্র
হওয়া যায়। থিয়োগ্রাস্ট্ ও ডারোজিনিন্ নামক প্রা-
চীন পণ্ডিত এবং অতিশয় খ্যাতিপন্ন হাঙ্কলিন্ ও সর্-
জান্ সিক্সেয়র্ সাহেবেরা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, যে
মাংস তক্ষণ করিলে বুদ্ধি মলিন ও মন্দীভূত হয়, আব-
কল, মূল, শস্যাদি নিরামিষ দ্রব্য ভোজন করিলে বুদ্ধি
সডেজ হয়, বিবেচনা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং প্রধান প্রধান
মনোবৃত্তি পরিষ্কৃত হয়*।

জিনো, এপিকিউরস্, সেনিডিমস্, পিথাগোরস্, ও তাঁ-
হার মতামুগামী বিজ্ঞ ব্যক্তি সকল, ইত্যাদি প্রাচীন গ্রীক
পণ্ডিতেরা, এবং মহাকবি শেলি ও বায়বন্ প্রভৃতি ইদা-
নীন্তন অনেকানেক বিদ্যাবান্ ব্যক্তি মৎসা মাংস পবি-
ভাগ করিয়াছিলেন। আমিষ ভক্ষণ কবিলে উৎকৃষ্ট মনো-
বৃত্তি সকলের ক্ষুণ্ণি হয় না বলিয়া, অসামান্য ধীশক্তি-
সম্পন্ন ভুবন-বিখ্যাত সর্ আইজাক্ নিউটন্ সাহেব
তাঁহার দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ক সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার সময়ে
নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন কবিতেন *।

পূর্বোক্ত আলবেনি নগরস্থ অনাথনিবাসের বালকেরা
নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন আবৃত্ত কবিবার তিন বৎসব
পূরে, তথাকার অধ্যাপক কহিয়াছিলেন, যে নিরামিষ
ভোজন আরম্ভ করাত, এখানকার বালকদিগের যে অত্যন্ত
জ্ঞানকার হইয়াছে, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ত-
দ্বারা তাহাদের বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি-শক্তি যে প্রকার
বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।
আমি তাহাদিগকে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ,
তাহাই তাহারা শিখিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ কবে
ও অনায়াসে বুঝিতে পারে। পূর্বোক্ত সিঙ্গেয়ব্ সাহেব,
আয়ল'ও নিবাসী কডক গুলি বালকের বিষয়ে এই প্র-
কার লিখিয়াছেন, যে তাহারা যত দিন নিরামিষ ভ্রবা

* Fruits & Farnacea &ca. Part III. Chap. XIII.

ভক্ষণ করিত, তত দিন বুদ্ধিমান ও কর্মঠ ছিল, পরে মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া অলস, অকর্মণ্য ও বুদ্ধি বিষয়ে হীন হইল * ।

সপ্তমতঃ ।—কেই কেহ কহেন, যে সকল শীতল প্রদেশে শস্যাদি জন্মে না, এবং বৃক্ষাদি ফলবান্ হয় না, উথায় আমিষ ভক্ষণ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই চলে না । বিবেচনা করিলে, ইহাব উত্তর আপনা-হইতেই উপস্থিত হইতে পারে । যে সকল দেশে শস্যাদি কিছুই জন্মে না, শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় যথোচিত উন্নত হয় না, সুতরাং যেখানে লোকের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতা বৃদ্ধিব অশেষ প্রকার দুর্নিবার্য্য প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, কৃষি-শক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ মনুষ্যদিগের সে স্থানে অবস্থিতি করাই বা কোন্ যুক্তিসিদ্ধ? কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে, সর্ব প্রকার শারীরিক নিয়ম পালন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না বলিয়া, কি সর্ব স্থানেই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করা বিহিত বলা যায়? সেইরূপ, পৃথিবীর প্রাপ্ত বিশেষ দুই এক স্থানে যথেষ্ট বৈধ অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়া, কি সর্বত্রই অবৈধ অন্ন ভোজন করা বিধি-সম্মত হইতে পারে? আর, ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া সে সকল স্থানও বৈধাভোজী ব্যক্তিদিগের বাসযোগ্য হওয়া অসম্ভাবিত নহে । এক্ষণেও লা-

লাও নামক অতিশয় শীতল দেশের অনেকানেক প্রদেশে
বব, বাই, ওট এই ত্রিবিধ শস্য এবং গোল আলু, যথেষ্ট
উৎপন্ন হয়, এবং তথায় এক প্রকার হবিণ জন্মে, তাহার
দুগ্ধও পান করা যায় * ।

আর, নাবোয়ে, রুষ প্রভৃতি অত্যন্ত শীত প্রধান দে-
শের লোকে যে নিরামিষ* ভোজন করিয়া স বল ও সুস্থ-
শরীরে থাকিতে পারে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে ,
এবং তদ্বারা ইহাও দর্শিত হইয়াছে, যে মাংসাহার না
করিলে যে শীতল দেশে বাস করা যায় না, এ কথা প্রা-
মাণিক নহে। বস্তুতঃ, রসায়ন বিদ্যা দ্বারা ইহা নিঃসং-
শয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে শরীরের উষ্ণতা সাধনার্থে যে
সকল পদার্থ আবশ্যক করে, ঘূতে এবং শর্করা, তৈল, আলু,
জুগুন্ড প্রভৃতি উদ্ভিদ বস্তুতে তাহা যথেষ্ট আছে , মাংসে
জন্ম নাই। অতএব, শীতল দেশে এই সমস্ত বস্তু আহার
করা আবশ্যক। মেদ তর্কণ করিলে, শরীর সম্যক্ রূপে
উষ্ণ থাকিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই , কিন্তু যখন ঘূ ত,
শর্করা, তৈলাদি নিরামিষ দ্রব্য ভোজন দ্বারা সে বিষয়
অনায়াসে সম্পন্ন হয়, তখন প্রাণী বধ করিয়া মেদ তর্কণ
করা বিধেয় নহে। কলতঃ, পূর্বোক্ত গ্রোহাম সাহেব
কহিয়াছেন, নিরামিষ-ভোজী ব্যক্তিরা মাংসাশীদিগের
অপেক্ষায় অধিক শীত সহিতে পারে। ইউরোপীয় অমে-

* Penny Cyclopædia. Article on Lapland.

কানেক সম্ভ্রান্ত ভিন্ন লোক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি স্বদেশে হইতে নির্বাসিত হইয়া আসিয়ার অন্তর্বর্তী শীত-প্রধান রূষ দেশে প্রেরিত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা 'জীবনাবধি' নিরামিষ ভোজন করিয়া আসিয়াছে, অন্য কোন ব্যক্তি তাহাদিগের অপেক্ষায় অধিক শীত সহ্য করিতে পারে না*।

এই স্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য, যে আমাদের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশে যে মাংস ভক্ষণ আবশ্যক করে না, ইহা প্রায় সর্ব-বাদি-সম্মত।

. অষ্টমতঃ*।—নিরামিষ-ভোজী পণ্ডিতেরা স্থপক্ষ সংস্থাপনার্থ আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাও গ্রহণ করা কর্তব্য। যাহাতে অল্প দ্রব্য বা অল্প পরিশ্রমে অধিক কাষা সম্পন্ন হয়, তাহাই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্য। ভূমণ্ডলে লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব যাহাতে অল্প ভূমিতে অধিক লোকের আহার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই কর্তব্য। যে সকল সভ্য জাতির মধ্যে পুচুর মাংস ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহারী পশু পালনার্থে ক্ষেত্রে তৃণাদি বপন করে, এবং পশুদিগকে সেই সকল তৃণাদি আহার কবাইয়া আপনারা তাহাদের মাংস ভোজন করে। ইহাতে, যে ভূমির উৎপাদে যত লোকের আতাবোপযুক্ত পশু পালিত হয়,

* Fruits & Farinacea &c. Part III Chap V.

সে ভূমিতে তাহার ২০। ৩০ গুণ লোকের খাদ্যোপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। আর যে সমস্ত অসভ্য জাতি কেবল মৃগয়া করিয়া উন্নত পুৰণ কর্বে, তাহাদের এক এক জনের আহাৰ আহরণার্থে যত ভূমি আবশ্যক হবে, তাহাতে কৃষি-কার্যোপজীবী সহস্র লোকের অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব, যদি আমাদের আমিষ ভোজন করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি পৃথিবীর এ প্রকার ব্যবস্থা কবিতেন না, বরং তাহাতে নিরামিষ-ভোজী অপেক্ষায় অধিক সংখ্যক আমিষ-ভোজীব খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে, এই প্রকার বিধান কবিয়া দিতেন।

নবমতঃ।—কোন কোন মহাশয় কহেন, আমরা স্বহস্তে প্রাণী বধ করি না, অন্য কর্তৃক নিহত জীবের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকি, তবে আমাদেরকে হিংসাদোষ স্পর্শিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু তাহাদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে তাহারা ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন বলিয়াই, ধীবর প্রভৃতি মৎস্য, পশু, পক্ষ্যাদি নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা আমিষ ভোজন না করিলে, লোকের মৎস্য মাংস বিক্রয় করা যে এক উপজীবিকা আছে, তাহা মূলেই ধ্বংসিত না। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ধন-লোভ দর্শাইয়া নরহত্যা করিতে প্রবৃত্ত করে, তবে তাহাতে কিসে সেই প্রবর্তকের অপরাধ হয় না? অতএব, তাহারা আমিষ ভোজন করাতো, ধীবর ও মাংস-বিক্রয়োপজীবীদিগকে প্রাণী বধ

করিতে এক প্রকার অসুস্থতি দেওয়াই হয়, এবং যদি তাহাতে পাপ থাকে, তবে তাঁহাদিগকে অবশ্যই সে পাপের ফলভাগী হইতে হয়, তাহার সংশয় নাই। তাহারা যে নানা প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার পূর্বক জন্তুর জীৱন অপহরণ করিয়া দয়া, স্নেহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ে একেবারে জলাঞ্জলি দেয়, এবং আমিষ-ভোজী মহাশয়েবা যে মৎস্য মাংস উদয়স্থ কবিতা আপনাদেব নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল কবেন, ঐ সকল আমিষাশী ব্যক্তিই এ উত্তরের মূল কাৰণ। অতএব, মৎস্য মাংস ভক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি দুর্বল হইয়া সংসারের যে অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাহারাই ইহার নিদানভূত, তাহাব সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর আমাদের নিমিত্তে নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রীতে ভূমণ্ডল পৰিপূর্ণ কবিতা রাখিয়াছেন। তিনি অশেষ প্রকার ফল, মূল, শস্যের বীজ সৃজন করিয়াছেন, ভূমিতেও এ প্রকার উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে এক গুণ বীজ বপন করিলে ভূরি গুণ উৎপন্ন হয়, এবং আমাদিগকেও এরূপ বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছেন, যে আমরা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিলেই প্রচুর ভক্ষ্য প্রস্তুত করিতে পারি। উত্তমরূপ শরীর রক্ষা ও পুষ্টি বর্জন্যার্থে যে সকল পদার্থ আবশ্যক, ফল, মূল, শস্য তাহা যথেষ্ট আছে। এই সমস্ত সুলভ সামগ্রী সত্ত্বেও,

আমরা প্রাণী সংহার করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু
মধ্যে কেন গণিত হই? দয়া, স্নেহ প্রভৃতি যে সকল প্র-
ধান বৃত্তি থাকিতে, মনুষ্য নামেব এত গৌরব হইয়াছে,
যে কদম্ব দ্বারা তৎসমুদায় নিস্তেজ হয় এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি
উত্তেজিত ও বর্ধিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া কি নি-
মিত্ত পশুব সাদৃশ্য প্রাপ্ত হই? পরম কারুণিক পরমেশ্বর
আমাদিগকে যে প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহ-
পযোগী অশেষ প্রকার শস্য, ফলাদি সৃজন করিয়া রাখি-
য়াছেন। অতএব, তাঁহার প্রদত্ত এই সমস্ত সুবস সামগ্ৰী
লাভে পরিতুষ্ট না হইয়া হিংস্র জন্তুবৎ আহারার্থে পশু
পক্ষাদি নষ্ট করা কোনক্রমে কর্তব্য নহে *।

নিরামিষ ভোজনেব বৈধতা ও আমিষ ভক্ষণের প্রভি-
বেধ-পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ
করা গেল। সিল্বেস্টার গ্রেহাম, জাঙ্কিন্স, ডাক্তর আ-
লকট্, লেঙ্ক, চীন, ফোর্লার প্রভৃতি অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিত
প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক এ বিষয় প্রতিপাদন করিয়া-
ছেন। অতএব, যাহারা এ বিষয় বিশদরূপে বিচার করিয়া
দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ঐ সমুদায় বিদ্যাবান বা-

* কিন্তু আহারার্থে জীব হিংসা করা অবিধেয় বলিয়া
এ প্রকার অবধারণ করা কর্তব্য নহে, যে কোন স্থলেই
প্রাণী বধ করা উচিত নয়। প্রত্যুত, স্থল বিশেষে আত্ম-
রক্ষা ও অনিষ্ট নিবারণার্থে জীব নষ্ট করা বিহিত বোধ হয়।

ক্তির হুও গ্রন্থ, বিশেষতঃ গ্ৰেহাম ও স্মিথ সাহেব প্রণীত
পুস্তক পাঠ কৰিবেন * ।

* এই দুই শেযোক্ত পুস্তকের নাম ।

Lectures on the science of Human Life,
by Sylvester Graham.

Fruits and Farinacea the proper food of
man ; being an attempt to prove from His-
tory, Anatomy, Physiology and Chemistry,
that the original, natural, and best diet of
man is derived from the vegetable kingdom,
by John Smith.

প্রথম ভাগসমাপ্ত ।

সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থ

অধ্যবসায়	Firmness.
অনাথনিবাস	Orphan-asylum.
অনুচিকীর্ষা	Imitation.
অনুমিতি	Causality.
অন্ত্র	Intestine.
অপত্যস্নেহ	Philoprogenitiveness.
আকাবাহুতাবকতা .	Faculty of Form.
আত্মাদর	Self-esteem.
আশ্চর্যা	Faculty of Wonder.
আসঙ্গলিপ্সা	Adhesiveness.
ইতর জন্তু	Lower animals.
উপচিকীর্ষা	Benevolence.
উপমিতি	Faculty of Comparison.
কম্পাস	Compass.
কার্যকারণতাব	Causation.
কালানুতাবকতা . .	Faculty of Time.
কুসংস্কার	Prejudice.
গুরুত্বানুতাবকতা . .	Faculty of weight.
গোমসূর্য্যগাধান	Vaccination.
ঘটনানুতাবকতা	Eventuality.

ভড়	Idiot.
জলপ্রপাত	Cataract.
জিঘাংসা	Destructiveness.
জিজীবিষা	Love of life.
জীবনী শক্তি	Vital power.
জুগোপিত	Secretiveness.
দূরবীক্ষণ	Telescope.
ধমনী	Nerve.
ধর্মনীতি	Science of morals.
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি	Lower propensities.
নির্দ্বিৎসা	Constructiveness.
নৈমিত্তিক গুণ	Temporary quality.
নৈসর্গিক	Natural.
ন্যায়পবতা	Conscientiousness.
পর্যটক	Traveller.
পাকস্থলী	Stomach.
প্রকৃতি	Nature. Constitution.
প্রতিদ্বিৎসা	Combativeness.
প্রাকৃতিক	Natural.
প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত	Natural History.
বুদ্ধিবৃত্তি	Intellectual Faculties.
বুজুক	Appetite for food.

ভাষাশক্তি	Faculty of language.
ভূতত্ত্ব	Geology.
ভৌতিক	Physical.
মস্তিষ্ক	Brain.
মাংসপেশী	Muscle.
মৈশ্বরতত্ত্ব	Mesmerism.
রসায়ন	Chemistry.
রাজনীতি	Science of Government.
রাজবিপ্লব	Revolution.
লোকানুসারপ্রিয়তা	Love of approbation.
বর্ণানুভাবকতা	Faculty of colouring.
বাণিজ্যাগার	Firm.
বায়ুকোষ	Air-bladder.
বাষ্পীয় যন্ত্র	Steam-engine.
বাষ্পীয় ভবনী	} .. Steam-vessel.
বাষ্পীয় নৌকা	
বাষ্পীয় পোত	
বিজ্ঞান	Science.
বিবৎসা	Inhabitiveness.
বৃত্তি	Faculty. /
ব্যক্তিগ্রাহিতা	Individuality.
শারীরবিধান	Physiology. /

শারীরস্থান	Anatomy.
শারীরিক	Organic.
শোভাহুতাবকতা	..	Ideality.
জ্যোপলবী	Labourer.
সংখ্যা	Faculty of number.
সবসংস্থান	Equilibrium.
সমাধিস্থান	Burial-ground.
নাথারশস্থতিকাগার		Lying-in hospital.
সাবধানতা	Cautiousness.
স্তর	Stratum.
স্ববাহুতাবকতা	Faculty of tune.
হস্তবিশেষ	...	Phrenology.



বাহ্য বস্তুর সহিত
মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ।

দ্বিতীয় ভাগ ।

শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত কর্তৃক

প্রণীত ।

পঞ্চম বার মুদ্রিত । *

কলিকাতা

মুদ্রক সংস্কৃত বন্দ্য ।

সংবৎ ১৯৩০ ।

বিজ্ঞাপন ।



“বাহু বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার” বিষয়ক পুস্তক সমাপ্ত হইল। অন্তঃপ্রব, অদেহী লোকের নিকট বিনোদ ভাবে নিবেদন, তাঁহারা পরিগ্রহ স্বীকার পূর্বক এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিবেন, এবং ইহাতে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হইবেন। যিনি যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিবেন, তিনি যেন তাহা লোকদিগকে, বিশেষতঃ বালকদিগকে, শিক্ষা দিতে বদ্ধ করেন। যে সকল মহাশয় কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য। যখন বালক-শ্রমের বিদ্যাধারনের তার তাঁহাদের উপর সমর্পিত রহিয়াছে, তখন তাঁহারা আপনারা যথোচিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রশিক্ষিত ও সন্দাচারী করিবার চেষ্টা করিলে, এতদেহী লোকের পুণ্যমোহাঙ্গা সাধনের পথ অনেক পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন, আপনাদি, আপন পরিবারের ও অপর সাধারণ সকলের জ্ঞান, ধর্ম, ও পুণ্য সম্বন্ধে বুদ্ধির চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, সেইরূপ, রাজারও

প্রজাদিগের বিজ্ঞাত্যাসের ভার গ্রহণ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। অন্তের সহিত যে বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, সে বিষয়ে সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু অন্যের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে বাহ্যতে ভ্রাতৃ-বিকল্প ব্যবহার না হয়, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার উপায় করা বিধেয়, কারণ, এক ব্যক্তির কুব্যবহার দ্বারা অন্তের অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার প্রতিবিধান করা রাজনিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য। শারীরিক নিয়ম না জানিলে শরীর ভয় হইয়া সামাজিক-কার্য-সাধনে অশক্তি হইতে হয়, এবং এক জন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তদ্বারা নানা প্রকারে প্রতিবাসীদিগেরও পীড়া হইবার সম্ভাবনা; অতএব, বাহ্যতে প্রত্যেক প্রজা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্তব্য। যাহার রিপূ সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির আশ্রয় না থাকে, তাহা কর্তৃক সংসারের অশেষ প্রকার অশ্রুতি হইবার সম্ভাবনা, অতএব প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি এবং ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় সংযত করিবার নিমিত্তে, প্রজাদিগকে ব্রীতিমত ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়া ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার পুর্বিধা করা আবশ্যিক। শিল্পবিজ্ঞা, রসায়নবিজ্ঞা, লোক-যাজ্ঞবিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিজ্ঞা শিক্ষা করিলে উত্তমোত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমাজের হুৎ-যোচন ও সুখ-সমৃদ্ধতা-সাধন করিতে পারা যায়

তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্তব্য। এই সমস্ত সুবিদ্যা শিক্ষার উপায় করিয়া না দিলে, রাজা ও রাজপুত্রেরা প্রজার ঋণ হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন না। যদি দুর্ভিক্ষদমনার্থে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখা রাজার পক্ষে কর্তব্য হয়, তবে যাহাতে প্রজাদিগের দুঃস্বস্তি দমন ও সংপ্রস্তুতি বর্জন হয়, তাহার উপায় করা কেন না কর্তব্য হইবে? প্রজাদিগের শারীরিক-সুস্থতা-সম্পাদনার্থে, নগর পরিষ্কার, নির্মল-জল-প্রাপ্তির সুবিধা, জজ্বাল ও দুর্গন্ধ বস্তুর দূরীকরণ প্রভৃতি বিধান করা যদি রাজার উচিত হয়, তবে যাহাতে প্রজারা স্বয়ং ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং অন্তঃশরীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করা রাজনিয়মের উদ্দেশ্য কেন না হয়? অতএব প্রজাদিগকে পূর্বোক্ত সমুদায় বিজ্ঞা শিক্ষার প্রবৃত্ত করা ও তাহার উপায় করিয়া দেওয়া রাজার কর্তব্য কর্ম। তাহারা কাব্য অলঙ্কার শিক্ষা ককক আর না ককক, সে তাহাদের স্বৈচ্ছাধীন, বাজনিয়ম দ্বারা সে বিষয়ে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। যদি ভাবতবর্ষের রাজপুত্রেরা এই সমস্ত পরম মঙ্গলদায়ক অভিপ্রায়ের অধুগত হইয়া অপর সাধারণ সকল লোককে পূর্বোক্ত প্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে একান্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আশাদের সৌভাগ্যের সীমা কি! যে যে বিজ্ঞা অধ্যয়ন করিলে, ভৌতিক, শারী-

রিক, ও মানসিক নিয়ম অবগত হওয়া যায়, 'রাজ-সংক্রান্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যাপনা সংস্থাপন করা, এবং যাহাতে সর্বসাধারণে তাহা শিক্ষা করিতে ও শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার উপায় করা রাজপুরুষদিগের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

অধিক-কাল-ব্যাপী অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণিত পাব না, এবং জ্ঞান ও ধর্মালোচনার্থে অবকাশ পাওয়া যায় না। অতএব, যে সকল সাংসারিক রীতি প্রচলিত থাকিতে, লোকে বহু কাল ব্যাপিয়া কায় ক্লেশ করিতে বাধ্য হয়, এবং বুদ্ধিরতি ও ধর্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে অবকাশ কাল পায় না, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার পরিবর্তন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

এক্ষণে যে প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাতে নিরুক্ত প্রবৃত্তি সমুদায়ই প্রবল হইতে পারে না। ধনোপার্জন ও বিবর বৃদ্ধির যে প্রকার রীতি বলবতী আছে, তাহাতে লোকের অর্জনল্গ্ৰহা রুতি দিন দিন সতেজ হইয়া উঠিতেছে। বংশ-স্বর্বাদা ও ক্রিয়ম উপাধি থাকিতে, অতিমান ও অহঙ্কার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতেছে। বৃদ্ধ-ব্যবসার ও বৃদ্ধ কার্য দ্বারা জিদাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবল হইতেছে। যদিরা পান ও অন্তান্ত মাদক সেবনের প্রথা প্রবল হইয়া লোকের চিত্ত-ভূমিহু ধর্মীকর সকল সমুদে নির্ধল করিতেছে।

শিক্ষাওক ও নীক্ষাওকরা সহজ একাধারে উপদেশ ককন, যত দিন ঐ সমস্ত দূষিত রীতি প্রচলিত থাকিবে, তত দিন তাঁহাদের উপদেশ সম্যক্ রূপে সকল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপদেশ প্রদান ব্যতিরেকে উপায়ও নাই। মনুষ্যের প্রকৃতি, বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধানুযায়ী অনুষ্ঠানের উপরে যে তাঁহার সর্বপ্রকার মঙ্গল নির্ভর করে, এই সমস্ত বিষয় উপদেষ্ট হইলে, লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম ও আপনার পুঙ্খ লক্ষ্যতার বধাৰ্থ পথ অবগত হইবে, এবং অবগত হইয়া তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মগণ বে ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক অধ্যয়ন ও পুনঃপুনঃ পর্যালোচনা করা তাঁহাদের অবশ্যকর্তব্য। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম। যে সমস্ত কার্য আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহা সাধন করা কর্তব্য। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য তাঁহার প্রীতিকর তাহা না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্যই তাঁহার প্রিয় কার্য, এবং তাঁহার প্রীতি প্রীতিপ্রকাশপূর্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই জ্ঞানীদের একমাত্র ধর্ম। এ পর্য্যন্ত কতপ্রকার

নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা সে সকল
বিষয় শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা এই, পুস্তকে
যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল। অতএব, এ গ্রন্থ লোকদিগের
ধর্ম-শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গ্রন্থোক্ত অভি-
প্রায় সকল অবলম্বনপূর্বক তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে
ও অন্য লোকদিগকে, তৎসমুদায়ের উপদেশ প্রদান
করিতে যত্নবান্ থাকি প্রত্যেক ব্রাহ্মণই উচিত।

এ গ্রন্থে যে সমস্ত সর্বশুদ্ধদাবক বিষয়ের বিবরণ
করা গেল, যখন বিদ্যালয় সমুদায় সেই সকল বিষয়
অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্মোপদেশকেরা
পরমেশ্বরের সেই সমস্ত প্রিয় বাণীকে তাঁহার উপাসনার
অঙ্গ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক
ব্যবহার ও বিবরণ-চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক নিয়মানু-
সারে সম্পন্ন হইয়া বিবরণ-কার্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্যামুষ্ঠান
একীভূত হইয়া যাইবে; তখন মনুষ্যমানুষের গৌরব
রক্ষা পাইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইতে
থাকিবে।

১
শ্রীঅক্ষকুমার দত্ত।

কলিকাতা।

শকাব্দঃ ১৭৭৪। ১০ বাব।

সূচী

ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-সম্বন্ধ করিলে যত্নযোগ	
কত দূর হইয়া তাহার বিচার	২১
সাধারণিক নিয়ম	২২
প্রাকৃতিক-নিয়মাবলীর দণ্ড-বিধানের	
বিবরণ	২৩
নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত	
কার্য	২৪
প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-	
জনক কি না তাহার বিচার	২৫
বিদ্যা ও ধর্মের পরস্পর সম্বন্ধবিচার	২৬
উপসংহার	২৭
সূত্রাণাম	২৮
সূত্রাণামবিষয়ে চিকিৎসাদিগের	২৯
ব্যবস্থা	৩০

বাহ্য বস্তুসহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত
দুঃখ হয় তাহাব বিচার ।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের
বিষয় বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যের ধর্ম-বিষয়ক
নিয়ম লঙ্ঘনের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাই-
তেছে । প্রধান প্রধান নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম-প্রয়োজক
পণ্ডিতদিগের পরস্পর মত-ভেদের বিষয় আলোচনা
করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় । একাল
পবীত্র ধর্মধর্ম ও কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণার্থে কতই তর্ক
বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, কত মতামতই বা প্রকাশিত
হইয়াছে এবং দেশ-ভেদে ও কাল-ভেদে কত শত
ধর্ম-শাস্ত্রই বা কল্পিত হইয়াছে । বোধ হয়, শাস্ত্র-
প্রকাশকদিগের পরস্পর জ্ঞানের তারতম্য ও প্রকৃতির
ইতর বিশেষই এইরূপ মত-ভেদের প্রধান কারণ ।

২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

প্রথমে সকলজাতীয় মনুষ্যেরাই ঘোরতর অজ্ঞান-
 তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন, এবং তন্নিমিত্তে এই সূর্যকোশল-
 সম্পন্ন পরম সুন্দর বিশ্ব-যন্ত্রের মর্যোন্মেষদ করিতে সমর্থ
 না হইয়া এই সংসারকে কতকগুলি 'অসম্বদ বস্তুরাশি'
 মাত্র বোধ করিতেন। যে বস্তুর অসামান্য প্রভাব ও
 বিশেষ উপকারিতা-গুণ দৃষ্টি করিতেন, তাহারই
 দেবত্ব ও অপ্রধানত্ব স্বীকার করিতেন। তাহার গঙ্গা,
 সরস্বতী, सिद्ध প্রভৃতি হ্রৎ হ্রৎ নদী. মেঘ, বায়ু,
 সমুদ্র প্রভৃতি বিস্তৃত পদার্থ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র.
 অগ্নি প্রভৃতি তেজস্বী বস্তু; ইত্যাদি যে যে পদার্থের
 সমধিক শক্তি, প্রভাব, তেজঃ ও হিতকারিতা-গুণ স্পষ্ট
 রূপে দৃষ্টি করিতেন, শক্তি, প্রভাব ও মঙ্গলের অধি-
 তীয় আকর স্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভে অসমর্থতা
 প্রযুক্ত সেই সেই বস্তুরই অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।
 প্রথমে সর্ব্ব দেশেই এইরূপ ধর্ম উৎপন্ন হইয়াছিল।
 পরে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি যেবপ মার্জিত ও বর্ধিত হইতে
 লাগিল, সেইরূপ উৎকৃষ্টতর ধর্ম ক্রমে ক্রমে প্রচলিত
 হইয়া আসিল। তন্নিমিত্তে যে সকল মনোবৃত্তি
 ধর্মোৎপত্তির মূল কাবণ, তাহা সকল কালে সকল
 ব্যক্তিতেই থাকে; যথোচিত বুদ্ধি-পরিপাক না হইলে,
 সকল-মঙ্গলানুর পরমেশ্বরে নিয়োজিত হয় না।

ধর্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতদিগের প্রকৃতির ইতর বিশেষ
 পরম্পর মত-ভেদের দ্বিতীয় কারণ। যাহার জিয়াংসা,
 আশ্চর্য্য ও সাবধানতা বৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল, এবং

উপচিকীর্ষা ও জ্ঞানপরতা হুতি অভাবতঃ ক্ষীণ, তিনি উপাস্ত্র দেবতার ভীষণ স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া লোকদিগকে অতিশয় সত্য চিত্তে উপাসনা করিবার বিধি দিতে পারেন, কিন্তু উপাস্ত্র ও উপাসকের মর্যাদা ও জ্ঞানপরতা গুণ বিষয়ে তাহার সম্যক্ দৃষ্টি থাকা সম্ভাবিত বোধ হয় না। এমন ব্যক্তিই ইচ্ছাদেবতার তুষ্টার্থে বলিদান দিবার উপদেশ দিতে পারেন, এবং কহিতে পারেন, বিবিধ উপচারে উপাস্ত্র দেবের অর্চনা করিলেই, তিনি সমুদায় দোষ মার্জনা করেন, ও সকল অতীত সিদ্ধ করেন। তন্ত্র-শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের কাম, জিঘাংসা ও বুভুক্ষা হুতি অতিশয় প্রবল ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু যাহার ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ও জ্ঞানপরতা হুতি তেজস্বিনী থাকে, ও নিরুদ্ধ প্রহুতি সমুদায় তাহাদের বশবর্তিনী হয়, তাহার প্রণীত ধর্ম-শাস্ত্র অবশ্যই অন্তপ্রকার হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর আমাদের মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের যেরূপ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, আমাদের কোন মনোহুতি নিরর্থক হইত হইয়া নাই। সমুদয় মনোহুতিব প্রয়োজন রক্ষা করিয়া, এবং বুদ্ধিহুতি ও ধর্মপ্রহুতিব প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া, তদমুখারী ব্যবহার করিলে, সুখী ও স্বচ্ছন্দ থাকা যায়, আর তাহার অন্তর্প্রচারণ করিলে, অশেষবিধ বিষম ক্লেশে পতিত হইতে হয়। যে স্থলে অন্যান্য মনোহুতির সহিত

৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

বুদ্ধিরূপিত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে শৌৰ্যোক্ত প্রধান বৃত্তিদিগেরই উপদেশ গ্রহণ করা কর্তব্য। বুদ্ধিরূপিত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির 'অমৃতময়' উপদেশ অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিলে, অন্তঃকরণ প্রশান্ত ও প্রকৃষ্ট হয়, এবং অশেষ প্রকার সাংসারিক উপকারও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বিপরীত ব্যবহার করিলে, সেই সমস্ত বিশুদ্ধ স্মৃতি বঞ্চিত হইয়া আন্তরিক যাতনা ও সাংসারিক ক্লেশ সততই ভোগ করিতে হয়।

বুদ্ধিরূপিত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী কার্য করিবার পর ফলেই মনে মনে পরম পরিতোষ জন্মে। যখন আমাদের কোন মনোরূপিত্তি অন্তান্ত বৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত থাকিয়া স্বকীয় বিবরণ ভোগে চরিতার্থ হয়, তখন তাহা অশেষ স্মৃতির উৎস স্বরূপ হইয়া অনর্গল আনন্দ-মীর নির্গত করিতে থাকে। অপত্যস্নেহ, আসক্ত-লিপ্সা, অর্জুনস্পৃহা, 'লোকানুরাগপ্রিয়তা' প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় ধর্মপ্রবৃত্তির বশবর্তী থাকিয়া চরিতার্থ হইলে স্মৃতিসাগরে মগ্ন হইতে হয়। তেজস্বিনী উপটিকীর্ষাবৃত্তিকে পরিভূত করিয়া, অর্থাৎ ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে জলদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়প্রদান, এবং জাতৃ-স্বরূপ স্বদেশীয় লোকের দুঃখমোচন ও সুখসম্পাদন করিয়া, দয়াবান্ন মাতার উদার চিত্ত আনন্দায়তনরূপে অতিবিকৃত হইতে থাকে। অশেষ-গুণাশ্রয়, অত্যাশ্চর্য্য স্বরূপ, পরাৎ-পর পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা পর্যালোচনা পূর্ব্বক

ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া, পরমেশ্বর-পরারণ ভক্তিমান্
ব্যক্তি পরম পরিশুদ্ধ অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়া
থাকেন।’ বুদ্ধিবৃত্তিও চালনাতেই বা কত সুখের উৎপত্তি
হয়! জগতের স্বাভাবিক-শোভা-দর্শন, স্রষ্টাধুর-সঙ্গীত-
স্ববর্ণ, ও কাব্যমৃত-রসাস্বাদন করিয়া অন্তঃকরণ কেমন
প্রফুল্ল হয়! মেধাবী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির জ্ঞান-রত্নের
অক্ষর ভাণ্ডার স্বরূপ বিবিধ বিজ্ঞার অনুশীলনে প্রবৃত্ত
হইয়া কি সুবিমল সুখই সম্ভোগ করেন। সে সুখ অন্তের
অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। সকল-মঙ্গলান্বিত পরমে-
শ্বর আমাদের মনোবৃত্তি-চালনার পুরস্কার স্বরূপ
উত্তরূপ প্রচুর সুখ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমরা
আপনাদিগের নিকট প্রবৃত্তি অনুদায়কে বুদ্ধিবৃত্তি ও
ধর্ম প্রবৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া চালনা করিলেই
তাঁহা লাভ করিতে পারি, নতুবা তাঁহাতে বঞ্চিত হইতে
হয়। এপ্রকার প্রগাঢ় সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া
• নামান্য ক্ষতির বিষয় নহে। উহা আমাদের যথোচিত
চিত্ত-চালনার ঐটি নিমিত্তক দণ্ড স্বরূপ জ্ঞান করা
উচিত। যদি ধর্মবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্যান্য-
প্রকার অনিষ্ট ঘটনা না হইত, তথাপি ধর্মোৎপাদিত
বিশুদ্ধ সুখের অপ্রাপ্তিকেই তাঁহার সমুচিত শাস্তি বলিয়া
অঙ্গীকার করা উচিত হইত। কিন্তু এ প্রকার সুখ ভোগে
বঞ্চিত হওয়া যে দাক্ষণ হৃদ্যাগোর বিষয়, তাঁহা অনেকেই
বিবেচনা করেন না। চিররোগী ব্যক্তি যেমন শারীরিক-
স্বাস্থ্যজনিত অপূর্ণ সুখের আদর্শহেতু সমর্থ নহে, সেই-

৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল ।

প্রকার, ধর্মরূপ নির্মল নীবে চিত্তকে ধৌত কবিত্ত। ধর্মাত্মা ব্যক্তি যে রূপ অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, ইতর ব্যক্তি সেরূপ কখনই পারে না। কাবণ তাহার অশুচি চিত্ত অধর্মরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া চির জীবন অশুস্থ হইয়া বহিয়াছে। মনুষ্যেরা আপনাদিগের স্বর্ভাব-সিদ্ধ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাহা পালন করিলে কি পর্যন্ত সুখোৎপত্তি হইতে পারে, ও লঙ্ঘন করিলেই বা কত সুখে বঞ্চিত হইতে হব তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন নাই। তাহা সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে, আপন প্রকৃতি, বাহ্য বিষয়ের স্বভাব, ঐ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের সহিত আমাদের যে রূপ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, এই সমস্ত শিক্ষা করা আবশ্যিক। এই সকল বিব-য়ের অনুসন্ধান করিলে যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি ও দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে, আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায় ক্ষুণ্ণ সহকারে অপ্রতিবন্ধ-ভাবে স্ব স্ব বিষয় ভোগে সচেষ্ট হইতে সমর্থ হয় না, এবং আপনাদের চরিতার্থতা সাধনের যথেষ্ট স্কলও প্রাপ্ত হয় না। লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে, কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তথাকার অজ্ঞানী মনুষ্যেরা, তাহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিকূল বিবেচনা না করিয়া, তাঁহার অনির্দেশ্য বিড়-ম্বনার কল মনে করে। এই ভ্রুটনার কারণ ও তৎপ্রতী-কারের উপায় নিরূপণ করিতে না পারিয়া, তাহাদের

বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুদ্র থাকে, পরমেশ্বরের অসীম করুণা বিষয়ে সংশয় জন্মিয়া ভক্তি-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের ব্যতিক্রম ঘটে, এবং বিশ্বাধিপেব বিশ্ব-রাজ্যেব শাসন-প্রণালীতে নানাপ্রকার অনিয়ম ও বিশৃঙ্খল্য কল্পনা করিয়া জ্ঞান-পরতা-বৃত্তি অতৃপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা জগদীশ্বরের পূর্বোশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর নিয়ম সমুদায় শিক্ষা না করিয়াছে, এবং তাহা পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিয়া তাহার প্রতিকল স্বরূপ অশেষ যজ্ঞনাভোগ করিতেছে, ও যাহারা আপনাদিগের উপাস্ত দেবতাদিগকে বিকটাকার ও ক্রুদ্ধস্বভাব বলিয়া বিশ্বাস কবে, পরমেশ্বরের অসীম করুণা বিষয়ে তাহাদিগের প্রত্যয় হওয়া কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিলে, এবং তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য কবিলে, মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম রূপ গভীর উৎস হইতে যে কত সুখধারা নিঃসারিত হইতে পারে, তাহারাতাহার আভাসও পায় না। কিন্তু তাহাদিগের এ বোধ নাই বলিয়া, কদাপি ঐলিক নিয়মের অস্তিত্ব হইতে পারে না। জন্মান্তর ব্যক্তিদিগের দর্শন-শক্তি নাই বলিয়া চক্ষুস্থান ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি-সুখ-সন্তোষের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

জগদীশ্বরের নিয়ম না জানিলে, তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা সম্ভব হয় না এ কথা বলা বাহুল্য। এই অধিল সংসার রূপ জন্ম-মৃত্যু প্রগাঢ় অন্ধের আলোচনাই পরমেশ্বরের স্বরূপ ও নিয়ম বিষয়ক জ্ঞান লাভের অস্থিতীয় উপায়। অতএব, তিনি যে সকল নিয়ম সংস্থাপন

করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাঁহার বিশ্ব-কার্যের পর্যালোচনা দ্বারা সে সমুদায় বিশিষ্ট রূপে শিক্ষা করা আবশ্যিক। যাহারা যোর্তর অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত থাকিয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পবন শুভকর নিয়ম সমুদায় অহরহঃ লঙ্ঘন করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের অন্তঃকরণ জগদীশ্বরের যথার্থ স্বরূপ পরি-ক্ষুট রূপে প্রকাশ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত, যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইয়া তাঁহার নিয়ম পরিপালন পূর্বক দুঃখ-বর্জন ও সুখোপা-র্জন করেন, পরম-দয়ালব পরমেশ্বরের অপার মাহাত্ম্য ও নির্মল স্বরূপে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রভাৱ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। যৎ-পরিমাণে বিশ্বঅক্ষীর বিশ্ব-কার্য-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইবে, তৎপরিমাণে তাঁহাকে মহৎ ও পূর্ণ স্বরূপ বলিয়া গুল্পিত প্রতীতি হইতে থাকিবে। এতদেশীয় সর্বসাধারণ লোকে এখানকার প্রচলিত ধর্ম্মাভুসারে পরমেশ্বরকে অতি পরিচ্ছিন্ন ও অপূর্ণস্বতাব স্থির করিয়া এইপ্রকার বিশ্বাস করেন, যে তিনি যমুঘোর ন্যায় মূর্তিমান, ভুলোকের তার বিমোচনার্থে যথ্যে যথ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, অবতীর্ণ হইয়া কখন কখন পাপাসক্ত যমুঘোর ন্যায় অসদাচরণে প্রবৃত্ত হন, জঘন্য দুর্কর্ম্ম করিয়াও তাঁহার পূজা ও স্তুতি পাঠ করিলে তিনি ঐশ্বর্য হইয়া ফলা করেন, ও তাঁহার অর্চনা না করিলে, কোপাঘিড হইয়া অশেষ ক্রোধ প্রদান করেন। ইত্যাকার নানা-

প্রকার অপবাদ দিয়া যে তাঁহারা পরাংপর পরমেশ্বরের নিফলক স্বরূপে দোষারোপ করেন, ইহাতে তাঁহাদের বিবেচনারই একটি স্বীকার কবিতে হয় কিন্তু এক্ষণে বিবিধ বিদ্যার অমুশীলন দ্বারা লোকের জ্ঞানোজ্জ্বল হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। শীত্র বা কালবিলম্বে অজ্ঞান রূপ ভাস্মী নিশার অবসান হইবার উপক্রম হইতেছে। জগদীশ্বরপ্রসাদে যৎপরিমাণে বিদ্যা-জ্যোতি বিকীর্ণ ও মানব-প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপিত হইবে, তৎপরিমাণে তাঁহার পরাংপর পরিশুদ্ধ নিফলক স্বরূপ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইবে, এবং তৎপরিমাণে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন নিবারিত হইয়া লোকের দুঃখ দুঃস ও শ্রুতদ্রুতি সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

অনেকে পরমেশ্বরের বিশিষ্টরূপ প্রসন্নতা লাভের প্রত্যাশায় সকল আশ্রমের সারভূত সংসারাজ্ঞম পরি-
ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে যে
পদম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং
তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা
বিবেচনা করেন না। মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতির বিষয়
বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, তাঁহার হস্ত
মনোবলি আছে, তাহার অধিকাংশ কেবল পৃথিবীর
কার্য সাধনার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বুভুক্ষা, কাম,
অপত্যস্নেহ, প্রতিবিদ্বেষ, নির্ঘিৎসা, অর্জনস্পৃহা,
জুগোপিতা, সাবধানতা প্রভৃতি নিকট প্রবৃত্তি, এবং
পরিমিত, আকারানুভাবকতা, কালানুভাবকতা, অরানু-

১০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল ।

ভাবকতা, এবং সংখ্যা ও ভাষাশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত ভূমণ্ডলের অতিনৈকট্য অথবা সম্বন্ধ রহিয়াছে । শরীর-রক্ষার্থে বৃত্তুক্ষা, জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে কাম, সম্ভান প্রতিপালনার্থে অপত্যস্নেহ, বিপদছাড়ার ও প্রতিবন্ধক নিবারণার্থে প্রতিবিধিংসা, গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্র বসনাদির নিমিত্ত নির্ধিংসা, নিবাস নিরূপণার্থে বিবংসা, তাবী দুর্ঘটনা নিবারণার্থে সাবধানতা ইত্যাকার সকল মনো-বৃত্তিই, ভুলোকে এক এক কার্য সাধনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীতেই তাহাদের সম্যক উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে । অতএব, এই পৃথিবীতে তাহাদিগকে যথো-চিত চরিতার্থ করিবার চেষ্টা না পাঁইয়া অন্যথাচরণ করিলে, জগদীশ্বরের অনুমতির বিকলোচরণ করা হয় । আমাদের আশা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা, শোভামুভাবকতা ও ম্যায়পরতা প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি পর-লোকেও চরিতার্থ হইতে পারে, এবং কোন তাবী অবস্থাতেও তাহাদের উপযোগিতা থাকিলে থাকিতে পারে । কিন্তু পরম-মঙ্গলকর পরমেশ্বর ইহলোকেও লোকের দুঃখ নিবারণার্থ ও ভূমণ্ডলকে বিমল স্নেহের আশ্রয় করিবার নিমিত্ত যে তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে এই অবনিমণ্ডলেও যে তাহাদের অভ্যন্ত উপযোগিতা আছে, তাহার কোন সংশয় নাই । যৎ-পরিমাণে আমাদের মনোব-প্রকৃতি ও বাহ্য-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, তৎপরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমা-দের মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য-বিষয়ক জ্ঞানেরও

আধিক্য হইতে থাকিবে, এবং তৎপরিমাণে আমরা পরাৎপর পরমেশ্বরের পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ স্বরূপ অবগত হইয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিতে থাকিব। ফলতঃ, যখন চক্ষুর সহিত জ্যোতির্বিষয়ক নিয়মের, এবং কর্ণের সহিত বাহ্য বিষয়ক নিয়মের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের 'তদমুরূপ ঐক্য না থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না।

সমুদায় মনোবৃত্তিরই স্বভাব এই যে, সমধিক তেজস্বী হইয়া উৎসাহসহকারে চালিত হইলেই প্রচুর সুখ প্রদান করে, নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট হইলে সেরূপ সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না। অতএব, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা মনোবৃত্তিরও তেজোবাহুল্য এবং উৎস্রুত্ব সহকারে চালনা এই উভয়ই আমাদের সুখের কারণ। স্বরানুভাবকতা-শক্তির স্বাভাবিক অঙ্গতা বশতঃ তাহার কিছু-মাত্র অর-জ্ঞান ও রাগরাগিনী-বোধ নাই, তাহার সুখ-প্রাপ্তির এক প্রধান পথ কহা রহিয়াছে। যে ভাগ্যবান ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ তেজস্বিনী থাকে ও বিদ্যানু-শীলন দ্বারা উন্নতরূপে মার্জিত হয়, তিনি তাহা উৎসাহিত চিত্তে পরিচালন করিয়া যেরূপ অসামান্য আনন্দ অমুভব করেন, নিশ্চেষ্ট মন-বুদ্ধি ব্যক্তির তাদৃশ সুখের স্বাদ গ্রহে কদাচ সমর্থ হয় না। তাহারার স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সর্বদ্ব নিরূপণে অসমর্থতা বশতঃ শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া,

তাহার প্রতিকল স্বরূপ অশেষ ক্রেশ ভোগ করে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি-চালনার অভ্যাস না থাকাতে, বিবিধপ্রকাব বিশুদ্ধ স্মৃতি বঞ্চিত হয়। স্মৃতি-ক্রিয়ার আলোচনা করিয়া স্মৃতিকর্তার স্বরূপ নিরূপণ করাও মহীয়সী বুদ্ধিবৃত্তির কার্য। অতএব যাহারা বিদ্যানুশীলন-বিরহে আপনাদের বুদ্ধিকে অমার্জিত রাখে, এবং স্মৃতরাং পরম স্মৃতির বিশ্ব-কৌশল প্রতীতি করিতে, এবং তদ্বারা বিশ্বাধিপের অভূৎকৃত আশ্চর্য্য মহিমার আলোচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগকে অশেষ-বিধ বিশুদ্ধ স্মৃতি সম্বোধে বঞ্চিত থাকিতে হয়। পরমেশ্বর-পরায়ণ বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা এই অখিল সংসার রূপ মহারাজ্যের এক এক পরম শুভকর সূচক নিয়ম অবগত হইয়া যে রূপ প্রগাঢ় প্রমোদ প্রাপ্ত হন, কুসংস্কারাবিষ্ট দৃঢ় লোকের ভাগ্যে তাহা কখনই ঘটে না। তাহারা শাস্ত্র-বিশেষের প্রমাণানুসারে কাঙ্গনিক দেবতাদিগের কল্পিত চরিত্র প্রবণেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করে। তাহারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ অখণ্ড অজান্ত শাস্ত্রে অধিকারী হয় না, স্মৃতরাং তাহার আলোচনার যে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহার আনন্দন মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে যে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কতক বৃত্তি এ অংশে বিফল যায়।

যে সমস্ত পাপানুরক্ত নরাধম ধর্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অবহেলন করিয়া অন্তর্বাচরণ করে, তাহাদিগের

যে ধর্ম-প্রকৃতি চালনার কল স্বরূপ পবিত্র সূখ-
 স্বাদনে অধিকার হয় না, ইহাও তাহাদের সামান্য
 শাস্তি নহে। সূচরিত্র সাধু ব্যক্তি আপনাকে মিথ্যা
 জানিয়া, যেসকল আত্ম-প্রসাদ ও শাস্তি-সুখ লাভ করেন,
 পরমেশ্বর-পরায়ণ জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি জগদীশ্বরের বিচিত্র
 শ্রুতি, আশ্চর্য্য জ্ঞান ও অপার মঙ্গলাভিপ্রায়ের আলো-
 চনার অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া যেসকল অনির্করণীয়
 আনন্দ অনুভব করেন, এবং পর-হিতার্থী দয়াশীল ব্যক্তি
 দুঃখীকে অন্ন দান, রোগীকে ঔষধ প্রদান, এবং অজ্ঞা-
 নীকে জ্ঞান দান করিয়া যেসকল প্রগাঢ় প্রমোদ প্রাপ্ত
 হন, তাহার আদ-প্রার্থনের প্রামাণ্য না থাকে কি সামান্য
 দুঃখের বিষয়। যখন কোন নিরাশ্রয় অনাথ ব্যক্তি কৃত-
 জ্ঞতা-রসে আর্জ হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্বক সেই দয়াবান্
 দাতাকে একান্ত মনে আশীর্বাদ করে, অথবা অতি-
 নীম পিতৃহীন বালক তাঁহার কৃপা-বিন্দু লাভ করিয়া
 আপনার মলিন মুখের মধুর হাস্য দ্বারা মনের পরিতোষ
 প্রকাশ করে ও আনন্দাঙ্ক বিসর্জন পূর্বক নয়ন-যুগল
 সজল করিয়া তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকে, তখন
 তাঁহার অন্তঃকরণে কি অশ্রুপূর্ণ মনোরম সুখেরই উদয় হয় !
 যিনি চির-জীবন মধ্যে উক্তরূপ একটীও পুণ্যকর্ম করি-
 নাই, তাঁহার সুখ-সরোবর কখনও নিঃশেষে শুষ্ক হয়
 না। তিনি যখন তাহা স্মরণ করেন, তখনই তাঁহার হৃদয়-
 ক্ষেত্র সুখামৃত-রসে অভিষিক্ত হয়। অহস্ত-রোপিত-বৃক্ষ-
 সদৃশ, নিতীন্ত প্রতিপালিত, আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গল বার্তা

১৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

অবণ করিলে কতই আশ্লাদ হয়। যিনি অন্নং জল-তরঙ্গে পতিত হইয়া তথা হইতে কোন যুর্ধ্ব ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন, বা দহ্যমান গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহারও প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার মুখাবলোকন করিলে তাঁহার কতই আনন্দ জন্মে। পুণ্য-ক্রিয়ার সঙ্কল্পে শ্রুত, অনুষ্ঠানে শ্রুত, অনুষ্ঠান করিলে পরে তাহার আলোচনাতেও শ্রুতদেব হয়। যে সমস্ত পাশাসক্ত দুঃখাচার এতাদৃশ শ্রুত-ভাণ্ডারের দ্বার কঁদ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের কর্মানুকূপ শান্তি প্রাপ্তির আর কত অবশিষ্ট আছে ?

ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় পালন করিলে, সাংসারিক উপকার দর্শে, এবং লঙ্ঘন করিলে, অশেষ-প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ধর্মাচরণে যে সাংসারিক শ্রুতের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দেখ, অপরিবারস্থ সকল ব্যক্তির সহিত সম্ব্যবহার করিলে, কেমন প্রীতি-পাত্র ও সমাদর-ভাজন হওয়া যায়। যদি আধরা পুত্র কৃত্যাদির প্রতি বৈষ্ণব, দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করি, তবে তাহারা আপনা হইতেই আমাদের প্রতি অকপট প্রীতি প্রদর্শন করে, এবং প্রকৃত মনে আত্ম সহকারে আমাদের অনুজ্ঞা-পরিপালনে যত্নবান্ হয়। এপ্রকার পিতা বা প্রভু কখনই অন্যায় ও অসাম্য কর্মে অনুমতি করেন না, শ্রুতস্বয়ং তাঁহার কার্য-সাধনে তাহাদের বিরক্তি হয় না। ধর্মশীল মিত্রের আদেশের মীমাংসা কি ? তাঁহার মিত্রের। তাঁহার প্রেমান্বিত-রসে 'আর্জ' হয়,

তাঁহাকে যথাসর্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও সন্মানাপ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করে। বৈদ্য, বণিক ও রাজকীয় কর্ম-চারীদিগের বুদ্ধি-সম্মত ও ধর্ম্মানুগত বিশুদ্ধাচরণ জুড়িয়া পাওয়া অংশেষ উপকারের হেতু। তাহা হইলে, তাঁহারা লোকের বিশ্বস্ত ও আদরণীয় হইতে পারেন, এবং তাঁহাদের স্বীয় ব্যবসায়েরও গৌরব ও উন্নতি হইতে পারে।

পরমেশ্বর এক এক ব্যক্তির এক এক বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যেকে এক এক প্রকার কর্ম সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই, সংসারের সমুদায় কার্য সুচাক রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত আভাবিক নিয়মই ভুলোকে বিবিধপ্রকার ব্যবসায় সংস্থাপিত হইবার মূল কারণ। “আমি যনুয্য-বর্ণের প্ররোজন সাধন ও দুঃখ দূরীকরণার্থে পরিজ্ঞম করিতেছি” এই বিবেচনা করিয়া যে কৃষক ও যে শিল্প-কার কার্য করে, এবং “ক্রেতাদিগের অনিষ্ট না হয় ও তুষ্টি-সাধন হয়” এই অভিসন্ধি রাখিয়া যে পর হিতৈষী বণিক স্বীয় ব্যবসায় নির্বাহ করে, তাহাদেরই বুদ্ধিসম্মত ও ধর্ম্মানুগত কার্য্য করা হয়, এবং তাহাদেরই সম্যক-প্রকার সুখ, সম্ভাব ও স্বচ্ছন্দতা লব্ধ হইয়া থাকে। উক্তরূপ কৃষক ও বণিকের অর্জনসমুদায়ভিত্তি ও বিশিষ্ট-রূপ চরিতার্থ হইতে পারে। বৈদ্য প্রভৃতি সকলেরই প্রতি এই কবস্থা। বৈদ্য যদি রোগীর রোগ-শান্তি যাত্রের

১৬ ধর্ম-বিশয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল ।

উদ্দেশ্যে সমন্বয় হইয়া চিকিৎসা করেন, এবং উকীল যদি নিবোধকর্তার মঙ্গল মাত্র অভিমান করিয়া একান্ত যত্নে তাঁহার কৰ্ম সম্পন্ন করেন, তবে ঐ উকীল ও বৈদ্য স্ব স্ব ধর্ম প্রভৃতির চরিতার্থতা-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করেন, এবং যথেষ্ট সমাদর, নিখিল যশ ও পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ প্রচুব ধন উপার্জন কবিতে সমর্থ হন ।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির আদেশানুগত পঞ্চান্নিধিত নিয়ম-ত্রয় পালন করিতে যত্ন করা সকলেরই পক্ষে কর্তব্য ।

প্রথমতঃ।—যে ব্যবসায় লোকের হিতকারী, তাহাই অবলম্বন করা উচিত ।

দ্বিতীয়তঃ।—যে পরিমাণ পরিশ্রম করিলে লোকের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সেই পরিমাণে পরিশ্রম করা আবশ্যিক ।

তৃতীয়তঃ।—তাঁহার যে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক-ক্ষমতা ও অনুরাগ থাকে, তাঁহার সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা নির্বাহ করা কর্তব্য ।

যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ সুস্থ ও উৎকৃষ্ট হয়, এবং তিনি যাবজ্জীবন ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করিয়া আইসেন, তবে অনায়াসেই এ কথা বলিতে পারা যায় যে, জগদীশ্বর তাঁহার সমুদায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনের যথেষ্ট উপায় নির্দোষ কবিয়া

নিয়াছেন, এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার মনোরুতি চালনার সামর্থ্য দিয়া তন্নিবন্ধন পবিত্র স্মৃতি সম্বোধনে বিশিষ্ট-রূপ অধিকারী করিয়াছেন ।

পরমেশ্বরের নিয়ম-প্রতিপালনে প্ররুত হইবার পূর্বে তাহা শিক্ষা করা উচিত । অতএব, যেমন ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম জানিতে হইলে, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হয়, সেইরূপ, কোন্ কোন্ ব্যবসায় মনুষ্যের যথার্থ উপকারী, এবং কোন্ বিষয়ে কত পরিশ্রম করিলে তাহার যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সমুদায় অবগত হইবার নিমিত্ত লোকযাত্রা-বিধান বিজ্ঞান * অধ্যয়ন করা আবশ্যিক । এই বিজ্ঞান ব্যবসায়ীরা যেমন ধনোপার্জনের পথ প্রদর্শন করেন, সেইরূপ, তাঁহাদের এছপা উপদেশও প্রদান করা উচিত, যে, কেবল ধন মাত্রই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ নহে, এবং কেবল ধনেই যে সর্বসাধারণ লোকের সুখ-লাভ হয় তাহাও নয়, জ্ঞান এবং ধর্মই স্থায়ী সুখের মূল । লোক যাত্রা-বিধান বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দারিদ্র-দুঃখের উৎপত্তি হয় এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, গেই দুঃখের কত দূর বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা বর্তব্য । অপত্যোৎপাদন-বিষয়ক নিয়মের লঙ্ঘন হওয়াতে, আর অপেক্ষা সন্তানের সংখ্যা অধিক হইলে, দুঃস্থতা এবং তৎপরে দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত ঘটিতে পাবে । ইহা দুঃখী লোক-

দিগের নিজ কার্যের কল তাহার সম্মেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগের সেই দুঃখ রূপ দাবানলে সাধ্যমত বারিসেচন করা ধনাঢ্যদিগের অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। কেবল উপস্থিত দুঃখের প্রতীকার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। বাহাতে উত্তর কালে তদনুরূপ ক্লেশ-ঘটনা আব না হয়, তাহার উপায় করা কর্তব্য। এইরূপ, মানুষের সকল অবস্থাতেই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্ররত্তির প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য করাই শ্রেয়ঃ। তদ্ব্যতিরেকে সুখ বুদ্ধির উপায়ান্তর নাই।

এক্ষণে প্রায় সকল দেশীয় লোকেরই এই প্রকার সংস্কার আছে যে, কেবল ধন, প্রভুত্ব ও বাহু শোভাতেই সুখোৎপত্তি হয়। যদিও কেহ কেহ জ্ঞান ও ধর্মের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া অন্যপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু কার্য-কালে ধনাদি-লাভই পরম পূর্ববার্হ জ্ঞান করিয়া চলেন। কিন্তু ধন, প্রভুত্ব ও বাহু শোভা আমাদের নিরুচ্চ প্ররত্তির বিষয়, অতএব তদ্বারা কখনও প্রকৃতরূপ সুখ-প্রাপ্তি হইতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্ররত্তির উপদেশানুযায়ী কার্য না করিলে, সর্বতোভাবে সুখী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অনেকেরই কেবল ধন ও প্রভুত্ব লাভের উদ্দেশ্যে বিষয় কর্ষে প্ররত্ত হয়, এবং প্ররত্ত হইয়া অশেষ-প্রকার অত্যাচার আচরণ করিয়া অর্থ উপার্জন করে। ইহাতে, তাহার জ্ঞান ও ধর্মোৎপাদিত বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া লোকের নিকট অবিশ্বস্ত ও অনাদৃত হয়, ক্রমাগত চৌর্য ও প্রতারণায়

প্রবৃত্ত থাকিলে, একবার না একবার দ্রুত হইয়া রাজ-দণ্ডেও দণ্ডিত হয়, এবং কেহ কেহ আপনার অধর্ম ও অবिवেচনা-দোষে 'গত-সর্বস্ব' হইয়া দৈন্ত্র দশায় পতিত হয়। এতদ্দেশীয় ভ্রম লোকদিগের মধ্যে অনেক-রই যেমন আগ্ন-বিষয়ে ধর্ম্যধর্ম ও কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা নাই, সেই রূপ, তাঁহাদের ব্যঙ্গ-বিষয়েও দূরদৃষ্টি ও ন্যায্যান্যায় বিচার থাকে না। তাঁহারা অপহরণ, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রতারণাদি অশেষবিধ অবৈধ উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জন করেন, এবং সূখ্যাতি-লাভ ও ইন্দ্রিয়-সুখ সন্ভোগার্থে দিবিদিগু-জ্ঞান-শূন্য হইয়া অকাতরে ব্যঙ্গ বাসন করেন ও উপার্জিত অর্থ অপেক্ষায় অধিক ব্যয় করাতে, অবশেষে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া নানা মতে ক্লেশ পাইয়া থাকেন। ঋণ-গ্রস্ত হইলে অবিলম্বে লোকের নিকট লাঞ্চিত ও অপমানিত হইতে হয়। প্রথমে দুর্ভিক্ষ ও প্রতারণা, পরে ঋণ ও যতন, এই চারি শব্দেই তাঁহাদের চরিত্র-বর্ণনা পর্য্যবসিত হয়। প্রথমে তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, শেষে তাহার সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

• সংসারের সমুদায় দুঃখই সাংসারিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, অতএব তাঁহারা কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অতিমত ফল লাভ করিতে না পারেন, পশ্চাদ্ধিগত দুই বিষয় তাঁহাদের কৃতকার্য না হইবার প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই। হয়, তাঁহারা যে ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহাদের উদ্বিগ্নের ক্ষমতা না থাকিবে ; নয়,

২০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

কোন কোন অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রকৃতি তাঁহাদের উপজীবিকা-বিষয়ক সমুদায় কার্যের প্রয়োজক হইয়া থাকিবে। যদি উকীলদিগের প্রবলতর বাক-শক্তি ও তর্ক-শক্তি না থাকে, তবে তাঁহারা কখনই স্বীয় ব্যবসারে কৃত-কার্য হইতে পারেন না, এবং যে গায়কের উত্তমরূপ কালানুভাবকতা-শক্তি নাই, ও যে চিত্রকের বর্ণানুভাবকতা, শোভানুভাবকতা, নির্ঘিৎসা ও অনুচিকীর্ষা হুতি তেজ-বিনো নহে, তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায় দ্বারা সমাধিক অর্থ উপার্জন ও যথোচিত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া না। তন্নিম্ন যাহাদিগের শারীরিক প্রকৃতি কেবল শ্লেষ-প্রধান, তাহারা কোন বিষয়ে অভিনিবেশ পূর্বক তৎপর হইয়া কার্য করিতে পারে না, সুতরাং কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, লাভ করিতেও সক্ষম হইয়া না। অর্থ-সাধন মাত্র আমাদের ব্যবসায়-নির্বাহের উদ্দেশ্য হইলেও, ঐরূপ অনিষ্ট হইতে পারে। যে চিকিৎসক কেবল মুদ্রা-সংখ্যার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করেন, সুতরাং যে স্থানে যত-গুলি মুদ্রা হস্তগত হয়, সে স্থানে সেই প্রমাণ যত প্রকাশ করেন, আর যে চিকিৎসক স্তায়পরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম-প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া রোগীর রোগ-প্রতীকার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা করেন রোগী ব্যক্তি এই উভয়ের গুণাগুণ এক কটাক্ষেই বুঝিতে পারেন। তিনি দেখিতে পান, চিকিৎসক, উপচিকীর্ষাদি ধর্ম-প্রকৃতি সমুদায় দ্বারা নিরোজিত হইলে, রোগীর শরীরের তাবাদি যেমন স্পষ্টরূপ

যুক্তিতে পারে, বেবল অর্জুন-স্পৃহাদি নিকৃষ্ট প্রকৃতি দ্বারা প্রবর্তিত হইলে, সেস্রপ কখনই পারে না। অতএব, পীড়িত ব্যক্তি ভ্রাতৃবান্ পরোপকারী চিকিৎসককে নিযুক্ত করিতে পারিলে, স্বার্থ-পরায়ণ কুটিল-অভাব বৈজ্ঞকে কখন চাহেন না।

এই সমুদায় উদাহরণ দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে, ব্যবসায়ের হানি হওয়াও প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের কল। কিন্তু সংসারের স্বরূপ এইরূপ যে, একের দোবে অনেকের পদে পদে অপকার হইয়া থাকে। বণিকদিগের আপনায় অমৈপুণ্য ও অবिवেচনা এবং অংশী ও কর্তৃচরী দিগের অপটুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, উভয় কারণেই ক্ষতি ও অসম্ভব হইতে পারে। জনসমাজে অনেকে একত্র মিলিত হইয়া বিস্তর কার্য নির্বাহ করিতে হয়। যে সমস্ত নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সে সমুদায় সম্পন্ন করা উচিত, তাহার নাম সামাজিক নিয়ম। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

সামাজিক নিয়ম।

মনুষ্যদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তর শ্রুতের মূল। গৃহ-নির্মাণ, শস্তোৎপাদন, নৌকা-গঠন, বস্ত্র-বয়ন, ইত্যাদি যে সমস্ত শ্রুত-জনক কর্ম লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত

২২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ভক্তির, সমাজ-বদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমাদের অনেকাংক মনোহুতি সম্যক্ চরিতার্থ হইয়া অবশেষবিধ মুখ সমুদ্ভাবন করে। ক্রম, অপতা-ব্রহ্ম, আসক্ত-লিপ্সা, উপচিকীর্ষা, জ্ঞান-পরতা, লোকানুরাগ-প্রিয়তা প্রভৃতি অতিশুভকরী হুতি সমুদায় জন-সমাজে অপরিখ্যাপ্ত উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া সত্যতাই চরিতার্থ হয় ও নিয়তই সুখোৎপাদন করে। বিশেষতঃ, মনুষ্যবর্গকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সমাজবদ্ধ করাই আসক্ত-লিপ্সা-হুতির এক মাত্র উদ্দেশ্য। অতএব যিনি আমাদেরকে এই মুখকরী হুতি প্রদান করিয়াছেন, আমাদের গৃহস্থ ও জন-সমাজস্থ হওয়া যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যের এই হুতি থাকাতে, স্বভাবতই অস্ত্র-সংসর্গে প্ররুতি হয়। শিশুগণ মাতৃ বা ধাত্রী ক্রোড়ে গমন করিবার নিমিত্ত যাত্ৰা হয়। বালকেরা খীর বয়স্কাদিগের সংসর্গী হইবার নিমিত্তই বা কেমন উৎসুক হয়। আর প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তির। স্বকীর মিত্র-মণ্ডলীর সহবাসে মধুরালাপে কাল-যাপন করিতে পারিলেই বা কেমন প্রকুল থাকেন। আমরা অস্ত্রের সহিত মিত্রতা করিয়া, অস্ত্রের প্রিয় পাত্র হইয়া ও অস্ত্রের উপকার করিয়া যে সকল পরম পবিত্র অর্গোচিত মুখ সম্ভোগ করি, লোক সংসর্গ পবিত্যাগ-পূর্বক বিজনে বাস করিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইতে হয়। ফলতঃ, যদি আমরা নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী

নির্জনে বসতি করি, তবে আমাদের মনোহ্রাস্তি সমুদায়ের অধিকাংশই স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত না হওয়াতে অকৃতার্থ থাকে, এবং মৃতরাং স্ব স্ব সাধ্যানুরূপ মৃত্যোৎপাদনে এক বারেই অসমর্থ হয়। এপ্রকার অবস্থার থাকিলে, পশুদিগের সহিত মনুষ্যদিগের কিছুমাত্র বিত্তীয়তা থাকিত না, বরং তাঁহাদিগের অবস্থা পশুদিগের অবস্থা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হইত। পশুদিগের আত্ম-রক্ষার্থে বেত্রপাশ, শৃঙ্গ, লোমাদি নানা উপায় আছে, মনুষ্যের তদনুরূপ উপায় না থাকাতে, অতি সামান্ত ছেতুতেই প্রাণবিরোগ হইত। অতএব, পরম্পর-সাপেক্ষতা আমাদের সকল সম্পদের মূল, এবং যিনি এই পরম শুভকরী সামাজিক ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনি সকল মঙ্গলের আবর। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্বক সামাজিক নিয়ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা করিয়া পালন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

* একাকী নৌকা চালনা করিয়া অধিক দূর গমন করা সম্ভাবিত নহে, অনেকের সমবেত চেষ্টার অপেক্ষা রাখে। বাহাদিগকে নৌকা চালনা করিতে হয়, তাহাদিগের তদ্বিষয়ক নিয়ম, জলের গতি, নদী ও সমুদ্রের আবর্ত, গুপ্ত চর, বায়ুর প্রভাবানুসারে পাল-নিয়োজন, পথের গুণাগুণ ইত্যাকার সমস্ত ব্যাপার সম্যক শিক্ষা করা কর্তব্য। যে নাবিক এই সমুদায় বিষয়ে সন্দেহ, সদা সতর্ক ও স্বকর্তব্য-সামনে তৎপর, এবং ব্যসনে ও মাদক-সেবনে একে বারেই বিরত তাহার নৌকার আরোহণ

করিলে, নির্দিষ্ট উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়া যায় । কিন্তু যে নাবিকের নিরুচ্চ প্রবৃত্তি প্রবল, এবং বুদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি ক্ষীণ, সুতরাং নৌকা-পরিচালন-কার্যের অনুপযুক্ত, এবং যে সর্বদাই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহার নৌকায় আশ্রয় করিলে, জল-মগ্ন হইয়া প্রাণবিয়োগ হইতে অব্যাজ । যে সকল পোত-বাহক কোন অনুপযুক্ত বর্ণধারের দোষ গুণ পরীক্ষা না করিয়া তাহার কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বিস্তর ক্রেশ প্রাপ্তি হইয়া বৃত্ত্য-বটনা পর্যন্ত হইতে পারে ।

আপনার কার্য-নির্বাহার্থে সহকারী কর্মচারী নিযুক্ত করিলে, শ্রম-লাভ হয় বটে, নির্বোধ দুর্ভৃত্ত লোক নিযুক্ত করিলে, তাহার ভ্রম, প্রমাদ, চৌধ্য ও প্রতারণা দ্বারা কর্ম-ক্ষতি, ধন-ক্ষয় ও আপনার বা আত্মীয় ব্যক্তিদিগের প্রাণের উপবেও আঘাত হইবার সম্ভাবনা ।

অনেকে পরম্পর অংশী স্বরূপে বাণিজ্য-ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে, বাহুল্যরূপ ব্যবসায় ও যথেষ্ট অর্থ-লাভ হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি, বিষয়ক নিয়ম অবগত থাকা ও তৎ-প্রতিপালনে যত্ববান হওয়া উচিত । যদি কোন বাণিজ্যাগারের এক অংশী, কলিকাতায় ও অন্য এক অংশী লগুন নগরে থাকেন, তবে লগুন-নগরস্থ অংশীর ভ্রম, অনবধান, অথবা প্রতারণার কলিকাতাস্থ অংশীর সর্বনাশ হইতে পারে । সমবেত বাণিজ্য সামাজিক নিয়ম-সিদ্ধ বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়ম অবলম্বন করিতে হইলে, তৎপরিপালনার্থে যে

যে প্রকরণ করিতে হয়, তাহার অন্তর্থাচরণ করিলেই অনিষ্ট ঘটে। বাহাদিগের সহিত বিষয়-ঘটিত সংজ্ঞা রাখিতে হইবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকিয়া কার্য করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে কি না, তাহা বিশিষ্ট রূপে অনুসন্ধান করা উচিত। সামাজিক নিয়ম পালন বিষয়ে এই গুরুতর তত্ত্বে দৃষ্টি রাখা সর্বতোভাবে বিধেয়।

সামাজিক নিয়মের স্বরূপ ও তৎপ্রতিপালনের রীতি নির্দেশ করা গেল। এক্ষণে, তাহা লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহার আব দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা বাইতেছে।

মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চরিতার্থ হওয়া যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হয়, এবং যদি সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত তাহাদের ঐক্য থাকে, তবে কোন জন-সম্প্রদায়ের লোকে সঙ্কলিত হইরা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে ক্রমাগত চরিতার্থ করিলে ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা সাধনে সক্ষম না হইলে, অবশ্যই ক্লেশ পায় তাহার সংশয় নাই। এতদ্বেশীর লোকের অবস্থা দৃষ্টি করিলেই, এ বিষয়ের যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১।—যে দেশে অল্প অপেক্ষা লোকের সংখ্যা অধিক, সে দেশের লোকের স্বেচ্ছ ক্লেশ উৎপন্ন হয়; অতএব, আপন আপন অবস্থানুসারে অপভ্যোৎপাদিকা শক্তির সংরক্ষণ করা উচিত, যাবৎ পরিবার-প্রতিপালন ও সম্ভান-

২৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

গণের শিক্ষা-সংসাধনের উপযোগী অর্থ সঞ্চলন বা অর্থ-সঞ্চলনের উপায় অবধারণ করিতে না পারা যায়, তাৎসং বিবাহ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যদি কোন বহু-লোক-সমাকীর্ণ জনপদের মনুষ্যেরা এই নিয়ম অবহেলা করিয়া অল্প বয়সে স্ত্রীপরিগ্রহ করে ও কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে পর্যাপ্ত রূপে চরিতার্থ করে, তবে দারিদ্র্য ও অনশন নিমিত্তক অকালমৃত্যু দ্বারা সে দেশের লোক-সংখ্যার হ্রাস হইতে থাকে। এতদ্বেনীয় লোক এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রেশ ভোগ করিতেছে। অনেক ব্যক্তি কতকগুলি কুপোষ্য পুত্র কন্যা লইয়া এরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হয়, যে তাহা বর্ণন করা যায় না। এই কুপোষ্যগণের ভরণ পোষণের ভার বাহ্যার উপর সমর্পিত আছে; তিনি তদুপযোগী ধনের চতুর্থাংশও উপার্জন করিতে সমর্থ হন না। কেহ কেহ নিতান্ত নিক-পায় হইয়া অন্ন-চিন্তায় ব্যাকুল হন, এবং ঋণ-গ্রস্ত হইয়া কোন ক্রমে শাকার আহার করিয়া দিনপাত করেন। কত কত সঙ্কশ-জাত ভদ্র লোক অন্যভাবে মৃত-প্রায় হইয়া অবশেষে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করে। কেহ কেহ বিষয়কর্মের চেষ্টায় অর্থ আহ্নঃ শেষ করিয়া অবশেষে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, পরিবার পরিত্যাগ পূর্বক দেশত্যাগ করে। বাহ্যাদের উদর-পূর্তি হওয়া দুঃসাধ্য, তাহাদের জ্ঞানচর্চাই বা কোথায়? ধর্ম-চিন্তাই বা কোথায়? এই সমস্ত দুঃসহ দুঃখ-রাশি উদ্ভাহ,

অপত্যোৎপাদন ও অন্যান্য নানাবিধসম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল ।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানব-প্রকৃতির যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমাদের সমুদয় মনোবৃত্তি যথোচিত সংযত করা উচিত । অর্জুনস্পৃহা-বৃত্তি অতিমাত্র বলবতী হইলে, অর্থাপহরণে আসক্তি হয় । অপত্যস্নেহ বুদ্ধিবৃত্তির অবাদ্য হইলে, সন্তানদিগের দুঃস্বপ্ন-দমনে বিরত হইয়া তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে অনুরাগ হয় । উপ-চিকীর্ষা-বৃত্তি, জ্ঞানপরতার বল অতিক্রম করিয়া উঠিলে, অপরাধীকে নিরপরাধবৎ নিষ্কৃতি দিয়া বিচারস্থলে অবিচার করিতে প্রবৃত্তি হয় । অতএব, যখন অন্যান্য সমুদায় মনোবৃত্তিকে যথোচিত দমন করা উচিত, তখন কেবল অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে এ নিয়মের বহির্ভূত বিবেচনা করা কোন ক্রমেই যুক্তি-নিহন নহে । পরমেশ্বর আমাদের রিপু-দমন ক্রিয়াকে কর্তব্যের মধ্যে গণিত করিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও তদুপযোগিনী সূক্ষ্মলা কবিতা আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন । কিন্তু আমাদের দেশীয় লোকেরা এই সমস্ত পরম শুভকর নিয়মের নিগূঢ় তাৎপর্য অবগত না থাকিতে, ক্রমাগতই তদ্বিকল্প ব্যবহার করিতেছেন ও তাহার প্রতিকলঙ্ঘন যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিয়া আসিতেছেন । পবিত্র-প্রতি-পালনের উপায় ধার্য্য না করিয়া যে বিবাহ করা উচিত

নহে, ইহা এতদেশীয় লোকের অন্তঃকরণে কস্মিন্ কালে উদয় হয় নাই। কেহ কেহ বহু স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিয়া সংসারের দুঃখ-স্রোতঃ ও পাপ-প্রবাহ প্রবল হইবার মুখ্য কাৰণ হইতেছেন। এই অধিবেদন-বিষয়িণী প্রথা যে পর্য্যন্ত অপকারিনী, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। এ দেশের লোক স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা অধিবেদন ও তৎপ্রযোজক কোলোনা-মর্যাদা এই উভয় রীতি প্রচলিত রাখাতে, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন কি না? এবং তদ্বারা আপনাদিগের দৈন্য দশা বৃদ্ধি করিয়া পাপানল প্রবল করিতেছেন কি না?

২। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি সমুদায়ে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও অপরাপব বৃত্তি সকলকে তাহাদের বশ-বর্ত্তিনী রাখিয়া, কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে অনিষ্ট-নিবারণ ও ইচ্ছা-সাধন হইয়া দুঃখ নিবৃত্তি ও শ্রুতি-বৃদ্ধি হইতে থাকে। জগদীশ্বর আমাদিগকে অতি-বিস্তৃত উর্ধ্বর্য্য ভূমি প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি অত্যুৎকৃষ্ট ইউরোপীয় হলয়ত্র দ্বারা তাহা কর্ষণ করি, এবং উত্তমোত্তম বাম্পীয় যন্ত্র দ্বারা ক্লান্ত্যপন্ন জলোপরি ও অপর্যাপক ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করি, তবে প্রতিদिवস অল্প অল্প পরিশ্রম করিলেই, প্রয়োজনোপ-যোগী সমুদায় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। লোকে যদি উপজীবিকা-নির্কর্ষার্থে আবশ্যক যত বর্ষ করিয়া কাষিক পরিশ্রমে নিবস্ত হয়, এবং অবশিষ্ট কাল বুদ্ধি-

রুত্তি ও ধর্ম প্রস্তুতি পরিচালনায ক্ষেপণ কবে, তবে
 তাহাদের সর্ব প্রকাৰেই অধোৎপত্তি হয় তাহাব সন্দেহ
 নাই। লোকের ভবণ পোষণ ও মুখ স্বচ্ছন্দতা সমা-
 ধানার্থ যে প্রমাণ সামগ্রী আবশ্যক, সেই প্রমাণমাত্র
 প্রস্তুত হইলে, তাহাব উচিত মূল্য অবধাবিত থাকে,
 স্তব্ধাং প্রস্তুতকাবকেবা স্বীয পরিশ্রমের যথোচিত
 পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে। 'আমাদের বুদ্ধিরুত্তি ও
 ধর্মপ্রস্তুতি সমুদায় বিহিত বিধানে চালনা কবিলে, সমু-
 দায় মনোরুত্তি পরম্পর সমঞ্জসীভূত ও স্ব স্ব বিষয়ে
 ব্যাপৃত থাকিবা যেকণ আনন্দ উদ্ভাবন করে, সেরূপ
 আনন্দ আর কিছুতেই হয় না।' যে দেশের সর্ব সাধারণ
 লোক উল্লিখিতরূপে আচরণ করিবা কাল-হরণ কবিতে
 পাবে, সে দেশে জ্ঞান ও ধর্মের প্রাচুর্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি
 হইতে থাকে তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সকল লোকের
 সম্মানেরা, পৈতৃক ও মাতৃক গুণ অধিকার করিবা জগৎ-
 গ্রহণ করাতে, পুরুষে পুরুষে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ প্রাপ্ত হইতে
 পারে। তাহাবা পূর্বপুরুষদিগের অপেক্ষায় কেবল
 অধিক বিদ্যা উপার্জন কবিতে পারে এমন নহে, তদ-
 পেক্ষায় তেজস্বিনী বুদ্ধিরুত্তি ও ধর্মপ্রস্তুতি সমুদায়
 লাভ কবিতে সমর্থ হন, এবং তাহা জন-সমাজের কল্যা-
 ণার্থে নিয়োজন করিয়া সাংসারিক অর্থ-সম্পাদন কবিতে
 সক্ষম হয়।

আমাদিগের দেশের বর্তমান দুর্ববস্থার বিষয়
 বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ সমুদায় অতিপ্রায় সম্পন্ন

হওয়া স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপারের জ্ঞান অসম্ভাবিত বোধ হয়। এ দেশে কৃষিকার্য যাঁহাদের উপজীবিকা, তাঁহারা সকলেই বিদ্যা-বিহীন ইতর লোক। তাঁহারা কৃষি-বিদ্যায় অশিক্ষিত নহে, সুতরাং উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে কৃষিকার্য-সম্পাদনে সমর্থ হই না।^১ তদ্র লোকেরা এ হস্তি অবলম্বন করা অপমানের বিষয় বোধ করেন।^২ এতদ্ব্যতীত যেরূপ রীতি ক্রমে কৃষি-কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে কৃষকদিগকে একাদিক্রমে অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে হয়। এনিমিত্ত যদিও তাঁহারা বিদ্যা ও ধর্মের অমুশীলন করণার্থে অবসর না পায়, তথাচ এত শ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে, যে তদ্বারা স্বীয় পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া অল্পকালে কালহরণ করিতে পারে। কিন্তু এ দেশের কতকগুলি ভূস্বামী এবং তাঁহাদের অনুচরেরা যেরূপ প্রজা-পীড়ন করিয়া অর্থপ্ৰহরণ করেন, তাহাতে প্রজাদিগের উদরান্ন সম্পন্ন

* বাবাসত গ্রামে একটি কৃষি-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় তদ্র লোকের সম্মানের কৃষি-কার্য শিক্ষা করিতেছে। এই বিষয়ের অমুষ্ঠান অত্যন্ত শুভ-সূচক। এবং যাঁহারা ইহার সূত্রপাত কবিয়াছেন তাঁহারা বিশিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠাতাজন। স্থানে স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপিত না হইলে, এ দেশের উন্নতি হওয়ার কোন যত্নই সম্ভব নহে।

এই পুস্তক প্রথম বাব মুন্সিফ হইবার পূর্ব, কলিকাতায় একটি স্বচারা শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের সূত্রপাত এতদ্ব্যতীত ক্রমশঃ কল্যাণের সূত্রপাত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

হওয়া দুঃসাধ্য। প্রজারাও জ্ঞানবান ও ক্ষমতাবান
 নহে, সুতরাং এ বিষয়ের প্রতীকার চেষ্টা করিতে সমর্থ
 হয় না। জ্ঞান-বল ও ধর্ম-বলই প্রধান বল, যাহারা
 পরমেশ্বরের নিয়ম শ্রবণ করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হই-
 যাচ্ছে, তাহাদিগকে অবশ্যই ক্রেশ ভোগ করিতে হইবে।
 আর ঐ সকল নির্ভর-অভাব দুর্দান্ত ভূস্বামীও অবিহিত
 আচরণ দ্বারা আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রকৃতি সমুদায়কে
 অত্যন্ত প্রবল করাতে তাহার প্রতিকল প্রাপ্ত হইতে-
 ছেন। তাঁহাদের কুব্যবহারে প্রজাদিগের কোপানল
 প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তন্মধ্যে যাহারা কিছু ক্ষমতা-
 পন্ন, তাহারা তাঁহাদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ বিশিষ্ট
 রূপে সচেষ্টিত হয়। এই হেতু, মধ্যে মধ্যে প্রজার ও
 ভূস্বামীতে ঘোরতর বিবাদ-ঘটনার বিষয় প্রত্যক্ষ হওয়া
 যায়। প্রজার সহিত বিবাদ করিয়া অনেকানেক
 ভূস্বামীকে রাজ-দ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়াছে, এবং
 চিরজীবনের মত অপ্রকাশ থাকিয়া অশেষ ক্রেশ ভোগ
 করিতে হইয়াছে। তাঁহারা প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া যত
 অর্থ সংগ্রহ করেন, এইরূপ মোকদ্দমাদি উপলক্ষেই যে
 তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়, বরং কখন কখন
 ঋণজালে বদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ইহাও তাঁহা-
 দের অত্যাচারের প্রতিকল বলিয়া অঙ্গীকার করিতে
 হইবে। তাঁহারা প্রজাগণের নিষ্পীড়ন করাতে, তাহা-
 দিগের অনাদর-ভাজন হইতেছেন, তন্মধ্যে ও অত্যন্ত
 বিষয়েও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রকৃতির উপদেশ অবহেলন

করিয়া সর্বদা বিরক্তি, উৎকণ্ঠা, অসুখ, অশান্তি ও ধনক্ষয়কণ
 অশেষ শাস্তি ভোগ করিতেছেন, এবং বোধ হয়, উক্তরূপ
 অভ্যাস করণে নিরত না হইলে, উত্তর কালে এত-
 দশেকারও গুরুতর প্রতিকল প্রাপ্ত হইবেন। যদি কোন
 দেশের কোন ভূস্বামী স্বয়ং বুদ্ধিহীন ও ধর্ম প্রহতির
 প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লোকেব সহিত তদনুযায়ী
 ব্যবহার করিতে পারেন, এবং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজা
 সকল জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম-পরায়ণ হইয়া জ্ঞানানুগত
 আচরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তিনি অন্তরে ও
 বাহিরে কেবল সুখের ব্যাপারই দৃষ্টি করেন তাহার সন্দেহ
 নাই। সমগ্রসীত মনোহরিত সকলকে চরিতার্থ করিয়া,
 স্বীয় অধিকারস্থ জনপদ সকল স্বর্গোপায় সুখ-ধাম দৃষ্টি
 করিয়া—জ্ঞানবান্ পুণ্যাত্মা প্রজাদিগের প্রীতি-ভাজন
 ও সমাদর-ভাজন হইয়া—বিবাদ বিসংবাদ এবং অজ্ঞান
 ও অধর্ম জনিত দুঃখ-রাশি হইতে নির্মুক্ত থাকিয়া—
 আপনাকে পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অনুমতি পরি-
 পালনে সমর্থ জ্ঞানিয়া, তিনি যে প্রকার অনুপম সুখ
 সম্ভোগ পূর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন, এত-
 ক্ষেত্রীয় দুঃখী ভূস্বামীরা তাহার আদ-গ্রহেও সমর্থ
 নহেন। ভূমণ্ডলে এরূপ অথবা তদনুরূপ সুখ-ব্যাপারের
 ঘটনা হওয়া এক্ষণে অসম্ভাবিত বোধ হয় বটে, কিন্তু
 যখন জগদীশ্বর আমাদের শুভাভিপ্রায়েই সমুদায় বাস্তব
 বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আমাদের শারীরিক
 ও মানসিক প্রকৃতিতে তাহার সম্যক উপযোগিতা

বাধিয়াছেন, তখন শীত্র না হউক, কাল-বিলম্বেও তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া তুমণ্ডল অপৰ্য্যাপ্ত জ্ঞানন্দ-বাসী পরিপ্লুত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, তাঁহাদিগেব স্বদেশের হ্রবস্থা-বিমোচনার্থে লোকদিগকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে এতদেশস্থ সর্বসাধারণ লোকে আপনাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রকৃতির প্রাধান্য বুঝিয়া ও অপরাধের বৃত্তি সমুদায়কে তাহাদের বশবর্ত্তিনী রাখিয়া, তদনুযায়ী সাংসারিক ব্যবহার প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

০।—শরীরের শূলতা, দীর্ঘতা, বলবত্তা ও অস্ত্রান্ত বিষয়ে মানুষাদিগেব যেমন পরম্পর বিভিন্নত আছে, তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতি বিষয়েও সেইরূপ দৃষ্টি করা যায়। যখন পরমেশ্বরের ব্যক্তি বিশেষের যনোবৃত্তি-বিশেষ অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন, তখন সকলেরই এক ব্যবসায়, অবলম্বন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আপনার স্বাভাবিক শক্তি ও স্বদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদুপযুক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, জন-সমাজেরও কার্য-সাধন হয়, এবং আপনারও অনায়াসে জীবিকা-নির্বাহ ও সুখ-প্রাপ্তি হয়। আমরাদিগের এই বিবেচনা না থাকাতে, এ দেশ দারিদ্র্য কপ দাবানলে

৩৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল ।

দৃষ্ট হইতেছে । এ দেশের ভদ্র লোকেরা কেবল রাজকীয় কৰ্ম ও লিপিকর-ব্যবসায় ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় ব্যবসায়কে হেয় ও অপমান-জনক বোধ করেন, অল্প বাণিজ্যকে উজ্জ্বলিত বলিয়া ধরা করেন, এবং সর্বপ্রকার শিল্প-কার্য কেবল ইতর লোকেরই কর্তব্য বলিয়া তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন । তাঁহাদের এই কুসংস্কার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির অনুমত নহে । যদ্বারা লোকের সুখোৎপত্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা কখনই এই সমুদায় প্রধান মনোবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না । অতএব, উক্ত কুসংস্কারের অনুগত হইয়া চলিলে, ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ক্রেশ ভোগ কবিতে হয় । এ দেশের যে অংশে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই অংশেই এই নিয়ম লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিকূল দৃষ্টিগোচর হয় । ভদ্র লোকের মধ্যে অধিকাংশে কেবল লিপিকর-ব্যবসায় অবলম্বনেই চেষ্টা করেন । বহু লোকে এক ব্যবসায় অবলম্বনার্থ সচেষ্ট হইলে, সহজেই কৰ্ম অপেক্ষার কর্মার্থীর সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, এবং তাহা হইলে স্তূত্রাত্ত কতক লোককে কর্ম্যভাবে নিরবলম্ব থাকিয়া অন্নাত্মাবে কষ্ট পাইতে হয় । এ দেশের ভদ্র লোকদিগের অবিকল এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে । তাঁহারা রাজকীয় কার্য্যালয়ে, প্রধান প্রধান বণিকদিগের বাণিজ্যাগারে, বা ভূস্বামীদিগের অধিকারে কোন কৰ্ম প্রাপ্তির নিমিত্তেই অনন্যমনে চেষ্টা করেন । কেহ কেহ ক্ষমা-

গত ১০। ১২ বৎসর বিষয় কর্ত্তের চেষ্টায় পথে পথে ও ঘারে ঘারে ভ্রমণ কবিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন না, তথাপি ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহাদের এ ভ্রম কত দিনে দূরীকৃত হইবে? তাঁহাদের কি বিপরীত বুদ্ধিই উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারা দাসত্বকে পরম-শুখকর বলিয়া বিবেচনা করেন, আর কৃষি-কার্য, শিল্প-কার্য, বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল ব্যবসারে প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চালনার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে, এবং যাহা অবলম্বন করিলে, আপনার মান, সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া যমের শ্রুতি অক্লেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যায়, তাহা অপকর্ষ ও উৎসাহিত বলিয়া হের জ্ঞান করেন। কিন্তু তাঁহাদের ভ্রম জয়িয়াছে বলিয়া যুদ্ধ বিষয়ের অন্যধাতাব ও পরমেত্বের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রণালীর ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অতএব, তাঁহারা বিখ্যাত পিণ্ডের অনতিপ্রত কার্য করাতে বৎসরোনাশি শাস্তি ভোগ করিতেছেন। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যধা-চরণ ও লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করা কথঞ্চিৎ কঠিন্য নহে, তথাচ পূর্বে যখন এক এক বর্ণের এক এক প্রকার বৃত্তি নিষ্পিত ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বজ্র যজ্ঞাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ও রাজকার্য, বৈশ্যের বাণিজ্যাদি, বৈদ্যের চিকিৎসা, কায়স্থের লিপিকরতা, ও অন্যান্য লোকের অন্যান্য বৃত্তি নির্ধারিত ছিল, তখন এতাদৃশ দুঃসহ ক্রেশ ঘটনাব সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু

৩৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল।

এক্ষণে ব্রাহ্মণ বৈজ্ঞেদি তত্ত্ব লোক ও বণিক তত্ত্ববায়াদি ইতর লোক সকলেই লিপিকর হইবার জন্য ব্যাণ্ড। পূর্বে যাহা কেবল কায়স্থের হস্তি ছিল, এক্ষণে সকল বর্ণেই সেই হস্তি অবলম্বন করিতেছে। যে অল্প এক জন মাত্রে উদর-পূর্তি হওয়া সম্ভব, তাহাতে দশ জনের ক্ষুধা-নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? একারণ, তত্ত্ব লোকের পরিবার প্রতিপালন ও মান সম্ভব রক্ষা করা হুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ব লোকেবা শিল্পকর্ম করিতে চাহেন না, অথচ ইতর লোকে তত্ত্ব লোকের হস্তি অবলম্বন করিতেছে, এ প্রযুক্ত শিল্পকর্ম অপেক্ষা শিল্পী লোকের সংখ্যা অল্প হওয়াতে, অক্লেশে লোক-যাত্রা নির্বাহ হইবারও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এই রূপে এতদেশীয় লোকের হুঃখানল দিন দিন প্রজ্বলিত হইতেছে। কি রূপে কত কালে সে অগ্নি নির্বাহ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে পরমেশ্বর-প্রসাদে হুঃখের একশেষ হইলে সুখের প্রারম্ভ হয়, এই আশায় নির্ভর করিয়া উদ্বোধন করিতে পারা যায়, কখন না কখন আমাদেব হুঃখ-রাশি দূরীকৃত হইবে। হুঃখ-ভোগই সুখ-চেক্টর প্রবর্তক হইবে ও বিদ্যা-প্রচার দ্বারা লোকের হুঃসংস্কার সকল বিনষ্ট হইয়া একগণকার অপেক্ষার উৎকৃষ্টতর আচার ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবে। কিন্তু এ দেশের লোক যে কত কালে এই সমস্ত বর্ধাৰ্হ তত্ত্ব আসন্ন করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা এক্ষণে অনুমানেও উপস্থিত হয় না।

৪।—ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে কি প্রকার সাংসারিক অমঙ্গলের ঘটনা হয়, ১৭৬৯ শকের বাণিজ্য-ঘটিত বিশৃঙ্খলিত তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। ইতিমধ্যে ব্যাকের অসম্ভব ঘটনাই যে তাহার প্রধান কারণ ও ব্যাকের অধ্যক্ষদিগের সান্ত্বিত্য আর্ষণেরতাই যে এই অসম্ভব-ঘটনার অধিতীয় হেতু, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। প্রধান প্রধান বাণিজ্যাগারের যে সকল অংশী ব্যাকের অব্যক্তা-পক্ষে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারা তাহার সর্বনাশ করেন। তাঁহারা সাধারণের ধন পর্যবেক্ষণ ও তদ্বিষয়ক যৎসম-চিন্তনার্থে যে অকৃত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপন আপন সোতাননে আহুতি-দানার্থেই তাহা নিয়োজন করেন।

কলিকাতায় ইংরেজ বণিকেরা বেরপ সাবনার অব-লম্বন করেন ও বেরপ ব্যয় ব্যসমানি করিয়া কাল হরণ করেন, অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রকৃতি সমুদায়ই তাহার প্রবর্তক তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা অজ্ঞান হুল ধর দইরা কার্যারম্ভ করেন, প্রধানকার অহরসর্বা যত্ন-দিগের নিকট হইতে বিনা প্রতিদ্ব ও বিনা দুল্পে ধন ও পণ্ড গ্রহণ করেন। তদ্বারা হুলে, কলে কোঁশলে নিজ নিজ বাণিজ্য-কার্য বিস্তারিত করিতে থাকেন ও আপনারা ইঞ্জির-পরাণ হইবা অশেষবিধ ইঞ্জিরোপ-ভোগ সমাধান বিষয়ে সন্তোষিত ব্যয় করিয়া থাকেন। উত্তম অট্টালিকা, বহুদূর্য্য সূক্ষ্ম বাস, শোভমান পরি-চ্ছদ, বহু-সমৃদ্ধি-সাধ্য আহার বিহার ইত্যাদি বিষয়েই

৩৮ ঋণ-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

তাঁহাদের সমুদায় অর্থ ব্যয় হয়, পুঁতরাং অবিলম্বেই ব্যবসারে ক্ষতি হইয়া অসম্ভব ঘটিয়া উঠে। এই সকল ইক্সরোণীর বণিক কেবল ধনই পরম, পুঙ্খবান্ধব জ্ঞান করেন। ঋণ বিষয়ে অনুরাগী হন না, এবং অপয়শ হইলেও লজ্জা বোধ করেন না; অসম্ভব হইলে, ইঁহারা ইক্সচেঞ্জ কোর্টের আশ্রয় লইয়া মহাজনদিগকে বঞ্চিত করেন, এবং অস্বাভাবিক অধর্ম-নির্যোজিত পূর্বরূপ বাণিজ্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরাও এই জেগীছ লোক। অতএব, তাঁহারা আর্থ-পরবশ হইয়া জ্ঞান ও ধর্মকে লোভরূপ জলধি-জলে বিসর্জন দিলেন, আপনাদিগের অর্থ সাঁমর্থ্য অনুসারে বেস্তন ব্যবসার সম্ভব তদপেক্ষায় বাহুল্যরূপ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন, এবং খরচ ধনে সেরূপ ব্যবসার সম্প্রদায় হওয়া অসম্ভব দেখিয়া ধর্মদান-ব্রত অবলম্বন করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের নীলব্যবসারই সর্ব্বনাশের হেতু হইল। তাঁহারা নীলব্যবসার বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ব্যাক্ত হইতে রাপি রাপি মুক্তা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহা সহজেই হস্তগত করিতে সমর্থ হওয়াতে, অতিশয় প্রচলিত রূপে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেরই এক প্রয়োজন। আপনায় লোভ-রিপুকে চরিতার্থ করা সকলেরই উদ্দেশ্য। অতএব, যিনি যখন উত্তাল হস্তে উপস্থিত হইয়া আত্ম অতিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, অস্ত্রান্ত সকলে একমত হইয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ ব্যয়ের বিষয়ে

সবিশেষ বিবেচনা না থাকাতে, নীল প্রস্তুত করিতে বহু ব্যয় হইতে লাগিল, অনেক নীলের ব্যবসারে প্রহস্ত হওয়াতে, তাহার মূল্য হ্রাস হইয়া আসিল, কোন বৎসর বা নীলোৎপত্তির ব্যাঘাত হওয়াতে, বণিকৃদিগের অভ্যস্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। এই রূপে, বর্ষে বর্ষে যত ক্ষতি হয়, তাঁহারা কেবল ব্যাকের ধন লইয়া তাহা পূরণ করেন। ইহাতে ইউনিয়ন্ ব্যাকের যে কোটি টাকা মূলধন ছিল, তাহার প্রায় সমুদায়ই কর জন বিখ্যাত বণিকের হস্তগত হইয়া এক বারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল।

১৬৬৯ শকে কলিকাতা নগরে যেপ্রকার বাণিজ্য-বিষয়ক বিপত্তি-ঘটনা হয়, তাহার মূল কারণ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বাহা লিখিত হইল, তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে কেবল নিকৃষ্ট প্রকৃতির প্রাবল্যই ইহার এক মাত্র হেতু। ইউনিয়ন্ ব্যাকের অধ্যক্ষেরা অর্থলোভে বিমূঢ় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রকৃতির শাসন অবহেলন পূর্বক অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রকৃতির আদেশানুযায়ী কার্য্য করাতেই, এই সর্বনাশ ঘটিয়াছিল, এবং এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকেও স্বীয় পুণ্যের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদিগের অসত্ব ও মানভ্রংশ হইল, সঞ্চিত ধন ক্ষয় হইল, এবং স্ব স্ব বাণিজ্যাগারের কর্তব্য বদ্ধ হইয়া, তাঁহারা জনসমাজে প্রবঞ্চক ও বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া পরিচিত হইয়া সকলের অনানুগ্রহীয় ও অবিপ্লবিত হইলেন। যদি তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-

প্রকৃতির অন্ততমর উপদেশ গ্রহণ করিয়া ও নিরুপ-
প্রকৃতিদিগকে তাহাদের বশবর্ত্তিনী রাখিয়া, অ অ অর্থ
সামর্থ্য ও আর ব্যয় বিবেচনা পূর্বক বাস্তবিক-কার্য
নির্বাহ করিতেম, এবং নিঃস্বার্থ ও লোক-হিতার্থী
হইয়া যথানিয়মে ব্যাকের কৰ্ম সম্পন্ন করিতেম, তবে
এ প্রকার দুর্ঘটনা কখনই ঘটিত না, এবং তাঁহাদিগকেও
একপ মজা ও ক্রেশ কদাচ প্রাপ্ত হইতে হইত না ।

যখন জগদীশ্বর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রকৃতি
সমুদায়কে অপরাপর মনোবৃত্তি অপেক্ষায় প্রধান
করিয়াছেন ও বাহ বস্তু সমুদায়কে এই সকল প্রধান
বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের অনুকূল করিয়া সৃষ্টি করিয়া-
ছেন, এবং যখন তাঁহাদিগের উপদেশানুযায়ী কার্য
করিলেই সুখোৎপত্তি ও তাহা না করিলেই অনিষ্টোৎ-
পত্তি হয়, তখন লোক-যাত্রা-নির্বাহার্থে বুদ্ধিবৃত্তি ও
ধর্ম-প্রকৃতির অনুমোদিত নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করা
সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু যে দেশের লোক সাধারণ
লোকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রকৃতি যথানিয়মে মার্জিত ও
উন্নত না হয়, তথায় সুবিবেচনা-সিদ্ধ ব্যবহার-প্রণালী
সংস্থাপিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। মূর্তদিগের সমাজে
বাস করিলে, পরম ধার্মিক জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিও তাহাদের
নিকট পরাস্ত হইয়া আভিমত কার্য সাধনে
অপারগ হন। কত কত পরম ধার্মিক সাধু ব্যক্তি
অদেশস্থ কুসংস্কারাবিষ্ট মূর্তদিগের অত্যাচারে যৎ-
পরোনাস্তি ক্রেশ পাইয়া থাকেন পূর্বে এ কথায় প্রসঙ্গ

করা গিয়াছে, এবং এক্ষণেও দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই এ বিষয়ে পাঠক-বর্গের বিলুপ্ত প্রতীতি জন্মিবে।

যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতার বিজ্ঞাত্যাস করিয়া পল্লীগ্রামে গিয়া অবস্থিতি করেন, এবং তথায় বিশিষ্ট রূপে বিজ্ঞালোচনা করিতে বাসনা করেন, তবে তিনি সে স্থানে আপনার প্রয়োজনোপযোগী পুস্তক না পাইয়া, সান্তিলয় তথ্যোৎসাহ হইবেন। হয় ত, আপনার অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ হওয়া হুসাহা দেখিয়া সে স্থান একেবারেই পরিভ্রাণ করিবার নিমিত্ত যত্ববান হইবেন। যদি তত্রস্থ 'লোকেরা' মুচাক্করণ শিক্ষা পাইত, এবং তদ্বারা, বিজ্ঞান মর্যাদা অবগত হইয়া তাহার অনু-শীলনার্থে উত্তমোত্তম পুস্তকালয় স্থাপন করিত, তবে বিন্যাসীরা তথায় বাস করিলে, জ্ঞান-ভূতাকে চরিতার্থ করিয়া মুখে কাল যাপন করিতে পারিতেন।

পল্লীগ্রামে যে উৎকর্ষরূপ বিদ্যা শিক্ষার উপায় নাই ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কলিকাতায় বিজ্ঞানসমুদায়েরও কে প্রকার প্রণালীক্রমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্পন্ন হয়, তাহাও উক্ত নয়; তাহাও বিস্তর দোষ আছে। এঁ লমুদয় বিদ্যালয়েরও বালকদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি যথানিয়মে চালিত, বর্ধিত, ও নিয়োজিত হয় না, এবং অনেকানেক সর্ব লোক-শিক্ষণীয় পরম-শুভ-দায়ক অত্যাৱণ্ণক বিজ্ঞানশাস্ত্রও উপদ্রষ্ট হয় না। যদি একদেখীর কোন মার্জিত বুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি তদ-

পেছার উৎকৃষ্ট দীতিক্রমে স্বীয় সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিতে অভিলাষ করেন, তবে যত দিন অস্তান্ত লোকে তাঁহার দ্বার জানাপন্ন হইরা আপন আপন পুত্রদিগের পূর্বোক্তপ্রকার শিক্ষা সাধনার্থ তদুপযোগী বিজ্ঞানসর সকল সংস্থাপন না করিবেন, তত দিন তিনি কখনই কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। বাস্তবিকও, এক্ষণে কোমকোম ব্যক্তিকে এতদেশীয় বালকদিগের উৎকৃষ্ট-রূপ শিক্ষা দাতার অনুরাগ চিত্তা করিয়া আক্ষেপ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। বহু লোকের ধর্মবোধে চোঁটা ব্যতিরেকে এতাদৃশ বিবরণ কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

‘এ দেশে’ যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে ও অজ্ঞাত লোকদিগের অশেষ-প্রকার কুসংস্কার প্রচলিত অদ্বয় বেরণা অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা এতদেশীয় ইংলণ্ডীয়ভাষাধারী অনেকানেক ব্যক্তি সর্বশেষ অবগত আছেন। কোলীজ-ধ্যাপক, অল্প বয়সে বিবাহ, বিধবাসিগের পুনঃ-সংস্কার-প্রতিষেধ ইত্যাদি কুপ্রথা দ্বারা যে প্রকার পাপানল প্রজ্বলিত ও প্রভূত হুঃখ উৎপাদিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তথাপি লোকতরে ঐ সকল কুরীতির উচ্ছেদ-সাধনে সদর্থ হইতেছেন না।

কোমকোম-দেশের লোকে পুত্র, অহিকেন প্রভৃতি মানক-সেবনে অত্যন্ত আসক্ত হওয়াতে, আপনাদের বিশিষ্টরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। কোন সুদৃষ্টি-

শালী অদেহহিতৈষী ব্যক্তি 'অদেশীয় লোকে' এই বিষয় বিগর্হিত কুব্যবহার রহিত করিবার মানস করিলে, কোন ঘতেই কৃতকার্য হইবেন না। বরং তাঁহার স্বীয় সম্ভানসিগকেও এ বিষয়ে নিরস্ত রাখা প্রকটন হইবে। তাহার, চতুর্দিকে কুদৃষ্টান্ত দৃষ্টি করিয়া, 'হয় ত, অবিলম্বেই তাহার অনুবর্তী হইবে। যত দিন 'অদেশীয় লোকের সেই দুই বৈশিষ্ট্যকে অর্থ-ক্ষয় ও হুম্ম-নাশক বলিয়া জ্ঞান কর না হইবে, তত দিন তাহা রহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। * অতএব, সর্ব সাধারণ লোকে বিহিত বিধান বিদ্যালুশীলন পূর্বক জৌতিক, শারীরিক ও ধর্মবিষয়ক নিয়ম শিক্ষা না করিলে, কোন ক্রমেই কোন দেশের সমধিক কল্যাণ হইবার উপায় নাই।

কিন্তু এক্ষণে সর্ব-দেশীয় লোকের যে অকার্য কুসংস্কার জন্মিয়াছে ও সর্ব দেশেই যেমন রীতিবদ্ধ প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরম-শুভ-দায়ক অভিপ্রায় সম্পূর্ণ হওয়া সুসম্ভাব্য বোধ হইতেছে। পুঙ্খনিপীড়িত হইয়াছে লোকে কেবল অর্থ উপার্জন মাত্র শরীর-ধারণের প্রমাদ প্রয়োজন ও জীবনের মার কাল বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করে। 'জান-সমাজের

* এতদেশীয় সুবক-সম্মতদের মধ্যে অনেকই হুঁপানি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা হুঁপানি করা গর্হিত বলিয়া খোকার করেন না, বরং গুণকারী * বোধ করেন। অতএব, পরিলিষ্টে এ বিষয় বিচার করা নাই।

অধিক লোক কেবল ধন-মাল্যমাকে 'চরিতার্থ' করিবার নিমিত্তেই ব্যগ্র; স্বাস্থ্য-জ্ঞানের সার্থক্য-সাধক প্রধান প্রধান স্থিতিদিগকে চালনা করা যে অত্যন্ত আবশ্যিক, ইহা জন্মেও এক বার চিন্তা করে না। বাহ্যিক আবকাশ ও সহপারি থাকিতে জ্ঞানচর্চা ও স্বাস্থ্যশীলন নহে, তাহাদের অপরাধের আর পরিনীমা নাই। কিন্তু অমোঘজীবী সামান্ত লোক প্রভৃতি বাহ্যিকদিগকে সমস্ত দিবসই শারীরিক পরিভ্রমে নিমুক্ত থাকিতে হয়, তাহাদের স্বথানিয়মে বিদ্যালোচনা করিবার সম্ভাবনা নাই। বাহ্যিকদিগকে সমস্ত দিবস কার্যক্ষেপ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, তাহাদের বিন্যাসিকার্ষে কিছুমাত্র অবসর থাকে না, এবং ১০।১২ ঘণ্টা শারীরিক পরিভ্রমের পরে বুদ্ধিবৃত্তি-চালনারাও সন্মার্ধ্য থাকে না। যে সকল ব্যবসায়ী লোকে প্রাতঃকালাবধি সাতঃকাল বা রাত্রি ৯।১০ ঘণ্টা পর্যন্ত বিবর-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের জ্ঞানশীলনের অবকাশই বা কোথায়? যোগ্যতাই বা কোথায়? কলতঃ প্রচলিত সাংসারিক নিয়ম পরিবর্তন করিয়া শারীরিক পরিভ্রমের স্থান না করিলে, অপর সাধারণ সকল লোকের যথোচিত বিদ্যা শিক্ষার সমর্থ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সমুদায় অভিজ্ঞতার পাঠ করিয়া কেহ যেন প্রকৃত বোধ না করেন, যে কিছুমাত্র শারীরিক পরিভ্রমের আবশ্যিকতা নাই প্রভৃতি, তাহা অত্যন্ত উপকারী ও নিতান্ত কর্তব্য। শরীর চালনা

করিলে, শারীরিক শ্রম লাভ, দেহের লঘুতা-বোধ, চিত্ত-ক্ষুণ্ণ ও অতিপবিত্র শ্রমশুভব হয়। বিশেষতঃ, কেবল শারীরিক শ্রমতা মাত্রের উদ্দেশ্যে অঙ্গ চালনা করা অপেক্ষার সাংসারিক প্রয়োজন সাধনার্থে পরিচয় করিলে, শরীরের অধিক শ্রমতা ও মনের অধিক শ্রম উৎপন্ন হয়। অনতিদীর্ঘ কাল, পরিমিত পরিচয় করা মতি উপকারক ও সকলের পক্ষেই বিধেয়। পরিচয় মাত্রকে অনিষ্টকর জ্ঞান করা শ্রমতার কথ্য, কেবল তাহার আতিশয্যই অপকারক ও নিম্নমীল। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিয়মাতীত প্রগাঢ়রূপ পরিচয় করিলে, বীৰ্য্যকর ও ক্রোধানুভব হইয়া বুদ্ধিবৃদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তি চালনার অপরাগ হইতে হয়।

পরমেশ্বর শ্রমশাসিতকে যে সকল প্রধান বিষয়ে অধিকারী করিয়াছেন, তৎসম্পাদনার্থে সচেতিত থাকাই তাঁহাদের প্রধান কার্য। তবে শরীর রক্ষা করিতে হইলেই অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান আবশ্যক; প্রাপ্তবুদ্ধি তাঁহারা সেই সমুদয় বস্তু আহরণ ও প্রস্তুত করণের উপযোগী বুদ্ধি, বল ও শিল্প-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব, এই সকল নিরুদ্ধ কর্তৃক সম্পাদনার্থে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি ব্যবসারে নিযুক্ত হওয়া নিম্নমীল নহে। কিন্তু নিরুদ্ধ বিষয় সাধনার্থে উৎকৃষ্ট বিষয়ে অবহেলা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়। সর্বদেশীয় ধর্মীমণ্ডলই বাসনা এই যে, আপনারা ঐক্যভাষ্যে মন থাকিয়া প্রথম শ্রমে কাল ব্যাপন করেন, আর অন্য লোকে কেবল

৪৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-সজ্জনের কল ।

তাহাদের ইঞ্জিয়-সেবা-সাধনার্থে নিযুক্ত থাকিয়া কষ্ট-
 স্বক্ৰে দিনপাত করে । কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা ঘোরতর
 অজ্ঞান ও সাতিশয় আর্থপরতার কার্য । যাহারা
 পরমেশ্বরের নিয়ম অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তদর্থে
 মানব-প্রকৃতির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন,
 তাহারা উক্ত যতে কোম যতেই সম্মত হইতে পারেন না ।
 কোম দেশের কোম-শ্রেণীস্থ লোকে কেবল কারিক ক্রেশ
 করিয়া আত্মশেষ করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই ।
 পরমেশ্বর ধনী মধ্যবর্তী নিধন সকল-শ্রেণীস্থ লোককেই
 বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং ঐ
 সমুদায়ই যে সর্বাপেক্ষা প্রধান কৃতি তাহাও সকলের
 জনরক্ষ্য করিয়া দিয়াছেন । ধনহীন ইতর লোকদিগের
 ঐ সকল কৃতি যে বিফলে যাইবে, ইহা কখনই সর্ব-
 লোক-পালক পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত
 নহে । যদি তাহারা ভর-বাহ পশুদিগের ন্যায় কেবল
 গনদুর্ভিক্ষ কলেবরে কারিক ক্রেশ করিবার নিমিত্তেই নষ্ট
 হইত, তবে তিনি তাহাদিগকে ঐ সমুদায় মহীরসী
 মনোহৃত্তি কদাচ প্রদান করিতেন না । অতএব, সর্ব-
 সাধারণেরই স্ব স্ব জীবিকা নির্বাহ করিয়া প্রতিদিন
 কিছু কিছু সময় জ্ঞান ও ধর্মচর্চার ক্ষেপণ করা কর্তব্য ।
 সাধান্য লোকদিগের এরূপ ব্যবহার করা বাহাতে অগম
 ও অসাধ্য হয়, ধনী ও জ্ঞানীদিগের তদর্থে চেষ্টা করা
 এবং রাজা ও রাজপুত্রদিগের তদনুকূল নিয়ম সমুদায়
 সংস্থাপন করা সর্বতোভাবে বিধেয় ।

একগে কর্যোপজীবী লোকদিগকে দিবসের অধিক ভাগ বিষয়-কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় বলিয়া একপ্রকার অবধারণ করা উচিত নহে, যে, চির কালই মনুষ্যদিগকে এইরূপ ক্ষুরীতি-পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে। পন্থমেধর নৃতিকালেই এ আশঙ্কার সম্ভাবনা নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। বাহাদিগের জ্ঞানানুশীলনে অনুরাগ ও উৎসাহ আছে, তাহারা একগেও তদর্থে উপায় ও অবকাশ করিয়া নৱেন। একগে বাহাদিগকে ক্রান্তিবর প্রগাঢ় পরিভ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে অবকাশ পাওয়া হুকের বটে, কিন্তু ইদামীং বিজ্ঞানশাস্ত্রের, বিশেষতঃ শিল্পবিজ্ঞান বেরূপ উন্নতি হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, উত্তর কালে মনুষ্য-জাতির কারিক জন্মের লাভব হইয়া অল্প কালে সংসার-নির্বাহের উপযোগী সমুদায় কার্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। পন্থমেধর মনুষ্যকে বদর্থে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি তদর্থে তাহা নিরোজন না করাতেই, অশেষবিধ ক্রোশ ভোগ করিতেছেন। ইংলণ্ডাদি যে সমস্ত দেশে শিল্পবিজ্ঞান বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়া নানাবিধ শিল্প-বস্ত্র নির্মিত হইয়াছে, তৎকার বয়লোভী লোকেরা তাহারা আবকাশ লাভের চেষ্টা না করিয়া কেবল অপচ্যাপ্ত অর্থ উপার্জনেরই পন্থা দেখেন। তাহাদের অতিপ্রবল অর্জনলুপ্তা-বৃত্তি বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাকৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর কি এই নিমিত্তে আমাদিগকে বাষ্পের অল্পত প্রভাব প্রকাশ ও বাষ্পীয় বস্তু নির্মাণ করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা তৎসহকারে পূর্বা-
শেকার অধিক পরিমাণে ভোজ্য ও ব্যবহার্য সামগ্রী প্রস্তুত করণার্থেই বাবৎ কাল নিযুক্ত থাকিব ? তিনি কি কেবল এই নিমিত্তে আমাদিগকে জড় পদার্থ বিশেষের
অসাধারণ গুণ ও আশ্চর্য শক্তি নিরূপণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে, ছুরি ছুরি গৃহনির্মাণ ও রাশি রাশি বস্ত্র-
বস্ত্রনাদি নিকট কর্তৃক সম্পাদনাধেই সেই ক্ষমতা নিরো-
জন করিব ? এক্ষণে বাষ্পীয় পোত দ্বারা এক বৎসরের পথ এক মাসে ও বাষ্পীয় রথ সহকারে এক মাসের পথ এক দিবসে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হওয়া যায় ইহা কাহারও অবিদিত নাই । জগদীশ্বর আমাদিগকে কি নিমিত্ত এই সমস্ত অল্পত বাষ্পীয় সম্পাদন করিতে সক্ষম করিয়াছেন, তাহার বিবেচনা করা কর্তব্য । জ্ঞান ও ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এ প্রভাব সর্বতোভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমরা উপজীবিকা নির্বাহার্থে আনন্দিক মত পরিগ্রহ করিয়া সুস্থিতি ও বর্ধপ্রাপ্তি পরিতোষনামে বর্ষেক অবকাশে প্রাপ্ত হইতে পারি, এই অভিপ্রায়ে, পূর্ব-বঙ্গলাকর পরমেশ্বর আমাদিগকে বস্ত্রনির্মালৌর ক্ষমতা দিয়াছেন ও বাহু বস্ত্র সমুদায়ও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব, যেসকল 'সংসারিক' নিয়ম প্রচলিত করিলে, সর্বপ্রণীহু লোক কৃষ্ণসার-বালা-নির্বাহার্থে অল্প কল বিষয়-কার্য

করিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞান ও ধর্ম চর্চায় কেপণ করিতে পারে ও তদ্বারা সর্বশ্রেণীস্থ লোকেই সমানরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা সন্তোষে অধিকারী হইতে পারে, সেইরূপ সাংসারিক নিয়ম প্রচলিত করাই আবশ্যিক। লোকে যদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্বক মানব-প্রকৃতির বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া ও বিশ্ব-কার্যের পর্যালোচনা পূর্বক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে মর্ত্য লোকের অবশ্যই অসাধারণ জীবন ও সুখোন্নতি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এক পুরুষ বা দুই পুরুষেই যে এই মনোরম মনোরম পূর্ণ হইবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। যুবকের যে প্রকার প্রকৃতি ও যাদৃশ অঙ্গে অঙ্গে তাঁহার অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এরূপ আশা উন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সকল পরম শুভকর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে কত শতাব্দী গত হইবে তাহার নিশ্চয় কি? কিন্তু যখন ঐ সমস্ত শুভদায়ক অভিপ্রায় আমাদের প্রকৃতি-মূলক, সুতরাং পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড নিয়মের অনুরূপ, তখন কোন না কোন কালে যে, ঐ সমুদায় সম্পন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন জনসমাজস্থ সর্ব সাধারণ লোকের দূর্ভাগ্য, সুপণ্ডিত সদাশয় ব্যক্তিদিগের শুভাভিপ্রায় সম্পন্ন হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক, অর্থ ও বংশ-মর্যাদার অভি-
মাত্র পৌরব ও তাঁহাদের সমুচিত সমাদর লাভ ও লোকের

৫০ ধর্ম-বিষয়ক বিষয়-সম্প্রদায়ের কল।

ঈশ্বর সম্প্রদায়ের সেইরূপ প্রতিকূল। ধনমাত্র যান সত্ত্বম উপার্জনের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত থাকতে, তাহাই সংসারের সার বস্তু বিবেচনা করিয়া, লোকে অশেষ-রূপ ক্রেশ স্বীকার পূর্বক প্রাণপণে অর্থসঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়, এবং ধর্মার্থ বিচার পরিহার পূর্বক ধন-তৃষ্ণাতুর সত্ত্বান্ত বিষয়ী লোকদিগের চরিত্রকে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বহু-মূল্য পরিচ্ছদ, উত্তম বেশ ভূষা, বাহু আডম্বর, উদ্বাহ-বিষয়ক কুলকর্ষ, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপে বহুতর ব্যয় ইত্যাকার সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারিলেই, এ দেশে যথেষ্ট সূখ্যাতি ও বিশিষ্ট সমাদর লাভ করা যায়। বাহ্যিক প্রচুর সম্পত্তি আছে, সে অতিশয় অসচ্চরিত্র হইলেও, লোকে তাহাকে অসামান্য সম্মতি জ্ঞান করে, এবং যে ধনবান ব্যক্তি উমিষিত প্রকারে আপন অর্থ ব্যয় করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন, তাহার যশোগান চতুর্দিক হইতে শ্রুত হইতে থাকে। তিনি ধনসংগ্রহার্থে চৌধা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নানাপ্রকার বিবম বিগর্হিত কর্ম করিলেও কদাচ অপবাদিত ও অবমানিত হন না।° নিধন লোকে অত্যন্ত মানসম্পন্ন ও পরম ধার্মিক হইলেও, তাদৃশ ধনী ব্যক্তির অসামান্য মানের সশাংশের একাংশও প্রাপ্ত হই না। তিনি বাহু আডম্বর দ্বারা মনের মালিক গোপন রাখা রাখেন, এবং লোকেও অন্তরের পবিত্রতা বিষয়ে সন্দেহ না রাখিয়া বাহু শোভারই পূজা করে।

ধনাঢ্যদিগের চরিত্র অতিমাত্র দূষিত হইলেও, লোকে তাঁহাতে বিরাগ প্রকাশ করে না, বরং তদ্রূপে আপনাদেরও সেইরূপ চলিতে আরম্ভ করে। প্রায় সকল দেশেই ধন সম্পত্তির সমান আদর আছে বলিয়া এক্ষণ অবধারণ করা কদাপি উচিত নহে যে, বিশ্বাধিপতি ধনকে সর্বোপরি পূজনীয় করিয়া স্রষ্টি করিয়াছেন। লোকের বৃদ্ধন বেরূপ সংস্কার থাকে, তখন তদনুযায়ী আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়। অতাস্ত অসভ্যাবস্থার জিহাংসাদি নিকৃষ্ট হুতি সমুদায় প্রবল থাকে, অতরাং তখন নিষ্ঠুর-অভাব, যুদ্ধ-ক্ষম বলিষ্ঠ ব্যক্তিরাই প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়, এবং বোধ করি, তৎকাল-সমস্ত সমধিক লুপ্ত যন্তোগ করিতে সমর্থ হয়। ভারতীয়-মহাসাগর-স্থিত দ্বীপ-বিশেষের লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি যথুযা বধ করিয়া নিজ গৃহে যত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, সে তদ্বেনীষ লোকের নিকট তঁত সমাদর প্রাপ্ত হয়। বোর্নিও, সেলেবিজ্, মলুক্ প্রভৃতি নানা-দ্বীপ-নিবাসী হোরকোর-নামক লোকদিগের মধ্যে এইপ্রকার প্রথা প্রচলিত আছে যে, নরহত্যা করিয়া তনীয় কপাল প্রদর্শন করিতে না পারিলে, বিবাহ হয় না। এক্ষণে বাঁহারা সভ্য জাতি বলিয়া বিখ্যাত আছেন, তাঁহাদের বুদ্ধিহুতি ধর্মপ্রকৃতি সমুদায়ের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে তাহার দ্বন্দ্বহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের ঐ সকল প্রধান হুতি যদিও নিকৃষ্ট হুতিদিগকে আরম্ভ করিতে পারে নাই। গহাদের অর্জুনস্পৃহাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রকৃতি

৫২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

অতিশয় বলবতী থাকাতে, ধর্মই সর্বাপেক্ষা স্পৃহণীয় ও আদরণীয় বলিয়া জ্ঞান আছে। ইংরেজদিগের যুদ্ধ-প্রবৃত্তিও স্থায়-বিকল্প, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য এ বিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্থল। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান-রত্ন প্রধান রত্ন, এবং ধর্ম রূপ পরম পদার্থ সকল অপেক্ষা পূজনীয়। অতএব, যৎপরিমাণে মানববর্গের বুদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত হইয়া নিকট প্রবৃত্তিদিগকে বশবর্তিনী করিবে, তৎপরিমাণে ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্মের সমাদর বৃদ্ধি হইয়া পরমেশ্বরের পরম শুভকর অভিপ্রায় সমুদায় সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

পরমেশ্বর আশ্বাসের বৃদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে অপরাপর সমুদায় মনোবৃত্তি অপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন ও বাহ্য বস্তু সকলও তাহাদের সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তির এ সমুদায় মনোবৃত্তি সর্বাপেক্ষা বলবতী, তাহাকেই সমধিক সমাদর করিয়া প্রধান পদ প্রদান করা কর্তব্য, এবং লোকের জ্ঞান ও ধর্মের ভারতম্যানুসারে মান, মর্যাদা, ও পদোন্নতির ভারতম্য হওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। এই প্রকার গুণাণুগত অনুসারে লোক-জীব ইত্যর নিশেব করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত এবং এই প্রকারে উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা করিলেই, এ বিষয়ে তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য করা হয়। ফলতঃ যখন সঙ্গুণবিষয়ে মনুষ্য-জাতির অভাব-সিদ্ধ অনুরাগ আছে, তখন জনসমাজের এইরূপ ব্যবস্থাই সংস্থাপিত হওয়া

সম্ভব, কেবল লোকের মিত্রমিত্র প্রভৃতির প্রাবল্য এই পরম রমণীয় মনোরম স্থান হইবার প্রতিশ্রুতি হইয়াছে।

ধন-মর্যাদার দ্বারা বংশ-মর্যাদাও ব্যাধিবদ্ধ ও অমিষ্ট-কারক। যদি যাম্য-কুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি অত্যন্ত অসংপািত হয়, ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি যৌৱতর মূর্খ ও অভিশয় অধার্মিক হন, কুলীন-পুত্র যদি সর্বপ্রকার হুক্মিৱাতে আসক্ত হন, এবং রাজকুমার যদি পিশাচবৎ অসদাচরণেই নিযুক্ত নিযুক্ত থাকেন, তথাপি লোক-সমাজে সম্পূর্ণরূপে মান্য ও আদরীয় বলিয়া গণ্য হন। হীন-বর্ণ অকুলীন-ধনহীনদিগকে তাঁহাদিগের অবশ্যই পূজা করিতে হয়। যখন জগদীশ্বর আমাদিগকে লোকানুরাগপ্রিয়তা-রূতি প্রদান করিয়াছেন, তখন সংকর্যানুষ্ঠান পূর্বক লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করা অন্যায় নহে, এবং যখন ভক্তি-রূতি প্রদান করিয়াছেন, তখন উপযুক্ত গুণবান্ পাত্রকে সমাদর করা তাঁহার অনতিপ্রেরিত নহে, প্রত্যুত, সদসম্মতিবেচনা পূর্বক যথার্থ যোগ্য পাত্রে ভক্তি নিয়োজন করা তাঁহার অতিপ্রেরিত, তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যের মনঃকম্পিত কুল-মর্যাদানুসারে অশেষ-লোভাকর গুণ-গুণ্য ব্যক্তির। যে শাস্ত্র-অভাব গুণ-সম্পন্ন মনুষ্যগণ কর্তৃক সম্বৃত ও পূজিত হয়, এবং তাঁহাদিগকে হের জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করে, ইহা কদাপি পরম-ন্যায়বান্ বিশ্ব-নিয়ন্তার অতীত নহে। পরমেশ্বর-

এদত প্রধান প্রধান প্রকৃত গুণ সমুদায়ই তত্ত্বির
ভাজন ; লোক-কম্পিত বংশ-মর্যাদা কদাপি তাহার
বিষয় নহে ।

এইরূপ অবিহিত আচরণ পরমেশ্বরের নিয়মানুগত
নহে , অতএব তদ্বারা মানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে ।
লোকে বাল্যকালাবধি অকিঞ্চিৎকর কুল, যান, উপাধি
এই সমুদায়েরই সমাদর করিতে শিক্ষা করে ; বাহাতে
যথার্থ কোলীন্য ও যথার্থ শ্রেষ্ঠতা লব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে
কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখে না । অনেকে কুলীন বা ধনাঢ্য
লোকের সহিত সম্পর্ক বরিবাব নিমিত্তে উত্তরংশোক্তব,
বুद्धি-হীন, রিপু-প্রধান, নিকৃষ্ট পাত্রেব সহিত আপনাব
বহু-গুণবতী উৎকৃষ্টা কন্যাব বিবাহ দিয়া অকীর
দৌহিত্র বংশেব অপকৃষ্টতা সম্পাদন করেন । অপকৃষ্ট
পাত্রেব ঔরসে সেই কন্যাব বত সন্তান উৎপন্ন হয়,
তাহাবা ধর্ম ও বুদ্ধি শক্তি বিষয়ে অবশ্যই হীন হয়,
তাহাব সংশয় নাই । অকুলীন ধন-হীন লোকেরা যদি
কোন ক্রমে কিছু অর্থ উপার্জন করিতে পারে, তবে
তাহা স্বীয় পরিবারের ও জনসমাজের উন্নতি লাধনার্থে
ব্যয় না করিয়া কুলক্রিয়া করণার্থে সমর্পণ করে । তাহাবা
একটা কুল-সম্পর্ক করিতে পারিলে, অত্যন্ত অভিমানী
ও যশোভিলাষী হইয়া তদ্বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী হয়,
এবং পুনঃপুনঃ কুল-কর্ম করিয়া কুল-মর্যাদা রূপ অঙ্ক-
রূপে ভূরি ভূরি অর্থ নিক্ষেপ করিতে থাকে । এ দেশের
ম্যাব ইয়ুরোপেও বংশ-মর্যাদাব বিলক্ষণ * আদর

আছে। তত্রত্য মান্য-বংশোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তির। আপনাদিগকে অপ্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞান করিয়া চলেন, এবং
'অস্ত্রান্ত্র লোকে অকীর কুলের উন্নতি-সাধনার্থে তাঁহা-
দের সহিত সম্পর্ক কারবার নিমিত্ত উক্তরূপ ব্যস্ত করিয়া
থাকে।' এতদ্বৈধীর বঙ্গালসেন-সংস্থাপিত কোলীন্দ্ৰ-
প্রথা দ্বারা যে সমস্ত মহানিষ্ঠ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা
কাহারও অবিদিত নাই। সজ্ঞাস্ত্র-বংশোদ্ভব ব্যক্তি-
দিগের গুণাগুণ বিবেচনার প্রথা না থাকিলে, বংশ-
মর্যাদারূপ বিবরণ-রূপে যে রূপ ফল কলিত হয়, এত-
দ্বৈধীর অজ্ঞানাত্ম কুলীন ও ধনীদিগের চরিত্র তাহার
দৃষ্টান্ত-স্থল। যে সেশে এইরূপ কুপ্রথা প্রচলিত আছে,
তত্রত্য তত্ত্বদর্শী সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদ্বিগেরও তাহা অতিক্রম
করিয়া চলা সহজ ব্যাপার নহে।

অদ্যই যে বংশ-পরম্পরাগত মান ও উপাধি সমুদায়
এক কালে রহিত হইয়া যায়, ইহা আমাদিগের উদ্দেশ্য
নহে। যখন মনুষ্য-সাধারণে উচিতমত শিক্ষাদাত্ত
করিয়া জ্ঞান ও ধর্মের সম্পূর্ণ মর্যাদা অবগত হইবে, এবং
তৎসহকারে এই প্রস্তাবোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় অতি
যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিবে, তখন আপনা হইতেই এই
পরম রমণীয় মনোরম পূর্ণ হইবে। কিন্তু এক্ষণে ইহা
আমাদিগের বক্তব্য বটে যে, যনবান্ সজ্ঞাস্ত্র লোকে
জনসমাজে বিশিষ্টরূপ গণ্য ও মান্য হইয়াও যে তদুপ-
যুক্ত গুণ-সমূহ ধারণ করেন না, ইহা তাঁহাদের পক্ষে
অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। উক্ত পদের উপযুক্ত না হইয়া

৫৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-সজ্জনের কল।

তাহাতে অধিরূঢ় থাকিলে, হীন্সাস্পদ হইতে হবে। বাস্তবিকও, এতদেশীয় বহু-দোষাকর বিজ্ঞা-শূন্য ধনী ও ভুলীন-সন্তানেরা বিজ্ঞ-ব্যক্তিমিগের উপহাস ছল হইয়াছেন। বেশ, ভূষা, বাহু শোভা এ সমুদায় যথার্থ গুণের চিহ্ন নহে, বরং বাহ্যিক। এই সমস্ত বিষয় প্রদর্শন করিয়া লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করে, ও যে সকল ব্যক্তি এই সমুদায় বিষয়কে বিশিষ্টরূপে আদরগীর বোধ করে, ঐ উত্তর পক্ষই অর্ধাচীন বলিয়া অস্বীকার করিতে হয়। যদিও একগুণকার বিদ্যাবান্ নামে প্রসিদ্ধ যুবক-দিগের মধ্যে অনেক অল্পাঙ্গ বিষয় অপেক্ষা যানের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিষয়েই বিশিষ্টরূপে মনোযোগী হন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিত-দিগের এরূপ ব্যবহার ছিল না। তাঁহারা এ সমুদায় বিষয়কে সামান্ত বোধ করিয়া জ্ঞান ও ধর্মকে অমূল্য বল জ্ঞান করিতেন এবং আপনাদের মধ্যে বাহ্যিক ঐ ছই বিষয়ে প্রেত, তাঁহাদিগকেই যথার্থ প্রেত ও পুণ্ডরীক বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কিন্তু আত্মার ও লোকানুরাগপ্রিয়তা-বৃত্তিকে যথা-নিয়মে নিরোজন না করাতে, এই বিষয় দোষাকর ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, ঐ ছই বৃত্তির উদ্দেশ্য চেষ্টা করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে। ঐ উত্তরই সমুদয়ের আত্মাবিক বৃত্তি, অতএব তাঁহারা কোন কালেই স্বকীয় প্রত্যাব প্রকাশ করিতে বিরত হইবে না। তবে বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তির প্রবলতার ভারতমাতৃস্বভাব উক্ত-

দের উপভোগ্য বিষয় পরিত্যক্ত হইতে পারে। কোন দেশের লোকে শরীরের চিত্র বিচিত্রতা, কোন স্থানের লোকে বুদ্ধি-সামর্থ্য, কোন জনপদের লোকে রা' লোকাচার-সিদ্ধ দলাধার্কতা বিষয়ে আপনাত, প্রাধান্ত প্রদর্শন করিতে পারিলেই, জন-সমাজে সমাদর লাভ করে। তাহাদের আত্মদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা হুত্তি এই সমস্ত নিকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই, পরিতৃপ্ত হয়। যৎপরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি ব্যর্জিত হয় তৎপরিমাণে ঐ উভয় বৃত্তি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট বিষয় লাভার্থে সচেষ্ট হয়। কালে কালে লোকে ঐ দুই প্রবল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থে যে সকল অসাধ্য-সাধন কপ্পে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও আণ পর্যন্ত পণ করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার পুরঃসর যে সমুদায় মক্ট-জনক দুর্ভাগ্যবাপার সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিশ্বরাপক হইতে হয়। ঐ দুই মহোত্তিতিকে বিহিত-বিধানানুসারে উচিত বিষয়ে নিয়োজন করিতে পারিলে, মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিষয়ে বিস্তর উপকার দর্শে। যদি এই-প্রকার নিয়ম থাকে যে, লোকে কেবল স্বকীয় গুণানুসারে যান ও মর্যাদা প্রাপ্ত হইবে, এবং ধনাঢ্য, কুলীন বা ব্রাহ্মণ-সন্তানেরাও গুণবান না হইলে, কোন ক্রমেই পৈতৃক মর্যাদার অধিকারী হইবে না, তবে ঐ সকল মান্ত-কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে স্বকীয় সজ্জন রক্ষণার্থে জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে একান্ত মনে যত্ন পাইতে হয়, এবং

৫৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের কল ।

অপর লোকদিগেরও আপন আপন গুণানুরূপ মান ও যশঃ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনাদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম-প্রবৃত্তির উন্নতি চেষ্টার অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে। প্রভূত, হংস-পরম্পরাগত মান, মর্যাদা ও উচ্চাধি প্রাপ্তির প্রথা প্রচলিত থাকিতে, যান্ত্র লোকের মান ও সম্মান লাভ অকীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। কাম্পনিক কুলীনেরা, অর্থাৎ কুল-মর্যাদা-বিশিষ্ট বিদ্যা-রহিত অধর্ষাক্রান্ত ব্যক্তিরা, অপর সাধারণের বিদ্যা-শিক্ষা ও জীৱদ্ধি-সম্পাদন বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও উৎসাহ প্রদান করেন না, বরং ওদ্বিধে প্রতিকূলতাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঁহারা, পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক কুলীন, অর্থাৎ বাঁহারা প্রথর বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট ধর্মপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বিহিত বিধানে চালিত, মার্জিত ও উন্নত করেন তাঁহারা সর্ব সাধারণের জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি এবং সুখ ও সমৃদ্ধতা বৃদ্ধি বিষয়ে অকপট অনুরাগ ও অবিচলিত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব, যদি ভূমণ্ডলে অশেষ-সোহাগর কাম্পনিক কুলীনতা রহিত হইয়া কেবল পূর্বোক্ত প্রাকৃতিক কোলীনই স্থাপিত হয়, তবে তৎপদাভিযুক্ত বহু-গুণ-কর মহাত্মারা যেহা ও আর উত্তর কারণেই আপাদর সাধারণ সকল লোকের জীৱদ্ধি ও মহোন্নতি সম্পাদনে উদ্বৃত্ত হইবেন; কেন না তাঁহারা দেখিতে পাইবেন,

অদেশস্থ লোক শ্রুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও ধর্মপরায়ণ না হইলে, তাঁহাদের সুখ, সম্মান ও অতীক সাধন সম্যক রূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব, স্বকীয় গুণাবরূপ যান, মর্যাদা ও পদ লাভের প্রথা প্রচলিত হইলে, পৃথিবী উত্তরোত্তর জ্ঞান-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ও ধর্ম-ভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম রমণীয় অনির্বচনীয় রূপ ধারণ করিতে থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই।

লোকে অদেশ-সংক্রান্ত সামাজিক নিয়ম সঙ্ঘবন করিলে, যেসকল ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে, কোন দেশের লোক সমবেত হইয়া দেশান্তরীয় লোকের উপর অত্যাচার করিলে, তাহার বেরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ের বিবেচনার প্রবৃত্ত হওয়া বাইতেছে।

যে সকল মনোবৃত্তি মনুষ্য ও ইতর জন্ত উভয়েরই আছে, কেবল স্বার্থ-সাধন যে, তাহার প্রয়োজন, এই প্রবৃত্তির প্রথম ভাগে তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। বেরূপ বিভিন্নজাতীর ইতর জন্ত সেই সমুদায় স্বার্থ-সাধিকা বৃত্তির অনুবর্তী হইয়া পরস্পর প্রহার ও সংহার করে, সেইরূপ, বিভিন্নজাতীর মনুষ্যেরাও ঐ সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া চলিলে পরস্পর পশুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, বরং তদ্বিষয়ে অপমানাদিগের তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তি নিরয়োজন করাতে, হিংস্র জন্ত অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া

৩০ ধর্ম-বিষয়ক নিরাম-লজ্জনের ফল।

যাকে। এ কাল পর্যন্ত কোন দেশের লোক দেশান্তরীণ লোকের প্রতি ধর্মপ্ররুতির আদেশানুগত আচরণ করিতে প্ররুত হয় নাই। আবহমান কাল বল-বীৰ্য্য-বিশিষ্ট দুর্দ্ব লোকে বীৰ্য্যহীন ক্ষীণ লোকের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে পরাতৃত ও উৎসন্ন করিয়া আসিতেছে। কোন কোন জাতি প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্বান্ত নির্ভুর মনুষ্যদিগের অত্যাচারে এক বারে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। সমুদায় অন্তঃ-বর্তনা হইতেই কিছু কিছু সমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, এই দুর্নীত দুঃশীল লোকদিগের দুর্জীব-হার ও নিস্তেজ বলহীন লোকদিগের দুর্বলতা দর্শনে এই নীতি শিক্ষা করা উচিত যে, কোন জাতির নিকৃষ্ট প্ররুতি ও জাতিরিক শক্তির নিতান্ত হ্রাস হওয়া প্রেরণকর নহে। হিংস্রস্বভাব পশু ও মনুষ্যদিগের অত্যাচার নিরাকরণার্থে এই সমুদায় অত্যন্ত আবশ্যক। নিকৃষ্ট প্ররুতির আতিশয়া নিবারণ করা অবশ্য-কর্তব্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ চেষ্টা করা উচিত নহে।

পরম-মজলাকর পরমেশ্বর যে মনুষ্যদিগকে ধর্ম-প্ররুতি রূপ রমণীর ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রধানত্ব-পদ প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তিনি জন-সাধারণের স্বজাতীয় অধঃস্থানতা সমুদায় বিধরে এই সকল প্রধান প্ররুতির সহিত বাহ্য-বস্ত সমুদায়ের সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন কি না? বাহ্যিক প্রভূত বল, প্রবল বুদ্ধিরুতি ও দুর্দ্বান্ত

নিরুপ্ত প্রকৃতি থাকুক, তাহারা দুর্বলদিগের উপর
অত্যাচার করিতে পারে বটে, কিন্তু এইরূপ অবস্থাচরণ
অর্থ-সৌভাগ্য-সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায় কি না? এই দুই
প্রস্তাব বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করা কর্তব্য।

পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে, পরিচয় ও মিতব্যয়িতা
এই উভয়ই ধনাগম ও ধনসঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায়।
মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী অপব্যয় প্রথমা নামে
প্রস্তুত আছেন; আমরা শারীরিক ও মানসিক পরিচয়
সহকারে হস্ত প্রসারণ করিলেই, যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে
পারি। দুর্দান্ত সন্তাগণ এবং দন্য তুল্য বসিষ্ঠ ব্যক্তিরা
কিছু কাল দুর্বলের ধন হরণ পূর্বক ভোগ করিতে পারে
তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা জর্ঘের আক্রমণে
ক্রমে শূন্য হইরা আইসে। অল্পের অত্যাচারে সঞ্চিত
ধন ভ্রাণ্ডিত নাষ্ট হইতে থাকিলে, লৌকে ধন-সঞ্চয়
করণে-তাস্প বহুবান্ না হইরা, ধনাগারী সন্তাচারী-
নিগূঢ় প্রতিকল-প্রদানার্থেই সর্বভোক্তার সন্মতি হয়।

যদি পরমেশ্বরের ক্রমবিকাশ-সমস্ত বস্তু আশায়ের বুদ্ধি-
বৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের উপযোগী
করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং বিশ্ব-রাজ্য-পরি-
পালনার্থে এই সকল শুভ বৃত্তির প্রাধান্য-সম্পাদনের
অনুকূল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তবে কোন
দেশের লোক দেশান্তরীর লোকের সর্ব-নাশ সংস্থাপন
পূর্বক তাহাদের উপর অত্যাচার ও বল প্রকাশ করিয়া
অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিলে, স্বাস্থ্যের সৌভাগ্য

৬২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

সকল করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। যদি কোন দেশের রাজা ও রাজপুত্রেরা মোতাসকত হইয়া অল্প দেশ আক্রমণ পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাদিগকে বুদ্ধ-নির্ব্বাহার্থে সজ্জিত ধর্ম ব্যয় করিতে হয়, এবং অধিকতর অর্থ আহরণার্থে অশেষ-প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিকূল প্রাপ্ত হইতে হয়। যদি তাঁহাদের শত্রুশক্তি প্রবল ও জয়ী হয়, তবে তাঁহাদিগের বুদ্ধে বড় ক্লেশ ও বড় ব্যয় হইয়াছিল, সমুদায়ই নিরর্থক ব্যয়, এবং পরেও বহু কাল পর্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যদি তাঁহারা জয়ী হইয়া পরাজিত জাতিকে নিপীড়ন করেন, তবে পক্ষাৎ দেখিতে পান, ধর্ম জলাঞ্জলি দেওয়াতে, পরিণামে দুঃখ, সম্বন্ধতা ও শান্তি-রসেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ, নিকট প্রভৃতিদিগের যেরূপ অসন্তোষিত প্রবলতা হইলে, পর-দেশ আক্রমণ ও পর-দেশীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্তি হয়, সেসকল প্রবলতা হইলে, অদেশের রাজনীতি ও অদেশীয় রাজপুত্রদিগের চরিত্র উভয়ই অর্থ-দোষে দূষিত হইয়া প্রজাগণের অশেষমত ক্লেশ উৎপাদন করে।

সর্ব-দেশীয় পুরাতত্ত্বেরই মধ্যে এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ এ কাল পর্যন্ত সকল জাতীয় লোকেই নিকট প্রভৃতির আদেশানুযায়ী কার্য করিয়া আসিতেছেন।' অতএব, এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করা যাইতেছে।

১।—রোমকদিগের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-স্থল ।
 তাহারা পরিজ্ঞমে অবহেলা করিয়া পর-দেশ আক্রমণ
 ও পরজয়া লুণ্ঠন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান
 করিয়া চলিত । তরুণ সূত্রমশালী ধনাঢ্য ব্যক্তিরা
 প্রায়ই ভোগাসক্ত ও কুর্কর্ষাবিত ছিলেন । তাঁহারা
 যেমন দুঃখীলতা প্রকাশ পূর্বক লোকের উপর অশেষ-
 প্রকার উপদ্রব করিতেন, সেইরূপ, কখন কখন দুর্দান্ত
 ইতর লোকদিগের, কখনও বা অত্যাচারী চরিত্র রাজা-
 দিগের, হস্তে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তিতোষণ
 করিতেন । রোমকদিগের সাম্রাজ্য শাসন কালে
 সামান্ত লোকে দুর্ধঃ চরিত্র, কলহ-প্রিয় ও আনন্দ-
 পরবশ ছিল । তাহারা অস্ত্রের ধন হরণ করিয়া উদর
 পরিপূরণ করিত, এবং স্বার্থানুরোধে আত্মীয় দেশ ও
 আপনাদিগকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত । তবে
 যে কখন কখন রোমকদিগের দেশে ধর্ম ও শাস্তিগুণের
 সঞ্চার হইত, তাহার কারণ, তৎকালে ধর্মশীল বুদ্ধি-
 যাম্ ব্যক্তিরা রোম-রাজ্য-রূপ বৃহৎ তরঙ্গীর কর্ণধার
 হইতেন । মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাশয় অদেশ-
 হিতৈষিতা, ভ্রান্তপরতা অদান্তান্য বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশ
 করিয়া অদেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এ কথা বখাখ'বটে,
 কিন্তু রোমকেরা সচরাচর ধর্ম প্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ
 অবহেলন করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলিত
 তাহার সন্দেহ নাই ।

তাহারা ধর্ম্মানুগত সদাচরণ ও ন্যায়ানুগত পরিজ্ঞম

৬৪ ধর্ম-বিষয়ক নিষম-লজ্জনের কল ।

পরিভ্রাণ পূর্বক কেবল পর-প্রব্যাপহরণে উপর নির্ভর করিয়। থাকাতে, ক্রমশঃ দুর্বল, নিবীৰ্য, নিকংসাহ, অবশ-চিত্ত, এবং ঐক্যাবলম্বন বিষয়ে অসমর্থ হইয়া আসিল, এবং তাহাদের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অসঙ্গ অত্যাচার অসহম'ন হইয়া, চতুঃপার্শ্ববর্তী সমস্ত জাতি তাহাদিগের বিদ্বেষী ও বিপক্ষ হইয়া উঠিল। অবশেষে, যখন তাহাদের পাণের ভরা পূর্ণ হইল, তখন উদীয় অসত্য লোকসকল সংহাদ-মূর্তি ধারণ পূর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ দাবিল, তাহাদের মাত্রাজ্য বিনাশ করিল, এবং তাহাদের অসাধাবণ কীর্তি লুপ্ত করিল।

২।—জামাদিগের দেশ-দিপতি ইংলণ্ডীয় লোকে-রাও এ বিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্থল। তাঁহারা বহু-কালাবধি কেবল নিকৃষ্ট প্রভুতি সমুদায়ের বশীভূত হইয়া কার্য করিয়া আসিতেছেন। দুর্বল অর্জনস্পৃহা, অতিপ্রবল আস্ত্র-দর, এবং ভয়ঙ্কর জিঘাংসা রুতি তাঁহাদের সকল বর্ষের প্রবর্তক স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহারা এই সমুদয় অনর্থকরী প্রকৃতির অনুবর্তী হইয়া তদনুযায়ী বিধান ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তদনুসং বেই তাঁহারা পব দেশ অধিকার করেন, বাণিজ্য বিষয়ক স্বতন্ত্রতার বাগ্মত করেন, শিল্প ও ব্যবসয় বিষয়ে অনিষ্টকর নিষম সকল সংস্থাপন করেন এবং অন্যান্য ভূমি ভূমি ধর্ম-বিকল্প রীতি নীতি প্রচলিত করেন। যদি জগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্যে নিকৃষ্ট প্রকৃতির প্রাধান্য রাখিয়া বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুযায়ী

শঙ্কল। কবিতেন, তবে এত দিনে ইংলণ্ডদেশ স্বর্গো-
পম স্তম্ভ-ধ্বংস হইত। কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, তাঁহা-
দেব বর্ষ-রক্ষে বিপর্ষিত ফল কলিত হইয়াছে, এবং
উত্তরোত্তর আরও হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রথমতঃ। আমেরিকা-নিবাসীদিগের সহিত ইংলণ্ড-
নিবাসীদিগের দুর্জয়বহার এ বিষয়ে এক প্রধান উদা-
হরণ। সহস্র সহস্র ব্রিটেনীয় লোক ধর্ম-বিষয়ক অত্যা-
চাবে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ পবিত্যাগ পূর্বক আমে-
রিকার উত্তর খণ্ডে গিয়া বসতি করে। এক শত বৎসর
গত না হইতেই, তাহাদের সংখ্যা ও সামর্থ্যের এরূপ
বৃদ্ধি হইল, যে, তৎকালে তাহাদের দেশ একটি রাজ্য
রূপে পরিগণিত হইতে পারিত, এবং যদি ইংলণ্ডীয়
রাজ্য ও রাজপুরুষেরা তাহাদের সহিত সম্ভাব রক্ষা
করিয়া চলিতেন, তাহা হইত। কিন্তু তাহারা অবিলম্বে
বল্লভঃ, তৎকালে আমেরিকা ইচ্ছাবজ্রদিগের শম্যাগার-
স্বরূপ হইয়াছিল, অতএব তাহাকে প্রযত্ন পূর্বক রক্ষা
করা নিতান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বে
সম্প্রীতি-সেতু ভঞ্জন কুবিগ্ন বিবাদ প্রবাহ প্রবল
করিলেন। তাঁহারা আমেরিকা-নিবাসীদিগের সহিত
নানাপ্রকার কুব্যবহার আবিস্ত কবাত্তে, উভয় পক্ষে
তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

সেই যৌবন সংগ্রামে কেলন্ দেশের লোক পর-
মেশ্বরের বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন কবিয়া বিরূপ
ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা কর্তব্য।

৬৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

ইঙ্গরেজেরা উপচিকীর্ষা ও জ্ঞানপবতা স্বস্তির উপদেশ অবহেলন পূর্বক অর্জুনস্পৃহা ও আত্মদব্ স্বস্তিকে চরিতার্থ করিতে এতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘন পূর্বক রাজ্য এবং ঐশ্বর্য লাভার্থে, আর আমেরিকা-বাসীরা প্রধান প্রকৃতির উপদেশানুসারে স্ববীয় স্বাধীনত্ব সংস্থাপনের নিমিত্তে, এই বিবম হুঙ্ক প্রবৃত্ত হন। এমত স্থলে ইঙ্গরেজদিগের জব পবাজ্য উভয়েতেই হানি-সম্ভাবনা, বরং জয় হইলে, অধিক অনিষ্ট হইত। ব্রিটেন-বাসীরা আমেরিকা-বাসীদিকে পবাজ্য কবিত পাবিল, তাহাদিগকে পদে পদে অপমান কবিতেন তাহাঁর সন্দেহ নাই। ইহা হইলে, আমেরিকা-বাসীদিগের নিকৃষ্ট প্রকৃতি সকল উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের অনিষ্টোচরণে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হইত। একপ দুঃশাসনীয় রাজ্য-শাসন ও প্রজা-দ্রোহ নিবারণার্থে বহু সংখ্যক সৈন্য ও রণতরি রক্ষা কবিত হইত, এবং তাহাতে ঐ বাজ্যের সমুদায় উপস্থিত অপেক্ষায়ও অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া যাইত। তদ্ব্যতীত, একপ আচরণ দ্বারা ইঙ্গরেজদিগের নিকৃষ্ট প্রকৃতি সকল উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকিত, এবং তাহাতে স্বদেশে যুক্তি-বহির্ভূত রাজনীতি প্রচলিত হইয়া আপনাদিগেরও অশেষ ক্লেশ উৎপাদন কবিত। কিন্তু তাঁহাদের পরাজয় হওয়াতে, অপেক্ষাকৃত উপকার দর্শিয়াছে। আমেরিকা-বাসীরা বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন ও ধর্ম বিবয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মিত্র

স্বরূপে ইংরেজদিগের অশেষপ্রকার উপকার বর্ণিত
 আছে। তাঁহারা তাঁহাদিগকে নিগ্রহ করিয়া যত অর্থ
 অপব্যয় করিতে পারিতেন, এক্ষণে আমেরিকার বাণিজ্য
 দ্বারা তাহার দশ গুণ ধন লাভ করিতেছেন। কিন্তু
 যখন তাঁহারা ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া উল্লিখিত
 যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অবশ্যই
 তাহাব সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাব
 সন্দেহ নাই। ঐ যুদ্ধে ভূমি ভূমি লোক-ক্ষয় ও বাণি
 বাণি ধন-ব্যয় হইব। তাঁহাদিগের অশেষ অনিষ্ট উপ-
 স্থিত করিয়াছে। তদবধি ইংলণ্ডীয়দিগের ইতিহাস
 তাঁহাদিগের অধর্ম ও যত্নশীল বর্ণনায় মলিন ও কলঙ্কিত
 হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় রাজা যে অতিপ্রভূত দুর্ভাগি-
 শোধনীয় ঋণজালেবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের
 দ্বারা বিরুদ্ধ যুদ্ধ-প্রবৃত্তিই তাহাব এক মাত্র কারণ।
 ইংলণ্ডভূমি ১৬৮৮ অবধি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২৭ বৎ-
 সরের মধ্যে ৬৫ বৎসর অতি প্রবল যুদ্ধানলে দগ্ধ হয়,
 এবং তাহাতে ২০২৩০০০০০০০ দুই সহস্র ত্রয়োবিংশতি
 কোটি টাকা ক্রমে ক্রমে ব্যয় হইয়া যায়। তদ্ব্যতীত
 তদ্রূপে প্রজাদিগকে কব স্বরূপে ১১৮৯০০০০০০০ একাদশ
 শত উননবতি কোটি প্রদান করিতে হইয়াছিল, এবং
 রাজপুত্রেরা ৮০৪০০০০০০০ অষ্ট শত চতুত্রিংশৎ
 কোটি ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি
 ইংরেজদিগকে সেই দুর্ব্বল ঋণভার বহন করিতে
 হইতেছে, এবং তন্নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটি

৬৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

টাকা কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইতেছে । তাঁহাদিগের পূর্ব পুরুষেরা যে মহানর্থকর বিষয় পাতালের অনুর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তদীয় সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রতিদিগকে অদ্যপি তাহাব সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে । তাঁহাদের যুদ্ধ-নির্ব্বাহ নিমিত্ত যত অর্থ নষ্ট হইতেছে, তাহাব বিংশতি ভাগের এক ভাগ যদি ধর্মপ্রবৃত্তিব উপদেশানুসারে শিক্ষা-দান, পথ-নির্দ্দাণ, খাদ-খনন দান-শালা-সংস্থাপন ইত্যাদি হিতকর কার্যে ব্যয় হইত, তবে এত দিনে ব্রিটেন-ভূমি অনুপম সুখের আশ্বাস হইয়া বমণীয় রূপ ধারণ করিত ।

আপনাদিগের লোক ক্ষয়, অর্থ-ব্যয়, স্বর্ণ-পাত, ধর্মোন্নতি-নিবারণ, সুখ ও সভ্যতা সম্পাদনের প্রতি-বন্ধকতা, স্বজাতীয় প্রজাদিগের দবিস্রতা-বর্জন ইত্যাব বিবিধপ্রকার বিষময় ফল ইংরেজজাতির অধর্ম-রূপ বিষ-রূক্ষে ফলিত হইয়াছে ।

ইংরেজেরা যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকা-নিবাসীদিগের উপর অত্যাচার করিয়া-ছিলেন, সেই সকল প্রবৃত্তিবট অনুবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন । বিবলে বসিয়া এ বিষয় আলোচনা করিলে, বিশ্ব-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় । আমাদের ভারতবর্ষে যাহাদের কিছুমাত্র স্বভাব নাই, ও অত্যাচার লোকদিগের সহিত যাহাদের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিবন্ধ নাই, তাঁহারা প্রথমে অতি নম্র ভাবে এখানে আগমন পূর্ব্বক, ক্রমে ক্রমে এক সীমা অবধি সীমান্ত

পর্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ ছলে বলে কোণলে হস্তগত করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে একাধিপত্য করিতেছেন। প্রথমে কতিপয় ইংলণ্ডীয় বণিক অতি মৃদু ভাবে আগমন করিয়া সমুদ্র-তটে অবস্থিতি করিলেন, এবং তদ্বারা এমন মহারাজ্যের স্বত্ব-পাত করিলেন, যে তাহা ক্রমে ক্রমে ভাবতবর্ষীয় সকল রাজ্যই গ্রাস করিয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ রাজভাণ্ডার লোপ করিয়াছে, এবং এখানকার সকল লোকের স্বাধীনত্ব স্রোত রোধ করিয়াছে।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার প্রতিকূল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, ইংরেজেরা যে সমস্ত নিরুক্ত প্রকৃতির বশীভূত হইয়া ভাবত-ভূমি অধিকার করিয়াছেন, সেই সমুদায়েরই অধীন হইয়া স্বদেশেরও অনেকপ্রকার অনিষ্ট-রাশি উৎপাদন করিয়া আসিতেছেন। তথাকার রাজ-নিয়ম ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার অধর্ম-দোষে দূষিত হইয়া লোকের বিস্তর ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, যে পরাধীন লোকের অধর্ম না থাকিলে, স্বাধীনত্ব নষ্ট হয় না। আপনাদিগের শাণ্ডীলিক স্বীণতা এবং বুদ্ধি ও ধর্ম-প্রকৃতির হীনতাই তাহাদিগের একপ দুর্ঘটনার মূল কাবণ। বোধ হয়, এক জাতির উপরে অন্য জাতির অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়া থাকিবে যে, অত্যাচারিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনাদিগের পবিত্রার্থ অধিকতর বল ও বীর্য

প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভয় হয় কি জানি যদি ভারতবর্ষীয় লোকে পরমেশ্বরের অথগা নিষেধের অত্যন্ত বিকটচরণ করিয়া এ পৃথিবী অধিকার বা তাহাতে বাস করিবাব অযোগ্যই হইয়া থাকে। মনুষ্যের শরীরিক শক্তি প্রকাশ এবং শক্তি-বিশিষ্ট উৎসাহী লোকের প্রভু লাভই ঐশ্বরিক নিষেধের প্রথম উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্য ধর্মশীল জীব, ধর্মের আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শক্তি নিয়োজন না করিলে, অবশ্যই ক্রেশ ভোগ করিতে হয়। অধার্মিক লোকে রাজ্য অধিকার করিতেপারে, কিন্তু পরমেশ্বরের নিষেধ এই যে, তাহারা সুখ সম্বন্ধে ভোগ করিতে পারে না।

যে মহাত্মার গ্রন্থানুসারে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তিনি এইপ্রকার অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন যে, “আমি ভবস। কবি, আর এক শত বৎসর অতীত না হইতেই, পরমেশ্বরের ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-প্রণালীর জ্ঞান লাভ বিববে ব্রিটেনীয় লোক সাধারণের এপ্রকার উন্নতি হইবে, এবং সেই সমস্ত নিষেধের স্বার্থার্থ্য বিষয়ে তাহাদের এপ্রকার দৃঢ়তর প্রত্যয় জন্মিবে যে, রাজপুত্রদের আপনাদিগের ভারতরাজ্যাদিকার হিন্দু ও ইংরেজ উভয় জাতিরই অনিষ্ট-জনক বোধ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেন, অথবা ধর্মানুগত হইয়া কেবল হিন্দুদিগের উপকার উদ্দেশে উক্ত রাজ্য পালন করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইতি পূর্বেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ ইংরেজদিগের অধিকারে

যে প্রকার সুখ সৌভাগ্যের আলব হইয়াছে, স্বকীয় রাজাদিগের অধিকার কালে সেরূপ কখনই হয় নাই। কিন্তু কেবল ইংরেজদিগের কথা প্রমাণে এ বিষয় অব-
 ধারিত করিতে পারা যায় না, পরাধীন লোকদিগের
 বাঁকা ধারা ইহা কখনও সপ্রমাণ হইতে শুনা যায় নাই।
 বিশেষতঃ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আমরা হিন্দুদিগকে
 পরাধীন জাতি বিবেচনা করিয়া শাসন করি, এবং
 তদনুসারে তাহাদিগকে সমুদায় উচ্চ উচ্চ মজ্জান্ত পদ-
 লাভে বঞ্চিত রাখি। যথার্থ ধর্ম্যানুসারে ভারতবর্ষ
 শাসন করিতে হইলে, ভ্রাতা লোকদিগকে পরমেশ্বরের
 প্রাকৃতিক নিয়ম বিস্ময়ে সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা দিতে হয়,
 এবং তাহারা যে রূপে বিনীত হইলে তদ্বিববে অঙ্কায়িত
 হইয়া তৎপ্রতিপালনে অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে
 সেই রূপে বিনীত করিতে হয়, রাজ্যের বিচাবকার্যে
 তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হয়, তাহাদিগকে ও
 ইংরেজদিগকে সমান পদ ও সমান ক্ষমতা প্রদান
 করিতে হয়; এবং বাহাতে তাহারা বুজিমান, স্বাধীন
 ও ধর্ম্মশীল হয় তাহার উপায় করিয়া দিতে হয়। যদি
 কখনও আমরা তাহাদিগকে এই প্রকার সৌভাগ্যশালী
 করি, এবং তাহাদের প্রতি কেবল ন্যায্যমূল্য সদয়
 ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত থাকি, তাহা হইলে, তাহারা
 আমাদের প্রতি প্রীতি ও সমাদর করিবে, এবং তখন
 আর তথায় আমাদের সৈন্ত সংস্থানের আবশ্যকতা
 থাকিবে না অথচ আমরা বাণিজ্য-সম্পাদিত সমুদায়

৭২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-সম্মেলনের ফল ।

উপকার প্রাপ্ত হইতে পাবিব । বদবধি ব্রিটেনীয় রাজ-
পুঙ্খেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-বিষয়ক নিয়মে অধি-
স্থান করিয়া ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন-প্রণালী রক্ষা
করিবেন তদবধি অদ্যেব রাজ-নিয়মও কখন নির্দোষ
হইবে না । বদবধি ঐ সমুদায় নিয়ম অধর্ম-দোষে
দূষিত থাকিবে, তদবধি ব্রিটেন-ভূমির প্রচলিত ধর্ম
কেবল বালুকাময় রজু-স্বরূপ হইবে, সুতরাং তদ্বার্য
প্রজাতিগকে ধর্ম-বন্ধনে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা মিতান্ত
নিষ্ফল হইবে । উক্ত ভূমির ধনসম্পত্তি কেবল আপনার
পাশে সঞ্চিত হইবে, এবং তাহার সামর্থ্যরূপ দাকগার্ভে
এমন বিষম ঘুণ গুপ্ত থাকিবে যে, সে সকল বল ক্ষয়
করিয়া ব্রিটেনীয় রাজ্যকে অধর্ম-পালিত বিনষ্ট রাজ্য
সমুদায়ের মধ্যে গণ্য করিবে ” ।

একশ্রেণী, যাহাতে মহাজ্ঞা কুসমাছেবের এই শেনোক্ত
ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন না হয়, তাহার চেষ্টা করা ইংরেজ-
দিগের পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য । ধর্মপ্রবর্তিত প্রাধান্য
স্বীকার পূর্বক রাজ্য-শাসন বিষয়ে পরম-মঙ্গলাকর
পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম পরিপালন ব্যতিরেকে
ইহার আর উপায়ান্তর নাই ।

সপ্তম অধ্যায় ।



* প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধানের বিবরণ ।

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেকণ অনিষ্ট ঘটনা হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ বলা গিয়াছে । এক্ষণে, পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে কিয়দংশ দণ্ড বিধান করেন, তদ্বিবয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বাইতেছে ।

দণ্ড শব্দ শুনিয়া মাত্র মনুষ্য-দত্ত দণ্ড মনে হয়, কিন্তু মনুষ্য-কৃত দণ্ডে 'ও পবমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ডে অনেক বিশেষ আছে । এক্ষণে, অনেক দেশে যেকণ দণ্ড-বিধানের প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার সহিত দণ্ডিত ব্যক্তির সুকর্মেব কোন আত্যাবিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না । যে রাজা যেকণ দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পারেন, এই হেতু, পূর্ক্সাবধি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন-প্রকার রাজ-দণ্ড ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে । কিন্তু প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ী দণ্ড সেরূপ নহে । ভৌতিক, শারীরিক, বা মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে স্বভাব-সিদ্ধ অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহাই প্রাকৃতিক দণ্ড । স্বষ্টিকর্ত্তা স্বষ্টি-কালেই তাহা নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আর প্রকারান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই ।

নিষেধ থাকিলে, স্মৃতবাং এক জন নিষত্তা ও তাহার কতকগুলি প্রজা থাকে। নিষত্তাবু সংস্থাপিত নিষেধ সমুদায় প্রতিপালন করা প্রজাদিগবু কর্তব্য। নিষত্তাবু স্বভাব দুইপ্রকার হইতে পারে, হয়, তিনি নিরুচ্চ প্ররুত্তিব বশীভূত হইয়া প্রজার উপর উপদ্রব করেন, নয়, ধর্মপ্ররুত্তি দ্বারা প্রযোজিত হইয়া অকীম্ব ব'জা পালন করেন। তিনি নিরুচ্চ প্ররুত্তিব বশীভূত হইয়া চলেন, কেবল স্বার্থ-সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তিনি প্রজাদিগের কল্যাণ-চিন্তায় তাদৃশ মনোযোগী হন না, স্মৃতবাং তাহাদিগের দ্বন্দ্বল মাত্র উদ্দেশ্য করিয়া কোন নিষেধ প্রচার করেন না। অন্ধি-ক্ষেণাদি মানক জীব্য বিষয়ক একচেটিয়া বাণিজ্যে ইংবেজদিগের গাথেক লাভ আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রজার অপকার ভিন্ন কিছু মাত্র উপকার নাই। তাহাদিগের নিরুচ্চ প্ররুত্তি প্রবল না থাকিলে। একরূপ জায়-বিক্রয় নিষেধ সংস্থাপিত করিতে ও অজ্ঞাপি প্রচলিত বাধিতে কোন ক্রমেই প্ররুত্তি হইত না। স্মিটজর্লও দেশের অন্তঃপাতী উবি প্রদেশের এক শাসনকর্তা একটা স্ত্রীর উপর আপনাবু টুপি নির্বন্ধ করিয়া প্রজাদিগকে কহিরাছিলেন, ‘তোমরা আমাকে যেরূপ সমাদর কর, এই টুপিকেও সেইরূপ করিও।’ এই অন্যায় অনুমতি তাঁহার দুর্জয় আত্মাদরের কার্য, ধর্মপ্ররুত্তির অনুগত নহে। প্রজাদিগের অধীনত্ব ও দাসত্ব দেখিয়া আত্মগবিমা প্রকাশ করা ইহাব এক

মাত্র প্রয়োজন। ইহাতে প্রজাদিগের কিছুমাত্র কল্যাণ নাই। কেবল লাভ ও অপমান। প্রত্যুত, যিনি ধর্ম-প্ররুতি দ্বারা প্রবর্তিত হইয়া চলেন প্রজার হিতচেষ্টা কবী তাঁহাব প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তদনুসারে তিনি শুভদায়ক নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন কবিয়া, তাহাদিগের বধ অঙ্কনতা সাধনে যত্ববান হন, এবং তাহাদিগের উপকার কবিত্তে পাবিলেই, পরমাপ্যায়িত হইয়া আপ-নােকে চরিতার্থ বোধ কবেন। যদি কোন রাজা এই-রূপ নিয়ম প্রচাৰ কবেন যে, আমার রাজ্যে কেহ চুরি করিতে পাবিবে না, যদি কেহ কবে, তবে যদি তাহার কুপ্ররুতি নিবৃত্তি হইয়া চরিত্র-শোধন না হয়, তদবধি তাহাকে কাবাকল্প থাকিবা উত্তম শিক্ষকের সমীপে ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে, সেই রাজার জায-পবতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্মপ্ররুতি যে বিলক্ষণ প্রবল ও নিরুচ্চ প্ররুতি সমুদায় যে তাহা-দের বৃশীভূত, ইহাতে আব সংশয় থাকে না। রাজাব স্বার্থলাভ এ নিয়ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্য নাই, কেবল প্রজাদিগের সুখরুজি ও অন্যায্যচরণ নিবারণ মাত্র ইহার প্রয়োজন। যদিও দেবী ব্যক্তিকে কল্প কবিয়া বাধাতে বেশ দেওয়া হয় বাটে, কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র নির্ভরতা প্রকাশ হয় না, কাবণ যদি তাহাব এইরূপ দণ্ড বিধান না করা যায়, এবং অন্য লোকে তাহার দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া চৌর্য-ত্ৰত অবলম্বন কবে, তবে ক্রমে ক্রমে দণ্ড-সর্বস্ব হইবা মনুষ্য-কুল নির্মূল হইবা যায়।

৭৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

জগদীশ্বর এই শেবোক্ত তাৎপর্য অনুসারে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, কারণ সৃষ্টিমধ্যে এপ্রকার কোন কার্য বা কোন কৌশল দৃষ্ট হয় না, যে তাহা অস্বিকৃতির কোন নিরুক্ত প্রকৃতির চরিতার্থত, সাধনার্থ সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তিনি যে উল্লিখিত স্বার্থপরাধন শাসন-কর্তার জায় খেল আত্মপরিচয়ের মাত ও আত্মপ্রভু প্রকাশার্থে কোন প্রসিদ্ধ স্থানে আপনার প্রতিরূপ সংস্থাপন করিয়া লোকদিগকে তাহার সেবা কবিত্তে করিবেন, ইহার পর অসম্ভব আর কিছুই নাই। যিনি আমাদের পবন-শুভবাণী পর-হিতৈষী ধর্মপ্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন, তাহার এপ্রকার ব্যবহার কবা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বাস্তবিক, পবন-শব্দেব প্রাকৃতিক নিয়ম যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতেও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তাঁহার সমুদায় নিয়ম জীবদিগেব কেবল সুখোদ্দেশ্যেই সংস্থাপিত হইয়াছে। লোকে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে তাহার দুঃখ রূপ ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাও পরমেশ্বর তাহাদিগকে সত্বপদেশ-প্রদান ও সংপণ-প্রদর্শন করণার্থ নিয়োজন করিয়াছেন। এ কথা প্রকৃত বটে, যে অজ্ঞাপি অনেক প্রকার উৎপাত-ঘটনার বধার্থ তাৎপর্য সূক্ষ্মরূপে প্রতীত হয় নাই, কিন্তু সৃষ্টি-ক্রিয়াবিবক জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতেছে, সৃষ্টিকর্তার মঙ্গল-প্রার্থ-বিবক সংশয় তত দূরীকৃত হইতেছে। পূর্বে যাহা অনিষ্টকর বোধ ছিল, এখন তাহা ইষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে, এবং এখন

যাহা অশুভ-দায়ক জ্ঞান হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা শুভ-দায়ক বলিয়া প্রতীত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যদি নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ না হইত, তবে লোকে একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিতে আবশ্য করিলে, ক্রমাগত সেচ নিয়মেব বিকলচরণ করিয়া যৎপবোনাশি শাস্তি ভোগ করত আপনাব স্বভাবকে একবারে মলিন করিয়া ফেলিত, অথবা অবিলম্বে অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল-প্রাণে পতিত হইত, কিন্তু জগদীশ্বর জগতেব যেকণ শৃঙ্খলা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে নিয়ম-লঙ্ঘনেব সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেশানুভব হইয়া মধ্যে মধ্যে পাপী ব্যক্তির কুপথভ্রমণ স্থগিত করিয়া থাকে, এবং কোন কোন ব্যক্তিকে পাপ-পথেব মধ্যস্থান হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ধর্ম-পথে প্রবর্তিত করে।

ইহা সকলেবই বিদিত আছে, উক্তরই ইউক আব উত্তিজেবই ইউক, শব্দই দ্বিতীয় দ্বিতীয়। এই ভৌতিক নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, তৈল, বস, চর্ম প্রভৃতি বস্তু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। এক্ষণে, দাহমান বস্তুব এই গুণ মনুষ্যেব উপকারী কিনা, তাহা বিবেচনা করা বর্তব্য। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্নি দ্বারা অন্ন পাক হয়, বাত্রিকালে, আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, শীতেব সময়ে শীত নিবারণ হয়, এবং অন্যান্য অনেকপ্রকার উপকার উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব, শারীরিক বস্তু অগ্নি সংযুক্ত হইলে যে নিয়মানুসারে দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ-

প্রকার কল্যাণদায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। বুদ্ধের শরীর ও পশুব শরীরের জ্ঞান মনুষ্য-শরীরও এই নিয়মেব অধীন। অগ্নি-বৃণ্ডে পতিত হইলে, তাহাও দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, আর তদপেক্ষায় অঙ্গুষ্ঠের তেজঃ প্রাপ্ত হইলে, শিথিল ও বিকল হইতে থাকে। পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে অগ্নি-সম্ভারিত বিষয় বিপত্তি হইতে পরি-জ্ঞান করিবার কি উপায় কবিগাছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তিনি আমাদের ন্যূনাধিক উত্তাপ অনুভব করিবার যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উপায় সম্পাদনের আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যেপ্রমাণ উত্তাপ শরীরের পাক উপকারী, তাহা স্বথকব জ্ঞান হয়, তদপেক্ষা প্রথর হইয়া কিঞ্চিৎ অপকর্ষী হইলে কিছু কিছু ক্লেশানুভব হয়, যখন তদপেক্ষাও প্রবল হইয়া শরীর বিকল করিতে আরম্ভ করে, তখন বিশিষ্টরূপ ক্লেশকর হইতে থাকে। যখন এমন প্রবল হইয়া উঠে যে, তদ্বারা শরীর বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, তখন আর যন্ত্রণার পাব-সীমা থাকে না। এই সনুদায় ব্যাপার আপাততঃ অপকারক বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য অতি উত্তম। যে নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, বস, চর্ম্মাদি দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ-কল্যাণ-দায়ক। আমবা সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে, নানা উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কিন্তু অগ্নির আতিশয্য ও শ্রুতধানিসমে নিবোধ দ্বারা বিপৎ-সম্ভাবনা আছে বলিয়া, ককণাময় পরমেশ্বর, তাহাও

নিরাকরণার্থে শুল্কর উপায় কবিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিরতি ও সাবধানতা প্ররুতি দিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, আমাদের শরীরের সর্ব-স্থানে তাপানুভব শক্তি স্বরূপে গ্রহী নিযুক্ত রাখিয়াছেন। আমাদের অগ্নি-সুতাবিত বিপদ যত বৃদ্ধি হয়, সেই গ্রহী ততই চীৎকার কবিয়া সাবধান করিতে থাকে, এবং যখন এ প্রকার দুর্ক্সিপাক উপস্থিত হয় যে, অবিলম্বে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তখন এরূপ উচ্চৈঃ স্ববে আমাদিগকে বিপদ-দুষ্কারার্থে যত্নবান্ হইতে বহে যে, তদ্বারা আমাদের সমুদায় শারীরিক ও মানসিক শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া সেই বিপত্তির নিরাকরণ কবিতে সচেষ্ট হইয়া। এ স্থলে পরম-মঙ্গলাব পবনেশ্বরের কি অপার মহিমা ও আশ্চর্য্য বৌশল প্রকাশ পাইতেছে। যখন আমাদিগের নিষম-লঙ্ঘন-জনিত দোষের ভারতম্যানুসাবে উত্তাপানুভবের ভারতম্য হইয়া আমাদিগকে সাবধান হইতে উপদেশ কবে, তখন সে উপদেশ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞান কবিয়া একান্ত যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন কবি কর্তব্য।

যদি কেহ এ প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তাহাদিগের উপস্থিত বিপদ নিরাকরণের সামর্থ্য আছে, তাহাদিগের পক্ষে এ নিষম শুভদায়ক বটে, কিন্তু যে অপোগণ্ড বালক ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ প্রভৃতির তাদৃশ সামর্থ্য নাই, তাহাদিগের উপর এ নিষম প্রচার করা যুক্তি-নিছক হয় নাই। যখন তাহারা শারীরিক শক্তির অস্পতা

প্রযুক্ত আপনাদিগের শরীর স্বাস্থ্য বাঞ্ছিতে না পাবিবা। কোন নিকটবর্তী অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইবে, তখন তাহা-
 দিগকে দাহজ্বালায় জ্বলিত কর। দয়াবানের কার্য্য নহে।
 কিন্তু একপ আপত্তি উপস্থিত বব। অদূরদর্শিতার কার্য্য।
 যদি পরদেশের বালক ও বৃদ্ধকে, এই দাহ-বিষয়ক নিগমেব
 অধীন না কবিতেন, তবে, তাহাদিগের পক্ষে অগ্নি থাকে
 আর না থাকে উভয়ই তুল্য হইত। তাহা হইলে, অগ্নি
 দ্বারা যে শত শত প্রকার উপকার দর্শে তাহাতে তাহা-
 দিগকে নিতান্ত বঞ্চিত থাকিতে হইত। বিশেষতঃ
 যাহার শরীর যত দুর্বল, নিয়মিত উত্তাপ সেবন কব।
 তাহাব পক্ষে তত আবশ্যক। অতএব, অগ্নি বিনা ক্ষীণ-
 কায় বালক ও জীর্ণ-কাষ বৃদ্ধের প্রাণ ধাবণ ও সুখ
 স্বচ্ছন্দতা লাভ করা অসাধ্য হইত। যদি কেহ বলেন,
 অগ্নি হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে
 তাহাদিগকে বঞ্চিত না কবিবা। একপ নিয়ম করিলে
 হইত, যে তাহাদের শরীর দগ্ধ হইলেও ত্রেশানুভব
 হইত না। কিন্তু বিবেচনা কবিলে, ইহাতেও অনিষ্ট
 ব্যতীত কিছুমাত্র ইষ্টসাধন হইত না। প্রথমতঃ, যে
 নিয়মানুসারে অল্প উষ্ণতার সুখানুভব হয়, সেই নিয়-
 মানুসারেই অধিক উষ্ণতার ক্রেশ বোধ হয়। অতএব
 সে নিয়ম রহিত হইলে, কেবল দাহজ্বালা চুঃখানুভব
 নিবারিত হইত এমত নহে, সুখেরও হানি হইত।
 দ্বিতীয়তঃ যদি গাত্রে অগ্নি স্পর্শ হইলে, ত্রেশানুভব
 না হইত তবে তাহার অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইলেও

তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা পাইত না। এক্ষণে, কোন বালক অগ্নি-স্থানে পতিত হইলে, অগ্নিব প্রথর তেজঃ সঙ্কটবিশিষ্ট অসমর্থ হইয়া, তাহা হইতে উদ্ধারার্থে সাধ্যমত চেষ্টা করে, এবং তদর্থে উঠে: স্ববে পিতা, মাতা, জাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া থাকে। অগ্নি-স্পর্শ দ্বারা ক্রোশানুভব না হইলে, সেই বালক আপনার পরিত্রাণার্থ যত্নবান্ না হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে অগ্নি-শয্যায বিশ্রাম করিয়া থাকিত, ও তাহার সুকোমল শরীর ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া অনতিবিলম্বে ভস্মীভূত হইত। তাহার পিতা মাতা, সন্নিহিত গৃহে অবস্থিত হইলেও এই বিষয় বিপত্তি ঘটনাব সংবাদ পাইতেন না। অনন্তর কার্যান্তর উপলক্ষে সেই অগ্নি-স্থানে আগমন করিয়া প্রিয়তম পুত্র বা শ্বেহাম্পদ কন্তাকে ক্লকবর্ণ অঙ্গার-খণ্ড রূপে পবিণত দেখিতেন। জগতের নিয়ম আমাদিগের মনঃ-কল্পিত হইলে এ প্রকার অনিষ্ট ঘটনাব সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু বরুণামব পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কোশল। এক্ষণে, উক্তরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে, বালক আপনা হইতে ক্রন্দন করিয়া উঠে, এবং তাহা শুনিবামাত্র, তাহার পিতা, মাতা, বা জাতা দাবমান হইয়া অতিমাত্র প্রযত্ন সহকায়ে তাহাকে বক্ষা করে। অতএব, শরীরে অগ্নি-সংযোগ হইলে যে ক্রোশানুভব হয়, পরম বাকণিক পরমেশ্বর তাহা আমাদিগের কল্যাণার্থেই বিধান করিয়াছেন। কিন্তু সে ক্রোশও তাহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। যদি আমবা

শারীরিক ও মানসিক যত্ন দ্বারা অগ্নি-সংক্রান্ত নিষম সমুদায় পালন কবিতো পাবি, তবে আর সে ক্রেশও প্রাপ্ত হইতে হয় না ।

পরমেশ্বরের নিষম লঙ্ঘন কবিলে, ক্রেশ প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা যে তিনি আমাদের হিতার্থেই নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা শারীরিক নিষমের বিষয় বিবেচনা কবিয়া দেখিলেই স্পষ্টপ্রতি প্রতীত হয় । কোমল ও ক্ষতব শারীরিক নিষম লঙ্ঘন করিল যদি বেদনা বোধ না হইত, তবে তদ্বারা কোমল বর্গের বোঝেব সঞ্চাব হইলেও, আমরা জানিতে পারিতাম না, স্মরণ্য তাহার প্রতিকারার্থেও চেষ্টা কবিতাম না, ইহা হইলে, সেই বোগ আমাদের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া আমাদের মৃত্যু-মুখে পাতিত করিত । অতএব, রোগোৎপত্তি হইলে যে গ্লানি ও যাতনা বোধ হয়, তাহা আমাদের গুণাভিপ্রায়েই সঙ্কলিত হইয়াছে । সে যাতনাকে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে উপস্থিত রোগেব চিকিৎসা করা ও উত্তর কালে শারীরিক নিষম প্রতিপালন বিষয়ে সতত সযত্ন থাকা সর্বোত্তোত্তম বিধেয় । কিন্তু পদাদি ভগ্ন হইলে যে বেদনা-বোধ হয়, তাহাতে তিন প্রকার উপকার আছে, প্রথমতঃ, সেই অঙ্গ যে ভগ্ন হইয়াছে ইহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ তাহাব প্রতিক্রিয়া না করিয়া, আর স্বাস্থ্য থাকা যায় না, তৃতীয়তঃ, চিকিৎসারস্তের পবে যদি সেই বেদনা-বোধ

স্থান চলিত বা আহত হয় তবে তাহার যত্ননা বৃদ্ধি হইবে। এই উপদেশ প্রদান করে, যে, যে বস্তু বা যে কার্য দ্বারা আরোগ্যলাভের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা নিঃশেষে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। অতএব, 'এপ্রকার স্থলে যে ক্রেশ অমুভূত হয়, তাহা অধিক ক্রেশ ও অকাল মৃত্যু নিবারণার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বোধ হয়, যেন “যে কোন প্রকারে ইউক, রোগের শান্তি করিতে হইবে” এইরূপ প্রতিজ্ঞারূপ হইয়া পরমেশ্বর তাহার একমাত্র উপায় স্বরূপ বেদনা বিধান করিয়াছেন। বেদনার যত আধিক্য হয়, বোধ হয়, যেন তত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদেরকে প্রতীকালান্তার্থ যত্ন করিতে অনুমতি করিতেছেন। অতএব, যে দুঃখ কেবল স্বথেরই কারণ; কে না তাহা প্রার্থনা করে? এবং যে পরমপুরুষ তাহা নিরয়োজন করিয়াছেন, তাঁহার সমীপে কে না ভক্তি সহকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে আগ্রহ হইবে? রোগ-জনিত বাতনার যে সকল প্রয়োজন অবধারণ করা গেল, তাহার পদে পদে আশ্চর্য্য কোশল ও অসাধারণ ককণা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ, যে যে স্থলে রোগ-শান্তির কিছুমান সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে যে তিনি মহোদয় স্বরূপ মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করেন, ইহাতে আমাদের অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার ককণার নিদর্শন দৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্রেশ হয়, তাহা আমাদের হিতার্থেই নিয়োজিত

৮৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

হইরাছে। কোন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট-ঘটনা হয়, আমরা তাহার নিবারণার্থ যত্ন করি, এবং তাবিষাতে তদ্রূপ অপকর্ম আর না করি, এই দুই পরম-কল্যাণকর প্রয়োজন সাধনার্থ পরম-কাক্ষণিক পরমেশ্বর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিকূল স্বরূপ দুঃখ-রাশি সৃজন করিয়াছেন। যে স্থলে ঐ দুঃখ রূপ মহোৎসব দ্বারা প্রতীকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল পীড়ার শান্তি কবেন।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্রেশ ঘটে তাহারও তাৎপর্য এইরূপ কি না, বিচার করিয়া দেখা উচিত। এ বিষয় নিরূপণ করা সুকঠিন ব্যাপার। অগ্রে ইতর জন্মের কার্যাকার্যের ফলাফল পর্যালোচনা করিয়া পবে মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে, অনেক স্মরণ বোধ হইতে পারে।

মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুও ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের অধীন। মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুদিগের কতকগুলি নিরুচ্চ প্রবৃত্তি আছে, এবং একপ্রকার কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও আছে যে, তাহারা তাহাদের স্ব স্ব কার্যের ফলাফল জানিতে পারে। তাহারাও ঐ সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পরস্পর অন্যায়চরণ কবে ও উন্নিবারণার্থে পরস্পর শাস্তিও প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের যেমন অন্যায়চরণকে পাপ বলিয়া জান আছে, তাহাদের সেরূপ নাই। কুকুরেব যে স্বত্বাশ্রয় জান আছে, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যদি কোন কুকুর এক খান চর্ম লইয়া কোন স্থানে রাখা, এবং যদি আর একটা কুকুর তাহা হরণ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহা দৃষ্টি করিয়া, ঐ চর্মাদিকারী কুকুরের প্রতিবির্ষিৎসা ও জিঘাংসা বৃদ্ধি, উত্তেজিত হয়, এবং সে এই দুই বৃত্তির বশবর্তী হইয়া আততায়ী কুকুরকে দংশন ও প্রহার কবিত্তে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এরূপ প্রতিফল প্রদান করা কেবল নিরুক্ত প্রবৃত্তির কার্য্য। তাহাদের এরূপ কোন ধর্মপ্রবৃত্তি নাই যে, তদ্বারা অবৈধ কর্ম্মকে অধর্ম বলিয়া বোধ করিতে পারে। তাহারা নিরুক্ত প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া উহাকে চরিতার্থ কবিত্তে, ধাবমান হয়। কিন্তু ইহাতে শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আততায়ী জন্তুর আক্রমণে যে আক্রান্ত জন্তুর জিঘাংসাদি বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া আততায়ী জন্তুকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা পরমেশ্বর ইতব প্রাণীদিগের পরস্পর অত্যাচার নিবারণার্থে নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, ইহাতে জন্তুদিগের পরস্পর শাসন হইয়া একপ্রকার ন্যায্যভূগত কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে।

এ প্রকার, শান্তি-বিধানকে কল্যাণ-দায়ক বলিয়া উল্লেখ করিবার পূর্বে, এ নিয়ম আততায়ী জন্তুদিগেরও হিতকারী কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বাস্তবিক, এ নিয়ম তাহাদের পরম-মঙ্গল-দায়ক। যদি সমুদায় কুকুর আপন আপন আহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অপহরণ কবিত্তে প্রবৃত্ত থাকিত, তবে

৮৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল।

কুকুরকুল অবিলম্বে নির্মূল হইয়া যাইত। অতএব, যখন আততায়ীৰ এরূপ প্রতিকল-প্রাপ্তি তাহার এবং উজ্জাতীয় সকল জন্তুর কল্যাণ-দায়ক, তখন তাহার শাস্তি-ক্রোধ যে ক্রাযানুগত ও শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর তাঁহার ইতর জন্তু রূপ নিরুচ্চ প্রজাদিগের, অন্যাত্মচরণ নিবারণার্থ অনান্য-প্রকার কৌশল করিয়াছেন, তাহাও অবগত হওয়া অনাবশ্যক নহে। প্রথমতঃ, যদার্থ আততায়ী ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহাদের শাস্তি দিবার সম্ভাবনা নাই, কাবণ অপহরণাদি করিতে না দেখিলে, তাহাদের ক্রোধ বিপুল উদ্বেক হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অত্যাচারী আততায়ী জন্তু যদি অত্যন্ত অনিষ্টকর কর্ম না কবে, তবে অত্যাচারিত জন্তু তাহাকে কৃত্রিবাতে নিরুচ্চ দেখিবামাত্র নিরুচ্চ হয়, তাহাকে আর কিছুই বলে না। আপনার আহার-দ্রব্য বক্ষা করিতে পারিলেই তৃপ্ত থাকে, তাহা পরিভ্যাগ করিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান হইতে চাহে না।

ইতর জন্তুরা আততায়ীকে শাস্তি দিবার সময়ে তাহাব কুব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করে না। আততায়ী জন্তু অত্যন্ত দুর্বলতাই পতিত হউক, আব প্রবলিত ক্ষুধানলেই বা দগ্ধ হইতে থাকুক, তাহাতে তাহার কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করে না, তদর্থে দণ্ডের লক্ষ্যও বর্ণে না, এবং দণ্ডলাভের পব তাহাব কিরূপ দুর্দশা ঘটনার সম্ভাবনা আছে তাহাও

বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সে যদি তাহাদের 'সম্মুখে' অনাহারে বা অঙ্গ-পীডায় পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি তাহারা কিছু মাত্র দুঃখিত হয় না। যে সকল 'ব্রহ্ম' পরেব মঙ্গল-বিধানিনী ও যদ্বারা কার্য্যকারণ ও ফলাফল বিচার করা যায়, তাহা না থাকাতাই, তাহারা এইপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের সমুদার প্রবৃত্তি স্বার্থানুগামিনী, অতএব তাহারা অন্যকে বধ করিয়াও স্বার্থ লাভ করিতে পারিলে, তাহাতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু ইতর জন্তুদিগের পরস্পর এইরূপ শান্তি প্রদান যে জ্ঞানানুগত ও উপকাবজনক, তাহা পূর্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে। এক্ষণে, মনুষ্যদিগের দণ্ড-বিধানের বিষয় বিবেচনা করা কর্তব্য।

ইতর জন্তুদিগের ন্যায় মনুষ্যেরও অনেকানেক নিরুদ্বৈত প্রবৃত্তি আছে, এবং তাহাদের ন্যায় তিনিও সেই সকল দুর্দান্ত প্রবৃত্তির অনুবর্তী হইয়া তদনুযায়ী শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। খ্রিস্ত-জাতীয় রাজা ও রাজপুত্রেরাও চির কাল সেই সমস্ত নিরুদ্বৈত প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান করিয়া আসিতেছেন; কেবল সংপ্রতি কোন কোন স্থানে তাহার কক্ষিৎ অন্যথাভাব হইতেছে। যদি কোন সন্ধি-চৌর কাহারও গৃহ প্রবেশ করিয়া অর্থাপহরণ কবে, তবে রাজকর্ম-চারীরা তাহাকে ধৃত করিবান্ধু নিমিত্ত সচেষ্ট হন। তাহারা তদর্থে সাক্ষী আহ্বান করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ

করেন, এবং তদ্বারা যে ব্যক্তি চোঁব স্থির হব, তাহাকে কারাকদ্ধ, নির্কাসিত বা আহত করেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, মনুষ্য-রূত এতদপ দণ্ডে ও ইতর জন্তু-রূত পূর্বোক্ত দণ্ডে কিছু 'মাত্র বিশেষ নাই। বিচারকর্তাদিগেব এই সমুদায় বিচার-কার্য্যকে আপাততঃ কোন না কোন ধর্মপ্ররুতিব কার্য্য বলিয়া জান হইতে পাবে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অভিযোক্তাব গৃহে চুঁবি গিয়াছে কি না, এবং তিনি যাহাকে চোঁব বলিয়া অপবাদ দেন, সেই ব্যক্তি বখার্ব চোর কি না, এই দুটি বিষয়েব তত্ত্বানুসন্ধান মাত্র ঐ সমস্ত বিচারকের সমস্ত বিচাবক্রিয়াব উদ্দেশ্য। কিন্তু উক্তরূপ তত্ত্বানুসন্ধান কোন ধর্মপ্ররুতিব কার্য্য নহে, কেবল বুদ্ধিব কার্য্য। ঐ দুই বিষয়ে কুকুরাদির ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, 'কাবণ তাহারা স্বচক্ষে আততায়ীকে অহিতাচার করিতে না দেখিলে, শাস্তি প্রদান করে না। যদি আততায়ী জন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ ও নিঃশঙ্ক হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার করিতে প্ররুত থাকে, তবে কুকুরাদি কখন কখন তাহাকে নষ্ট বা নষ্টপ্রায় করে। মনুষ্যও তেমন স্থলে উদ্বুদ্ধন বা যুগুচ্ছেদ করিয়া থাকেন। আততায়ীব একপ কুকর্মে প্ররুত হইবার কাবণ কি, এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়াতেই বা কি উপকার দর্শে, ইতর জন্তুরা এ দুই বিষয়ের অনুসন্ধান করে না। মনুষ্যও সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া চলেন। তিনিও কুকর্ম্মের কুপ্ররুতিব কারণ অন্বেষণ করেন না, এবং তাহার

শাস্তি-প্রাপ্তির পর 'কিরূপ গতি ও প্রবৃত্তি হইবে, তাহাও বিবেচনা কবেন না। কুকুর-জাতির সমুদায় প্রবৃত্তিই নিরুক্ত প্রবৃত্তি, একটিও ধর্মপ্রবৃত্তি নাই, এই হেতু তাহারা উক্তরূপ 'কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরও সেই সকল নিরুক্ত প্রবৃত্তি আছে, অতএব তিনিও তাহাদের বশবর্তী হইয়া কুকুরবৎ ব্যবহার কবিয়া থাকেন। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি আছে বাটে, কিন্তু অত্য়াপি তিনি দণ্ড-বিধান-বিষয়ে তাহাদিগের সমাক্ষেপ অনুগত হইয়া চলিতে আরম্ভ করেন নাই।

মনুষ্য-সমাজে মার্জিত বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুগত দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত হইলে সংসারের যত মঙ্গল সম্ভাবনা, নিরুক্ত প্রবৃত্তির আদেশানুগত দণ্ড দ্বারা যদিও তত না হউক, কিন্তু কিছু উপকার দর্শে তাহাব সন্দেহ নাই। যত কাল লোকে নিরুক্ত প্রবৃত্তির বশীভূত থাকে, তত কাল তাহাদের ঐ সমুদায় দুর্জব প্রবৃত্তির আতিশয্য-নিবারণার্থ কোন-প্রকার শাস্তি প্রদান করা কর্তব্য। নিরুক্ত প্রবৃত্তির আতিশয্য-নিবারণ না হইলে, জন-সমাজ উচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং তাহাতে দোষী ব্যক্তিদিগেরও দণ্ড-জ্ঞাত্যতনা অপেক্ষা অধিক যাতনা উৎপন্ন হয়। অতএব, এক্ষণে দণ্ড বিধানের যেক্ষণ রীতি প্রচলিত আছে, তাহা দণ্ডিত ব্যক্তিরও কিঞ্চিৎ উপকারজনক। কিন্তু প্রাণ-দণ্ডে তাহার কোন উপকার নাই।

পবনেশ্বর ইতব জন্তদিগকে কেবল নিরুচ্চ প্ররতি প্রদান করিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তু স্বভাব পবনেশ্বর উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন। নিরুচ্চ প্ররতির বিধানানুযায়ী দণ্ড তাহাদের পক্ষে যথার্থ উপকারী। তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তি না থাকতে, তাহারা মনুষ্যের জ্ঞান মন্ত্রণা ধরিয়া দল-বদ্ধ হইয়া কাহাবও অনিষ্ট-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় না, এবং আপনাব দোষ অপলাপ করিবার অভিপ্রায়ে অশেষমত কৌশল কবিত্তেও বদ্ধ পায় না। অত্যাচারী আততায়ীদিগের নিরুচ্চ প্ররতির কণিক উদ্রেকে যত দূর অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে, এবং অত্যাচারিত জন্তদিগের কণিক ক্রোধ দ্বারা সেই বর্ষেই উচিতমত শাসন হইয়া থাকে।

কিন্তু মনুষ্যের বিষয় সেরূপ নহে। জগদীশ্বর সমুদয় বাহ্য বিষয়কে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্ররতির উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। নিরুচ্চ প্ররতির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান তাঁহাব পক্ষে তাদৃশ ফলদায়ক নহে। মনুষ্য আপন-দোষ গোপন ও অসিদ্ধ কবণার্থে বুদ্ধিবৃত্তি নিযোজন করেন, অতএব তাঁহাব এপ্রকার আশা থাকে যে, শাস্তি প্রাপ্ত না হইলেও না হইতে পারে। আর তাঁহার নিরুচ্চ প্ররতির স্বাভাবিক তেজস্বিতাই যদি তাঁহার কুপ্ররতি উপস্থিত হইবার যথার্থ কারণ হয়, তবু কেবল শাস্তিবিধান দ্বারা কোন মতেই তাঁহার দমন হইতে পারে না। কেন না, যে

কাবণ কোন বিষয়ে কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা শাস্তি-প্রাপ্তির পূর্বেও যেমন, পবেও তেমন থাকে। কারণ থাকিলেই কার্যের উৎপত্তি হয়। এই নিমিত্ত, লোকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড পাইলেও, পুনর্বার কুকার্য কবিতে প্রবৃত্ত হয়। সকল দেশেবই পুবারত্ত যে পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া বহিয়াছে, এবং ভূমণ্ডলে কুবর্ষ-স্রোত চির কালই যে সমান বহিতেছে, তাহারও কাবণ এই। তিন সহস্র বৎসর পূর্বকাল মনুষ্যের। বেদপ পাপাসক্ত ছিল, ইদানীন্তন লোকেরাও সেইরূপ বহিয়াছে। অতএব, চিরকাল যেরূপ বীতিক্রমে কুকার্যের দণ্ড-বিধান হইয়া আসিতেছে, তাহা যখন নিতান্ত নিষ্ফল হইল, তখন উপায়ান্তর চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

পবমেশ্বর আমাদের বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্কোপেক্ষা প্রধান কবিয়াছেন, এবং সমস্ত বাহ্য বস্তুকে তাহাদের উপযুক্ত কবিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, ঐ সকল শুভকরী বৃত্তির উপদেশানুগত শাস্তি-বিধান করাই মনুষ্যের পক্ষে কর্তব্য, এবং কেবল তদ্বারাই মানব-বর্গের পাপ বিমোচন ও পুণ্য-সংসাধন হওয়া সম্ভব।

কুকুর যে আততায়ীকে প্রহারাদি কবিতে যায়, ক্রোধমাত্র তাহার কাবণ। আততায়ীর অত্যাচার দেখিয়া তাহার অর্জনস্পৃহাদি কোন কোন নিরুদ্ভূত প্রবৃত্তির ক্ষোভোৎপত্তি হয়, এবং জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া ঐ অত্যাচারকারীকে শাস্তি দান কবিতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যের ক্রোধের কার্যও

সেই প্রকার। কাহারও অর্থ অর্জিত হইলে, তাহার অর্জনস্পৃহা-রুতি ক্ষুব্ধ হয়, এবং কাহাকেও নব হত্যা করিতে দেখিলে, আমাদের উপচিকীর্ষা-রুতি ক্রিষ্ট হয়। অনন্তর জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা রুতি উত্তেজিত হইয়া চোর ও হত্যাকাবীকে প্রতিফল দিতে উদ্বৃত্ত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যের এই দণ্ড-বিধান-বিষয়ক ব্যবহারের সহিত কুল্লুবেব তদ্বিষয়ক কার্যের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বস্তুতঃ, যখন উভয়েই নিকৃষ্ট প্রকৃতির বশীভূত হইয়া কার্য করে, তখন বিভিন্নতা না থাকিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু এরূপ দণ্ড-বিধান আমাদের বুদ্ধি ও ধর্মপ্ররুতি সমুদায়ের সম্মত নয়, তাহাদের আদেশানুসারে দোষীদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, পৃষ্ঠা ৭ তাহার বিবরণ দ্বা। বাইতোছ।

চোরা ও নব-হত্যা উপচিকীর্ষার অনুমোদিত নহে, কারণ ঐ উভয় কার্যই এই প্রধান প্ররুতির বিরুদ্ধ। জ্ঞাপরতা-রুতিও ইহাতে ক্ষুব্ধ ও ক্রিষ্ট হয়, কারণ কাহারও ন্যায়া বিবল আক্রমণ করা এ প্ররুতির নিতান্ত অনতিমত। আর যাহাতে পবমেষ্ববের ঐতি তাজ্জন জীবদিগের দুঃখোৎপত্তি হইয়া তাহার শুভাভিপ্রায়েব অন্তর্থাচরণ করা হয়, তাহা কোন মতেই উক্তি-রুতির অতিমত হইতে পারে না। কলতঃ, যাবতীর কৃকর্দই সমুদায় ধর্মপ্ররুতির বিরুদ্ধ, এবং পাণের উৎসেধ সাধনা করাই ঐ সকল প্ররুতির অতীত। হৃকর্দকাণ্ডীর স্বীয় হৃপ্ররুতি দমন কবিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক,

তাহাতে এই যথার্থ উত্তর কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। উৎসাহ ব্যক্তিকেও নরহত্যা করিতে দেখিলে, দয়াবানের যাতনা বোধ হয়, এবং তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ ও উৎসাহ জন্মে। চৌর্য্য-ক্রিয়া জড় ব্যক্তির কৃত হইলেও, তাহা ন্যায্যবতার অভিমত হইতে পারে না। অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা কবা তিক্তি-হৃতির সম্মত নহে। অজ্ঞান-কৃত পাপ ও নোহকৃত পাপ উভয়ই ধর্মপ্ররূতিব অনভিমত ও জনসমাজেব অহিতকরক। বুদ্ধিমান ও উন্নত উভয়ের অস্বাধাতই সন্মান-ক্লেশ-দায়ক, এবং মূর্ত্ত চোর ও নিকোঁধ জড় উভয়েবই চৌর্য্য-দোষ ধনী ব্যক্তির সমান-রূপ অনিষ্টকারক।

যদি কুর্কর্ম মাত্রই দূষিত বলিয়া গণিত হইল, তবে যেকপ দণ্ড বিধান করিলে, তাহা সমূলে নিমূল হয়, তাহাই কবা বিধেয়। কিন্তু দণ্ড-বিধানের যেকপ রীতি ধর্ম-প্ররূতিব অনুমোদিত, আর বাহা নিকৃষ্ট প্ররূতির প্রবোজিত, এ উভয়ে অনেক বিশেষ আছে। লোকে নিকৃষ্ট প্ররূতির বশীভূত হইয়া কুর্কর্মের দণ্ড বিধান ববে, এ প্রযুক্ত কুপ্ররূতিক কারণ ও দণ্ড-বিধানের কলাফল কিছুই বিবেচনা করে না। তাহাবা আত-তায়ীকে ধৃত কবে, কদ্ধ ববে এবং হত বা আহত কবে। এতাবত্নাত্র নিকৃষ্ট প্ররূতিব কার্যের সীমা। এই ক্ষুদেই তাহার পর্যাণ্তি।

কিন্তু হৃদ্বিহৃতি ও ধর্মপ্ররূতিব কার্য একপ নহে।

তাহারা দোষী ব্যক্তিব্যক্তি কল্যাণ-কামনা কবে। উপ-
চিকীর্ষা-রুতি তাহাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ করিয়া
ধর্ম পথে প্রবৃত্ত কবিতো ও তদ্বারা ধর্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ
স্থখে স্খলী করিতে উৎসুক হয়। * তত্ত্ব-রুতি তাহাকে
অনাদর ও অবজ্ঞা না করিয়া অপব লোকের ন্যায়
তাহারও সহিত সমাদর-সংযুক্ত সদাচরণ করা কর্তব্য
বলিয়া উপদেশ দেয়। ন্যায়পরতা-রুতি এইরূপ নির্দেশ
করে যে, যেকণ দণ্ড বিধান করিলে, পাপাসক্তির মূলোৎ-
পাটন হইয়া দুঃপ্রবৃত্তির নিরুতি হয়, * সেইরূপ দণ্ড-বিধান
করাই বিধেয়। অতএব, আদৌ কুপ্রবৃত্তির মূল্যবেষণ করিয়া
তাছাড়া নিবারণ করিবার উপায় অবধারণ করা কর্তব্য।

আমাদিগের যে সমুদায় মনোরুতি আছে, তাহারই
কোন না কোন রুতির অনুচিত নিষোজ্ঞন দ্বারা অধর্মের
উৎপত্তি হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাহাদের
অনুচিত নিষোজ্ঞেরই বা কাবণ কি? তাহার ত্রিবিধ
কাবণ আছে। প্রথমতঃ, কোন কোন প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ
অতিমাত্র বলবতী থাকতে, আপনা হইতেই পাপ-কর্মে
প্রবৃত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য বিষয় দ্বারা কোন কোন
প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলও, ক্ষমৎবর্মে ইচ্ছা
হয়। তৃতীয়তঃ, কোন কর্ম কর্তব্য ও কোন কর্ম অকর্তব্য
তাহা না জানাতেও, অনেকে অনেক পাতকে প্রবৃত্ত
হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ কারণের বিষয় ক্রমে ক্রমে
লিখিত হইতেছে। /

প্রথমতঃ—ব্যক্তি বিশেষের প্রবৃত্তি-বিশেষ যে স্বভা-

ইত্যং প্রবল হয়, পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ দোষই ইহীর একমাত্র কারণ । তাহাদেব যে সমুদায় মনোবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী থাকে, সম্ভাব্যেও সেই সকল বৃত্তি অতিশয় বল প্রকাশ করে । অতএব ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, কোন কোন ব্যক্তি এরূপ বিকল্প স্বভাব অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করে যে আপনা হইতে তাহাদেব বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে সংবরণ করিয়া রাখা একপ্রকার অসাধ্য বলিয়া গণ্য করিতে হয় । তাহারা অধর্মাচরণ না করিয়া নিরন্তর থাকিতে পারে না । তাহাদের স্বভাব-রূপে পাপ রূপ ফল অবশ্যই ফলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই ।

দ্বিতীয়তঃ ।—অমের অসংস্থান, সুরাপান, কু-দৃষ্টান্তদর্শন, প্রবৃত্তি-বিশেষের বিষয়সংঘটন ইত্যাদি অনেকানেক কারণে কোন কোন প্রবৃত্তির অতিমাত্র উত্তেজনা হইয়া দুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে ।

তৃতীয়তঃ ।—আমাদের মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকাতেও, অনেক অধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে । সতীর সহনরণ-গমন, গঙ্গা-সাগরে সম্ভ্রাম বিসর্জন, প্রতিমা-সমীপে নরবলি-প্রদান, ইত্যাদি অশেষ-প্রকার প্রসিদ্ধ কুরীতি এবিধের দৃষ্টান্তস্থল । ভারতবর্ষীয়া ও অন্যান্য দেশীয় ধর্ম শাস্ত্রে এইপ্রকার বিষয় ব্যাপার সমুদায়ের ব্যবস্থা আছে, এবং লোকেও বহু কালাবধি তাহা স্বর্গ সাধন জানিয়া অমুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে ।

এই দ্বিবিধ কাবণ উৎপাদন ও পবিত্রতাগে কবা পার্ণী ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন নহে । সে আপনার স্বভাব-সিদ্ধ নিরুচ্ছ প্রকৃতির প্রবলতাও । উৎপাদন করে নাই, আপনার অভ্যাস বপ উৎকট রোগেবও উৎপাদক নহে, এবং যে সকল ব্যক্তি ব্যাপার দ্বাবা কোন কোন নিরুচ্ছ প্রকৃতি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পাপ বর্ধে প্রকৃতি দেব, সে ব্যক্তি তাহারও কারণ নহে । কিন্তু যদিও সে আপনার কুপ্রকৃতির কাবণ না ইউক, তথাপি তাহার ও সংসারের কল্যাণার্থে তাতাকে কুপথ হইতে নিরস্ত করা সকলেবই কর্তব্য । আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রকৃতি সমুদায় তাহার কুপ্রকৃতি নিবারণ করিতে আদেশ করিতেছে । অতএব, কি প্রকাবে এই পরম প্রার্থনীর মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা উচিত । বুদ্ধি অনুমতি করিতেছে দুষ্কৃত্যের কাবণ নিরাস করিলেই দুষ্কৃত্য নিবস্ত হইবে । অতএব, কি কপে কোন্ কাবণের কিপ্রকার নিবাকরণ হইতে পারে, তাহা বিচার করা বর্তব্য ।

প্রথমতঃ ।—কোন কোন প্রকৃতির সমধিক প্রবলতা দুষ্কৃত্যের প্রধান কাবণ । একাল পরাস্ত শাবিরিক ও মানসিক যত নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে এই স্বভাব-সিদ্ধ দোষ সহসা নিবাকরণ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই । তবে এ স্থলে বুদ্ধিবৃত্তির উপদেশ এই যে দোষী ব্যক্তিকে যে স্থানে যেকপ নিয়মে রাখিলে, তাহার প্রবল নিরুচ্ছ প্রকৃতি সকল

উত্তেজিত ও চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনামা থাকে, সেই
 হইলে সেইরূপ নিয়মে রক্ষা করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি
 কোন নিকৃষ্ট প্রকৃতি বশীভূত হইয়া এক বার কোন
 কুর্কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে পুনঃ পুনঃ তাহাতে রত
 হইয়া জন-সমাজের অনিষ্টোৎপত্তি করিতে পারে;
 অতএব, সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে বন্ধ করিয়া
 রাখা সর্বতোভাবে বিধেয়। তদনন্তর, যাহাতে তাহার
 নিকৃষ্ট প্রকৃতি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিভেজ হইয়া
 আইসে, তাহার উপায় করা কর্তব্য। ইহা সম্পন্ন
 করিতে হইলে, যে যে বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রকৃতি উত্তে-
 জিত হইতে পারে, তৎসমুদায়ের সহিত তাহার সংস্রব
 বাধা উচিত হয় না। যাদক সেবন, কুসঙ্গ অবলম্বন ও
 পরিশ্রম পরিবর্তন করিলে, পাপকর্মে প্রবৃত্তি হয়,
 অতএব, কুর্কর্মশালী ব্যক্তির যাহাতে এই সমস্ত অন্তত-
 কর বিষয়ে লিপ্ত না হয়, তাহার উপায় করা আবশ্যিক।
 একগণকার কাবাগারের বেরূপ বিশৃঙ্খলা, তাহাতে
 তাহাদিগকে দিবারাত্রই কুসংসর্গে থাকিতে হয়। যত
 দুর্দান্ত পাপাসক্ত লোক পবম্পব একত্র সহবাস করিয়া
 পবম্পবের নিকৃষ্ট প্রকৃতি ঐবল করিতে থাকে। একগ-
 কার কারাগারের জায় পাপীদিগের পাপ-শিক্ষার
 পাঠশালা আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, বন্দীদিগকে
 পবম্পব পৃথক করিয়া রাখা উচিত এবং যখন কোন
 কার্য উপলক্ষে তাহাদিগের একত্র থাকিবার প্রয়োজন
 হয়, তখন যাহাতে তাহারা পবম্পব অসদালাপ,

অসদভিপ্রায় প্রকাশ, এবং কুপ্রবৃত্তি ও কুমন্ত্রণা প্রদান করিতে না পারে, তাহার উপাধি করা কর্তব্য। তন্নিম্ন, তাহাদিগকে কর্ম-বিশেষে নিযুক্ত রাখা অতি আবশ্যিক। পরিশ্রমের মত কুপ্রবৃত্তি-দমনের ঔষধ আর কিছুই নাই। কিন্তু যে কার্যে নিযুক্ত হইলে, প্রধান প্রধান বৃত্তির চালনা হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। তদ্বারা, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও তেজ হ্রাস হইয়া উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির তেজ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—বাক্য বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা পাপ-কর্ম প্রবৃত্তি হইবার দ্বিতীয় কারণ। পূর্বে তদ প্রথম কারণ প্রথমার্থ যে-যে ব্যাপার সাধন করা কষ্ট বা তাচ্ছাতেই দ্বিতীয় কারণের নিবাকরণ হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে সকল বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহার সহিত পাপাসক্ত ব্যক্তির সংস্রব বাধ। কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

তৃতীয়তঃ।—অজ্ঞান অসৎপ্রবৃত্তির তৃতীয় কারণ। স্বধানিয়াম পুণ্যলাভীক্রমে শিক্ষা দান করিলেই ইহার প্রতিবাহ হইতে পারে। উত্তম অধ্যাপক নিযুক্ত রাখিয়া কার্য-বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সার্জিত ও ধর্ম-প্রবৃত্তি বর্জিত করা সর্বতোভাবে কষ্টব্য। তন্নিম্ন, যদি সচ্চরিত্র সাধ ব্যক্তিরা তথায় গমনাগমন পূর্বক কথা-প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের ধর্মপ্রবৃত্তি সকল বর্জিত করেন তাহা হইলে, মহোপকার দর্শে তাহা সন্দেহ নাই।

অন্য লোকে প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই, শ্রেয়স্কর। একপ আচরণ আমাদের সমস্ত প্রধান রুতিব অভিজ্ঞত ও পরিতৃপ্ত-জনক। একপ আচরণ দ্বারা দোষী ব্যক্তির চরিত্রশোধন ও জনসমাজের উপকার-সাধন হইয়া, উপচিকীর্ষা-রুতি চরিতার্থ হয়, দোষীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য তাহা সম্পন্ন হইয়া, জ্ঞানপরতা-বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়, তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ না হইয়া যথোচিত আদর প্রকাশ হওয়াজে, ভক্তিবৃত্তি স্প্রীত হয়, এবং কারাগারের এইরূপ স্মৃশুঙ্খলা সম্পন্ন হইলে, সংসারের পাপ-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি সূতৃপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব, দোষীদিগের দুষ্প্ৰবৃত্তি নমনের উল্লিখিত রীতিই ধর্মপ্রবৃত্তির অনুগত, আর একগণে প্রায় সকল দেশে যেরূপ দণ্ড-বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিরোজিত। প্রথমোক্ত রীতিকে ধর্মপ্রবৃত্তি-প্ররোজিত এবং শেষোক্ত রীতিকে নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্ররোজিত বলিয়া উল্লিখ করা গেল। এই উভয় রীতির ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রথমোক্ত রীতিই সর্বাশ্রেয়। শুভকরী বলিয়া প্রতীত হইবে।

দোষীকে ভয় প্রদর্শন পূর্বক কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-প্ররোজিত রীতির উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অজ্ঞান এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বিশেষের প্রবলতা এই দুই কারণে

পাপকর্মে প্রবৃত্তি হয়, অতএব, উভয়ের নিরাকরণ না হইলে, দুশ্রুতির নিবারণ হওয়া সম্ভব নহে। যে কারণের যে কার্য তাহা অবশ্যই ঘটে, কাণ নিরাস না হইলে, কার্য নিবাস হইতে পারে না।

পাপ-কর্মের কারণ নিরাকরণ কবাই ধর্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতির তৎপর্য। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে কুপ্রবৃত্তি দেখিলে, সেই কুপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরুতি চেষ্টা করা ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অভিপ্রেত, তাহা না করিয়া তাহার কুপ্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। এক্ষণে, নিরুতি-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি অনুসারে রাজপুরুষেরা দোষীকে দণ্ড দিয়া মোচন কবিয়া দেন। তাহার কুপ্রবৃত্তির কারণ সমুদায় পূর্ববৎ অব্যাহত থাকে : সুতরাং সে নিরুতি পাইয়া পুনর্বার লোকের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে কিন্তু কুর্কর্মীর কুপ্রবৃত্তির কারণ নিরাকরণ করা ধর্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতির উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই তাহার দুশ্রুতির নিরুতি হয়।

নিরুতি-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি অনুসারে শাস্তি বিধান করিলে, দোষী ব্যক্তির, এবং জনসমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তির, নিরুতি প্রবৃত্তি সকল সচেষ্ট বাধা হয়, কারণ ঐ দণ্ড দণ্ডদাতার নিরুতি প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়োজিত হয়, এবং দণ্ডিত ব্যক্তির নিরুতি প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করে। দেখ, প্রহারাদি দণ্ড দণ্ডদাতার জিঘাংসা হইতে উৎপন্ন হইয়া দণ্ডিত ব্যক্তির ভয় ও ক্রোধাদি উৎপাদন করে। প্রাণ-দণ্ডও দণ্ডকর্তার ঐ জিঘাংসা-বৃত্তি হইতে

উৎপন্ন হয়। ফলতঃ, কেবল দণ্ডিত ব্যক্তির নহে, এ সকল দণ্ড দর্শন করি। দর্শকদিগেরও জিঘাংসাদি উত্তেজিত হইতে থাকে। উক্তরূপ দণ্ড-বিধানের সহিত ধর্মপ্ররুতির কোন সংজ্ঞা নাই। উহা দেখিয়া কি দণ্ড-দাতা, কি দণ্ডিত দোষী, কি দণ্ড-দর্শক কাহারও কোন ধর্ম-প্ররুতি চালিত হয় না।

ধর্মপ্ররুতি-প্রযোজিত বীতি অনুসারে দোষীর দুঃপ্রবৃত্তি-দমনের চেষ্টা করিতে হইলে, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল নিযোজিত করিতে হয়। কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও নিযোজিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার। ধর্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ের বিরুদ্ধ স্বরূপ থাকিয়া তাহাদেরই শুভ সম্পন্ন সম্পন্ন করিতে থাকিবে। যাহারা উক্তরূপ দণ্ড-বিধান সম্পাদন করিবে, তাহাদের উপচিকীষা-বৃত্তি কি কুকর্মশালী ব্যক্তি, কি অপরাধ লোক সকলেরই উপকার সাধন উদ্দেশ্যে উত্তেজিত থাকিবা সর্বতোভাবে চরিতার্থ হইবে। এতাদৃশ দণ্ড বিধানের সমুদায় ব্যাপারই জনসমাজের কল্যাণ-দায়ক ও জীৱজি-সম্পাদক।

নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রযোজিত দণ্ড-বিধান বিষয়ে যখন যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে, ও যাহারা তাহা দর্শন করে, তাহাদের তৎকালোৎপন্ন সমস্তানের। শাণ্ডীপিক নিয়মানুসারে প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে, এক জীবনের প্রাণ-দণ্ড বহু জনের প্রাণ-দণ্ডের হেতু হইতে পারে।

১০২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

ধর্মপ্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতির ফল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহারা তৎসম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবেন, তাহাদের সন্তানেরা পিতা মাতার প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি অধিকার বরিণী জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং যাহারা ঐ সূচক প্রভাব নিয়মানুসারে দণ্ড পাইবে, তাহাদেরও উত্তম-বালবর্তী সন্তানেরা আপন আপন পিতা মাতা অপেক্ষা পুণ্যশীল হইবে। তাহাদের পাপ-পঙ্কে পতিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকিবে না।

এক্ষণে দোষীর দোষ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যথার্থ সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর। যদি দোষী ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনে স্বচক্ষে তাহাকে দুষ্কর্ম করিতে দেখে, তথাপি তাহাকে বিচার-স্থলে উপস্থিত করিতে ও যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সম্মত হয় না, কারণ কাহাকেও দণ্ড-দাতার কোপানলে নিক্ষেপ করা উপচির্বীৰ্য্যাদি প্রধান প্রবৃত্তির অভিমত নহে। কিন্তু ধর্মপ্রবৃত্তি প্রযোজিত রীতি প্রচলিত হইলে, পরমাত্মীয় ব্যক্তিরাও তাহাকে বিচারকেবল হস্তে সমর্পণ করিতে আশঙ্কাকরিবেন। তখন কারাগার বিজ্ঞাগার স্বরূপ হইবে। বিজ্ঞাগারে পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে প্রেরণ করিতে কাহার অমত? যাহাতে আত্মীয় জনের দুঃপ্রবৃত্তি-দমন, জ্ঞান-বর্দ্ধন ও চরিত্র-শোধন হয়, তাহা কাহার অনভিপ্রেত?

প্রচলিত প্রাণ-দণ্ড-বিষয়ক নিয়ম অত্যন্ত অপকারী

৩ নিত্যান্ত ঘৃণাকর। তাহা কোন ক্রমেই আমাদের ঐতিহাসিক ধর্মপ্ররূপের অভিমত হইতে পাবে না, সুতরাং ঐ ধর্ম-কাকর্ষিক পবনধারেরও অভিপ্রেত ও অনুমোদিত নহে। এই প্রাণ-দণ্ড-সম্পাদনার্থ যে প্রাণ-বাতক নিযুক্ত থাকে, তাহার পদও অতি ঘৃণাকর। ধর্মপ্ররূপ-প্রযোজিত রীতি অনুসারে দোষী ব্যক্তিকে বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহা বা শিক্ষক, চিকিৎসক ও ধর্মোপদেশক। তাহা বা পূর্বোক্ত প্রাণ-বাতকনিগেব ত্রাণ অনাদবণী হওয়া দূরে থাকুক, পরম পূজনীয় প্রধান মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

অতএব, এক্ষণে ভূমণ্ডলে দণ্ড-বিধানের যেকোন রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অশেষ-দোষাকর, আর ধর্মপ্ররূপ-প্রযোজিত রীতি নিরবচ্ছিন্ন-বল্যাগকর, ইহা নিশ্চিত অবধাবিত হইল।

এক্ষণে বাজপুকসেবা যেমন নিকট প্ররূপের অনুবর্তী হইয়া দোষীদিগের দণ্ড বিধান করেন, জনসমাজস্থ অপর সাধারণ লোকেও পরস্পর তদনুকূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভূমণ্ডলে নিষ্পাপ মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া বাব না, তাহার গুরুতর পাতকে আসক্ত নহেন, তাহারাও সচরাচর অল্প অল্প দোষের অনুষ্ঠান করেন। তাহার কারণানুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে, আমাদের যে সমস্ত নিকট প্ররূপের সমধিক ঐক্যবলতা দ্বারা গুরুতর পাপের উৎপত্তি হয়, তাহারই অল্প অল্প উত্তেজনা

দ্বারা লঘু পাপে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে আত্মাদির ও/ জিহাংসাদিব বশবর্তী হইয়া লোকের কুংসা করি, তাহারই অত্যন্ত প্রবলতা দ্বারা প্রহাব ও ঐগ সংহার করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে জুগোপিয়া ও অর্জুনস্পৃহার অনুবর্তী হইয়া কোন পণ্য বস্তুর গুণ আরোপিত কবিয়া বর্ণনা করি, অথবা তাহাব উচিত মূল্য না বলিয়া অধিক করিয়া বলি, তাহাদেরই অত্যন্ত অবৈধ উত্তেজনা দ্বারা অর্থ হবণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, আমাদের ধর্ম-বিষয়ক নিয়মেব অত্যন্ত অন্ত-বাচরণও অবশ্যই কোন না কোন মনোবৃত্তির অবৈধ নিয়োগেব ফল। পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ঠক বা লঘু কোন পাপ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তির অভিমত নহে। যাহাতে অজ্ঞান-বৃত্ত ও মোহ-জনিত সকল দুষ্কর্ম সমূলে নির্মূল হয়, তাহাই তাহাদের অভিপ্রেত।

এক্ষণকার লোকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া দোষীদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার করা এবং কেহ হিংসা করিলে তাহার প্রতিহিংসা করা এক্ষণকার লোকের প্রসিদ্ধ রীতি। যদি ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ কাহাংও অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মনের অবস্থা ও তাহার কুপ্রবৃত্তিব কারণ অনুদধাননা করিয়া কোপাঘ্রিত হইয়া তাহাকে কটুক্তি বা প্রহার

করিতে প্রবৃত্ত হন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এরূপ দণ্ড ও পশুদিগের প্রাপ্ত দণ্ডে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

এরূপ দণ্ড-বিধান যেরূপ কিছুই উপকার নাই এমনতর নহে। 'যে সকল ব্যক্তি ক্ষুণ্ণীয় ধর্মপ্রবৃত্তির দুর্বলতা বশতঃ আপনাই হইতে দুশ্চরিত্র পরিত্যাগ না করে, তাহারাই তথাপি লোকভাবে ও শাস্তিভাবে কতক নিরস্ত থাকিতে পাবে। কিন্তু এতাবস্থায়ই এরূপ দণ্ড বিধানের ফলাফল পর্যাপ্ত হয়। ইহা হ'ল অত্যাচারী ব্যক্তির দুশ্চরিত্রের নিবৃত্তি না হইয়া ভয়াদি প্রবল হয়, এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির জিহ্বাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ক্রমশঃ বর্জিত হইতে থাকে। সুতরাং ইহাতে লোক-সমাজ নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির প্রবলতা বন্ধা পাইয়া যায়। ধর্মপ্রবৃত্তির বিলক্ষণ উন্নতি ও সমধিক চালনা ব্যতিরেকে সন্ধিবয়ের অনুষ্ঠানে ও অসন্ধিবয়ের পরিত্যাগ অভ্যাস পায় না।

ধর্মপ্রবৃত্তি-প্রোৎসাহিত নিয়ম'মুয়ারী দণ্ড বিধানের ফল আর একপ্রকার। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি দোষীর দোষোৎপত্তিব, কাবণ অনুসন্ধন করে, এবং সমুদায় ধর্মপ্রবৃত্তি দোষীর প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া তাহার দোষাকুর সমূলে উন্মূলন করিতে চাহে। কেহ কাহারও অপমান করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অবधारিত হয়, ঐ দুরাচাবের জিহ্বাংসা ও আত্মাদর এই দুই বৃত্তির অতিশয় প্রবলতা, অথবা ঐ অপমানিত

ব্যক্তির কোন প্রকার অন্ত্রাচারণ দ্বারা অপমানকারীর
ক্রোধোদয় হওয়া কিংবা তাহার ভ্রমক্রমে অপমানিত
ব্যক্তিকে আপন'ব অনিষ্টকারী জ্ঞান করা, এই তিন
কারণের কোন না কোন কারণে তাহার এই ন্যায-
বিকল্প ব্যবহ রে প্ররুতি হইয়াছে তাহার সংশয় নাই ।
যদি কেহ ক'হানকও প্রবঞ্চনা কবে, তা'ব বুদ্ধি দ্বারা
নিশ্চিত হয়, প্রত্যেকে'ব ন্যাযপরতা অপেক্ষা জুগোপিয়া
ও অর্জনম্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা, অথবা সম্মুখোপস্থিত
বিষয়ে'ব লোভ-সংবরণ অসমর্থতা, কিংবা প্রবঞ্চনা দ্বারা
পরিণামে প্রবঞ্চক'র নিজ'বও অনিষ্ট হয় ইহা জাত
না থাকা, এই তিন কারণে'ব কোন না কোন কারণে
তাহার প্রতারণা'ব প্ররুতি হইয়াছে তাহার সংশয়
নাই । সমুদ য অবধ কর্ণেরই এই প্রকার কা'বণ নির্দেশ
করা যাউতে পারে ।

এই সমুদ য কারণ'র নিবাকরণ করা বুদ্ধিবৃত্তি ও
ধর্মপ্ররুতির উদ্দেশ্য, কেন না কা'বণে'ব সংস হইলেই
তাহার অধর্মরূপ কার্যের সংস হয় । যে প্রকারে এই
শুভ সহস্র সম্পন্ন হইতে পারে তাহাও উপদেশ
দেওয়া ঐ সমুদা'ব প্রধান বৃত্তি'ব কার্য । যদি কোন
ব্যক্তির একপ টা'প্র প্রকৃতি থাকে যে সে সকল লোকে'বই
সহিত বিসংবাদ ও সকলে'বই অনিষ্ট কবিত্তে প্ররুত হয়,
তবে যে সকল বিষয় দ্বারা তাহার নিকটে প্ররুতি উজ্জ-
জ্বিত হইতে পারে, সে সকল বিষয়ে'ব সহিত তাহার
কোন সংগ্রহ না বাধিয়া কেবল বুদ্ধিমান শাস্ত্রস্বতাব

ব্যক্তিদিগের দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত করিয়া রাখা বিধেয়। যদি সে লেহী হইবে, তবে তাহাতে তাহার সমক্ষে লোভ-জনক সাক্ষ্য উপস্থিত না হইবে, তাহার উপায় করা কর্তব্য। যদি সে অজ্ঞানবৃত্ত ও ভ্রমাকীর্ণ হয়, তবে উপদেশ দ্বারা তাহার অজ্ঞান ভিত্তির দূর করা কর্তব্য। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির নিকটে প্রবৃত্তি প্রকট প্রবল এবং ধর্মপ্রবৃত্তি এক্ষণে দুর্বল, যে তাহারা লোকালয়ে বাস করিলে কুসংসার না করিয়া নিরন্তর থাকিতে পারে না, এবং সহজ প্রকারে বিবিধ বস্তু উপনিষ্ট হইলেও, অধর্ম-পথ পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। এপ্রকার ব্যক্তিরা কেবল লোকের উপর উপদ্রব করিয়া জীবন কেপণ করে। অতএব, তাহাদিগকে ঘাবজীবন কষ্ট রাখিয়া ধর্ম-বিশেষে নিযুক্ত রাখা ও অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করা কর্তব্য। নিত্যমিত্র নির্দোষ যে জ্ঞান ও উদ্যোগবান লোক, তাহাদিগকে প্রতিপালন করা যদি উচিত হয়, তবে তাহাদিগকে ধর্ম-জ্ঞান বিষয়ে একপ্রকার জ্ঞান বলিলে বলা যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও কেন না কর্তব্য হয়? অন্ধ ও অন্ধদিগকে প্রাসাদাদান দৈওয়া যদি প্রযোজ্য হয়, তবে তাহারা ধর্ম জ্ঞান বিষয়ে অন্ধ, তাহাদিগকে পোষণ করাও অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া কেন না স্বীকার করা যায়? কাহাকেও উক্তরূপ পাপাসক্ত জ্ঞানিলে, কেহ তাহাকে আপনায় ভৃত্য স্বরূপে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইবে না। আপনায় কর্তব্যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে না পারা যায়,

তাহাকে কছ না করিয়া জনসমাজে যথেষ্টাচার করিতে দেওয়া কি কপ উচিত হইতে পারে? অতএব, "যে সকল দোষীর দুঃপ্রবৃত্তি-বিমোচন হইয়া চরিত্র-শোধন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগকে পূর্বোক্ত প্রকারে সংপ্রবৃত্তি প্রদান করা কৰ্ত্তব্য, আর যাহাদের সেরূপ সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে কছ বাধিয়া তরল পোষণ করা সর্ব্বদে ভবে বিধেয়, তদ্ব্যতিরেকে তাহাদের কষ্ট-পরিহারের ও জনসমাজের অনিষ্ট-নিবারণের উপায়ান্তর নাই।

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি নিরুক্ত প্রবৃত্তির স্ব ভাবিক প্রবলতা, লোভ-জনক জ্বরের সঞ্চার ও কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য বিষয়ের জ্ঞানাতাব এই তিন কারণে মনুষ্যের দুঃকর্মে প্রবৃত্তি হয়, অথচ তিনি স্বয়ং এই ত্রিবিধ দোষেবই কাবণ না হন, তবে এমতে পাপ পুণ্যের কিরূপ বিশেষ হইতে পারে?

এ প্রশ্নের নিম্নোক্ত কব। অতি স্তম্ভ্য। আমাদের মানসিক প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই, পাপ পুণ্যের পৰস্পর বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। "নরহত্যা করা পাপ, কারণ তাহা উপচিকীর্ষা বৃত্তির বিকল্প। পর-ধন অপহরণ কবা পাপ, কারণ তাহা ন্যায়পরতা-বৃত্তির বিকল্প। পিতা মাতাকে অবজ্ঞা কবা পাপ কারণ তাহা ভক্তি-বৃত্তির বিকল্প।" আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যে সর্ব্ব-প্রধান, এবং নিরুক্ত প্রবৃত্তি সমুদায়কে যথানিয়মে

নিষেধাজ্ঞা ও শাসন করা যে, তাহাদেব কর্তব্য, এ জ্ঞানও আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ। আর যাহাতে সেই সকল প্রাচীন রুত্তির প্রাধান্য থাকিয়া তাহাদেব অনু-মতি বলবতী হয়, জগদীশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তুই তদুপ-যোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি উপচিকীর্ষা ও ভ্রান্তপন্থতা এই উভয় রুত্তি মর-হত্যা ও চৌর্য্য-ক্রিয়াকে অতি দূষ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আদেশ করে, এবং আর আর সমুদায় মনোরুত্তি ও সমস্ত বাহ্য-বস্তু-বিষয়ক নিষেধের সহিত সেই আদেশের ঐক্য থাকে, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ ও অতি প্রামাণিক।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে, যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, তবে এ বিষয়ে সকল-দেশীয় লোকেবই একপ্রকার অভিপ্রায় থাকা সম্ভব, কিন্তু তাহার বিপরীত দেখ, তাতাব-দেশীয় লোকে বিদেশীয়দিগের ধন অপহরণ করা লাস্য বলিয়া বিবেচনা করে।

এ সংশয় বিমোচন করাও কঠিন নহে। আমাদের যেমন উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ভ্রান্তপন্থতা আছে, সেইরূপ বুদ্ধিরুত্তি প্রভৃতি অস্ত্র অনেক মনোরুত্তি আছে। বুদ্ধিরুত্তি যদি উচিতমত মার্জিত না হয়, তবে তদ্বারা উল্লিখিত প্রাচীন রুত্তি সমুদায়ও অসৎ পথে সঞ্চারিত হইতে পারে। তাতার দেশীয়দিগের ভিন্ন-জাতীয় লোককে আপনাদের শত্রু বলিয়া বিশ্বাস আছে, এই

হেতু তাহার। ভিন্ন-দেশীয়দিগের প্রাণ-বধ ও অর্থ-প-
 হরণ করা স্লামার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করে। তাহারা
 ভিন্ন-জাতীয় ব্যক্তিমাত্রকে চোঁ ও মন্থা সঙ্গ্রহ বলিয়া
 প্রত্যয় কবে, এবং তদনুসারে তাহাদের অপকার করিতে
 প্ররুত হয়। যদি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হইয়া
 ঐ ভ্রম দূরীকৃত হইত, তাহা আব তাহাদের চোঁ ও
 মন্থা বৃত্তিকে বিহিত কার্য বোধ হইত না। যদি
 তাহাদের একপ্রকার বিশ্বাস জন্মিয়া দিতে পাবা যায়
 যে, কোন-জাতীয় লোক তাহাদের বৈরী নহে, সকল
 লোকই তাহাদিগকে ভাল বাসে ও মিত্র জ্ঞান করিয়া
 তাহাদের হিতাকঙ্ক কবে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা
 করা যায়, ভিন্ন জাতি মাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ করা
 কর্তব্য কি না, তবে তাহারা এরূপ অবিহিত কার্যকে
 বিহিত বলিয়া কখনই স্বীকার করিবে না। এতদেশীয়
 লোকেরাও যে জীবিত দেহে সত্যী জীব চিত্তারোহণ,
 গঙ্গাসাগরে সম্ভ্রান-বিসর্জন, দেব-সম্মিধানে নবুবা-
 প্রদান ইত্যাদি দাক্ষণ চক্ষু সকল বৈধ বোধ করিয়া
 অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের বুদ্ধির দোষই
 ইহা এক মাত্র কারণ। তাহারা এই সকল ক্রিয়াকে
 স্বর্গ সাধন ও শুভ-সাধন বলিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন,
 সুতরাং শিক্ষা-দিগের দোষে শিক্ষিতবাও দূষিত হইয়া
 আসিয়াছেন। মন-হত্যা ও আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ
 ইহা তাহা নিশ্চিন্তু রূপে অবগত আছেন, এক্ষণে
 যদি মন-হত্যা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় জানিতে পারেন,

এ সকল কার্য কোন ক্রমেই স্বর্গ-সাধন নহে, শৌক, হুঃখ, পব-পীড়া প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ ফল, যে শাস্ত্রে এই সমস্ত হুঁকিয়ার বিধি আছে তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, তবে অ'ব তাঁহারা কখনই এই সমুদ'য় নির্ভুর কর্মকে বিহিত বোধ করেন না। তেঁদের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ অভিপ্রায় প্রকাশ করা য ইতেছে না। এ কথা যথার্থ কি না তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে সাঁহাবা বিদ্যা'বুশীলন দ্বারা অগ্নি বুদ্ধিকে মার্জিত বখিয়াছেন, তাঁহারা আব এই সমুদ'য় স্থগিত কর্মকে স্বর্গ-সাধন জ্ঞান করেন না, বরং এ সকল কুপ্রথা'কে নিতান্ত অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া বোধ করেন। অতএব, আমাদের ধর্ম-প্ররুতিব স্বভাব ও ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম সর্বত্রই সমান, তবে তাহারা জ্ঞানিমতী বুদ্ধি দ্বারা নিযোজিত হইলেই, অশুভ ফল উৎপাদন করে। স্বভাব-দোঁষেই হউক, বা অজ্ঞান প্রযুক্তই হউক, ধর্ম-প্ররুতির সুধাময় উপদেশ অবহেলন করিলেই হুঃখরূপ প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধানের যেকোন বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা যুনাযোগপূর্বক পাঠ করিলে সকলেরই একমুখ প্রতীতি জন্মিবে যে, নিয়ম-লঙ্ঘন করিলে যে হুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা পরমেশ্বর আমাদের হিতার্থেই নিযোজন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার অপার করুণা ও অমবচ্ছিন্ন স্নানপবতার স্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। এক বাধ কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেণ প্রাপ্ত হইলে

পুনর্জন্ম আর সে দুঃখ না কবি, / এবং এক জনের দণ্ড দেখিয়া অস্ত্রে শান্তিভাবে ভীত হইবা সাবধান হই, এই দুই পরম প্রয়োজন প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধান দ্বারা সাধিত হইতেছে। অতএব, দুঃখপ্রতি নিবারণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি-উন্নতি-সাধন ঐ অভাব-সিদ্ধ শান্তির উদ্দেশ্য। অসৎ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে দুঃখ-নাশ হয়, এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও ধার্ম্যপ্রতি হইলে আনন্দ-লাভ হয়, অতএব, মনুষ্যের আনন্দ-বুদ্ধিই ঐ শান্তির প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পুষ্পের সহিত যেমন গন্ধের সম্বন্ধ, ধর্মের সহিত সেইরূপ সুখের সম্বন্ধ। তাঁহারা কহিয়া থাকেন, অনশন, শীতোষ্ণ-সহিষ্ণুতা, অঙ্গ-বিশেষের অবশতা, শর-শয্যার শয়ন ইত্যাদি অনর্থক ক্রেশ স্বীকার করিলে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, তাঁহারা ঘোরতর অজ্ঞানে আবৃত। আমাদিগের কি শারীরিক কি মানসিক কোনপ্রকার ক্রেশ ভোগ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তদ্বারা কোন ক্রমেই ধর্মসঞ্চয় হয় না। সকলপ্রকার ক্রেশই তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের দুঃখ-রূপ প্রতিকূল যে মনুষ্যের হিতার্থে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহা পূর্বে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করা গিয়াছে। ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহারও ঐ তাৎপর্য। আমরা পাপাচরণের দুঃখময় ফল ভোগ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, ও, অন্য

তদৃষ্টে সাবধান হইয়া কুকর্ম-কবণে বিরত থাকে, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর সে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। ধর্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, অশেষবিধ অপকার উপস্থিত হইয়া থাকে। বলবতী ধর্মপ্রকৃতি সকল সতেজে চালনা করিলে যে সুবিমল গুণ সন্তোষ করা যায়, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়, লোকের নিন্দা ও যুগার পাত্র হইয়া মহা অনুর্থে কালযাপন করিতে হয়, ধর্ম-বিষয়ক নিয়মের বিকলচরণ করিয়া যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য না হইয়া নৈরাশ ও বিরক্তি রূপ ফল ভোগ করিতে হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রকৃতি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন কবাত্রে, ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম পরিপালনে সম্যক সমর্থ না হইয়া পীড়িত ও ক্রিষ্ট হইতে হয়। অধর্মচরণের এই সকল অন্তত ফল দৃষ্টি করিয়া আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্মাবুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, এই অভিপ্রায়ে পরম কাকণিক পরমেশ্বর তাহাতে দুঃখনিয়োজন করিয়াছেন। অতএব, সংসারে অধর্ম ও দুঃখনাশ এবং ধর্ম ও সুখবৃদ্ধি এরূপ দুই বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি ও বাহ্য বস্তুর সমুদয় শৃঙ্খলা তাহার সম্যক-রূপ উপযোগিনী।

অষ্টম অধ্যায় ।

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক চিত্তের সমবেত কার্য ।

পরমেশ্বর যে নিয়ম প্রতিপালনের যেপ্রকার ফল বিধান করিয়াছেন, এবং যে নিয়ম লঙ্ঘনের যে প্রকার শাস্তি নিযোজন করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পাবে না। কিন্তু যদি দুই, তিন বা তদধিক নিয়ম পরস্পর সহকারী বা বিরুদ্ধকারী হইয়া এক এক কার্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে তদ্বোধে কোন্ নিয়মের কি ফল ও কোন্ কারণের কি কার্য তাহা নিরূপণ করা শূকঠিন। তাহা নিরূপণ করিতে না পারাতেই, 'লোকে নানাপ্রকার অমূলক কারণ কল্পনা করিয়া থাকে।

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর সমবেত হইয়া কার্য করিলে যেসকল উৎপত্তি হয়, তাহার কয়েকটা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কামাদি রিপুর বশীভূত হইয়া অশেষপ্রকার অহিতাচরণ করত রাত্রিজাগরণ করিলে, শরীর অসুস্থ হয়। এ স্থলে যদিও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতেই রোগ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথমে ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হওয়াতেই, আনুমানিক শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়া উঠে।

যদি কেহ ব্যায়-কৃষ্ণ হইয়া দুর্গন্ধময় বদর্য স্থানে বাস ও অহিতকারী বস্তু ভক্ষণ করে, তবে তাহার শরীর অসুস্থ ও অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়। এ স্থলে শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনই ঐ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু তাহার অর্জুন-স্পৃহা-বৃত্তি অতিশয় বলবতী হওয়াতেই, শারীরিক নিয়ম-পরিপালনের ব্যতিক্রম ঘটয়া উঠে।

অনিপুণ নাবিকের অনিশ্চিত দৃঢ় নৌকা ভাড়া কবিলে অধিক ভাড়া লাগিবে এই ভয়ে যে ক্রপণ ব্যক্তি কোন অনিপুণ নাবিকের পুৰাতন জীর্ণ নৌকার আরোহণ কবে, তাহার জল-মগ্ন হইয়া প্রাণবিবোণ হইবার সম্ভাবনা। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই ঐ দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ বটে, কিন্তু অর্জুন-স্পৃহা-বৃত্তির প্রবল-তাকে উহার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্বে, 'সামাজিক নিয়মের' বিষয়ে বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, অনেকে ঐক্য হইয়া কার্য-বিশেষে কোন প্রধান ব্যক্তির বশবর্তী হইয়া চলিলে বিস্তর উপকার দর্শে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই কার্য-সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে অনিশ্চিত এবং তৎপ্রতিপালন বিষয়ে সম্যক-রূপ সমর্থ, তাঁহাকেই প্রধান পদে নিযুক্ত করা কর্তব্য। এ নিয়মের অগ্রথাচরণ হইলে, উপকার দূরে থাকুক, অপকারেরই সম্ভাবনা। যৎকালে ফরাশিগণের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন কতকগুলি ইং-

১১৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল।

লণ্ডেনীয় রণতরি বুদ্ধসম্বন্ধীয় জব্বাদি লইয়া বালুটিক সাগরে আগমন করিয়াছিল। তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার সময়ে দুই তিন দ্বিপ্রহর জাহাজ অত্যন্ত কূজঝটিকা হইল। কখন কোন্ জাহাজ কোন্ স্থান দিয়া চলিতে লাগিল, তাহা নিরূপিত হওয়া সুকঠিন হইল। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া কোন কোন পোতাধক্ষ এইপ্রকার প্রস্তাব করিলেন যে, রাজ্যে নৌকা চালনা না করিয়া কেবল দিবসে চালনা করাই কর্তব্য। কিন্তু পোতাধিপতি স্বীয় স্ত্রী পবিবারে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এ নিমিত্ত, শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া তাহাদের সহিত একত্রে ইশু খ্রিষ্টের জন্মোৎসব সম্পাদন করণার্থ ব্যগ্র ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিবারাত্র সমভাবে জাহাজ চালাইতে অনুমতি করিলেন। যে দিন এই আদেশ দিলেন, সেই দিন রাজ্যেই সমুদায় জাহাজ ওলন্দাজদিগের দেশের নিকট এক চডায় গিয়া লাগিল। দুই খান জাহাজ এক কালে চূর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহাতে বহু লোক ছিল সকলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। আর এক খান গিয়া সমুদ্র-তটেন্দ্র হইল সে জাহাজের যাত্রারা যদিও মৃত্যুব হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু শত্রুর হস্তে পতিত হইবা কয়েক বৎসর পর্যন্ত কারাকন্ড ছিল। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই এই বিপদ ঘটনার মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু পোতাধিপতির নিরুক্ত প্রকৃতির প্রবলতা হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়। যদি তাঁহার আসক্তলিপ্সার ন্যায় উপচিকীর্ষা, ন্যায়-

পুরতা, ও বুদ্ধিবৃত্তি বলবতী থাকিত, এবং আত্মপরি-
বারের ইচ্ছা চেষ্টা করা যেমন আবশ্যক, আপন অধীন
পোতস্থ ব্যক্তিদিগের মঙ্গল চেষ্টা কবাও সেইরূপ কর্তব্য
বলিয়া জ্ঞানবজ্রম হইউ, বিশেষতঃ যদি তাঁহার এরূপ
বোধ থাকিত যে, এ প্রকার দ্বুঃসাহসিক কার্য্য করিলে
আপনার প্রাণ নাশ হইয়া ত্রী পবিবারেবও অশেষ ক্লেশ
উপস্থিত হইতে পারে, তবে তিনি এ প্রকার বিকল্প
ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হইডেন না।

এক জন পোতবাহ কুষ্ম সাহেবকে কহিয়াছিল, আমি
এক বার এক জাহাজের কর্ষে নিযুক্ত হইবা আমেরিকার
গিয়াছিলাম; তাহার পোতাধক্ষ অতি উত্তম লোক।
তিনি দেশ-বিশেষের জল বায়ুর গুণ অবগত ছিলেন,
এবং ঋতিকার পূর্ব লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিতেন।
এক দিন তিনি ব্যস্ত হইবা উপবকার মাস্তুল নামাইলেন,
পালের দণ্ডনত করিলেন, কামান সকল বন্ধন করিলেন,
এবং পোতস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে ছর প্রহরেব উপযুক্ত
খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে কহিলেন। এই
সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই ঋতিকা
উপস্থিত হইল। জাহাজের লোকেরা সকলেই এপ্রকার
সতর্ক ও প্রস্তুত ছিল, যে যখন যে কার্য্য সাধন করা
আবশ্যক, তৎক্ষণাৎ তাহা নির্বাহ করিতে লাগিল।
ইহাতে সে জাহাজ অনাবাসে বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া
নির্দ্বিগ্নে চলিল। তাহার সমীপবর্তী আর আর সমুদায়
জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন হইবা পড়িল, এবং অনেকখানা ভগ্ন

ও জল যম্ভও হইল । ধর্ম-প্ররুতিব ও বুদ্ধিরুতিব প্রার্থনা।
যে কি পর্যন্ত হিতকারক, তাহা এই উদাহরণ দর্শনে
স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে । যাঁহা বুদ্ধিরুতি ও ধর্ম-
প্ররুতিব 'উপদেশ নুস'রে নৌকা-পরিচালন-বিষয়ক
ভৌতিক নিয়ম প্রতিপালন কবিল, তাহা বা প্রবল-
বান্ধু-মুখ পতিত হইয়াও বক্ষা পাইল, এবং যাঁহারা
তদ্বিষয়ে অবহেল কবিলেব, তাহা বা অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত
হইয়া অনেকে মৃত্যুগ্রাসে প্রবেশ কবিল ।

আমাদিগেব বুদ্ধিরুতি পরিমার্জিত হইয়া পদার্থ-
জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইবে, ভৌতিক ও শাখিক নিয়ম
প্রতিপালন করা তত সূর্য হইয়া আসিবে । এক্ষণে
অনেক পণ্ডিত ঋটিকার নিয়ম নিরূপণ বিষয়ে যত্নবান্
হইয়াছেন । তাঁহা বা তদ্বিষয়ে যত ক্লতকার্য হইবেন,
লোকে ঋটিকা-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে তত সমর্থ
হইতে থাকিবে । অর্ন্ত হওয়া গিবাছে, নবজীলও-
নিবাসী লোকে ঋড রুষ্টির পূর্ক লক্ষণ দেখিয়া এমন
বুদ্ধিতে পারে যে, তাঁহা শুনিয়া বিশ্বাসপন্ন হইতে হয় ।
কাণ্ডেন জুজু সাহেব স্বীয় বয়সাদিগেব সমভিব্যাহাবে
জলপথে ভ্রমণ কবিতে গিরাছিলেন, তাঁহাদেব নৌকায
ঐ দেশেব একটি সামান্য লোক ছিল । এক দিবস সাং-
কালে সেই ব্যক্তি আকাশ-মণ্ডলে কিছুমাত্র মেঘ না
দেখিয়াও কহিল, কল্য অত্যন্ত রুষ্টি হইবে । বাস্তবিকও,
পর দিবস প্রাতঃকালে ঘোরতর জলবর্ষণ হইয়া তাঁহাব
ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইল ।

১ ঋটিকা-বিববক নিয়ম সূক্ষ্মরূপে নিবপিত হইলে পারে, কি প্রকারে ঋটিকার উৎপত্তি হয় ও তদ্বাচ্য কি উপকর বই বা দর্শন, তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যাইবে। কিন্তু যে সকল ভৌতিক নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিলে, এক্ষণেও ঋটিকা-সম্ভাবিত অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে। কত শত নৌকা পুণ্ডর ও জীর্ণ এবং অনভিজ্ঞ নাবিকদিগের দ্বারা চালিত হওয়াতে, ভয় ও জল-মগ্ন হয়। অর্জুনসুহৃদ-বৃষ্টির প্রবলতা ও বুদ্ধিবৃষ্টির হীনতাই এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিবার মূল কারণ।

সংসারে একেবারে কত শত কার্য-কাবলপ্রাণী চলিতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? যে কারণের যে কার্য তাহা অবশ্যই ঘটে, কিন্তু অল্প কারণ উপস্থিত হইয়া সে কার্যের সুবিধা করিতে বা ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে। লোকে সমুদ্রের কার্যের সমুদায় কারণ নিকৃপণ বিষয়ে অসমর্থতা বশতঃ শুভাদৃষ্ট, দুর্ভাদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, দৈব-বিডম্বন। প্রভৃতি বাক্যগুলি শব্দ লইয়া মহাগোলযোগ করিয়া থাকে। যদি কোন নৌকা বিহিত বিধান চালাইতে না হওয়াতে, জলমগ্ন হয়, আর নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ বেহ সন্তবন দ্বারা রক্ষা পায় এবং অবশিষ্ট সকলে উদ্ধীর্ণ হইতে না পারিয়া নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে তবে লোকে এইরূপ বোধ করে যে, তাহারা উদ্ধীর্ণ হইল, পরমেশ্বর বিশিষ্টরূপ প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন,

১২০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

এবং যাহারা জল-মগ্ন হইয়া নষ্ট হইল, পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিডম্বনা করিয়া নষ্ট করিলেন। এক্ষণে বিবেচনা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। পরমেশ্বর যে স্বয়ং সময়বিধেয়ে কাহারও প্রতি প্রসন্ন ও কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া কোন শুভাশুভ ফল উৎপাদন করেন, ইহা স্বীকৃতি-দিক্ষা নহে। সকল কার্যই নির্দিষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত সাধাবণ নিয়মানুসারে ঘটয়া থাকে। নৌকা-পরিচালন-বিষয়ক ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, 'নৌকা জলমগ্ন হয়, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক অনিপুণ নারিকের নৌকায় আরোহণ করিলে, সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, জগদীশ্বর জলের সহিত মানব-দেহের যেরূপ সংঘর্ষ করিয়া দিয়াছেন তদনুসারে সস্তরণ করিতে না পারিলে, নদী বা সমুদ্র-সলিল প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, এবং তদ্বিবরে সক্ষম হইলে, উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমস্ত ব্যাপার পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমুদয় ঘটনার পূর্বে কাহারও শুভাশুভ নিরূপিত থাকে না, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহও এই সমস্ত হিপৎ-পাতের কারণ নহে।

আমরা কার্য কারণ বিবেচনা করিয়া যে কথ্যে প্রবৃত্ত হই, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অকস্মাৎ তাহার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া সেই কার্য সাধনের ব্যতিক্রম ঘটিলে, সেই ঘটনাকে দুর্ভেদ কহিয়া থাকি। 'যদি কোন

বণিক নৌকা করিয়া দূর দেশে পণ্য জব্য প্রেরণ করেন, আবার পথ মধ্যে প্রবল ঋটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা জল মগ্ন হইয়, তবে নৌকা ইহাকে কুণ্ডাহ, দ্রুদৃষ্ট ও পরমেশ্বরের বিড়ম্বনার কল বলিয়া উল্লেখ করে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা পূর্ব দ্রুদৃষ্টের ফলও নহে এবং পরমেশ্বরের বিড়ম্বনারও কার্য্য নহে। সুগ্রহ কুগ্রহ এ দুই শব্দের অর্থ নিতান্ত অলীক। * সমুদায় ব্যাপারই জগদীশ্বরের সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটয়া থাকে। বণিক আপন পণ্য জব্যের জয় বিক্রয়াদি সংক্রান্ত কার্য্য কারণ বিবেচনা পূর্বক অর্থ লাভ-প্রত্যাশায় প্রত্যাশা-পর থাকে, তাহার অলঙ্কিত ঋটিকাদি-বিষয়ক-নিয়মানুগত অল্প ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহার সে আশা বিফল করিয়া কেনে। কিন্তু বাণিজ্য-সংক্রান্ত নিয়ম ও ঋটিকা-সম্বন্ধীয় নিয়ম উভয়ই পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, এবং উভয়ই স্বতন্ত্র থাকিয়া নির্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে কার্য্য

* মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ সকল প্রভুরাদির ন্যায় জড় পদার্থ নয়। বুদ্ধিজীবী জীবের ন্যায় তাহাদের সঙ্কল্প বিকল্প, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুগ্রহ নিগ্রহ থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি তাহাদের স্বার্থই এই সকল গুণ থাকিত, তাহা হইলেও দর্শনালোকস্থ মনুষ্যদিগের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি? পরমেশ্বর যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বব্যাপ্য পালন করিতেছেন, তদনুসায়েই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। গ্রহের তুষ্টি কষ্টিতে লোকের সুখ দুঃখে উপস্থিত হয়, এ কথা সঘন্যাত্মাণী বিজ্ঞ লোকদিগের নিকটে কুহিলে হাস্যান্দ হইতে হয়।

করিতেছে। আমরা সেই সমুদয় নিয়মানুসারে কার্য করিতে না পারাতেই, বিপন্ন হইয়া থাকি।

যেমন অলঙ্কিত কারণান্তর দ্বারা লঙ্ঘিত কার্যের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কখন সুবিধাও হইয়া থাকে। যদি কোন বণিক দূর দেশে পণ্যক্রয় প্রেরণ করে, আর সেই সময়ে সে দেশে তাহার মূল্য একেবারে চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়, তবে সেই বণিকের আশাভীত অর্থ লাভ হয়। লোকে এপ্রকার ঘটনাকে সুগ্রহ, শুভাদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, ঈশ্বরানুগ্রহ প্রভৃতির ফল বলিয়া থাকে, কিন্তু এ ঘটনার পূর্বেও বণিকের শুভাদৃষ্ট নিরূপিত ছিল না, এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহবশতঃও ইহা ঘটে নাই। তিনি যে সকল সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুসারেই সকলপ্রকার শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে কারণের যে কার্য তাহা অবশ্যই ঘটে। তবে সংসাধে নানাপ্রকার কাৰণ মিলিত হইয়া এক এক কার্য উৎপাদন করে, ইহাতেই সকল সময়ে সকল কারণের সমান কার্য প্রত্যক্ষ হয় না। যদি দুই ব্যক্তি সমান পরিমাণে গুড়-পাক দ্রব্য ভক্ষণ করে, আর তাহাতেই এক ব্যক্তির উদরাময় জন্মে, এবং অন্য ব্যক্তির শাখীরিক সুস্থতা ও গুণ্ডি বর্দ্ধন হয়, তবে যে সেই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ধারণ করে, এমত নহে। মানব-দেহের সহিত তাহার যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, কিছুতেই

তাহার অন্যথা হয় না। ব্যক্তি বিশেষের পরিপাক-
শক্তির তুরতমানুসারে তাহাব কার্যের তিরতা হইয়া
থাকে।

কোন কারণ অতিক্রম বা কোন নিয়ম স্ফুগিত করাও
যায় না। মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে
বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সাধাবণ নিয়মের অনুগত
ধাকাতে, মানব-দেহও উর্দ্ধে উখিত হইতে পারে না।
কিন্তু মনুষ্য ব্যোম-যান-যন্ত্র-সহকাৰে উর্দ্ধগামী হইতে
পারেন বলিবা লোকে জান করিতে পারে, তিনি
পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যান। বস্তুতঃ আকর্ষণ
শক্তি অতিক্রম করাদূরে থাকুক, ব্যোম-যানের উর্দ্ধ গমন
ঐ আকর্ষণ-শক্তিরই কার্য। যেমন সোলা ও তৈল
জলমধ্যে নিমগ্ন করিবা দিলেও ভাসিবা, উঠে, ব্যোম-
যানও সেইরূপে বায়ুর মধ্য দিয়া উর্দ্ধ-গামী হয়।
পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, ব্যোম-যানকেও
তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু ব্যোম-যানে যে বাষ্প
ধাক্টে, তাহা একপ লম্বু, যে সমুদায় ব্যোম-যান আপনার
আয়তন-প্রমাণ বাষ্প-রাশি অপেক্ষাব লম্বুতর হইয়া
উর্দ্ধ-গামী হয়। অতএব, এ স্থলে, পৃথিবীর আকর্ষণ
ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না। ঋতুচক্রে অস্তঃ-
পাতী প্লাসগো নগরে একবার জ্বর-রোগ প্রবল হইয়া
অত্যন্ত মরক উপস্থিত হয়। তথাকার ধনী, নিধন,
ভদ্র, অভদ্র প্রায় সকল পরিবারই ঐ রোগ প্রবিষ্ট
হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তথাকার কারা-

গারের এক ব্যক্তিও তদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। ইহাতে, লোকে মনে করিতে পারে, কাবাগারের অধ্যক্ষেরা শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করিবার কোন সন্ধান পাইরাছিলেন তাহার সম্ভেদ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বায়ুর সহিত অহিতকারী দুর্ঘট বাষ্প মিশ্রিত থাকিলে জ্বর রোগের আবির্ভাব হয়, এবং যাহাদের শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ, তাহারা তদ্বারা আশু আক্রান্ত হয়। এই নিয়ম অবগত থাকিতে, কাবাগারের অধ্যক্ষেরা তথায় উত্তমরূপ বায়ু-সঞ্চারের ও গৃহ-পরিষ্কারের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কারাকদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত হিতকারী খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই তথায় মরক উপস্থিত হইতে পারে নাই। অতএব, শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করা দূরে থাকুক, তাহা প্রতিপালিত হওয়াতেই, কারাকদ্ধ ব্যক্তিরা মারীভর হইতে নিস্তার পাইরাছিল।

পরমেশ্বর যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব সংসার পালন করিতেছেন, তাহা অতিক্রম করা যায় ও তাহা অতিক্রম করিলে দুঃখ-লাভ হয়, এপ্রকার জ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। তিনি যে বিষয়ে যে নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই, এবং যে কার্য্যের যে ফল বিধান করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিবারও সম্ভাবনা নাই।

নবম অধ্যায় ।

প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির পুথ-জনক কি না।

তাঁহাব বিচার ।

কেহ কেহ এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, যখন সৰ্ব সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করা যায়, তখন সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মই কল্যাণদায়ক বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের পুথ দুঃখের বিষয় আলোচনা করা যায় তখন সেই সমুদায় কেবল ক্রেশের কাবণ রূপে প্রতীয়মান হয়। বিচার কালে জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা অতি পুচাক বোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য কালে তাহা অত্যন্ত অন্তরিক বোধ হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পূৰ্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত করা অতি সূক্ষ্ম। যাহা সৰ্ব সাধারণের শুভদায়ক, তাহা অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরও শুভদায়ক তাহার সন্দেহ নাই। যে নিয়মকে মানব-জাতির পুথদায়ক বলা যায়, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরও পুথদায়ক বলিতে হইবে, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য কখন মনুষ্য-জাতির অন্তর্ভূত বই বহির্ভূত নহে। যেমন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ব্লকেব সমষ্টিতে বন বা উপবন বলা যায়, সেইরূপ, সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের সমষ্টিতে মনুষ্য-জাতি বলে। যেমন বৃষ্টির জল বন বা উপবনের পক্ষে উপকাব-জনক বলিলে, ঐ জল

১২৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

তদ্রূপ প্রত্যেক স্বাক্ষের পক্ষে উপকার-জনক বলা হয়, সেইরূপ, যে নিয়ম মানব-জাতির শুভ-দায়ক, তাহা প্রত্যেক মানবেরও শুভ-দায়ক বাসিতে হয়। বিশ্ব-ব্যাপারের যেরূপ প্রণালীতে নৈসর্গিক বস্তুর প্রভাব বা প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গতবশতঃ লোকের অনিষ্ট ঘটনা হয় তাহা কিরূপে ও কি কারণে সৃষ্ট হইল ইহা আমাদের জানিবার বিষয় নয়। বিশ্ব যন্ত্রের সাধারণ ক্রিয়া সমষ্টি চির দিন অবাদে চলিতে পারে, সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের এই একটি প্রধান উদ্দেশ্য তাহার সন্দেহ নাই। সেই সমস্ত নিয়ম মনুষ্যমাত্রেয়ই হিতকারী বই অহিতকারী নয়। তাহার একটি রহিত হইলেই সকলেরই অশুভ সঞ্চার হয়। গম্পাঙ্গলে অতি সূক্ষ্ম করিয়া এই বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

এক স্থপতি কোন গৃহস্থের গৃহ সংস্কার করিতেছিল, হঠাৎ পদ-স্থলন হওয়াতে, ছাদের উপর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া সর্বদেহ আহত ও তদ-পাদ হইল। ইহাতে সে সাতিশর বেদনা প্রাপ্ত হইয়া বিধাতার প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল, “হে বিধাতাঃ! কে তোমার সৃষ্টির প্রশংসা করে? তুমি অতি নির্দয়। তুমি আমাকে এমন অজ্ঞান ও অশক্ত করিয়াছ, যে আমি এই বিষম বিপদে পতিত হইবার পূর্বাভাসিত পূর্ব ক্ষণেও কিছুই জানিতে পারিলাম না, এবং এই দুর্ঘটনা ঘটিবার সময়ে ইহা আর নিবারণ করিতেও সমর্থ হইলাম না।” বিধাতা তাহার

কথায় কণ পাত করিয়া কহিলেন, “বৎস! তুমি আমার কোন্ নিয়মের দোষোপেক্ষ করিতেছ বল, তাহার প্রতীকার করি।” হুপতি উত্তর করিল, “হে ব্রহ্মন্! যে নিয়ম থাকাতে পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত পৃথিবীতে পতিত হয়,* এবং লোকে যাহাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে, সেই নিয়ম দ্বারা আমার এই বিষম বপতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি ছাদের প্রান্তে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেছিলাম হঠাৎ তাহার এক ধান শিখিল। ইষ্টকের উপর পদার্পণ করাতে একেবারে ভূতলে পতিত হইয়া মৃত-প্রায় হইয়াছি।” ইহা শ্রবণ করিয়া, বিধাতা বলিলেন, আমি তোমাদেয় মঙ্গল সঙ্কল্প করিয়া এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, ইহাতে তুমি যদি সন্তুষ্ট না হইলে, তবে যে বর তোমার অন্তর্ভুক্ত হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব।” তাহাতে হুপতি অতিশয় অন্ননন্দিত হইয়া নিবেদন করিল, ‘হে ককণাময় লোকনাথ! আমার সর্ব্বাঙ্গে যে স্রাবণ বেদনা হইয়াছে, তাহার শাস্তি কর, এবং যাহাতে আমাকে তোমার মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন থাকিতে না হয় তাহার উপায় করিয়া দাও।” ইহাতে ভগবান্ “তথাস্তু” বলিয়া অস্বহিত হইলেন।

হুপতি পরম পুলকিত হইয়া বিধাতা পুরুষের বারংবার ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তকাতাস্ত্রকুরণে তাঁহার অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার গাভ্র-বেদনা দূরীকৃত

হইল, এবং সর্ব শরীর পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ছাদের উপর অবস্থিত হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চতুর্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিল, এবং আপনাকে কৃত-কার্য্য মানিয়া সান্ত্বিত হইত হইল। পরে ছাদের উপরে পদ বিক্ষেপের চেষ্টা করিয়া দেখে যে, পূর্ববৎ আর চলিতে পারে না। সে আর পূর্বোক্ত মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ থাকা আর না থাকা তুল্য হইল। শরীরের ভারবদ্ধত্বশতঃ পৃথিবীতে অক্লেশে পদ বিক্ষেপ করা যায়। মাধ্যাকর্ষণই ভারের কারণ, অতএব মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে সহজে পদ চালনা করা সম্ভাবিত হয় না। স্থপতি কর্ত্তিকে করিয়া, ছাদের উপর চূণ শুর্কি দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহা ছাদে পতিত না হইয়া শূন্যোতেই থাকিল ও কারণ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে কোন জ্বা পতিত হয় না। স্থপতি 'এই সমস্ত অসম্ভাবিত ব্যাপার দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়াতুর হইয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার শরীর মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পদ-দ্বয় ভূতলে আকৃষ্ট না হওয়াতে, বেগুন যেমন আকাশে স্থির হইয়া থাকে, সে তেমনি শূন্যে শূন্যে স্থিতি লাগিল। আর বাড়না সহিতে না পারিয়া স্বীয় শরীর ভূতলে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা পাইল, তথাপি তাহা অধঃ-পতিত হইল না।

‘ইহাতে হুপতি অত্যন্ত ভীত ও যাতনা-গ্রস্ত হইয়া,
“হা, বিধাতঃ, হা বিধাতঃ” বলিয়া উঠিলঃশ্বরে চীৎকার
করিতে লাগিল। পরম, কৃপালু প্রজাপতি তাহা শ্রবণ
পূর্বক কহিলেন, “বৎস! আবার তোমার কি বিপত্তি
ঘটিয়াছে যে, তুমি পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতেছ? তোমার
অসন্তোষের বিষয় আর কি আছে? তুমি যে ভৌতিক
নিয়মের অধীন থাকিতে ছাচ্ছ হইতে পতিত হইয়াছিলে,
তাহা তোমার পক্ষে অসম্ভব করিয়া রাখিয়াছি। তোমার
গাত্র-বেদনার শাস্তি হইয়াছে, আর হস্ত পদাদি তত্ত্ব
হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার
বিলাপ করিতেছ?”

ইহা শুনিয়া হুপতি কহিল, “হে ব্রহ্মন্! অপরাধ
মার্জনা কর। কেবল অজ্ঞানাসক্ত ও স্পর্ধাসক্ত হইয়া এমন
বিষম বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমাকে পূর্ব্ববৎ
বেদনা-গ্রস্ত করিয়া রাখ সেও ভাল, তথাপি পুনর্ব্বার
মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন করিয়া দাও”।

বিধাতা “তথাস্তু” বলিয়া তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ
করিলেন। হুপতি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ বেদনা-গ্রস্ত
হইয়া শয্যা-শায়ী হইল। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের
প্রতিকূল স্বরূপ রোগ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ
হইল এবং পূর্ব্ববৎ ছাদের উপর আরোহণ করিয়া
গৃহ সংস্কার আরম্ভ করিল। মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়ম
মহোপকার-জনক জানিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বিধাতার
অগণ্য ধন্যবাদ করিল, এবং তদ্বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন

১৩০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল।

পূর্বক ঐ নিয়মের স্বার্থ তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া ও তই-
প্রতিপালনে যত্ববান থাকিয়া নির্বিঘ্নে কাল যাপন
করিতে লাগিল। এ বিষয় যত আলোচনা করিল,
ততই পরম বিধাতা পবমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার
করণার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া পরমামন লাভ
করিল। তদ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল
পরিচালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াতে, তাহার বোধ হইল,
আমি এক অভিনব সুখবাজ্যে আগমন করিবাছি।

বিধাতা স্থপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যেমন
অন্তর্হিত হইবেন, অমনি এক ক্লবকের আর্তনাদ শ্রবণ
করিলেন। ক্লবক উঠেঃ স্বরে কহিতেছে “হে বিধাতঃ।
তুমি আমাকে কি অপরাধে এমন দুর্ভাগ্য কবিয়াছ?
আমি যাতনার অস্থির হইয়া বহু ক্রেশে কাল যাপন
করিতেছি। আমার এক এক দিবস এক এক বৎসর
জান হইতেছে।” বিধাতা তাহার আর্তনাদ শ্রবণ
করিয়া কহিলেন, “বৎস। তুমি কি দুর্কিপাকে পতিত
হইবাছ? কি নিমিত্তই বা এত খেদ করিতেছ? আমার
কোন নিয়মই বা তোমার ক্রেশকর হইয়াছে?” ক্লবক
প্রত্যুত্তর কবিল, “হে বিধাতঃ। দেখ, তোমার নিয়-
মানুবর্তী হইয়া ভূমি-কর্ষণ, বীজ-বপন, জল-সেবন
প্রভৃতি কষ্ট-সাধ্য কর্ম না করিলে, অন্ন পাওয়া যায়
না। আমি তোমার নিয়মানুসারে শস্ত-ক্ষেত্রে কার্য
করিতেছিলাম, এমন লম্বা বারি-বর্ষণ হইতে লাগিল।
সে জল যদি কেবল ভূমিতে বর্ষিত হইত তবে হানি

ছিল না, আবার আমার গাত্রেও পতিত হইল। তাহাতে আমার বস্ত্র আর্জ হইল, সর্বাঙ্গ শীতল হইল, অবশেষে জ্বর হইয়া যোঁষোর বিপত্তি উপস্থিত হইল। এক্ষণে দাহ পিপাসার অধীর হইয়া মুহুমূহঃ পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছি। হে বিধাতা! তুমি সন্তানের প্রতি অতি নির্দয়।”

প্রজাপতি তাহার খেদোক্তি অবগণ করিয়া কহিলেন, “বৎস! আমি তোমার কল্যাণার্থ ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, তুমি তাহার নিত্য বিকলচরণ করিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। আমার নিয়মের অন্যথাচরণ করিলেও, তোমাকে ক্রমশঃ ক্রেশ দেওয়া আবশ্যিক ছিল না। তুমি নিয়ম-লঙ্ঘনের দুঃখ-ময় কল অবগত হইয়া আপনার কর্তব্য সাধনে বদ্ধবান থাকিয়া সুখী হইবে এই অভিপ্রায়ে, তোমার অত্যাচারের প্রতিকূল স্বরূপ দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছি। এখন তোমার কি প্রার্থনা বল, তাহাই পূর্ণ করি”।

কৃষক কহিল, “হে ব্রহ্মন্! তোমার নিয়ম দ্বারা কি প্রকারে আমার উপকার দর্শিতে পারে? বখন আমি তোমার সমুদায় নিয়ম স্মরণ ও তৎ-প্রতিপালনে সম্যক সমর্থ নহি, তখন তদ্বারা কেবল ক্রেশ ঘটনারই সম্ভাবনা। এক্ষণে এই ভিক্ষা, তোমার নিয়মরূপ পাশ হইতে আমাকে মুক্ত কর, অন্য বর প্রার্থনা করি না।”

বিধাতা কহিলেন, “আমি তোমার রোগ নিবারণ করিলাম, এবং যে সকল নিয়ম তোমার প্রকার

১৩২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

ক্লেশকর হইয়াছে, তাহাও ছুগিত করিয়া রাখিলাম। অদ্যাবধি তোমার শরীর ও বস্ত্রাদি জলে আর্জ হইবে না, তোমার গাত্র আর শীতল ও উষ্ণ বোধ্য হইবে না, এবং তোমার অঙ্গ সকল আর বেদনা-শ্রান্ত হইবে না—এখন সন্তুষ্ট হইলে ?”

ইহাতে ক্লেশক পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিল, “হে ককণাময় বিধাতা! আমি তোমার প্রসাদে চরিতার্থ হইলাম, আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্জ হইল, আমি তোমাকে পরম মঙ্গলাকর জানিয়া তোমার আরাধনার প্রবৃত্ত হইলাম।”

ক্লেশক এই কথা কহিতে কহিতে, নীরোগ, বলিষ্ঠ ও প্রকুলচিত্ত হইল, এবং ত্রিমিত্ত বিধাতা পুরুষের পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিয়া ক্ষেত্রে গিয়া কার্য্যাবস্ত করিল। তখন শরৎকাল, বাৎসর্য্য পর্য্যায়ক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে লাগিল, কিন্তু জলেও তাহার গাত্র ও বস্ত্র আর্জ হইল না, এবং রৌদ্রেও তাহার শরীর উত্তপ্ত ও যন্ত্রাঙ্ক হইল না। তাহার পক্ষে কতকগুলি ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছিল।

ক্লেশক কষ্ট চিন্তে ক্ষেত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জল আহরণ করিয়া পান প্রক্ষালন করিল, কিন্তু তাহার শরীর তাহাতে শিথিল বোধ হইল না, কারণ বিধাতার বরে তাহার শীতোষ্ণাদি অনুভব করিবার শক্তি এক বারে রহিত হইয়াছিল। তদনন্তর নিকটবর্ত্তিনী নদীতে অবতীর্ণ হইয়া অবগাহন করিল।

কিন্তু তাহাতেও পূর্বের মত আর শবীর বৃদ্ধ হইল না, এবং পরিধেয় বস্ত্র জল-সিক্ত না হওয়াতে, তাহার মলা দূর হইল না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ক্লমক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি মনঃ-কম্পিত বর প্রার্থনা করিয়া বুঝি চির কালের নিমিত্ত স্থখে জলাঞ্জলি দিলাম। অব-
গাহনাতে অত্যন্ত চিন্তাধিত হইয়া গৃহে প্রত্যগমন পূর্বক একটি শিশু সন্তানকে কোড়ে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পূর্বে যেমন তাহাকে কোড়ে করিয়া স্পর্শ-জনিত স্নেহ লাভ করিত, সে রূপ স্নেহানুভবে সমর্থ হইল না। সেই শিশুকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিল, এবং উৎসুক মনে তাহার অর্দ্ধস্মৃষ্ট মধুর বাক্য শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহাকে যে স্পর্শ করিতেছে এমনত বোধই হইল না। সেই ক্লমকের স্পর্শানুভব-বিষয়ক শারীরিক নিয়ম স্থগিত হওয়াতে, সমুদার গাত্র স্পর্শ-শক্তি-বিহীন হইয়াছিল। সে স্নেহাতিবিক্ত মেয়ে সেই শিশু সন্তানকে দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত উৎসুক সহকারে তাহাকে গাট ধাপে আলিঙ্গন করিল, কিন্তু কিছুতেই পূর্ববৎ স্পর্শ বোধ ও স্নেহানুভব করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তাহার কঠিন হৃদয় দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে, উক্ত শিশু উচ্চৈঃ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন ক্লমক মনে মনে শোচনা করিতে লাগিল, “আমি না বুঝিয়া কি গর্হিত কর্মই করিয়াছি। আমার পক্ষে কতিপয় শারীরিক নিয়ম এক বারে স্থগিত

১৩৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

হইয়াছে।” অনন্তর সে ব্যক্তি অতিশয় রোদ্র সেবনাদি অশেষবিধ অহিতাচার করাতে, কথ ও ভয়শরীর হইতে লাগিল, কিন্তু তজ্জন্য ক্রেশানুভব না হওয়াতে, চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হইল না। ইহাতে ক্লমক অকস্মাৎ আপনার মুখের অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিল, পূর্বাধি আমার দেহ-যন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ক্রেশানুভব-শক্তি না থাকাতে, পীড়া অনুভব করিতে পারি নাই, সুতরাং রোগ-শাস্তির চেষ্টাও করি নাই। ইহাতে সে হুঃখে অভিভূত ও ভবে কন্পাদিত হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিল “হে বিধাতাঃ! তুমিওলে আমার পর ভাগ্যহীন যনু্য আর কেহ নাই। আমি সমুদায় স্রুখে বঞ্চিত হইবাছি। আমার শরীর ভয়প্রাপ্ত হইল, তথাপি আমি রোগানুভব করিতে সমর্থ না হওয়াতে, তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারি নাই। হে প্রজাপালক! তুমি আমাকে এমন দুর্ভাগ্য কেন করিলে?”

বিধাতা তাহার রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “বৎস! যে সকল ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম দ্বারা তোমার জ্বর ও ক্রেশোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াছিলে, তাহা আমি স্বগিত করিয়াছি। তোমার শরীরে আর বেদনা বোধ ও উত্তাপাদি-জন্য ক্রেশানুভব হইবেক না। তবে আর তুমি কি নিমিত্ত অনুখী, এবং কি নিমিত্তই বা এত অসন্তুষ্ট?”

কৃষক কহিল, “হে ব্রহ্মন্ ? যাহা বলিলে যথার্থ বটে কিন্তু তুমি আমাকে বিকলেন্দ্রিয় করিয়া অতিশয় দুর্ভাগ্য করিয়াছ। পূর্বে যেমন শস্য-ক্ষেত্রে আগমন করিলে শুলীডল নির্খল বায়ুর হিলোলে শরীর ক্ষিপ্ত হইত, এখন আমার আর সে অপূর্ব সুখ অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। আমার সন্তানেরা আমার ক্রোড়স্থ হইলে, পূর্ববৎ সুখানুভব হয় না। আমি রোগাক্রান্ত হইরা মৃতবৎ হইরাছি, তথাপি রোগ-জন্ম ক্রেশানুভব না হওয়াতে, তাহার প্রতীকার-চেষ্টা প্রবৃতি হইতেছে না। হে বিধাতা ! আমি অতিশয় দুর্ভাগ্য হইরাছি। আমি শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি” ।

বিধাতা বলিলেন, “আমি তোমাকে কি প্রকারে পরিতুষ্ট করিব ? যখন আমি তোমাকে স্পর্শ-সুখাদি-বোধে সমর্থ করিবার নিমিত্ত হৃগিন্দ্রিবে স্পর্শ-শক্তি প্রদান করিয়াছিলাম, এবং শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে জানিতে পারিবে, এবং জানিয়া প্রতীকার-চেষ্টা করিবে, এই অভিপ্রায়ে শারীরিক ক্রেশ বিধান করিয়াছিলাম, তখনও তুমি সন্তুষ্ট ছিলে না। পৃথিবীকে যথোচিত ফলবতী করিবার নিমিত্ত বারি-বর্ষণ হয়, মনুষ্যদিগর রোগোৎপত্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তুমি স্বস্তির সহিত শরীরের সম্বন্ধ না বুঝিয়া অবিজ্ঞান্ত স্বস্তি-জলে আর্জ হইরাছিলে, তাহাতেই তোমার জ্ব্রোৎপত্তি হয়। স্বস্তি-জলে আর্জ হওয়াতে, তোমার শারীরিক নিয়ম যতদূর লঙ্ঘিত হইয়াছিল, তাহার

১৩৩ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

অধিক আর না হয়, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে সাবধান করণার্থ জুব-জন্ত ক্রেশ প্রেরণ ববিয়াছিলাম, বারণ, ক্রমাগত একপ্ অত্যাচার করিলে তোমার প্রাণ বিয়োগ হইত । যদি আবাব তোমাকে আমাদে শুভকর নিয়মের অধীন করিয়া রাখি, তবে তুমি পুনর্কাল আমার প্রদর্শিত পথ পবিত্যাগ করিয়া আমাকে অত্যাচারী বলিয়া নিন্দা কবিলেও করিতে পার।” ইহা শুনিয়া কৃষক অতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্বক কহিল, “হে ককণামর বিধাতঃ! এক্ষণে তোমাক অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার বরণা স্পষ্ট রূপে দৃষ্টি করিতেছি, এবং আমি যে নিতান্ত মূঢ় তাহাও অকপট জনেরে অঙ্গীকার কবিতেছি । আমাকে পুনর্কাল তোমার পরম-মঙ্গলকারী নিয়ম-প্রণালীর অধীন করিয়! দাও । আমি সন্তোষ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, উহাব বিকলোচরণ কবিলে, যে প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও একান্ত হিতকারী । আমার দুগিজিহ্ব ও মাংসপেশী সকলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আমাকে পূর্ববৎ স্পর্শাদি-জনিত সূখে ক্রমাক্রম অধিকারী কর । সেই সমুদায়কে যথা নিয়মে নিয়োগ না করিলে যে ক্রেশ-উৎপন্ন হয়, তাহা আমি অস্বাদন বদনে স্বীকার করিব ” ।

বিধাতা কৃষকের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন । তাহার জ্বর ও যাতনা পুনর্কাল উপস্থিত হইল, কিন্তু ঔষধ-সেবন দ্বারা অবিলম্বে সে সমুদায়ের শান্তি হইয়া গেল । ক্রমে ক্রমে তাহার স্বাস্থ্য-লাভ ও বলাধান হইল, এবং

ইন্দ্রিয় সকল পূর্ববৎ সতেজ ও সবল হইল। ক্রমক এইরূপ চরিতার্থ হওয়াতে, তদবধি কোন দিবস বিধাতার অগণ্য ধন্যবাদ ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া জন্ম গ্রহণ বা অন্ন ভোজন করিত না, এবং সম্মানদিগকে জোড়ে করিলে, তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতিরসে আত্ম না হইয়া নিরন্তর হইত না। তদবধি সে যখন কোন নিরম পালন করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ নির্মল স্নান অনুভব করিত, তখন উৎসাহ পুরস্কার মানন্দ চিত্তে বিধাতা পুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত, এবং যখন কোন নিরম লজ্জন করিয়া ক্রেশ প্রাপ্ত হইত, তখন অবিলম্বে বিধাতৃ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক সাবধান হইয়া তদপেক্ষা গুরুতর দুঃখ-ঘটনা নিবারণ করিত।

বিধাতা পুরুষ পূর্বোক্ত ক্রমকের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবামাত্র আর এক ব্যক্তির আত্মনাদ জবণ করিলেন। সে ‘হা বিধাতঃ, হা বিধাতঃ’ বলিয়া চীৎকার করিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তুমি আবার কি কারণে আক্ষেপ করিতেছ?” সে কহিল, “ব্রহ্মণ! আমার পিতা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া নানাপ্রকার অহিতাচার করিয়া, স্বীয় শরীর ভয় করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার দুঃস্বপ্নকালে আমি পীড়িত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি বাত-গ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রেশ পাইতেছি। আমার

‘অস্থি সকল ব্যথিত হইয়া বডই যাতন। দিতেছে। তুমি আমার পিতার পাপের নিমিত্ত আমাকে পীড়িত করিয়া জ্বাষ-বিকল কার্য করিয়াছ। হে বিধাতাঃ! যদি রূপাণ্ডু ও ন্যাযবান্ হও, তবে আমাকে এই বিষম ঈর্ষা হইতে উদ্ধার কর।’

বিধাতা তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন “পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণাণ্ড সন্তানে বর্তে এই যে শাবীরিক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তুমি ইহারই দোষোন্মেষ করিতেছ। ডাল, জিজ্ঞাসি, তুমি পিতা হইতে বাত রোগ ভিন্ন অন্য কোন আতাবিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ কি না?” রোগী উত্তর করিল, “হাঁ আমি অন্যান্য অনেক সুখদায়ক বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অশেষ-সুখ-দায়ক মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধি ও অজ্ঞাত মনোরতি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন বাতের বেদনা না ধরে, তখন আমার সর্ব শরীর অক্ষন্দ ও স্ফুর্তি-যুক্ত বোধ হয়। আমার ইচ্ছামাত্রে মাংসপেশী সকল তদনুযায়ী কার্য করিতে তৎপর হয়। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সুখ-রত্নের আকর-স্বরূপ বলিলে বলা যায়। প্রধান প্রধান মনোরতি সকল জানাত্মশীলন ও ধর্মালোচনা করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে পিতার পাপাচরণের প্রতিকল স্বরূপ বাত-রোগ প্রদান করিলে?”

বিধাতা বলিলেন, “তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী, এই

নিমিত্ত এপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছি। তোমার পিতা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করাতে পীড়িত হইয়াছিলেন, তোমার জন্ম গ্রহণ কালে তাঁহার শরীর রোগাক্রান্ত ছিল, অতএব তুমিও বোগার্হ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। যে নিয়মানুসাবে তাঁহার বল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-মৌলিক প্রভৃতি অধিকার করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই তাঁহার তুল্য অসুস্থ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি এ নিয়ম তোমার পক্ষে অনিষ্টকর হয়, বল, তাহা হুগিত করিয়া রাখি।”

ইহা অবগণ করিয়া রোগী কহিল “হে ককণাময় বিধাতা পুরুষ। অগ্রে জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি এই নিয়ম হুগিত কর, তবে আমি বল, বীৰ্য্য, ইন্দ্রিয়-মৌলিক প্রভৃতি যে সমস্ত সন্ধান অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও কি নষ্ট হইবে?” বিধাতা বলিলেন, “তাঁহার আর সন্দেহ কি। সে সমুদায়ই নষ্ট হইবে। যে নিয়মানুসারে সে সমুদায় লাভ করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই পৈতৃক রোগও প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব, সে নিয়ম রহিত হইলে, তাহার শুভাশুভ সমুদায় কার্য্যই নষ্ট হইবে।”

বিধাতা পুরুষের এই বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে রোগী বলিষ্ঠা উঠিল, “হে ব্রহ্ম! ক্ষমা কর, আমি সন্তোষ চিন্তে তোমার এই শারীরিক নিয়মের অধীন থাকিব স্বীকার করিতেছি, এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে যে প্রতিকূল প্রাপ্ত হইতে হয় তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে ব্রহ্ম! পিতা যে তোমার নিয়ম

লক্ষন করিয়া শান্তি পাইয়াছেন, 'ইহা জ্ঞানানুগতই
হইয়াছে। এক্ষণে তাহা প্রতিপালন করিলে আমার
রোগের শান্তি ও ক্রেশের নাশক হইতে পারে কি না
বল।"

বিধাতা বলিলেন "ক্লেশ নিবারণই আমার সমুদায়
নিয়মের উদ্দেশ্য। তুমি যদি তোমার পিতার জ্ঞান
নিরত অহিতাচার করিতে, তবে এত দিনে তোমার
শরীর কেবল ব্যাধি-মন্দির হইত। বাস্তবিক, তোমাকে
পিতার পাপময় পথ হইতে নিরত করিবার নিমিত্ত
এই পিতৃগত পীড়া প্রদান করিয়াছি। এই ক্লেশ
তোমার রক্ষক-স্বরূপ হইয়া তোমাকে সাবধান না
করিলে, তুমি পাপাচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া অধিকতর
দুঃখে পতিত হইতে। এক্ষণে আমার নিয়মানুগত
ব্যবহারে অবিরত নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে তোমারও
দুঃখ হ্রাস হইবে, এবং তোমার সম্ভানেরাও বিস্তৃত
প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া নুহু শরীরে কাল যাপন করিবে।"

রোগী প্রজ্ঞাপতির এই সকল হিত-বাক্য শ্রবণ
করিয়া পরম পুলকিত হইল, এবং অতি ভক্তিতাবে
বিধাতা পুরুষকে বারংবার স্তুতি ও প্রণতি করিয়া
তাঁহার নিতান্ত আক্কাবই হইল। ইহাতে তাহার
শারীরিক ক্রেশের ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আশ্চর্য-স্থরের
হুজি হইল, এবং তন্নিমিত্ত সে ব্যক্তি বিধাতার সন্নিধানে
কৃতজ্ঞতা রূপ পূণ্যশাশে চিরজীবন বদ্ধ হইয়া রহিল।

বিধাতা পুরুষ পুরুষ পীড়িত ব্যক্তিকে উপদেশ

প্রদান করিয়া স্বর্গারোহণ করিতেছেন এমন সময়ে
 সন্মিলন, এক বালক রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া
 মূর্ছবৃত্তঃ পার্শ্ব পবিবর্তন পূর্বক জন্মন করিতেছে।
 বিধাতা জিজ্ঞাসিলেন “বৎস! কি কাণে রোদন
 করিতেছ? তোমার কি দুঃখ হইবাছে?” বালক ঘন
 ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক আর্ত স্বরে কহিল, “আমি
 পিতার কঠিন পীড়া ও মাতার ভগ্ন প্রকৃতি অধিকার
 করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বোণে আচ্ছন্ন ও অতিভূত
 হইয়া দিন যাপন করিতেছি। আমার মুখে বাক্য
 সবিতেছে না। কথা কহিতেও ক্লেশ হইতেছে।”
 বিধাতা জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুমি কি পিতা মাতা
 হইতে রোগ ও যাতনা ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রাপ্ত
 হও নাই?” শবীর ও মনের এমন কোন শক্তি প্রাপ্ত
 হও নাই যে, তাহা সঞ্চালন করিয়া পুথ সন্তোষ করিতে
 পার?” বালক বলিল, “আমার শবীর এমন দুর্বল এবং
 অন্তঃকরণ এমন নিস্তেজ, বোধ হয়, আমি কেবল ক্লেশ-
 ভোগেব নিমিত্তই জীবিত বহিয়াছি।” বিধাতা কহিলেন
 “তোমার চিন্তা কি? আমার শারীরিক নিয়ম এখনি
 তোমার যাতনায় শাস্তি ককিবেক, এবং আমি তোমাকে
 ক্রোড়ে লইয়া আশ্রয় প্রদান করিব।” এই কথা বলিতে
 না বলিতে শারীরিক নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ হইল।
 বালকের দেহ মৃৎপিণ্ডবৎ নির্জীব হইয়া যাতনামুক্ত
 হইল, এবং তাহার আত্মা তৎক্ষণাৎ বিধাতা পূর্বের
 নিকট উপস্থিত হইল।

তদনন্তর এক সমুদ্র-বণিক সমুদ্র-তরঙ্গে পতিত হইয়া উঠিলে; অরে বিধাতা! পুরুষের অশেষমত অপবাদ করিতেছে শুনিয়া, তিনি তাহাকে 'জিজ্ঞাসা' করিলেন, "আমি তোমার কি অনিষ্ট কবিয়াছি যে আমার এত নিন্দা করিতেছ। আমাকে কি কবিত্তে বল, তাহাই করি।"

বণিক্ কহিল, "হে ব্রহ্মন্! আমি কলিকাতা হইতে কতকগুলি পণ্য-সামগ্রী লইয়া চীন রাজ্যে গমন করিতে করিতে অজ্ঞ সিংহপুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আমার সমুদ্র-পোতের একপোতবাহ মদিরা-মত হইয়া কি প্রকারে জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছে। দেখ, আমার জাহাজ এ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আমার সমুদায় পণ্য জব্য দগ্ধ হইতেছে, আমি অগ্নিতবে ভীত হইয়া সমুদ্রে কাঁপ দিয়াছি, আমার আর জীবনের আশা নাই। অতএব বলি, তুমি যদি জ্ঞাযবান্ হইবে, তবে দোষীর দোষে নির্দোষের অনিষ্ট ঘটনা কেন হয়।"

বিধাতা বলিলেন, "তুমি আমার সামাজিক নিয়মের দোষোন্মেষ করিতেছ। ভাল, যদি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে, তবে তাহা স্বগিত করিয়া তোমাকে পূর্ব্বৎ পোতাভ্যুত করিয়া দিতেছি।"

বণিক্ দেখিল, জাহাজের অগ্নি নির্বাণ হইয়াছে, অঙ্গার সকল কাষ্ঠ রূপে পরিণত হইয়াছে, আপনার ও আপনার মাল্যাদিগের শরীর শুষ্ক ও পোতাশ্ব হইয়াছে, এবং সকলেই স্বর্ক-চিহ্ন হইয়া নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট

জাচ্ছে। বণিক মহাশয়াদে সন্তুষ্ট হৃদবে প্রজ্ঞাপতির
 শ্রব করিল, এবং মাল্লাদিগকে কহিল, “আমরা বিধাতা
 পূর্বের প্রজ্ঞাদে বিশদ উত্তীর্ণ হইয়াছি, এক্ষণে চল
 জাহাজ খুলিয়া চীনাভিমুখে গমন করি।” কিন্তু কি
 আশ্চর্য্য! কেহ তাহার বাক্য জবাব করিল না, এবং
 তাহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইল
 না। ইহাতে সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া চীৎকার করিয়া
 কহিল, “তোমরা কি কারণে আমার বাক্য অবহেলন
 করিতেছ?” এ কথান্তেও কেহ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল
 না। সে দেখিল, সকলে পরস্পর কথোপকথন ও ইত-
 স্ততঃ পদচারণ কবিতেছে, কিন্তু কেহই তাহার কথায়
 মনোযোগ দেয় না। বণিক তাহাদিগকে তৎসমা
 করিল, আবার নামাশ্রকার বিনয়-বাক্যও বলিল,
 কিছুতেই তাহাদিগের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইল না।

তখন সে সতর চিত্তে চিন্তাকরিল, আর কিছু নয়
 বিধাতা আমাকে সামাজিক-নিয়ম-জনিত সমস্ত শ্রুতি
 বন্ধিত, করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে
 অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজে রজ্জু ধরিয়া একটা
 পাল তুলিয়া দিল, এবং “আপনিই কর্ণধার হইয়া
 স্বাভিপ্রের দিকে জাহাজ চালনা করিল। কিন্তু উহার
 লঙ্ঘন উত্তোলন করা হয় নাই এই নিমিত্ত, অত্যাশ্চর্য্য দূর
 গমন করিয়াই স্থগিত হইল। বণিক লঙ্ঘন তুলিবার
 চেষ্টা করিল, কিন্তু তদ্রূপ প্রকাশ লোহ-রাশি উত্তোলন
 করা দশ জন মনুষ্যের কথ্য, একাকী কি রূপে তাহাতে

সমর্থ হইবে? না পারিয়া অভ্যস্ত ব্যস্ত ও দ্রস্ত হইয়া পুনর্ব্বার মামাদিগকে আহ্বান করিল, কিন্তু তাহারা কেহই উত্তর দিলেক না। তাহার পক্ষে সামাজিক নিয়ম দ্বিষ্ট হইয়াছিল, অতএব, সে যেমন অস্ত্রের কুব্যবহার-জনিত ক্রোধ হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ, অস্ত্রের আয়ুকল্যাণ লাভেও একে বারো বঞ্চিত হইয়াছিল।

তখন নিতান্ত নিরাশ না হইয়া একখান ক্ষুদ্র তেলক আরোহণ পূর্ব্বক স্থলে অবতরণ করিল। সিংহপুরে তাহার এক মিত্র ছিল, তাহার নিকট উপনীত হইয়া সর্ব্বিশেষ সমস্ত অবগত করিল, এবং উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারার্থে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যে বিষয়! বণিকের মিত্র বণিককে সমাদর করা ও তাহার বাক্যে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রতি কটাক্ষপাতও করিল না; নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তাহাই সম্পন্ন করিতে লাগিল। বণিক পরিশ্রান্ত ও উদ্ভিন্ন হইয়া এক নিকটস্থ পান্থশালায় ভোজনার্থ গমন করিল, কিন্তু তথাকার পরিচারকেরা কেহই তাহার বাক্যে মনঃসংযোগ করিল না। পূর্বে পূর্বে যখন-সে সিংহপুরে উপস্থিত হইত তখন সেই পান্থশালাতেই আহ্বানাদি করিত, এবং ঐ সকল ভৃত্যই তাহার পরিচর্যা করিত, কিন্তু এবার কেহ তাহাকে চিনিতেও পাবিল না। সে তথাই ভূরি ভূবি বণিক, কর্ম্মচারী ও ভৃত্য দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও যেন জমশূন্য অরণ্যের মধ্যে স্থিতি করিতেছে এইরূপ বোধ

হইল। তখন বণিক্ দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে বিধাতাকে সছোষিয়া উঠিলঃশ্বরে কহিতে লাগিল, “হে বিধাতাঃ! আমি যে দুর্ভিক্ষপাকে পতিত হইয়াছি, ইহার অপেক্ষা সমুদ্র-গর্ভে মগ্ন ও অগ্নি-দাহে দগ্ধ হওয়া ভাল ছিল। আমার দুঃখের তরা পূর্ণ হইয়াছে। এখন, হয় আমাকে মৃত্যু-প্রাণে নিষ্কিন্ত কর। অথবা পুনর্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া রাখ। আমি আর কদাপি তোমার নিয়মের নিন্দা করিব না।” ইহা শুনিয়া বিধাতা কহিলেন, “এখন তুমি কাতর হইয়া এ কথা কহিতেছ। কিন্তু পুনর্বার সামাজিক নিয়মের অধীন হইলে, তোমার এই জাহাজখানি দগ্ধ হইবে। তাহাতে তুমি এবং তোমার যাত্রারা এক ভিক্ষু করিয়া ছলে অবতরণপূর্বক প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু তুমি নির্ধন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। নির্ধন হইলেই পুনর্বার আমার প্রতি দোষারোপ করিবে।”

বণিক্ প্রত্যুত্তর করিল, “হে ব্রহ্মন্! তোমার সামাজিক নিয়ম যে কি প্রকার হিত-কর ও সুখ-দায়ক, তাহা পূর্বে কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। যে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মের অধীন, সে গত-সর্বশ্ব হইলেও দুঃখে অভিভূত ও একে বারে নিরাশ হয় না। কিন্তু যদি কেহ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও সামাজিক নিয়মের অধীন না থাকে, তবে তুমুলে তাহার জ্ঞান হুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। আমার জাহাজ ও পণ্য সামগ্রী দগ্ধ হইলে, আমি নির্ধন হইব তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু

১৪৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল ।

আমি শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল লইয়া পুনর্বার জীবিকা ও সুখ সম্বন্ধে লাভ করিতে পারিব। এই সমুদায় সঞ্চালন করাই শ্রুত্বের কারণ। দারিদ্র্যাবস্থা হইলে, এ সকল বিষয় কিছু নষ্ট হয় না, বরং ইহাদিগকে চালনা করিবার আবশ্যিকতা বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ, সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিলে, বন্ধুগণের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নিগ্ধ হইব, এবং” সহযোগীদিগের সহায়তায় অবলীলাক্রমে সকল কৰ্ম সম্পাদন করিয়া শ্রুত্ব থাকিব। আর অদ্যাবধি যে ব্যক্তি যে কর্মের উপযুক্ত, তাকে তাহাতেই নিযুক্ত করিয়া সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিব। ইহাই তোমার অভিপ্রেত জানিলাম, অতএব এ অভিপ্রায় সম্পন্ন হইলে, পূর্বোক্ত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিকল-রূপ দুঃখ-প্রাপ্তি অবশ্যই নিবারিত হইবে। হে বন্ধগণকর! তুমি আমাকে পুনর্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া দাও; তাহার বিকলোচ্চারণ করিলে যে শান্তি পাইতে হয়, তাহা আমি অকাতরে স্বীকার করিব।”

বিধাতা পুঙ্খ বণিকের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাহার জাহাজ দখল হইয়া গেল, এবং সে এক ডিঙ্গি করিয়া ক্ষুদ্রে অবতীর্ণ হইল। পরে বিধাতার বিধান ও মানুষের অভাব শিক্ষা করিল, অল্প অল্প অর্থও সংগ্রহ করিল, এবং আপনাকে পূর্বোপেক্ষা সুখী দেখিয়া পরে পরিতোষ প্রাপ্ত হইল।

‘কদনন্তর, এইরূপ অনেকানেক অত্যাচারী ব্যক্তি’

বিদ্ভাতা পুরুষকে স্ব স্ব দুঃখ অবগত করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের দোষোন্মেষ করিল। বিদ্ভাতা ভাঙ্গাদিগের প্রত্যেকের আবেদন শ্রবণ না করিয়া ভাঙ্গাদিগকে এক স্থানে স্থাপন করিত্ত্বেন, এবং পূর্বোক্ত স্থপতি, কৃষক, বৌগী ও বণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “ভোমরা ভাঙ্গাদিগকে আপন আপন রত্নাশ্রম ও প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্ব আপন কর। তাহা শ্রবণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে যে নিয়মানুসারে তাহার ক্লেণোৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্থগিত করিয়া দিব।” কিন্তু স্থপতি প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ আব অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। তৎকালাবধি প্রজ্ঞাপতির প্রজ্ঞা সকল উৎসাহ ও যত্ন পূর্বক তাঁহার নিয়ম শিক্ষা ও পালন করিতে প্ররম্ব হইল, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার কৃপা স্বীকার পূর্বক সন্তোষ চিত্তে ভক্তি-ভাসে তাঁহার পূজা করিতে আবম্ব করিল।

—

দশম অধ্যায় ।

বিদ্যা ও ধর্মের ৭২ম্প্রকার সংস্ক-বিচার ।

তত্ত্ব প্রকৃতি যে সমুদায় প্রকৃতি দ্বারা পরমার্থে
যতি ও পরমেশ্বরে জ্ঞান হয়, তাহারা অতি প্রধান
হুতি । তাহাদিগের দ্বারা অতি গুরুতর ব্যাপার সমুদায়
সম্পন্ন হয় । তাহারা সংপথে সঞ্চালিত হইলে,
মহোপকার জন্মায়, কিন্তু অসংপথে সঞ্চালিত হইলে,
বিষম অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে । কোন কোন মনুষ্য
পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার
প্রসাদ-লাভ-প্রত্যাশায় পরম-শুভ-দায়ক সাধু কর্মে
যত্নবান্ হয়, কেহ বা ঘোরতর অজ্ঞান বশতঃ নরবলি-
দান প্রকৃতি তাঁহার পরিতোষ-জনক জ্ঞান করিয়া
পুনঃ পুনঃ তাহার অমুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয় ।

ঐ সকল প্রকৃতি প্রবল থাকিলে, পরমেশ্বরে তত্ত্ব
ও প্রীতি জন্মে, এবং যাহা তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া জানা
যায়, তাহা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত ও যত্ন হয় ।
অতএব, 'বে সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বৈবরিক,
শারীরিক ও অজ্ঞাত কর্তব্য কর্ম নির্বাহ করিতে
হয়, তাহা যেমন বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-কার্য্য-বিষয়ক
বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া অবগত হওয়া উচিত,

সেইরূপ, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তত্ত্বি প্রভৃতি ধর্মপ্রহৃতির আদেশানুসারে একীভূত প্রজ্ঞা প্রকাশ পূর্বক প্রতিপালন করা কর্তব্য। বিজ্ঞান সহিত ধর্মের এইরূপ সংযোগ হইলে, সংসারের অশেষ উপকার সম্ভাবনা।

ধর্ম ও বৈবয়িক কার্যাদি পরস্পর বিতির্ন ও বিপরীত ভাবা উচিত নহে। সমুদায় সাংসারিক কার্যই পরমেশ্বরের নিয়মাধীন; ফলতঃ তাঁহার নিয়মাধীন বলিয়াই, সে সমুদায় আমাদের কর্তব্য হইয়াছে। তাঁহার নিয়মই ধর্ম এবং তাঁহার নিয়ম-বিকল্প ব্যাপারই অধর্ম। অতএব, তাঁহার নিয়মানুযায়ী বৈবয়িক ব্যাপারাদিকে ধর্ম-বহির্ভূত জ্ঞান করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে।

, যদি বালকেরা এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয় যে, এই বিশ্ব-বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম-পুস্তক-স্বরূপ, যে সমুদায় বিধ্বন-ক্রমে আমাদের শারীরিক ও বৈবয়িক কার্যাদি সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা তাঁহারই নিয়ম; তত্ত্বি ও জ্ঞানপরতা প্রভৃতি ধর্মপ্রহৃতি পরিচালন পূর্বক প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা সহকারে তৎসমুদায় প্রতিপালন করা কর্তব্য, তবে তাহারা ঐ সমুদায় কর্মকে কেবল আর্থ-সাধক বিবেচনা করিয়া কান্ত থাকিবেন না, অবশ্য-কর্তব্য ধর্ম-ক্রিয়া জ্ঞান করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন। তাহা হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্মপ্রহৃতি, নিকট প্রহৃতি এই ত্রিবিধ মনোহৃত্তিই ঐ সমস্ত কার্য সাধনে প্রযুক্তি -

১৬৯ ধর্ম-বিষয়ক-বিষয় লজ্জনের কল ।

করিবেক, কারণ যে নিয়ম যুক্তিহীন দ্বারা নিরূপিত হইবে, তাহা পরবেশের আত্ম-অরূপ জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতিপালন-বিষয়ে ধর্মপ্রকৃতির 'উৎসাহ,' জন্মিবে, এবং তাহাতে 'ইচ্ছা' লাভ হইবে জানিয়া কোন কোন নিষ্ঠুর 'প্রকৃতিও চরিতার্থ হইবে। সকল-প্রকার মনোহীনতা যে কার্যের বিধি দেয়, তাহা অবশ্য প্রামাণিক ও হিত-জনক বসিতে হয়, এবং তাহা সাধন-করিবার সাযর্থ্যও হুঁচি হয় ।

জ্ঞান-সমাজে ধর্মপ্রকৃতি সামান্য প্রবল নহে । সকল জাতিই এক এক প্রকার ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলে, এক এক প্রকার পদ্ধতিক্রমে ঈশ্বরের বা মনঃ কল্পিত দেবতা-বিশেষের উপাসনা করে, এবং তদর্থে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। যাহারা ধর্ম-বাজক, তাঁহাদের ক্ষমতার নীচা কি ? অপর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাদের আত্মানুবর্তী । অতএব, 'বিদ্যার সহিত ধর্মের যোগ' থাকিলে, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা যেসকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবস্থারিত হয়, ধর্মপ্রকৃতি দ্বারা সেই সমস্ত প্রতিপালন বিষয়ে অস্তঃকরণ নিয়োজিত হইলে, সংসারের যে কি পর্যন্ত মহল-সম্ভাবনা, তাহা বলা যায় না । যত দিন দুঃখ-নিবারিকা-শুধী-দায়িকা বিদ্যা জ্ঞান-সমাজ উপযুক্ত পর দারণ না করিবে, অর্থাৎ যত দিন তিনি পরাংপর পরবেশের আত্মা সকল বহন করিয়া ধর্মপ্রকৃতি সমুদায়কে সর্বতোভাবে উপদেশ প্রদান না করিবে, তত দিন, মানুষের ভৌতিক, শারীরিক ও মাসনিক

মঙ্গল সাধন বিষয়ে তাঁহার যে অপরিমেয় কৃপা আছে, তাহা সম্যক প্রকাশ পাইবে না। যদি সর্ব-জাতীর ধর্ম-বান্ধকেরা লোকের ধর্মপ্রতি সমুদায়কে পরমেশ্বর-কৃত-প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক • বিদ্যানুশীলন বিষয়ে নিয়োগ করেন, তবে তাঁহারা সংসারের যে কি পর্যন্ত উপকার দর্শে, তাহা বচনাভীত। তাঁহারা যদি এই সমস্ত নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ, তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করাই তাঁহার উপাসনা, এবং তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ সমুদায় যথার্থ ধর্মশাস্ত্র-স্বরূপ বলিয়া উপদেশ দেন, বাহাতে লোকে অত্যা-পূর্বক এই সকল নিয়ম যথাবিধানে শিক্ষা ও অনুসরণে ব্যবহার করে, এবং তাহা না করিলে তাহাদিগকে শাসন করেন, তবে অনতিবিলম্বে লোকের অশেষ প্রকার ভ্রম ও ক্রোধ নিবারিত হইয়া পুণ্য সচ্ছন্দতা হইয়া হয় তাহার সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বর-কৃত নানাপ্রকার নিয়মের উপদেশ দিতে হইলে, তত্त्वবিষয়ক নানাপ্রকার বিজ্ঞা ধর্ম-শাস্ত্র-স্বরূপ শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উপদেশ দেওয়া এই সমুদায় বিদ্যার উদ্দেশ্য। জগদীশ্বর যে সকল নিয়ম সৃষ্টাপন করিয়া শারীরিক আত্ম বিধান করিয়াছেন, তাহারই আত্মপূর্বিক বিবরণ করা শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিজ্ঞার প্রয়োজন। তিনি যে প্রকারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টাশয়ন করিয়াছেন, এবং যে রূপে বহুপ্রকার রক্ত : পিত্তাদি

১৫২ ধর্ম-বিবরণ-বিবরণ-সংজ্ঞার ফল ।

সংযোগ বিরোধ দ্বারা অপেক্ষাবিধ সাংসারিক উপকার, সাধন করা আশাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপদেশ দেওয়া রসায়ন-বিদ্যার উদ্দেশ্য । যে সমুদায় নিয়ম দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্কগুলি পরস্পর বদ্ধ ও অবস্থিত রহিয়াছে; যদ্বারা জল, বায়ু, জ্যোতির গতিবিধি প্রভৃতি সম্পন্ন হইতেছে, এবং যে সমুদায় গতি-বিধায়ক নিয়ম দ্বারা শিলা-কার্য্য সকল সম্পাদিত হইতেছে, তাহারই বিবরণ করা পদার্থ-বিদ্যার প্রয়োজন । নৃপ্রণালী ক্রমে ধাতু, জন্তু ও উদ্ভিজ্জের বিবরণ করা প্রাকৃতিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য । মনোবৃত্তি সমুদায় নিরূপণ, তাহাদের কার্য্যকার্য্য-বিবেচনা, এবং মনের সূক্ষ্মতা-সম্পাদন ও তেজোবর্দ্ধনের নিয়ম নির্দেশ করা মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য । কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল বিবরণ করা ধর্ম-নীতির প্রয়োজন । এই সমুদায় বিদ্যাই বখার্খ ব্রহ্ম-বিদ্যার মূল । ইহার প্রত্যেক বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, যে সমস্ত নিয়ম অবগত হওয়া যায়, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা, নিয়ম-বিচার দ্বারা নিরন্তর অচিন্ত্য অনির্বচনীয় জ্ঞান, শক্তি ও শুভাভিপ্রায় নিরূপণ করণ; এবং এই সমুদায় নিয়ম প্রতিপাদনই আত্মাবিস্তার চিত্ত-শুদ্ধি, জ্ঞানোন্নতি ও স্বর্ঘ্যস্থিতি এবং তাহার অবশ্যতাবী ফল স্বরূপ, সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্যের অস্বীকার্য্য কারণ বলিয়া উপদেশ দেওয়া

ব্রহ্ম-বিদ্যার উদ্দেশ্য। এইরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্ম-বিদ্যা। ইহার তাৎপর্য অবগত হইলে, অন্তান্ত বিদ্যার সৃষ্টিত ইচ্ছাকে পৃথক বিবেচনা করা কোন ক্রমেই সম্ভব হইবে না। অন্তান্ত বিদ্যা যে ধর্ম-শাস্ত্রের এক এক অধ্যায়স্বরূপ, ব্রহ্ম-বিদ্যা তাহার চরম অধ্যায়। এই সকল বিদ্যাই পরমেশ্বর-প্রণীত যথার্থ ধর্ম-শাস্ত্র। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পূর্বক তাহা শিক্ষা করা এবং ধর্মপ্রবৃত্তি নিরোজন পূর্বক তাহাতে প্রজ্ঞা ও ভক্তি প্রকাশ করা উচিত। অতএব শিক্ষা-শুষ্ক ও দীক্ষা-শুষ্ক উভয়েরই তাহা সম্যক রূপে শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

উল্লিখিত বিদ্যা সমুদায় পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপে উপনিষ্ট হইলে, বাস্তাববিধি লোকের তাহাতে প্রজ্ঞা ও তৎপ্রতিপাদিত নিয়ম পরিপালনে যত্ন হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে বর্ণ-বিশেষ ও ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রে ধর্মোপদেশ ও ধর্ম-বিষয়ক ব্যবস্থা দিবার অধিকার আছে; কিন্তু উক্তরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত হইলে, সে রীতি রহিত হইয়া সকল বিদ্যালয়ে সকল পণ্ডিত কর্তৃক ধর্ম-জ্ঞান প্রচারিত হইবে, এবং এক্ষণে তদ্বিষয়ে যে সকল জ্ঞান আছে তাহাও ক্রমশঃ দূরীভূত হইবেক। ধর্মোপদেশক পণ্ডিতেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত যথার্থ নিয়ম অবগত না থাকিতে, তাহাদের উপদেশের সহিত লোকের ব্যবহারের ঐক্য থাকে না। এতদ্ব্যতীত ধর্মোপদেশকেরা এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া -

থাকেন যে, জপ, স্তুতি, ধ্যান, ধারণার তাবৎ পরমায়ু, ক্ষেপণ করিতে পারিলেই মঙ্গল। তাঁহারা এ বিবেচনা করেন না, যে, পরমেশ্বরের জ্ঞানলোচনা ও তাঁহার প্রতি প্রীতি 'প্রকাশ' কবা যেমন আবশ্যিক, তাঁহার নিয়ম পালন করাও 'সেইরূপ' আবশ্যিক। 'লোকে তাঁহাদিগের ঐ উপদেশ সংসার-যাত্রা-নির্জাহের বিরোধী জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা পবিত্র-প্রতিপালন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সামাজিক-কার্য-সাধন ইত্যাদি ব্যাপারেই অধিক কাল ক্ষেপণ করে। বাস্তবিকও, ঐ ধর্মোপদেশ অপেক্ষাও তাহাদের ব্যবহারকে শুদ্ধ-দায়ক বলিতে হয়, কাবণ উল্লিখিত প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিজ্ঞা সকল শিক্ষা করিলে নিশ্চিত প্রীতি হয়, পরমেশ্বর প্রজা-পালনার্থে যে সমুদায় বৈষয়িক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন না করিলে হিন্তব প্রত্যাবাহ আছে। জগদোত্তর আমাদের গুরু ও মৌভাগ্য উদ্দেশ্যে যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন না করিলে তাঁহার প্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হইব। গুরু-মাগীরে নিয়ম ছইতে হয়। ভারতবর্ষীয় ধর্মোপদেশকেরা সংসারে বদ্ধ থাক। পাপের কর্ম এবং সন্ন্যাসাত্মক গ্রহণ করা পরম-পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ উপদেশ আমাদের স্বভাব-বিকল। আমাদের সমুদায় মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যাত্মকের উপযোগী, অতএব, লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

আমাদিগেব মনোবৃত্তি সমুদারেব স্বরূপ ও কার্যাকাৰ্য্য
পর্যালোচনা করিবা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়,
আমরা জনশমাজের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেই
সকল ইহঁচ্ছি, তাহা পবিত্যাগ করা কোন ক্রমেই
কর্তব্য নহে। এ স্থলেও ধর্মোপদেশকদিগের উপদেশ
অপেক্ষাব লোকের ব্যবহার প্রশংসনীয় বলিতে হয়।
অতএব, এক্ষণকার ধর্মোপদেশকদিগেব উপদেশের
সহিত লৌকিক ব্যবহারেব যে এইপ্রকার বিরোধ
আছে তাহা তত্ত্বন করা সর্বোত্তমাবে আবশ্যক। এই
বিষয় বিবোধ লোকের জ্ঞানোন্নতি ও জীবনদ্বির যেমন
প্রতিবন্ধক, এমন আর দ্বিতীয় নাই। পূর্বোক্ত বিজ্ঞা
সমুদায়কে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম-শাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান
করিবা তাহাতে যথোচিত শ্রদ্ধা করা ও লোকদিগকে
তাহা ধর্মোপদেশ-স্বরূপ শিক্ষা দেওয়া এ বিরোধ-
তত্ত্বনেব একমাত্র উপায়। সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিলে
অবশ্যত হওয়া যাব, যে, যে সমুদায় কার্য পরমেশ্বরের
যথার্থ অভিপ্রেত, তাহার অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান, ধর্ম,
সুখ ও সৌভাগ্যেব বৃদ্ধি হয়। অতএব, যখন লোকে
নিশ্চয় জানিতে পারিলে যে, যথার্থ কর্ম-সাধন
সাংসারিক সুখেরই কারণ, কোন ক্রমেই কষ্টেব কারণ
নহে, তখন আপনা ইহঁতেই তাহাদিগের কর্তব্যানুষ্ঠানে
প্রবৃত্তি ও অনুবৃত্তি ইহঁবে। তাহা ইহঁলে ধর্মের সহিত
লৌকিক ব্যবহারেব আর অনৈক্য থাকিবে না। এক্ষণে
এ সকল বিজ্ঞা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় রূপে পরি-

গণিত আছে, কিন্তু ধর্মপ্রস্তুতিরও বিবরণ হওয়া উচিত ।
তাঁহা কেবল শিক্ষণীয় নহে, অঙ্কনীয়ও বটে ।

অতএব, যে সকল প্রচলিত ধর্মের সহিত জগতের
নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐক্য নাই তাঁহা সংশোধন করা কর্তব্য ।
যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম নিঃসংশয়ে নিরূপিত
হইয়াছে, তদ্বিকল্পে যত কখনই যথার্থ মত নহে ।
নিরূপিত নিয়মের সহিত যে ধর্মের বিরোধ দেখা
যায়, তাহাতে অবশ্যই ভ্রম আছে তাহার সন্দেহ
নাই । পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখ-সাধনার্থে তাহার প্রকৃতি
ও বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলা পরস্পর উপযোগিনী করিয়া
দিয়াছেন । বালকদিগকে এই উত্তর, বিষয় এ প্রকারে
শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, তাহারা সেই উপদেশকে
ধর্মোপদেশ জ্ঞান করিয়া একান্ত প্রজ্ঞা পূর্বক তদনুযায়ী
ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকে, এবং আপনাদি শরীর,
মন ও জন-সমাজের ঐক্য-সাধন করিয়া তাহার
অবশ্যজ্ঞাবী পুরস্কার-স্বরূপ সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্য
লাভ করিতে সমর্থ হয় । প্রচলিত-ধর্ম-সমুদায়ের এই-
প্রকার পরিবর্তন না হইলে, ধর্ম দ্বারা সংসারের যত
দূর উপকার হওয়া সম্ভব, তাঁহা কখনই হইবে না ।

মানা-দেশীয় শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি নিবেদন
নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক অংশ মনঃ-
কল্পিত । কিন্তু জগদীশ্বর যে সমুদায় ভৌতিক, শারী-
রিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য
পালন করিতেছেন, তাহা তাঁহার সাক্ষ্যে, আজ্ঞা

অরূপ। তাহা লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ দুঃখ উপস্থিত হয়। যদি পরম্পরা-প্রাপ্ত বৈধাৰ্বেষ ক্রিয়ার উপদেশ দেওয়া ধর্মোপদেশকদিগের কার্য হয়, তবে যে সমুদায় কার্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত বলিয়া নিশ্চয় প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার উপদেশ দেওয়া ধর্মোপদেশের অঙ্গ বলিয়া অবশ্য স্বীকার করা কর্তব্য। দুই এক উদাহরণ দিয়া এ বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর আমাদিগকে যে প্রকার শারীরিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু তদ্বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম নিরূপিত আছে, তাহা প্রতিপালন না করিলে, সে সুখে অধিকার হয় না। সুস্থ-কার পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ, বাস-স্থান শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধবর্জিত হওয়া এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চয় থাকি, প্রত্যহ পরিমিত হিতকারী জব্য ভোজন ও দুই এক ঘণ্টা নিশ্চল বায়ু সেবন করা, সাত আট ঘণ্টা কোন কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ও মন সঞ্চালন করা, নির্দোষ আশ্রয় প্রমোদে কিঞ্চিৎ কাল যাপন করা, অন্তঃকরণে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও হর্ষাবস্থা উন্নয়ন হইতে না দেওয়া, ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সকল প্রতিপালন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যিক। এই সমুদায় পরম-কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালিত না হওয়াতে, কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে ত্বরিত ত্বরিত লোকের উৎকট রোগ ও অকালে

১৫৮ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

প্রাণ-বিরোগ হইতেছে। ঐ রোগাদির কারণ অবধারণ ও নিরাকরণ করা অপেক্ষার বুদ্ধিরূপিত ও ধর্মপ্রবৃত্তির শক্তির কার্য আর কি আছে? ফেহ পীড়িত হইলে, ধর্মোপদেশকেরা যে শাস্তি অন্তর্যামী করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহা “প্রসিদ্ধই আছে। তদ্বারা ক্রিয়াকর্মের উৎপত্তি হয় তাহা এ স্থলে বক্তব্য নহে। কিন্তু যদি রোগ-শাস্তির উপায় উপদেশ করা ধর্মোপদেশকদিগের কর্তব্য কর্ম হয়, তবে বাহ্যতে রোগোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা তাঁহাদের অধিকতর কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত, পরম জ্ঞেয়, আশ্চর্য-বিধায়ক নিয়ম সমুদায় আপনাবা শিক্ষা করিয়া শিষ্য যজ্ঞমান দিগকে উপদেশ দেন, এবং তাহা যত্ন ও জ্ঞান পূর্বক প্রতিপালন করিতে আদেশ করেন, তবে এক্ষণে কুমণ্ডলে বোণের যেরূপ প্রাচুর্য্য আছে, তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে। লোকে অল্পত্র এসকল বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে এ কথা স্বার্থ বটে, কিন্তু তাহা ধর্মোপদেশকদিগের নিকট ধর্মোপদেশ স্বরূপ শিক্ষা করিলে, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমর্থিক যত্ন ও প্রগীঢ় জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা।

তাঁহারা যে সকল শাস্ত্রোক্ত স্বার্থ নীতি উপদেশ করেন লোকে তাহা শুনিয়াও তদনুযায়ী আচরণ করিতে সম্যক্ যত্নবান্ হয় না। কিন্তু যদি তাঁহারা নিশ্চয় জানিতে পারে যে, অমুক কর্ম জগতের

নিয়ম-শৃঙ্খলার বিকল্প, বাহ্য বিবরণের সহিত তাহার ঐক্য নাই; তাহার আবৃত্তান করিলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, তবে তাহা পরিভাগ করিতে অবশ্যই অধিক যত্নবান হইবে। তাহারাই ইন্দ্রিয়-সংযম ও ত্রিপু-দমন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। লোকে এই বচন যাত্রা শুনিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে একান্ত যত্ন করে না। কিন্তু যদি তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া যায় যে অতিভোজনে রোগ জন্মে; অতিশয় স্ত্রী-সহযোগে শরীর ও মন নিস্তব্ধ ও অস্থির হয়, অপরিমিত পরিভ্রমে শরীর অপর্যাপ্ত ও অন্তঃকরণ বিকল হয়, অতিশয় ক্রোধ ও মোহে হতবুদ্ধি, হতমান এবং কখন কখন হত সর্বস্ব হইতে হয়, তবে তাহারা ঐ সকল প্রত্যক্ষলব্ধ প্রতিকূল প্রাপ্তির ভয়ে সাবধান হইতে অধিক যত্ন কর, তাহার সম্ভেদ নাই।

অতএব, ধর্মোপদেশকদিগের পক্ষে প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিজ্ঞা সকল শিক্ষা করা এবং শিক্ষা করিয়া তাহা পিতা যজ্ঞমান প্রভৃতিকে উপদেশ দেওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপে বিজ্ঞার সহিত ধর্মের সংযোগ হইলে মহোপকার সম্ভাবনা।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করা কর্তব্য, এক্ষণে এ দেশে এই সমস্ত পরম প্রার্থনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া দুষ্কট। সংস্কৃত ভাষার পূর্বোক্ত বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক সূত্রশালোসিদ্ধ গ্রন্থ না থাকাতো, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের তাহা বিশিষ্টরূপে শিক্ষা করিবার সুবিধা নাই, এবং-

১৩০ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-সজ্ঞানের কল ।

অত্ৰাপি তাহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত না হওয়াতে এতদ্বেন্দীয় জন-সাধারণেরও তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। সংস্কৃত তিন্ন অজ্ঞাত ভাষায় যাহা কিছু পঠিত হয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদিগের মতানুগত ব্যক্তিরা তাহা কেবল অর্থকরী বিজ্ঞা ও বৈষয়িক জ্ঞান বলিয়া হের জ্ঞান করেন। তাঁহাদের এরূপ বোধ বিদ্যা-প্রচারের এক সামান্য প্রতিবন্ধক নহে। ইহা তাঁহাদের প্রগাঢ় কুসংস্কার ও ধোরতর অনতিজ্ঞতার কার্য। যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে পরাংপর পরমেশ্বরের অপার মহিমা অবগত হওয়া যায়, তাঁহার সাক্ষাৎ শাসন স্বরূপ নৈসর্গিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়, এবং তদনুসারে আপনাদের কর্তব্য-কর্তব্য অবধারণ করা যায়, তাহা যদি অজ্ঞের হের বিদ্যা হয়. তবে আর কোন্ বিদ্যাকে জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিপাদক বলা যাইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সমুদায় বিদ্যা ও সমুদায় জ্ঞানই পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরের কার্য-প্রতিপাদক যে জ্ঞান দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান-পদের বাচ্য নহে। তাহা মনুষ্যের মনঃ-তপ্পিত। “নতুবা ধর্ম, জ্ঞানই হউক, শিল্প-জ্ঞানই হউক, কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানই হউক, গার্হস্থ্যশ্রম ও রাজ্য-কার্য বিষয়ক জ্ঞানই হউক, সমুদায় যথার্থ জ্ঞানই পরমেশ্বর-প্রতিপাদক; কারণ তদ্বারা তাঁহারই স্বরূপ ও তাঁহারই অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। এ দুই তিন্ন আর কোন বিষয় আমাদের

জিজ্ঞাস্ত নহে। ঐ দুই তির্র যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কি হিন্দু, কি মোসলমান, কি বৌদ্ধ যে কোন ধর্মাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করুক, অবশ্যই জ্ঞান্টি-মূলক তাহার সম্বন্ধ নাই। অনাদি পরম্পরা ক্রমে অসত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহা কদাপি সত্য হইতে পারে না। আর ধর্ম কিংবা বিবর ঘটিত কোন বখার্ব তত্ত্ব যে সময়ে নিকপিত হউক না কেন, তাহা পরমেশ্বর-প্রেরিত ও তাঁহারই প্রতিপাদক, তাহার সংশয় নাই। তদনুসারে কার্য করিলে, শুভ তির্র কদাপি অন্তত ঘটনাব সম্ভাবনা নাই। অতএব, জগদীশ্বর যে বিবরে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান ও অবলম্বন কর। আমাদের কার্য। তত্ত্বিহ্ন আব কিছুই আমাদের জিজ্ঞাস্ত নহে—আর কিছুই আমাদের কর্তব্য নহে। শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে, তিনি যে সকল শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাঁ সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিতে হইবে। আর পরিবার ও অন্যান্য লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহাঁ জানিতে হইলে তাঁহারই তদ্বিষয়ক নিয়ম শিক্ষা করিতে হইবে। ক্ষুদ্র বেগে গমনাগমনের উপায় করিতে হইলে, তিনি গতি-বিধান বাস্প উৎপাদন, জ্বালা বাস্পীয় পোত ও বাস্পীয় রথ নির্মাণ ইত্যাদি বিবিধ বিবরে যে, সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে হইবে। আহারার্থে

১৬২ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-সঙ্কলনের ফল ।

শস্যোৎপাদন করিতে হইলে, তিনি ভূমিতে ও শক্তির
বীজে যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন, উভয়ের
পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন এবং
তদ্বিবরে, যে ঋতুর যে প্রকার সাপেক্ষতা রাখিয়াছেন,
তাহা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কৃষি-কার্য সম্পাদন
করিতে হইবে। পরিধের বস্ত্র সূক্ষ্মরূপে রঞ্জিত
করিতে হইলে, বিশ্ব-বিধাতা বর্ণোৎপাদক ত্রব্যে যে
সমুদায় গুণ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহার সহিত
কাপাস ও পশু-দোমের যে প্রকার সম্বন্ধ নিরূপণ
করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশিষ্ট রূপে শিক্ষা করিয়া
তদনুযায়ী কার্য করিতে হইবে। এই সমস্ত নিয়ম
প্রতিপালন না করিলে, মনোভীষ্ট-সাধন-বিষয়ে নিরাশ
হইতে হয়; আর তাহা পালন করিলে অবশ্যই
কৃত-কার্য হওরা যায়, কারণ এ সমুদায় নিয়ম সর্ব-
শক্তিমায় সর্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠাপিত।
অতএব এ সংসারে আমাদের যে কিছু কার্য আছে,
সে সমুদায় সম্পাদনার্থে তাঁহারই অভিপ্রায় শিক্ষা
করা উচিত এবং তৎপ্রতিপাদক ধর্মনীতি, পদার্থ-
বিদ্যা, শারীরবিধান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা তাঁহারই
প্রদত্ত ধর্মশাস্ত্র অরূপ জ্ঞান করিয়া যত্ন ও অজ্ঞা
সহকারে অধ্যয়ন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

এই সকল গুণতর বিদ্যার সহিত তুলনা করিয়া
দেখিলে, একদেবীর হৃদুস্পর্শিতে যে সকল শাস্ত্র অদ্বীত
হইয়া থাকে, তাহা অতি সামান্ত বোধ হয়। একদেবীর

অনেক চতুর্পাঠীতেই বৎকিঞ্চিৎ সাহিত্য, জ্ঞান ও স্মৃতিশাস্ত্র যাত্রা পঠিত হইয়া থাকে। সাহিত্য-পাঠে আমোদ আছে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন যে আনানুর্জন ও ধর্মোন্নতি তাহার কিছুই হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পুনীতি প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ্য জ্ঞান-পথের কণ্টকময়রূপ কতকগুলি প্রকার কাল্পনিক দ্বিধা পরিপূর্ণ, যে তাহা অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কার-বিমোচন না হইয়া বৃত্তন বৃত্তন জমাছুর চিত্ত ক্ষেদ্রে, বন্ধ-মূল হয়। জ্ঞান-শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত উপকারক বটে, . . . তৎপাঠে বুদ্ধির প্রাণব্যয় হয় এবং বিচার-বিষয়ে ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু পদার্থ বিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবিধান, ধর্মনীতি প্রভৃতি যে সকল বিজ্ঞা অধ্যয়ন করিলে, পরাংপর পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান, অচিন্ত্য শক্তি ও অপারি মঙ্গলাভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, এবং তিনি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায় স্বাধীন ও উন্নত হইয়া অস্তিত্বের জ্ঞান জ্যোতিতে প্রকাশিত ও ধর্ম-ত্বরণে বিভূষিত হয়, সেই সমুদায়ই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাহার এক এক বিদ্যা পরমার্থ-বিদ্যার এক এক অধ্যায় স্বরূপ জ্ঞান করা এবং বাহ্যতে ভ্রমণে তৎসমুদায় সুক্কতোভাবে প্রচারিত হয়, তাহার উপায় করা কর্তব্য। এক্ষণে ঐ সকল

১৬৪ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের কল।

বিদ্যা। ইয়ুরোপীয় ভাষা হইতে অনুবাদিত করিয়া এ দেশে প্রচলিত করা আকর্ষক; তাহানু হইলে, আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য ও শ্রদ্ধাভি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বাহারা "বালানা ভাষায় ভবিষ্যক সুপ্রণালী-সিদ্ধ ঐক্য সকল প্রস্তুত করিবেন, তাহারা এ দেশের পরম হিতৈষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

একাদশ অধ্যায় ।



উপসংস্কার ।

পরমেশ্বর যে মনুষ্যকে সুখ-ভোগের অধিকারী করিয়া তত্ত্বপযোগিনী উৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং তদর্থে তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করিয়া সেই সমুদায় প্রতিপালনে সমর্থ করিয়াছেন, ইহা সম্যক রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি যে সকল ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই সমস্ত পরিপালন করা ব্যতিরেকে আমাদের দুঃখ-সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক সুখ রূপ শ্রম্য স্বীপ সমাগমনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহার নিয়ম-পালনই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘনই অধর্ম্ম, অতএব, তাঁহার অতিপ্রায়ভূষারী ব্যবহারই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ। তাঁহার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র ও প্রতিপাল্য, অতএব কোন প্রকার ভিন্নম প্রতিপালনে অবহেলা করা উচিত নহে। ইহারা পরমেশ্বরের জ্ঞান, মনন, ধ্যান, ধারণাদি সাধনে সমুদায় কাল ক্ষেপণের মানসে সংসারাজন্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ঘোরতর ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এ সংসারেবু কর্তা, এবং সংসারের পালনার্থে যে সমস্ত

১৬৬ ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল ।

শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বাহাতে ক্রমে ক্রমে, সংসারের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত অতএব তাঁহার অভিপ্রানুযায়ী কার্য্য করিয়া পৃথিবীর জীৱজন্ত সম্পাদন করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য ।

যদিও বিশ্ব-নিবন্তার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র, কিন্তু তিনি মনুষ্যের পাশ্বে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সকলকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রেষ্ঠ করিয়াছেন, এবং সেই সমুদায়েরই উপরে আমাদের লুপ্ত সম্রোগ অধিক নির্ভর করে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, তেজস্বিনী হইয়া নিরুচ্চ প্রবৃত্তিদিগকে যত আয়ত্ত করিতে থাকিবে সংসারে দুঃখপ্রবাহ ততই মন্দীভূত হইয়া লুপ্ত-প্রবাহ প্রবল হইবে।

বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিরুচ্চ প্রবৃত্তির বিকরণ করা গিয়াছে। বাহারা সে সমস্ত পাঠ করিয়াছেন, এইক্ষণ অবধিই তাঁহাদের সমুদায় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আধার স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা যথার্থ বটে যে এক্ষণে জন্মসমাজে বেরূপ বিকৃত রীতি নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই প্রয়োক্ত যথার্থ তত্ত্বানুগত সমুদায় ব্যবহার সম্পাদন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাতে এরূপ অবধারণ করা কর্তব্য নয়, যে কোন কালেই ভূমণ্ডলের কুপ্রথা সকল রহিত হইয়া বুদ্ধি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবে না।

জ্ঞান প্রচার হইয়া লোকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্যবহারও শুদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

জ্ঞানসমাজস্থ প্রভুত্বশালী লোকদিগের যেপ্রকার স্বভাব থাকে তদনুরূপ রীতি, নীতি, ধর্ম, প্রভৃতি প্রচলিত হয়। যে কালে নরমেধ, সহমরণ ও বলিদান আরম্ভ ও প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে ঐ সমস্ত কুনীতি সংস্থাপকদিগের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি প্রবল ও উপ-চিকীর্ষা-প্রবৃত্তি দুর্বল ছিল তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল জাতি যুদ্ধ-নিরীহাচারে অকাতরে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অথচ লোকের মুখ সচ্ছন্দতা বর্জন্যে অল্প ব্যয় করিতেও কাতর হয়, এবং অর্থোপার্জনে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে, অথচ জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি সাধনার্থে নিতান্ত অনুরাগশূন্য থাকে; তাহাদের জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর ও অর্জুন-স্বাচ্ছন্দ্য রূপে যে উপচিকীর্ষা ও ভ্রাতৃপরতা প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তাহার সন্দেহ নাই। একপ্রকার অনেক-জাতীয় লোকেরই ঐ প্রকার স্বভাব; অতএব তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইবার পূর্বে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যিক। প্রথমে কর্তব্য কর্ত্ত উপদেশ করিয়া বুদ্ধিরূপিত সমুদায়কে পুশিকিত করা, পরে তদ্বিষয়ে ধর্মপ্রবৃত্তি নিরোজ্জন করা, অবশেষে তদনুযায়িনী রীতি নীতি সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

জগদীশ্বর বিশ্ব-পালনার্থে যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম

১৬৮ ধর্ম-বিষয়ক মিশ্রম-লব্ধনের ফল ।

সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা বালকদিগকে সম্যক্রূপে উপদেশ দেওয়া উচিত। ইহাই দোষাকর দেশাচার সমুদায় পরিবর্তন পূর্বক যুক্তিসিদ্ধ বিস্তৃত ব্যবহার সংস্থাপনের প্রধান উপায়। বালকদিগের অন্তঃকরণে এপ্রকার কুসংস্কার জন্মে না, এবং যে সকল কুসংস্কার জন্মে, তাহা এপ্রকার প্রগাঢ় হইয়া উঠে না, যে নিরাকরণ করা অসাধ্য। অতএব, তাহাবা যদি প্রথমাবধি যথোচিত শ্রুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তবে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যে মনুষ্যের পক্ষে অভ্যন্তর উপকারী এবং সেই সকল প্রতিপালন করাই যে যথার্থ ধর্ম ও তরিকহ সমস্ত দেশাচার ও কুলোচার যে মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত ও অশেষপ্রকার অনিষ্ট কারক, ইহা তাহাদের অনাগ্রাসে ছদয়ঙ্গম হইবে, এবং ছদয়ঙ্গম হইলেই একগকার কুপ্রথা সমুদায় উচ্ছেদ করিয়া যুক্তিসিদ্ধ নুনীতি সকল প্রচলিত করিতে যত্ন হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া শ্রুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বত্ন বৃদ্ধি হইবে, ততই সভ্য অরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশের প্রতিবন্ধক সকল খণ্ডিত হইয়া সদাচারসংস্থাপনের সুবিধা হইতে থাকিবে। এই আশ্বেষে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি শুভদায়ক বলিয়া তখন বোধ হইবে, বোধ হইলেই তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেও প্ররুতি হইবে। তদনুযায়ী ব্যবহার দ্বারা বিজ্ঞা, ধর্ম, সুখ ও সম্বন্দতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রধান প্রধান মনোরুতি সকল তেজস্বিনী হইয়া

উত্তরোত্তর জিহ্বাঙ্গি সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা হ্রাস হইতে থাকিবে। অতএব, যে সকল নিয়ম পরজন্ম-ধর্ম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ শুভাদায়ক, তাহা অবশ্যই প্রচলিত হইয়া পরিণামে সত্যেরই জর হইবে। কোন অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, অজ্ঞ লোকে তাহা সহসা অস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু তাহা কালক্রমে বিচক্ষণ লোকদিগের গ্রাহ ও আদরণীয় হইয়া সর্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হয় তাহার সন্দেহ নাই।

বালকদিগকে যেরূপ বিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ অশুভ আভ্যোপাস্ত সমুদায় পাঠ করিলে, তাহা অনাবাসে বোধ হইতে পারে। যখন জগদীশ্বর আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নির্মিত করিয়া দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও এ প্রকার অপরিবর্তনীয় স্বভাব করিয়া রাখিয়াছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার অভ্রা হইতে পারে না, এবং এই উভয়ের পরস্পর এ প্রকার আশ্রয়্য সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, যে তদনুযায়ী ব্যবহার করিলেই সুখোৎপত্তি হয়, তখন এই সমস্ত নিয়ম শিক্ষা করা পরম হিতকারী, অতিশয় আবশ্যক ও নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সমুদায় বিষয়ের যত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, এবং যেরূপ শিক্ষা দ্বারা এই সমস্ত নিয়ম শিক্ষা করা যায়, তাহাই আমাদের জ্ঞান, ধর্ম ও সুখোৎপত্তি বিষয়ে যথার্থ উপকারী। এতদেন্দীয়

লোকের মধ্যে বাঁহাদের বিজ্ঞাত্যাস ওকমহাশয়দিগের পাঠশালার সমাপ্ত হয়, তাঁহারা যাহা কিছু শিক্ষা করেন, তাহা বিজ্ঞা বলিয়া বর্তব্য নহে। বাঁহারা বর্ণ-বিজ্ঞাস ও সামান্ত-প্রকার ভূমিপরিমাণ ও তদ্বিবয়ক কিঞ্চিৎ অল্প শিক্ষা করিয়া আপনাদিগকে বিজ্ঞ ও কৃত-কর্মী জ্ঞান করেন, তাঁহারা, বর্ধাৎ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হস্তান্তর হন। চতুর্থাংশে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, পূর্বে তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। বাঁহারা প্রধান প্রধান ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞাত্যাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ইংরেজি ভাষার সামান্তপ্রকার রচনা করিতে পারিলেই আপনাদিগকে বিশিষ্টরূপ বিজ্ঞাবান্ বোধ করেন। যদিও উপদেশ প্রদান ও অন্তঃস্থ বিষয়ক অভিপ্রায় প্রকাশার্থে রচনা শিক্ষা করা সর্বভোভাবে কর্তব্য, কিন্তু আমাদের জ্ঞান, ধর্ম, মুখ সাধনার্থে যে সকল বিষয় অন্য়াস করা উচিত, তদ্বধ্যে গণিত করা যায় না। বাস্তবিক, রচনা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান-প্রচারের উপায় শিক্ষা মাত্র। ফলতঃ, ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষার্থে যে সকল বিজ্ঞা অন্য়াস করা কর্তব্য, এ দেশের, প্রধান প্রধান বিদ্যালয়েও তাহার অধিকাংশ অধীত হয় না। অপর সাধারণ সকলেরই যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা ভারতবর্ষের কোন স্থানে অস্ত্রাপি আরম্ভ হয় নাই।

পরিশিষ্ট ।



সুরাপান ।

এই প্রস্তাব দ্বিতীয় ভাগের ৪৩ পৃষ্ঠার 'এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, অনেকে সুরা পান করা গর্হিত বলিয়া জীকাম করেন না। অতএব, পরিশিষ্টে এ বিষয়ের বিচার করা যাইবেক। তদনুসারে, এক্ষণে সুরাপানের দোষ-গুণ-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পাঠকবর্গ সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া যথাবিহিত বিবেচনা করিবেন।

প্রথমতঃ-সুরাপান-পরায়ণ হইলে যে, বুদ্ধিবৃত্তি বিকল ও কাম ক্রোধাদি রিপু সকল প্রবল হয়, ইহা অপূর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। যাহারা অহরহঁ যদিরা পান করিয়া মত্ত হয়, তাহারা ক্রমে ক্রমে হৃতজ্ঞান ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যাহাদিগকে অল্প সময়ে শিষ্ট ও শাস্ত দেখা যায়, তাহারাও যদিরা-মত্ত হইলে অত্যন্ত অশ্লীল বচন ব্যবহার করে, এবং পরস্পর বিবাদ ও কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহারা মিথ্যাতাণ্ডে সত্য ভব্য হইবা জনসমাজে শিষ্টাচরণ দ্বারা মথেষ্ট সমাদর লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কত কত ব্যক্তিকে.

রাজিকালে মদ মত্ত হইয়া ক্ষিপ্তবৎ ব্যবহার করিতে দৃষ্টি কৰা যায়। এতদ্বেনীষ কত কত সুশীল শাস্ত্র-অভাব ভ্রমসম্মতান পুরাঙ্গণ বিবদ বিম' পান ঘাঁরা পশুব অভাব প্রাপ্ত হইয়া নিত্যস্ত অব্যবস্থিতি-চিত্ত হইয়াছেন। বাহার। কহেন, মদ্যপান করিলে যেমন নিকৃষ্ট প্রকৃতি উত্তেজিত হয়, সেইরূপ ধর্ম প্রকৃতিও বর্জিত হইয়া থাকে, তাঁহাদেব এ কথা নিত্যন্ত যুক্তি-বিকল্প। যদি মদিরা পান করিলে, ধর্ম প্রকৃতি সকল প্রবল হইত, তাহা হইলে ভূমণ্ডল অত্যঙ্গ কালে অক্লেশে ধর্মরূপ সুধারসে অভিষিক্ত হইতে পারিত। প্রত্যুত, তদ্বারা কাম জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রকৃতি উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীতে পাপ তাপ প্রবল করিতেছে। সুশীল ব্যক্তিরা পুরাপান ঘাঁরা দুঃশীল হইয়া উঠে, ইহা সচরাচর সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কে কোথায় দেখিরাছে, দুঃশীল ব্যক্তিজনা মদ্য পান করিয়া সুশীল হইয়াছে? ইউরোপীয় ইতর লোকেরা যে এতদ্বেনীষ ইতর লোকদিগের অপেক্ষায় দুর্দান্ত ও দুর্কিনীত, প্রতিমাসেই যে ইউরোপ হইতে নরহত্যা প্রভৃতি ওকতর দুর্কর্মের সমাচাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সর্বত্রই যে কামরিপুর আতিশয়া ঘটিত লাম্পটানোষের বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, মদ্যপান ও অস্ত্রাস্ত্র মাদকসেবন তাহার এক প্রধান কারণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

বহুদর্শী বিখ্যাত সেনাপতি ডিউক্ আব্ ওয়েলিংটন্ পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, হুঁচাচার ব্রিটিশ সেনারা যত

ভুক্ত করি, মদমত্ততাই প্রায় সমুদায়ের কারণ * ।
 'সেরিক্ এলিসন্ সাহেব থান্সগো নগরের বিষয়ে এই-
 প্রকার লিখিয়াছেন যে, তথায় প্রতিবৎসর গড়ে
 ২৫০০০ ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া অত্যাচার করিতে কারাকষ
 ও দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে † । ১০ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সেনা-
 পতি গত ২৩ এ কিল্লারিতে সৈন্যদিগের পান দোষ
 • বিষয়ে এক অনুজ্ঞাপত্র প্রচার করিয়া লেখেন, তাহা-
 নের বাবতীর অত্যাচারের ক্রান্তি সেনাপতির কর্ণগোচর
 হয়, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মদমত্ত ব্যক্তিদিগের
 কৃত ‡ । কর্ণেল্ সাইক্স এ বিষয়ের যে অঞ্চলীর
 প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার বারংবার
 দৃষ্টবাদ করিতে হয় । তিনি অপরিমিতপারী, পরিমিত-
 পারী, অমদ্যপারী এই ত্রিবিধ সৈন্যদিগের অত্যাচারের
 বিবরণ সংগ্রহ করিয়া স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন
 যে, তাহার লোকের উপর উপদ্রব ক্রান্তে বিচারালয়ে
 অভিযুক্ত হইয়া বত দণ্ড পায়, তদ্বধ্যে অপরিমিতপারীর
 সর্বাপেক্ষা অধিক, পরিমিতপারীর তাহার তিন
 ভাগের এক ভাগ, অমদ্যপারীর আট ভাগের এক
 ভাগ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে । § ইহা প্রসিদ্ধই আছে,

* The Bombay Temperance Repository, No. 3, p 104

† The Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 71

‡ The Bombay Temperance Repository, No. 3, p 135.

§ The Calcutta Christian Advocate of the 22nd No-
 vember, 1831.

দম্মাগণ যখন কোন গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিতে যায়, তখন আপনাদের কোন কোন নিরুচ্চ প্রকৃতি উত্তেজিত করিয়া ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত মছপান করিয়া থাকে। গণনা দ্বারা অবধাবিত হইয়াছে, যে স্থলে এক জনও অমছপায়ী সৈন্ত শাস্তি পায় না, সে স্থলে গড়ে ২৭ জন মদিরাসক্ত সৈন্ত দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে*। সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষমর কলোৎপত্তি বিষয়ে ইহাব অপেক্ষার অধিক প্রমাণ আব কি হইতে পারে? এই সমস্ত তরঙ্গর ব্যাপার পাঠ করিতে করিতে কাহার না অশ্রুপাত হয়?

অতএব, মদিরা-পানে প্রকৃত থাকিলে যে আনকানেক অনিষ্টকারী নিরুচ্চ প্রকৃতি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধিরক্তি ও ধর্মপ্রকৃতি সমুদায়কে পরাস্তব কবিতে থাকে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুরাপান সংসারবু পাপ-প্রবাহ প্রবল ও দুঃখ-পারাবার স্ফীত কবিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধিরক্তিই সর্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি। তাহার সংসার-মাগরে কর্ণধার অরূপ এবং তাহাদেব অমৃতময় উপদেশ পরাংপর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ। অতএব, যে কর্ম দ্বারা তাহাদিগকে দুর্বল ও নিরুচ্চ প্রকৃতি সমুদায়কে প্রবল করা হয়, তাহা কদাপি ধর্ম-প্রবর্তক ও পাপ-নিবর্তক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহ। অতএব তাহা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে।

* The Bombay Temperance Repository, N0, 3 p.103.

দ্বিতীয়তঃ।—অনেকে কহেন, সুরাপান করিলে শরীর সুস্থ ও সুস্বাস্থ্য থাকে, অতএব তাহা অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের এই অল্পবাক্য অতিপ্রাণ নিতান্ত জ্ঞান্টি-মূলক ও অভাস্ত অজ্ঞের বোধ হইবে । যদিবা পান করিলে তৎক্ষণাৎ বক্ত-প্রবাহ প্রবল হয়, নাড়ী বলবতী হয়, এবং শারীরিক শক্তি সমুদায় উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু ইহা শারীরিক-স্বাস্থ্য-সাধন পক্ষে হিতকারী হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে অভাস্ত অহিতকারী হইয়া উঠে । যদিও কোন কোন প্রকার মদ্য ব্যবহার দ্বারা শরীর ক্ষুদ্র পুষ্ট থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সুরাপান বিষম বিবে জর্জবীভূত হইয়া শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্ষীণ হইয়া পড়ে । এই হেতু, প্রথমে যে পৰিমাণে যদিবা পান করিলে, শরীর সতেজ ও ক্ষুদ্রীভূত বোধ হয়, পরে তদপেক্ষায় অধিক পান না করিলে আর সে রূপ বোধ হয় না । এই রূপে, ক্রমে ক্রমে পৰিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যায়, অবশেষে যদিবার বশীভূত হইয়া নিতান্ত অকর্মণ্য ও নানা বোগে আক্রান্ত হইতে হয় । তখন পরিপাক-শক্তি ও অন্যান্য শারীরিক শক্তি এত ক্ষীণ হয় যে, সুরাপান না করিলে আর ভোজনে কচি হয় না, তৃপ্ত অন্ন জীর্ণ হয় না, এবং অন্যান্য আবশ্যক কর্ম ও আয়োগ প্রযোজ্যাদি কিছুই করা যায় না । যে সমস্ত শারীরিক শক্তি দ্বারা শারীরিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইয়া শরীর সজীব ও সতেজ •

ধাকে, তাহার ভ্রাস হইলে যে নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, ইহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলেও সম্ভব বোধ হয়। ডাক্তার পেরেয়া একজন প্রধান চিকিৎসক ও অতি প্রমাণিক প্রেম্ভুকার। তিনি লিখিয়াছেন, সুরাপান ব্যতিরেকে যে শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকিতে পারে, এবং সচরাচর মজ্জা ব্যবহার করিয়া যে অনেকের অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। উদ্বারা অশ্বরী, পাদশোধ, উদরী, বহুৎ, এবং মস্তিষ্কের ও পাকস্থলীর পীড়া উৎপন্ন ও প্রবল হইয়া থাকে*। শারীরবিধানবিজ্ঞা বিহারদ অতিপ্রধান চিকিৎসক কুই সাহেবও এইরূপ অতিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐবধ অরূপ ভিন্ন অল্প কোন স্থলে সুরাপান করা বিবেচনহে†। আর ডাক্তার কার্পেটর এ বিষয়ে এক অভিন্ন পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রগাঢ় যুক্তি, প্রচুর প্রমাণ ও অপৰ্যাপ্ত উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক সুরাপান রূপ মহাপাতকের প্রতিবেদ পক্ষে যেপ্রকার দীর্ঘাংসা করিয়াছেন, তাহা পাঠকরিয়া দেখিলে, মজ্জাশির মহাশরদিগকে নিকটর হইতে হয় তাহার সম্বন্ধ নাই। তিনি ভূরি ভূরি বিখ্যাত

* Treatise on Food and Diet by Jonathan Pereira.
London, 1843, pp. 425-427.

† Physiology of Digestion by Andrew Combe, 1845,
pp. 142 and 143.

চিকিৎসকের অভিপ্রায় সঙ্কলন পূর্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যদিবাসক্ত হইলে অপম্মার, পক্ষাঘাত, অগ্নিমান্দ্য, বাত, যকৃৎ, মূত্রারগ, চর্ম্মের রোগ, মুখের ত্রণ ও ক্ষত এবং হস্ত পাদাদির কল্প প্রভৃতি অনেক প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়, এবং কারণান্তর দ্বারা উৎপন্নমান অনেকানেক বোগের পূর্ক্কাবস্থায় সুরাপান করিলে, তাহা অবিলম্বে প্রকুপিত হইয়া চিকিৎসিত হইয়া উঠে । *

অনেকে কোন কোন সুরাপায়ীকে সুলকার হইতে দেখিয়া বিবেচনা করেন মদ্য পান দ্বারা বল ও বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কোন কোন মদ্য পান করিলে শরীরে মেদ সঞ্চার হইতে পারে বটে, কিন্তু মেদ বদ্যাপি বলোৎপাদক নহে; প্রত্যুত, সমধিক মেদ সঞ্চার হইলে শরীরের শক্তি ও কার্য্যিত্ব হ্রাস হইয়া নানাপ্রকার রোগের সঞ্চার হইতে থাকে। এ কাবণ, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা সমধিক মেদ সঞ্চারকে এক অন্তত্ব রোগ বলিয়া নির্দেশ করেন। সুরাপায়ীদিগেব শরীর অধিক রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যপ্প কারণই রোগাক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ, আঁহত ও পীড়িত হইলে অমদ্যপায়ী ব্যক্তির যেরূপ আশু প্রতিকার প্রাপ্ত হয়, যদিবাসক্ত ব্যক্তির সেরূপ কখনই

হয় না। তাহাদের রোগ অবিলম্বে কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে।* কলতঃ, যখন উৎকট উৎকট মদিরা পান করাতে কত কত ব্যক্তির জীবিত দেহ কাষ্ঠাদি দ্বাৰা বস্ত্র সংযোগ ব্যতিরেকে আপনা হইতে দগ্ধ হইয়া একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে†, তখন পুরা যে পুরাপাণী ব্যক্তিদিগের শরীরের প্রতি বিষবৎ গুণ প্রকাশ করে, ইহাতে সন্দেহ কি ?

মদ্যপান উদ্ভাদ-রোগের এক প্রধান কারণ। কয়েক বৎসর হইল, ইংলণ্ডে উদ্ভাদ-এন্ত ব্যক্তিদিগের উদ্ভাদ রোগের কারণানুসন্ধান কবণার্থ, কতিপয় আমিন নিযুক্ত হইয়া, ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েলস দেশীয় ৯৮ টা দ্বিগু-নিবাসের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ১২০০৭ জন উদ্ভাদ এন্ত ব্যক্তির বিবরণ প্রকাশ করেন। তাহারা বিবেচনা করিয়া লেখেন, ঐ ১২০০৭ জনের মধ্যে ১৭৯৯ জন পুরাপান করিয়া দ্বিগু হব, অধিকাংশ সকলে ইন্দ্রিয়-দোষ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, পিতা মাতার উদ্ভাদ-রোগ প্রভৃতি অন্যান্য কারণে উদ্বৃত্ত হয়। কিন্তু এই শেবোক্ত কয়েক কারণেও পুরাপানের সাহচর্য্য

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, Chap. I. Sect. III. pp. 74. and 75.

† জুলিয়া ডে কন্টেবেন নামে এক ব্যক্তি এইপ্রকার ১৫টা ভয়ঙ্কর ব্যাপাবের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

ছিল তাহার সম্বন্ধ নাই । প্রাসঙ্গ্যো-নগরস্থ কিন্তু-
নিবাসের সাত বৎসরের বিবরণ পঞ্চাৎ উদ্ধৃত করা
রাইতেছে তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সুপ্রাণান যে
কি নরকনাশের হেতু তাহা অনায়াসেই প্রতীত হইবে ।

খ্রিষ্টাব্দ	কিন্তু লো- কের সংখ্যা	বত লোক শিতা মা- তায় উদ্ধার বোগ প্রাপ্ত হয় ।	বত লো- কেব কিন্তু হইয়া ক- রণ মিল্লি- ত হয় নাই ।	অপরিমিত যদিবা পান কবাত্তে নত লোক কিন্তু হইয়াছিল ।
-------------	--------------------------	---	---	--

১৮৪০	১৪৯	৩	৩৪	২০
১৮৪১	১৫৭	২০	৪৪	৩০
১৮৪২	১২৯	৫৪	২৭	৪৬
১৮৪৩	৩২৭	১১৬	৩৮	৩১
১৮৪৪	৩৯০	৭৭	৪১	৫৩
১৮৪৫	৩৬৪	৪৭	৩৮	৯৭
১৮৪৬	৪১৪	৪৯	৬২	১০৫

স্কটল্যান্ডের অন্তঃপাতী এডিন্‌ব্রো ও ডব্লী এরং, আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডব্লিন্ প্রভৃতি নান্য স্থানের কিণ্ড-নিবাসেরূপে সমস্ত বিবরণ যথো যথো প্রকাশিত হইয়াছে,* তাহাতেও পুরাপান অনেকানেক ব্যক্তির উদ্ভাদ-রোগের কাবণ বলিয়া লিখিত আছে। ডাক্তার ম্যাক্‌নিশ ডব্লিন-নগরস্থ এক চিকিৎসালয়ের বিষয়ে লিখিয়াছেন, এক্ষণে তথায় ২৮৬ জন কিণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, তাহার অর্ধেক লোক যদিরা পান করিয়া কিণ্ড হইয়াছে *।

পুরাপান রূপ মহাপাপের বিষমর ফল কেবল পানকর্তার প্রতিকল প্রাপ্তি দ্বায়ে পর্যাপ্ত হয় না, তদ্বারা তাঁহার সম্ভানদিগেরও অশেষপ্রকার অনিষ্ট ঘটয়া থাকে। পিতা মাতার গুণাগুণ যে সম্ভানে বর্তে তাহা এই প্রাচ্যের প্রথম ভাগে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মদ্যপানীর সম্ভান দিগের মানসিক নোঁকর্ষল্য, বীৰ্য-হানি, পানাসক্তি, উদ্ভাদ-রোগ ও জাজানোন উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রাচীন ও নব্য অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া যদিরাপান নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। মুটুর্কনামক* সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত কহিয়াছেন, “এক মদোন্মত্ত অন্য মদোন্মত্তকে উৎপাদন করে।” এবং ভূবন-বিখ্যাত এরিস্টটল

* Use and Abuse of Alcoholic Liquors, by W B, Carpenter, 1850, pp 30-43.

• লিখিয়াছেন, “সুরাসক্ত স্ত্রীগণ আত্মসম্মান সম্ভান সকল প্রসব করে।” ডাক্তর ব্রৌন্, হবিসন, হোঁ প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা এ বিষয়ের ভূমি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। হোঁ সাহেব লেখেন ৩০০ জড়ের জনকজননীদিগের চরিত্রের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৪৫ অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক প্রসিদ্ধ যদিরাসক্ত ছিল * । এক বার কোন পরিবারে পান্ন-নোব প্রবিক্ত হইলে পুরুষাশ্রমে তাহার প্রতিকূল ভোগ করিতে হয়। ডাক্তর ডকিইন্ কছেন, যে সমস্ত রোগ পান্ন-নোব দ্বাৰা উৎপন্ন হয়, তাহা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে পারে • এবং যদি সুরাপায়ীর পুত্রপৌত্রাদি মস্তপানে বিরক্ত না হয়, তবে যে পর্য্যন্ত তাহার বংশলোপ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত রোগ তাহার পরিবারকে অধিকার করিয়া থাকে † । অতএব, বাহারা স্ত্রীর সম্ভানের গুণাকাকী, যদিরাপানে প্রবৃত্ত হওরা তাঁহাদের পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে।

যখন সুরাপানে আসক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত উৎকট উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়, তখন তদ্বারা আত্মকল্লেরও কুতাবনা। মনুষ্যের পরমাত্মার উপর বিঘ্ন করা বাহাদের ব্যবসার ‡, তাঁহারা অপরিমিত-মদ্যপায়ীদিগের

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, p. 44.

† Saturday Magazine, vol. 2. No. 43.

‡ তাঁহারা বাহাব স্ত্রীদের উপর বিঘ্ন করেন, তাহার নিকট

উপর বিমা করিতে স্বীকার করেন না। যদি কাহারও মরণান্তে জানিতে পারেন, অথুক মৃত্যুপানে অমৃত্যু ছিল, তবে তাঁহার বিমা অগ্রাহ করেন। ইংলণ্ড দেশে ৪০ বৎসরব্যস্ত ১০০০ ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ১৩ জন করিয়া বৎসর বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু তাহাদের উপর পূর্বোক্তপ্রকার বিমা করা হয়, তদ্ব্যতীত সহজে ১১ জন করিয়া প্রতিবর্ষে কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তদ্রূপ টেম্পোরেল প্রোবিডেন্ট ইনিস্টিটিউশন্স নামক সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা পুরাপান একে 'বারেই পরিত্যাগ করে, এই নিমিত্ত দীর্ঘায়ু হয়। ইংলণ্ড-দেশস্থ যে সমস্ত লোকের বয়ঃক্রম ১৪ বর্ষের ন্যূন এবং ৭০ বর্ষের অধিক নহে, তাহাদের মধ্যে বৎসর বৎসর গড়ে সহজে ২০ জন করিয়া মৃত্যু-প্রাণে প্রবেশ করে। কিন্তু পূর্বোক্ত-সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিদ্বিগের মধ্যে বর্ষে বর্ষে সহজে ৬ জন করিয়া মৃত হইয়া থাকে, তাহাদের এরূপ দীর্ঘ-পরমায়ু-প্রাপ্তির অসম্ভব কারণও থাকিতে পারে। কিন্তু মদ্যপান-পরি-ত্যাগ যে এক প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই* ।

যখন সীতল প্রবেশেও মদ্যপান শারীরিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি বিষয়ে অত্যন্ত অধিকারী, তখন মইতে মালে মালে কিছু কিছু মৃত্যু গ্রহণ করিয়া এরূপ অজ্ঞো-কায় করেন, যে তোমার হৃদয়ের পর তোমার উত্তরাধিকারী-দ্বিগকে এক মৃত্যু প্রদান করিব। সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইলে তাহাদের লাভ হয়, মৃত্যুবা ক্ষতি হয়।

*Use and Abuse of Alcoholic Liquors, by W. B. Carpenter 1850 pp, 85-87.

আমাদের দেশের জ্বর উষ্ণ দেশে তদ্বারা অধিক অনি-
কোৎপত্তিরই সম্ভাবনা। ডাক্তর র, জ্যাক্সন্ সাহেব
লিখিয়াছেন উষ্ণ-প্রদেশ-স্থিত যে সমস্ত ব্যক্তি তাদৃশ
যদ্য মাংস ব্যবহার না করিয়া শূক্ৰাদি উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ
করিয়া থাকে, তাহারা ই নুই, বলিষ্ঠ ও পরিভ্রমী * ।
ডাক্তর জ্যাক্সন্ অগ্রণীত উষ্ণপ্রদেশ-বিষয়ক পুস্তকে
লিখিয়াছেন, যদ-যততা রূপ মহাপাপ যেমন সকল
পাপের প্রবর্তক, সেইরূপ, তদ্বারা সকল রোগ প্রবল
ও চুক্তিকিংশ হইয়া উঠে † ।

সুবিখ্যাত সেনাপতি স্য চার্লস মেলিয়র্ সাহেব
কলিকাতা-নগরীতে ১৬ ভেণী-ভুক্ত সৈন্যদিগকে এইরূপ
উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, “ তোমরা যে দেশে
আগমন করিবা, এখানে মদ্যপান করিলে অবিলম্বে
মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। যদি সুরাপান-পরায়ণ না
হইয়া স্থির ভাবে থাক, উত্তম থাকিবে; সুরাপান করি-
লেই মর্মে মর্মে হইবে। হয়, অকর্মণ্য হইয়া থাকিবে, নয়,
কাল-প্রাণস প্রবিক্ট হইবে। আমি এতদেশস্থ দুই দল
ইউরোপীয় সৈন্তের ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়াছি; এক দল
মদ্যপানে প্রবৃত্ত ছিল অত্র দল তাহাতে নিবৃত্ত
ছিল। তদ্বশে যাহারা মদ্যপানে নিবৃত্ত, তাহারা
অত্যন্ত সৈন্ত। তাহারা কোন দেশের কোন সৈন্ত

* Calcutta Review, No XXXI. p. 54.

† The Influence of Tropical climates on European
constitutions, by James Johnson, 1813. p. 450.

অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে। আর যাহারা তাহাতে রত, তাহারা কদ ও তদ-শরীর হইরা নষ্ট প্রায় 'হইয়াছে'।*

কর্ণেল সাইকুস সাহেব ভারতবর্ষে বহু কাল অবস্থিতি পূর্বক অত্র সৈন্যদিগের আহার ব্যৱহারাদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্বক পর্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, অদ্যে অপেক্ষার ভারতবর্ষে যে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অধিক রোগ জন্মে ও আরু হ্রাস হয়, তাহাদের পান-ভোজনাদির দোষই ইহার প্রধান কারণ। তিনি বাঙ্গালা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এই তিন প্রদেশস্থ ভারত-বর্ষীয় ও ইউরোপীয় সৈন্যদিগের ঘেরূপ মৃত্যু-মৃত্যুত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

২০ বৎসরে প্রতিবর্ষে গড়ে প্রতিশতে যত জনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সংগ্রহ।

	বাঙ্গালা	বোম্বাই	মাদ্রাজ
ভারতবর্ষীয় সৈন্য	১ $\frac{৭২}{১০০}$	১ $\frac{২২১}{১০০০}$	২ $\frac{২৫}{১০০০}$
ইউরোপীয় সৈন্য	৭ $\frac{৩৮}{১০০০}$	৫ $\frac{৭৮}{১০০০}$	৩ $\frac{৮৪৬}{১০০০}$

* Bombay Temperance Repository, No. 3, 102.

† $\frac{৭২}{১০০}$ এ অঙ্কের অর্থ ১০০ ভাগের ৭২ ;

$\frac{২২১}{১০০০}$ এ অঙ্কের অর্থ ১০০০ ভাগের ২২১ ভাগ ইত্যাদি।

‡ Calcutta Review, No. XXXI. p. 34.

এই সংগ্রহ দর্শনে প্রতীত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় সৈন্য অপেক্ষায় ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তির মৃত্যু-ঘটনা হইয়া আসিয়াছে। কর্ণেল সাইক্স সাহেব কহেন, ইউরোপীয়দিগের মধ্য মাংস ব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ প্রতীয়মান হইতেছে * ।

পূর্বোক্ত সংগ্রহে দৃষ্ট হইতেছে, অস্ত্রান্ত প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষায় মাদ্রাজ-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক মৃত্যু-ঘটনা হয়, অথচ তত্রস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অস্ত্রান্ত-প্রদেশস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষায় অল্প মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহার কারণ কি ? পূর্বোক্ত সাইক্স সাহেব এ বিষয়ের ঘেরপা স্মরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সকলেই সঙ্গত বোধ করিবেন । তাহার সন্দেহ নাই। বোম্বাই-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের আট ভাগের ছয় ভাগ হিন্দু বিশেষতঃ লম্বুদারের অর্ধেক অপেক্ষাও অধিক লোক হিন্দুস্থানী । ইহারা মস্ত মাংস ব্যবহার করে না, গোধূমাদি শস্ত ভোজন করিয়া থাকে । বাঙ্গালা-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অধিকাংশও বেসুস্বাদু ও আমিষভক্ষণ

* Now, animal food, with the assistance of such an auxiliary (drinking), and combined with mental vacuity, go far to account for the excess of mortality, amongst Europeans.—The Bombay Temperance Repository, No 2, p, 64.

করে না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, এই উভয়-
 প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্তের মধ্যে বৎসর বৎসর অপেক্ষাকৃত
 অল্প ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কিন্তু মাদ্রাজ-
 প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্তের বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত।
 তথাকার অস্বাস্থ্যকর সৈন্তদিগের সাত ভাগের প্রায় ছয়
 ভাগ মোসলমান এবং এক ভাগ মাত্র হিন্দু, আর পদা-
 তিকদিগেরও প্রায় অর্ধেক অথবা ২। ভাগের এক ভাগ
 মোসলমান। বিবেচ্যতঃ, এই সমস্ত হিন্দু সৈন্তের মধ্যেও
 অনেক ইতর লোক আছে, তাহারা উহা লোকদিগের
 জ্ঞান খাড়াখাড়া বিচার না করিয়া মজ্জা মাংস ব্যবহার
 করিয়া থাকে। অতএব, মাদ্রাজ-প্রদেশীয় ভারত-
 বর্ষীয় সৈন্তদিগেব অধিকাংশে ইউরোপীয় সৈন্ত-
 দিগের জ্ঞান মদ্য পান ও আমিস ভক্ষণ করে এবং
 এই নিমিত্তই তাহাদের মধ্যে অধিক মৃত্যু ঘটন
 হইয়া থাকে। আর তদুহ ইউরোপীয় সৈন্তদিগেব
 মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তাহারাও
 এইরূপ হেতু নির্দেশ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা-প্রদে-
 শীয় ইউরোপীয় সৈন্তেরা যে রমনামক মদিরা পান
 করিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত উগ্র ও সমধিক অনিষ্টকারী,
 কিন্তু মাদ্রাজ-প্রদেশীয় ইউরোপীয় সৈন্তেরা পোর্ট ও
 এরাক নামে যে মদ্য ব্যবহার করে, তাহা তদনুরূপ
 অপকারী নহে। এই নিমিত্ত মাদ্রাজ অপেক্ষার বাঙ্গালা-
 প্রদেশস্থ ইউরোপীয় সৈন্তদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তি-
 বৎসর বৎসর কালক্রমে পতিত হয়। আর বোম্বাই-

• প্রদেশীয় ইউরোপীয় সৈন্তেরা যে মদ্য পান করে, তাহা রস অপেক্ষা ভাল, কিন্তু এরাক অপেক্ষায় অনিষ্টকারী, তদনুসারে বোম্বাই প্রদেশে কাজলা অপেক্ষায় অল্প ও মাস্ত্রাজ্জ অপেক্ষায় অধিক সৈন্ত বর্ষে বর্ষে মৃত্যু মুখে প্রবেশ করে। তন্নিমিত্ত, মাস্ত্রাজ্জ-প্রদেশস্থ ৮৪ গ্রেনী-ভুক্ত পদাতিক সৈন্তদল সুরাপান বিষয়ে অস্ত্রান্ত সকল সৈন্ত অপেক্ষায় সাবধান, এ কারণ তৎকালকার অস্ত্রান্ত সৈন্তদিগের অপেক্ষায় নৃহৎ, দীর্ঘ-জীবী ও শান্ত-স্বভাব। এই সুরাপান বিষয় কাছার না মনোমত হইবে এবং কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিয়া লইবেন *?

সীত প্রধান জর্জনি দেশের সৈন্তদিগের বিষয়েও এইপ্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুরাপান পারীক্ষিক-স্বাস্থ্য-সাধন-পক্ষে হিতকারী কি অহিতকারী ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, তৎকালকার রাজ-পুত্রেরা কর্তৃপক্ষ সৈন্তদলকে সুরাপান করিতে নিষেধ করিয়া কতক দিন পরে দেখিলেন, অস্ত্রান্ত সৈন্তদিগের অপেক্ষায় তাহাদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর বিস্তার হ্রাস হইয়াছে। সুরোত্তরাঙ্গীদিগের মধ্যে গড়ে মৃত ব্যক্তির প্রাণ-ত্যাগ হয়, সুরা-পানীদিগের মধ্যে তাহার দ্বিগুণ লোক কাল আসে প্রবেশ করিতে লাগিল।

* Calcutta Review, No. XXXI. pp. 48-53.

† The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 135.

তৃতীযতঃ। কেহ কেহ কহেন, অপরিমিত মদিরা পান শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অল্প পরিমাণে পান করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। কিন্তু তাঁহাদের এ অভিপ্রায়ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, বিধি পান করিলে তাহার ফল অবশ্যই ফলে, তবে ক্ষীত্র আর বিলম্বে এই মাত্র বিশেষ। মদ্যপান আরম্ভ করিলে যে শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া মদিরার বশীভূত হইতে হয় পূর্বে ইহা লিখিত হইয়াছে, এবং পরিমিত-মদ্যপানীরাও যে অপেক্ষাকৃত দুর্বৃত্ত ও পাণাসক্ত হয়, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনধিক মদ্যপান করিলেও পাকস্থলী, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হয়। কিন্তু যে সকল শারীরিক শক্তি অহরহ সমধিক উত্তেজিত হইতে থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও রোগ-প্রসূত হইয়া আইসে। তখন পাকস্থলী সুরাতিবিক্ত না হইলে আর অন্ন পরিপাক করিতে পারে না, এবং যকৃৎ, মূত্রাশয় ও অন্যান্য অঙ্গ আবশ্যক মত স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপে, তৎসমুদায় ক্রমে ক্রমে বিশৃঙ্খল ও সর্ব শরীর কম হইয়া পরমাত্র হ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব, অনধিক মদিরাপান অভ্যাস করিলে যদিও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকূল উপস্থিত না হয়, কিন্তু কাল বিলম্বে একেবারে সমুদায় শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়। যৌবন-

ক্লাসের পাণের ফল স্বত্বেকালে ভোগ করিতে হয় ।
 কর্ণেল মার্কেস সাহেব পরিমিত সুরাপানেরও প্রতি-
 পক্ষে যেপ্রকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা
 সম্যক্ আদরণীয় । তিনি অপরিমিতপায়ী, অল্পপরিমিত-
 পায়ী, অমদ্যপায়ী এই ত্রিবিধ সৈন্তের মৃত্যু-রহস্য
 সংগ্রহ করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে তাহাদের
 মাধ্য প্রতিবৎসর গড়ে হত অমদ্যপায়ী ব্যক্তির মৃত্যু-
 ঘটনা হয়, তাহার আর দ্বিগুণ পরিমিতপায়ী ও চতুর্গুণ
 অপরিমিতপায়ী ব্যক্তি বৎসর বৎসর কাল-প্রাণে পতিত
 হইয়া থাকে । আর চিকিৎসাকরা বিবেচনা করিয়া
 দেখিয়াছেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি সুরাপানে বিরত
 তাহার আহত ও পীড়িত হইলে যেমন নীচ আরোগ্য
 লাভ করিতে পারে, মদ্যপায়ী ব্যক্তির সে রূপ কখনই
 পুরে না । ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণকারী কুক সাহেব এবং
 তাহার সমভিব্যাহারিগণ কংকাল নব-জীলও ধীপে
 উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তরঙ্গ দোকেরা অত্যন্ত
 সূক্ষ ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল । তাহাদের কোন অঙ্গ নৈবাৎ
 আহত হইলে, বিনা ঔষধ-প্রয়োগেই তাহার প্রতীকার
 হইত । “তৎকাল পর্য্যন্ত সুরাপান বিষম বিষ পানে,
 তাহাদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই ।” কলতঃ এ
 বিষয়ের দুই এক প্রমাণ কি, সহস্র সহস্র ইউরোপীয়

চিকিৎসক পুরাপানের প্রতিবেদনকে যে পত্রম আছেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই প্রস্তাবের শেষ ভাগে অন্তর্ভুক্ত প্রকাশ করা যাইবে ।

চতুর্থতঃ । কেহ কেহ কছেন, 'পুরাপান করিলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি' বৃদ্ধি হইয়া অধিক পারিশ্রম্য করিতে সমর্থ হওয়া যায় ; অতএব, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুরাপান কর্তব্য । শারীরবিদ্যামবেত্তা ও রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে পদার্থ দ্বারা শরীরে বলাধান হয়, পুরার সার * ভাগে তাহার কিছুই নাই । তবে কোন কোন পুরার সহিত অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু তাহা পুরারপ সাংঘাতিক গরমের সহিত তুলন করিবার প্রয়োজন কি ? মোহন মসুরিকাদি এমিষ্ট পুষ্তিকর দ্রব্যে তাহা যথেষ্ট আছে, উৎসমুদার ভোজন করিলেই, বলিষ্ঠ ও বর্ধিত হওয়া যায় । যদিও অল্প পরিমাণে যদিও পান করিলে শরীরস্থ রক্ত-প্রবাহ প্রবল হইয়া, বল-সাধ্য কার্য করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু রক্তে সে তেজ অবিলম্বে হ্রাস হইয়া পূর্বাপেক্ষা

* সকলপ্রকার পুষ্টিতে পুরার নামে এক সামগ্রী আছে তাহাতেই পুষ্টিশারীরিককে যত করে । রস, ত্রাণ্ডি জিন প্রভৃতি যে সকল বস্তু তাহা অধিক আছে, তাহাই অধিক অমষ্টকালী, আর সেরি, বিয়র প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু তাহা অল্প আছে, তাহা তত অমষ্টকালী নহে কিন্তু সকলপ্রকার দ্রব্যই অমষ্টকালী তাহার সন্দেহ নাই ।

দুর্ভিক্ষ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয় । একারণ, মদ্য-পানীরা, অমৃতপানীদিগের দ্বারা ক্রমাগত অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিভ্রম করিতে সমর্থ নহে ! তাহারা মদ্যপানে নিহত, তাহারা গড়ে যত পরিভ্রম করিতে পারে, সুরাপানীরা তত কখনই পারে না । ডাক্তার কার্পেণ্টার, ভুবন-বিখ্যাত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও ডাক্তার কার্বেস প্রভৃতি কতিপয় সম্বিভাশালী বহু-পরিভ্রমী ব্যক্তির প্রসন্ন উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, তাহারা মদ্যপান করিতেন না, অথচ আপনাদের সুরাপানী সহযোগীদিগের অপেক্ষা অধিক পরিভ্রম করিতে পারিতেন । কান্টাটিনোপল-নামক প্রসিদ্ধ নগরের অধোপজীবী লোকেরা সুরাপান করে না, অথচ তাহাদের বল ও পরিভ্রম দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হয় । তথাকার ডারবাহকেরা ইংলণ্ডদেশীয় মদ্যপানী ডারবাহকদিগের অপেক্ষার গুণতর ডার বহন করিতে পারে । এক্ষণে আমেরিকা-প্রদেশীয় অনেকানেক বহুকুশোভের অধ্যক্ষেরা মাদ্যাদিগের বদ্বিরাপান নিবারণ করিতে, তাহারা ইংলণ্ডীয় বদ্বিরাপান মাদ্যাদিগের অপেক্ষায় উত্তম রূপে আপন আপন কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে । লীডস-নামক স্থানের ২৪ জন বহু-পরিভ্রমী অধোপজীবী লোক একত্র হইয়া ডাক্তার কার্পেণ্টারকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিল যে “আমরা পূর্বে পরিমিত রূপে বদ্বিরা পান করিতাম, পরে তাহা হইতে একেবারে নিহত হইয়াছি ।” ইহাতে, আমরা পূর্বাপেক্ষা সম্বন্ধে

ও প্রসন্ন মনে আপন আপন কর্তব্য করিতে পারি, এবং বোধ করি, আমাদের প্রভুরাও আমাদের কর্তব্য দেখিয়া পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিভোষ প্রাপ্ত হইন। আর আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে।” কার্পেন্টার সাহেব জম-সামর্থ্য-বিষয়ে সুরাপানের কলাকল বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে যে স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে অমদ্যপারী ব্যক্তিরা যে মদ্যপারীদিগের অপেক্ষায় অধিক কাল ব্যাপিয়া অধিক পরিজম করিতে পারে ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব, সুরাপান, জম-সামর্থ্য ও বলোৎপত্তির প্রতিকূল বিনা কদাপি অনুকূল নহে। পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যে বল উৎপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ বল, তাহাই স্থায়ী, তাহারাই ক্রমাগত অধিক ক্ষণ ব্যাপিয়া পরিজম করিতে সমর্থ হওয়া বার * ।

পরীরের সহিত মনোরুপে যেমন অতি নৈকট্য সম্বন্ধ, তাহাতে যে বিষয় শারীরিক পরিজমের পক্ষে অপকারী, তাহা মানসিক পরিজমের পক্ষেও অপকারী হইবে সন্দেহ কি ? যদিও ব্যবহার করিবার কিছু কাল পরেই যে অত্যন্ত অবসাদ উপস্থিত হয়, ইহা অনেকেরই বিদিত আছে। যদিও পান করিবারাত্র কোন কোন মনোহুতি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া কবিদিগের রসনা হইতে দুই

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 103-124.

‘এক অভ্যাসময় রস-গীর্ভ সুরমুর কবিতা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু, অতীত যন্ত্র ব্যবহার করিলে মনের ভেজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। বিশেষতঃ, মানবজাতির প্রধান গুণ যে বিচারশক্তি, যন্ত্র পানদ্বারা তাহার হ্রাস ব্যতিরেকে কখনই হ্রাস হয় না।’ আর সুরাপান না করিয়া যে প্রগাঢ়রূপ মানসিক পরিভ্রম করা যায়, বিজ্ঞা-বিষয়ে বিখ্যাত প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্ত-হীন। অসামান্য-দীপ্তি সম্পন্ন জুবন-বিখ্যাত নিউটন সাহেব ডাক্তার ডিগ্‌লি অল্প কয়েক মাসক জ্বর ব্যবহার করিতেন না। বিজ্ঞা-বিষয়ে বিপুল-বলবী বর্টেসক, কটেসেনস, ডিম্বিনিস, হেলর ও হব্‌স নামক পণ্ডিতেরা যন্ত্রপানে বত ছিলেন না। বিবিধ-বিজ্ঞা-বিশারদ ডাক্তর জ্যান্সন জীবনের শেষ ভাগে চা অপেক্ষার উত্তর কোন বস্তু ডাক্তার করিতেন না। মনোবিজ্ঞান-বিশারদ লাক সাহেব যে প্রকার প্রগাঢ় মানসিক পরিভ্রমে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি সচরাচর বারি ব্যতিরেকে অল্প কয়েক পের জ্বর পান করিতেন না, এবং অল্প এইরূপ বিবেচনা করিতেন, আমি যদি পানে বিবর্ত থাকাতাই দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইরাছি। ডাক্তর কার্পেন্টর স্বপ্রণীত সুরাপান-বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “পূর্বে আমি মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে যন্ত্রপান করিতাম, পরে ইহা অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। উদযম আমি যত মানসিক পরিভ্রম করিয়া আসিতেছি, জন্মাবধি এত

আর কখনই পারি নাই। বিশেষতঃ এখন পবিত্রম করিতে পূর্বের মত ক্রেশ বোধ হয় না, এবং পূর্বের মধ্যে মধ্যে যে প্রকার অবসাদ উপস্থিত হইত তাহারও বিস্তর লীঘব হইরাছে *।”

অতএব সুরাপান শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের অনুকূল হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

পঞ্চমতঃ। কেহ কেহ কহিবা থাকেন, সুরাপান দ্বারা শরীরের শীত নিবারণ ও উষ্ণতা সাধন হয়, অতএব শীতকালে ও শীতল দেশে সুরাপান করা কর্তব্য। কিন্তু রসায়ন ও শারীরবিদ্যান বিদ্যা বিশাবদ পাণ্ডিত্যেরা নিষপণ করিয়াছেন, স্বতঃ, ‘তৈলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন্ ও হায়ড্রজন্ নামক পদার্থ আছে, তৎসমুদায় দ্বারা শরীরের উষ্ণতা-সাধন হইরা থাকে। যদিরাতেও তাহা যথেষ্ট আছে, সুতরাং তদ্বাৎ দেখেব উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে তাহার সম্ভেহ নাই। কিন্তু যখন অত্যন্ত ত্রব্য আহাৰ করিলে সেই কার্য সিদ্ধ হয়, তখন সুরাপান করিয়া আত্মক্ষয় এবং জ্ঞান ও ধর্ম নাশ করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ রসায়নবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন-কেশরী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রোফিঃ ও বীরোর্ট সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যতক্ষণ শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের সহিত যদিরা মিশ্রিত

*Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W^o B. Carpenter, 1850, pp 124-132

থাকে, ততক্ষণ শরীরস্থ অস্ত্রান্ত দাহ পদার্থ রীতিমত দহ হব না, এবং বস্তুও পরিষ্কৃত হব না। অতএব, যৎকালে অস্ত্রান্ত দাহ পদার্থ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, তখন সুরাপান উত্তম-সাধন-বিষয়ে কোন ক্রমেই উপকারী নহে, প্রত্যুত সৰ্ব্বতোভাবেই অপকারী * ।

শীতকালে হিমুহানে এতদেণ অপেক্ষায় অধিক শীত হইয়া থাকে, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত-নিবারণার্থ সুরাপান করিতে হব না। শীত-প্রধান ইংলণ্ড দেশস্থ থাইবেল খ্রিষ্টান নামক খ্রিষ্টান-সম্প্রদায়ী লোকেরা সুরাপান না করিয়া সূক্ষ্ম শরীরে কাল যাপন করিতেছে। ভূমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত হিমায়িত জনপদ সৰ্ব্বাপেক্ষা শীতল, তথাকার লোকে মদ্য পান না করিয়া অক্লেশে শীত নিবারণ করে। কেনেডা ও গ্রীনলণ্ড অত্যন্ত শীত প্রাধান্য দেশ, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত * নিবারণার্থ সুরাপান অবলম্বন করিতে হব না, অথচ তাহাদের শীত-সহিষ্ণুতা শক্তি অবন কবিলে বিন্যযাপন হইতে হয়। কাণ্টেন পেরি তৎপ্রদেশে গিয়া দেখিয়াছিলেন, যত শীত হইলে জল জমিতে আরম্ভ হইব, তদপেক্ষায় ৭২ তাপাংশ সূচন প্রমাণ শীতের সময়ে এক ইমাক্স জাতীয় এক

* U^o and Abuse of Alcoholic liquors by W. B. Carpenter, 1850, p. 142.

* † তেজ দ্বারা বস্তুর বিস্তার বৃদ্ধি হব ইহা জ্ঞাত হইয়া শক্তির বায়ু ও আব জাব পদার্থের উত্তম সাধনার্থে

শ্রী বক্ষঃস্থলের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া স্বীয় শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিল। ডাক্তার কিঙ্গ ও সর্, জ, রিচার্ডসন্ সাহেব স্মমেক প্রদেশে, 'এবং ডাক্তর হুবর সাহেব, সূর, জ, রন্ সাহেবের সমস্তিবা্যাহারে কুমেক প্রদেশে গমন পূর্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ সকল শীত-প্রধান জনপদে সুরাপান করিলে, শীত-সহিষ্ণুতা-শক্তির হ্রাস ব্যতিরেকে কদাপি বৃদ্ধি হয় না। ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ জন লোক এক শান ডেনিশ্ জাহাজ আরোহণ করিয়া হুড্‌সন্ বে নামক প্রসিদ্ধ শীত-প্রধান

ভাগ্যমান নামে এক বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। নানা দেশে নানাপ্রকার ভাগ্যমান প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ড দেশে যে প্রকার ভাগ্যমান সচরাচর চলিত, তাহাও আকৃতি এইরূপ। এই ভাগ্যমান কেবল একটি কাচের মল মাত্র। তাহার অধোভাগ কুণ্ডাকৃতি; সেই কুণ্ডে পাঁচা থাকে। যখন বত প্রৌঢ় হয়, তখন ঐ পাঁচা বিস্তৃত হয়; তত উঠে উঠে কখন কত দূর উৰিত হয় তাহা নিশ্চিত জাদিবার নিমিত্ত নলেব পার্শ্বে একাবরি ২১২ পর্যন্ত অঙ্ক সমুদায় বখাক্রমে অঙ্কিত থাকে। জল বত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া উঠে, তত উত্তপ্ত হইলে ঐ নলের পাঁচা ২১২ অঙ্ক পর্যন্ত উখিত হয়, এবং 'বত শীতল হইলে কমিতে আরম্ভ হয়, তত শীতে ঐ পাঁচা ৩২ অঙ্ক পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। জীবিতবান্ মহুষ্যের বক্ত বত উঠে, তত উঠে হইলে ঐ পাঁচা ৯৮ পর্যন্ত উখিত হয়। এই সকল বিষয় সীতিমত বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, যে জীবিত মহুষ্যের বক্তের ভাগ্যমান '৯৮ ইত্যাদি।



স্থানে শীত ঋতু ক্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । তাহার সকলেই উৎকট উৎকট মদ্য ব্যবহার করিত, ইহাতে, বসন্ত ঋতু আগমন না হইতে হইতেই ৫৮ জন ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল । সেই স্থানে ২২ জন মাদা আর এক খান জাহাজ আরোহণ করিয়াছিল, তাহার সেরূপ সুরাপান করিত না, এ কারণ তাহাদের মধ্যে কেবল দুই জন মাত্রের প্রাণ-নাশ হয় * । অতএব, শীতল প্রদেশে শীত-নিবারণার্থে সুরাপান করা কর্তব্য এই অশ্রদ্ধেয় অতিপ্রায় কোন মতেই প্রামাণিক নয় । কি শীত কি উষ্ণ কোন দেশের কোন লোকের মস্তপান অভ্যাস করা বিধেয় নহে ।

বর্ত্তমঃ । মদিসুরাপান মনুষ্যের অর্থনাশ ও দারিদ্র্য-দশা-প্রাপ্তির এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে । মস্ত-পারীদিগের মধ্যে ধনশালী ব্যক্তিরা উত্তমোত্তম বহু-মূল্য মদিরা ক্রয় করিয়া দিন দিই নির্বাসন হইতে থাকেন, এবং অপবাপর লোকে সুরা রূপ প্রথর বিষ ক্রমার্থে উপার্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া আপনার ও আপনার পরিবারের অত্যন্ত ধন-কর্ত্ত ও দাক্ষ্য হ্রাসনা উপাসম করে । এক জন প্রমুখতা গণনা করিয়া লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ড নিবাসীদিগের মদিরা ক্রমার্থে বর্ষে বর্ষে ৬৫০০০০০০০ পঁয়ষাট্টি কোটিটাকা ব্যয় হইয়া থাকে ।

*Use and Abuse of Alcoholic Liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 147-150.

উৎসাহের সমুদায় রাজস্ব অপেক্ষায়, অর্থাৎ সৈন্ত, রণ-
তরী, শাস্তিবিধা, বিচার-সাধন, রাজকীয় কার্যের সুস্থি-
প্রদান, প্রজাদিগের বিজ্ঞা-শিক্ষা প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপার
সম্পাদনার্থে যত ধন ব্যয় হয় তদপেক্ষায় অধিক অর্থ
সঞ্চিরা রূপে প্রথমে গরম গ্রীষ্মকরণ করণার্থ নষ্ট হইয়া
থাকে * । ভারতবর্ষেও মস্তাদি দানব জন্ম আহরণার্থে
যে বিপুল অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কাহার অবিস্মিত
আছে ? এতদেশীয় লোকেরা সহজেই নির্ধন, তাহাতে
জাহার নানাপ্রকার অনর্থক বিবরে 'অর্থ' ব্যয় করিয়া
নিম্ন দিন আপনাদের সৈন্ত-দশা হ্রাস করিতেছেন ।
সেই প্রভূত ধন-রাশি লোকের মুখ সন্দেহতা হ্রাস, জ্ঞান
ও ধর্ম প্রচার, এবং অদেশের শুভোন্নতি সম্পাদনার্থে
ব্যয় হইলে, পৃথিবীর কতই জিহাদি হয় ? প্রত্যুত, যে
অশেষ-অনিষ্টকর বিধবে তাহা নষ্ট হইয়া থাকে,
মীরোষ শরীরে রোগাধর, সধবা স্ত্রীর বৈধব্য দশা,
কলোয় ও বালকের পিতৃ-মাতৃ-বিরোধ, শূলীল কষ্টিকর
দুঃখীলতা-প্রাপ্তি, অর্থনাশ ও মনস্তাপ এই সমুদায়
চাক্ষুরে অত্যন্ত প্রতিকল ।

সপ্তমতঃ । জল, দুগ্ধ প্রভৃতি পানীয় বস্তুর ভার
স্বরাপান অভ্যাস করা যে কোন রূপেই শ্রেয়শ্রম মতে,
তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল । তবে যেমন অস্বাস্থ্য
বিষ কখন কখন ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,

* Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 84.

সেইরূপ স্থল-বিশেষে ও রোগ-বিশেষে সুবা গুণ মহা-
বিষও ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু কোন বিচক্ষণ
চিকিৎসকের ব্যক্তি ব্যতিরেকে তাহা ব্যবহার করা
কোন মতেই উচিত নহে।

অতএব, সুপ্রাপান অশেষ দোষাকর বিষয় বিগর্হিত
কৰ্ম *। পাপ, তাপ, রোগ, দারিদ্র্য ও অকাল-মৃত্যু
ইহার প্রত্যেক প্রতিফল। এই মহাপাপের অনুষ্ঠান
করা পাপ, তৎসংক্রান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করা পাপ,
ও তাহাতে উৎসাহ দেওয়াও পাপ। এই এবল পাপ
এতদেশে প্রবেশ পূর্বক অহরহ অশেষ অমিষ্টের উৎ-
পত্তি করিতেছে। একগণে বেসকল কারণে এ দেশের
ভরতর দুঃখ প্রবাহ ক্রমাগত বসবৎ রহিয়াছে, দারিদ্র্য-
সেবন তাহার এক প্রধান কারণ। একদেশস্থ পূর্বতন
ব্যক্তি সকল মানক ব্যবহায়ে বিরত থাকিয়ানুষ্ঠ শরীরে
দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতেন, কিন্তু অত্রত্য অনুমান
মদ্যব্যৱস্থা চরস, গাঁড়া, মস্ত, অহিকেন প্রভৃতি বহু-
প্রকার মানক ব্যবহার করত শরীর ও মনোহ্রতি সমস্ত
নিশ্লেষ করিয়া কষ্ট ও অকৰ্মণ্য হইয়া দিগ দিগ অদেশে
দারিদ্র্য দুঃখস্থা উৎপাদন করিতেছেন। মহিমার্বন
রাজপুত্রেরা, এই দুর্নীতি দমন করা দূরে থাকুক, অর্ধ-

* এ প্রস্তাবে কেবল সুপ্রাপানের বিষয় লিখিত হইল
কিন্তু পাঠকবর্গ জানিবেন, চরস, গাঁড়া, অহিকেন প্রভৃতি
মদ্যদার দারিদ্র্য জন্মাই অমিষ্টকারী।

লোভের বশীভূত হইয়া তদ্বিবরে অবিরত উৎসাহই
 প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদিগের গরলময় আবগারি-
 ত্ত্ব আবাদিগের সর্বনাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে।
 নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে মদিরালয়ের সংখ্যা ক্রমা-
 গত বৃদ্ধি হইয়া তদীয় কর সংগ্রহ দ্বারা রাজকোষ পরি-
 পূরিত হইতে থাকে, ইহাই তাঁহাদের মনোগত অভি-
 প্রায়। এ নিমিত্ত তৎসংক্রান্ত কর্মচারীরা তাঁহাদিগের
 প্রেরণায় হইবার অভিলাষে অ অ অধিকারের মধ্যে
 মদিরাপানে প্রকৃতি ও মদিরালয় সংস্থাপনে উৎসাহ
 প্রদান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ পাপানলে দগ্ধ হউক,
 দারিত্র্য রূপ দাকণ রোগে আক্রান্ত হইয়া উন্মির
 বাউক, অকর্ষণ্য ও বিচলিত চিত্ত হইয়া প্রজা-কুল
 নির্মূল হউক, কিছুতেই তাঁহারা কতি বৃদ্ধি বোধ করেন
 না। প্রজাবর্গের মুখ, সোঁতাগো, জলাঞ্জলি দিয়াও
 কিছু 'অর্থ সংগ্রহ' করিতে পারিলেই আপনাদিগকে
 চরিতার্থ জ্ঞান করেন। এ বিবরে আমেরিকাখণ্ডের
 সাধারণ-তত্ত্ব-নিবাসী মহাশয় ব্যক্তিদিগের বারংবার
 সাধুবার করা কীৰ্ত্তব্য। তত্ত্ব বিজ্ঞা-ব্যবসায়ী, ধর্ম-
 ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ও অন্যান্য অদুশ্চরিত্র
 মহাশয়রা এই সর্বপাপ-প্রবর্তক সর্ব-মুখ-সংহারক
 মহাপাপকে বিষয় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া-
 ছেন, এবং রাজ্য হইতে হরীভূত করিবার নিমিত্ত
 প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কৃত-কার্য হইরাছেন। তথাকার
 ছুরি ছুরি ব্যক্তি স্বরাপীকে অতি নিমিত্ত সুকৃতিবিশেষ

কর্ম জানিয়া তাহাতে নিরত হইয়াছেন, সহস্র সহস্র সূরাব্যবসায়ী বণিক্ স্বীয় ব্যবসায় জনসমাজের অধর্ম-প্রবোজক ও দুঃখ-প্রবর্তক বুঝিয়া স্বকীয় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অক্ষুণ্ণ ও অশঙ্কচিত, চিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যাহারা স্বেচ্ছা পূর্বক পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হই নাই, ধর্ম-পরায়ণ রাজপুরুষেরা প্রবল রাজশাসন দ্বারা তাহাদিগকে নিরত করিয়াছেন* । পূর্বে তথায় যে সমস্ত মহোৎসব উপলক্ষে যণ পরিমাণে মদিরা-ব্যয় হইত, এক্ষণে বিন্দুমাত্র মত্ত-ব্যয় না হইয়া তাহা 'মচাকরণে' ও বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে । কি শুভ দৃষ্টান্ত ! কেমন মহৎ কর্ম । তপাকার প্রধান প্রধান নগরের, শত শত প্রদেশের ও সহস্র সহস্র গ্রামের এক ব্যক্তিও যে মদিরার ব্যবসায়ে অধিকারী নহে ইহা অপেক্ষায় পৃথিবীর বিবয় আব কি আছে † ।

ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের অনেকানেক নিরুদ্ধ প্রকৃতি অত্যন্ত 'প্রবল, এ নিমিত্ত তাঁহাদের এরূপ শুভানুষ্ঠানে অসুরাগ জন্মে নাই । তাঁহারা অর্ধকেই

* যেইনু-নামক রাজ্যধাতু এইরূপ রাজনিষয় প্রচলিত হইলে পর, তথা ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন । আব বাঁবা অবিলম্বে তাহাতে নিরত না হইল, শান্তিবন্ধক এবং তাহাদিগের মদিরা সমুদার গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, কতক বা লাগব সলিলে বিলজ্জন দিলেন ।

† Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 77.

সর্ব-সেবনীর পরম-পূজনীয় পদার্থ জ্ঞান করিবাছেন।
কিন্তু যখন আমেরিকা-খণ্ডের অন্তঃপাতী সাধারণ-
ভক্তের রাজপুরুষেরা এ প্রকার পরম-কল্যাণকর ধর্ম-পথ
প্রদর্শন করিবাছেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুবর্তী
হইয়া সে পথ অবলম্বন না করিলে, অতি অধমের মধ্য
গণ্য হইতে হয়।

রাজপুরুষেরা আনগারি-সংক্রান্ত পাপ-পথ পরিহৃত
করিয়া দিরাছেন এবং আমরাও তাহা অবলম্বন করিয়া
আপনাদের উদ্দেশ-দশা সাধন করিতেছি। বিশেষতঃ
এ বিবরে বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা
নাই। এই মহাপাতক নিবারণার্থ ভারতবর্ষের দক্ষিণ
খণ্ডে তুরি তুরি সভা সংস্থাপিত এবং অনেকানেক
পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বোম্বাই,
নীলগিরি, কোইম্বটর, সাগর, পুনা, বেলগাম, করাচি,
করঞ্জ প্রভৃতি বহুতর স্থানে এই প্রকার সভা সংস্থাপিত
হইয়াছে। ইতঃপূর্বে এরূপ সমাচার প্রাপ্ত হওয়া
গিয়াছিল, যে সিংহল দ্বীপে এরূপ একাদশ সমাজ
এবং পশ্চিম প্রদেশেও এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে।
আমরা এমন অধম ও অনুৎসাহী, যে এই সর্বশুদ্ধ-
সংহারক সর্ব-পাপ-প্রবর্তক মহাপাপ বিমোচনার্থে
তদনুরূপ কিছুমাত্র চেষ্টা করি না*। এতদেন্দীয়

* পূর্বে কতিপয় ইংরেজ এক্ষা হঠাৎ এখানে প্রবাসিনের
আতিশয়-নিবারণার্থে এক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন,
যে সভা কালক্রমে কালের হস্তে পতিত হইয়াছে। কিন্তু

কৃতবিদ্যা মদ্য-প্রিয় যুবক-সম্প্রদায়কে দিকার দিতে
 'হয়। তাঁহারা এই জঘন্য গরল গলাধঃকরণ পূর্বক
 পাপ-পন্থে দৃষ্টিত হইয়া অনপনের কলঙ্কে কলঙ্কিত
 হইতেছেন, এবং তদ্বারা আলেশের পাপ-প্রবাহ প্রবল
 করিয়া দুঃখ-পারাবার স্ফীত করিতেছেন। যে সমস্ত
 সভ্য জাতির দৃষ্টান্তানুগত হইয়া তাঁহারা এই মহাপাপে
 প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রধান প্রধান
 জ্ঞান-সম্পন্ন ধর্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সুরাপান
 রূপ পাপ-পিশাচকে অ অ দেশ হইতে বহিষ্কৃত
 করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। আমেরিকার বিবরণ
 পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। সুইডেন রাজ্যের বর্তমান
 রাজা ও তাঁহার পিতা এবং তদ্রূপ অন্ত অন্ত যাত্র ব্যক্তিরা
 সুরাপানের প্রতিপক্ষে বিশিষ্ট রূপে বিদ্রোহ প্রকাশ
 করিয়াছেন, এবং ইউরোপের অন্তঃপাতী অপরায়ণ
 অনেক স্থানে, বিশেষতঃ 'স্কটল্যান্ডের প্রায় প্রত্যেক
 প্রায়ে, তদর্থে সমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে।
 এক্ষণে এই সমুদায় সমাদরণীয় শুভ দৃষ্টান্তের অমুখ্যামী
 হওয়া কি এতদেন্দীষ মহিষ্ঠাশালী মহাশয়দিগের
 অভিপ্রেত উচিত নহে? তাঁহারা চির কালই কি পানদোষ

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, খ্রীষ্টান মিশনারিরা ও
 ভাবতবর্ষীয় সভাব সভ্যবা কোম্পানির চার্টার পরিবর্তন
 উপলক্ষে ইংলণ্ডে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন,
 তদ্বাধ্যে কোম্পানির মাদকব্যবস্যায়ে উৎসাহ-প্রদান-অনরা-
 করণার্থে প্রার্থনা কবিয়া সন্ধিবেচনা-সিদ্ধ কর্তব্য কবিয়াছেন।

রূপ কুৎসিত রীতির দাসাশ্রয় হইয়া মদ্যের প্রোত্বে, স্বদেশ প্রাণিত করিতে থাকিবেন? তাঁহাদের মধ্য অনেক যে এই প্রবল পাপের বশীভূত হইয়া লাম্পাট্য-দোষে লিপ্ত রহিয়াছেন, ইহা কাহার অবিস্মিত আছে? এই বিষ-পূর্ণ বিশ্বাস ফল কলিত হইবার নিমিত্ত কি তাঁহাদের বিজ্ঞানস্বপ্ন প্রগাঢ় যত্ন সহকারে রোপিত হইয়াছিল? পরম পুজনীয় জনক জননীরা কি এই নিমিত্তে স্নেহাতিবিক্ত চিত্তে সর্গ প্রযত্নে বিপুল অর্থ-ব্যয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানস্নেহে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁহারা তথা হইতে এক মহাপাতক অভ্যাস করিয়া আপনাকে ও আপন বংশকে অধর্ম-কুপে নিক্ষিপ্ত করিবেন এবং গতানুগতিক অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়া স্বকীয় দৃষ্টান্ত বলে তাহাদিগকে বিপথগামী করিবেন? তাঁহারা বিজ্ঞানলোক লাভ করিয়া সদসদ বিবেচনায সমর্থ হইয়াছেন। পানদোষে দোষী হইয়া আত্ম-শেষ ও ধর্ম-নাশ করিয়া তাঁহাদের পক্ষে লজ্জাকর ও হৃণাকর। এখনও যদি তাঁহাদের চৈতন্য হইয়া পরম কাকণিক পরবেশেরের শুভকর জাজ্ঞা-পরিণালনে যত্ন ও অধ্যাস হয়, তথাপি মঙ্গল। তথাপি তিনি ক্ষমা করিয়া রাখা করেন।

স্বরাপান বিষয়ে চিকিৎসকদিগের

ব্যবস্থা ।

পূর্বে লিখিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ইউরোপীয় চিকিৎসক স্বরাপানের প্রতিষেধপক্ষে যে পরম প্রক্টর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবে। *তদনুসারে এই স্থলে তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকটিত হইতেছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারল্যান্ড হিত দুইসহস্রাপেক্ষা অধিক ইউরোপীয় চিকিৎসক পশ্চাৎ লিখিত ব্যবস্থার স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন * ।

* "He (Dr. W. B. Carpenter) has the satisfaction of finding himself supported by the recorded opinion of a large body of his Professional brethren ; upwards of two thousand of whom in all grades and degrees—from the court physicians and leading metropolitan surgeons who are conversant with the wants of the upper ranks of society, to the humble country practitioner, who is familiar with the requirements of the artizan in his workshop and the labourer in the field,—have signed the following certificate"—Use and Abuse of Alcoholic Liquors, by W. B. Carpenter, Preface, p. XVIII.

২৬৬ সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা।

সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা।

"We the undersigned, are of opinion

"1 That a 'very large proportion of human misery, including poverty, disease, and crime, is induced by the use of Alcoholic or fermented liquors as beverages.

"2 That the most perfect health is compatible with total Abstinence from all such intoxicating beverages, whether in the form of ardent spirits or as wine, beer, ale, porter, cider, &c. &c.

"3. That persons accustomed to such drinks may with perfect safety, discontinue them entirely, either at once, or gradually after a short time

"4. That total and universal Abstinence from Alcoholic beverages of all sorts would greatly contribute to the health, the prosperity, the morality, and the happiness of the human race *"

* পূরোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্যার্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা গাইতেছে।

১—“ মদ্যপান অভ্যাস কবাত্তে, বহুব্যব বোগ, দারিদ্র্য, দুঃখ প্রভৃতি বিস্তর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়।

২—“ কোনপ্রকার মদ্য পান না করিয়া শরীর সম্পূর্ণরূপ সুস্থ রাখা যায় তাহার সন্দেহ নাই।

৩—“ যাহাদের মদ্যপান অভ্যাস আছে, তাঁহারা একেবারে অথবা ক্রমে ক্রমে, উহা পবিত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি ঘটে না।

৪—“ যাবতীয় মদ্য সর্বপ্রকার সুরাপানে বিবর্ত

শুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা । ২০৭

ভারতবর্ষস্থ ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকেরাও অনেকে এই ব্যবস্থায় সঙ্গতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম পশ্চাৎ প্রকৃতিত হইতেছে।

J Glen, Physician General, Bombay.

R. Wight, Inspector General of Hospitals.

J. Kinna, Deputy Inspector General, H. M.'s Hospitals, Bombay.

W. R. Barrington, L. L. D., Surgeon, 9th Regiment, N. I.

P W. Hockin, Surgeon, 23rd Regiment, N. I.

G Merrill, Surgeon.

T Harrison Staff Surgeon.

C. Morehead, M. D, Principal of the Grant Medical College.

J. C G Price, M. D, Surgeon, H. M.'s 8th King's Regiment.

A Montgomery, Surgeon, 1st Battalion Artillery.

Alex. Thom Surgeon, H. M.'s 89th Regt.

J P Malcolmson, Surgeon, Civil Staff Surgeon, Shukarpore.

D Davis, Resident Surgeon.

H. Pitman, Assistant Surgeon, 10th Regt. N. I.

C G Wiehe ; Assistant Surgeon.

D. P. Barry, Assistant Surgeon, H. M.'s 22nd Regiment.

হইলে, মানবর্গের স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য, ধর্ম ও অর্থের সর্বাধিক উন্নতি হইবে।”

২০৮ সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা

H Giraud, M D, Professor of Chemistry and Materia Medica in the Grant Medical College, Bombay.

J C Bathie, 6th Regiment, N I

T. F Young, Assistant Surgeon, N. G. Hospital, Hydrabad.

T. M. Ghatb, Assistant Surgeon, H m.'s 22nd Regiment

J Bean, Assistant Surgeon.

A Ramsay, M D

A Larkworthy, Surgeon

The following signatures to the preceding were added in Bombay, January 1852.

E. W Edwards, superintending Surgeon, P D.

W. Chambell, M. D. Superintendent Lunatic Asylum.

John Grant Nicolson, M D Assistant Surgeon, 2nd Scinde Horse.

John M Lennan, Physician General, Bombay.

Robert Haines, Acting Professor of Chemistry, Grant Medical College

A. H. Leith, M D Garrison Surgeon.

Henry J Carter, Assistant Civil Surgeon.

Rich. D. Peele, Oculist.

John Peet, Professor of Anatomy, Grant Medical College.

M. Stovell, Surgeon European General Hospital.

P. Gray, Surgeon, 2nd Battalion Artillery.

J. Yuill, M. D.

The following signatures to the preceding statement of opinions were obtained at Madras

R. Sladen, Physician General, Madras

D. Currie, surgeon General, Madras

G. Pearce, M. D. surgeon, and Secretary Medical Board, Madras.

D. Boyd, Inspector General of Hospitals, Madras.

R. Cole, surgeon, S. E. District of Madras

J. Richmond, Surgeon, N. W. District of Madras

G. Harding, Surgeon, Madras General Hospital, Superintendent Medical School, and professor of the Theory and Practice of Medicine.

W. G. Davidson, Surgeon, Black Town. District Madras

W. B. Thomson, Superintendent Eye Infirmary, Madras.

J. Sanderson, port and Marine Surgeon, Madras.

T. L. Bell, Assistant Surgeon, Madras.

T. Slack, M. D. Assistant Surgeon H. M. 8th Regiment, Madras.

F. W. Innes, M. D. Assistant Surg. H. M.'s Regt. Madras.

D. S. Young, F. R. C. S., Superintending Surgeon, Pres. Division, Madras.

J. Hichens, Assistant Surgeon, Chunar, 17th Regiment N. I., Madras.

W. Tweddell, Garrison Surgeon, Chunar.

২১০ সুবাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

A. Duncan, M. D., 5th Battalion Artillery.

W. Watson, Superintending Surgeon, Benares Division.

J. M. Brande, M. D. Surgeon, 21st Regiment N.I.

D. Bfotten, M. D. Civil Surgeon, Benares

M. F. Anderson, Assistant Surgeon, Madura.

J. Doig, Staff Surgeon, Belgaum.

J. Morrice, M. D. Surgeon, 2nd Bengal European Regiment, Loodiana.

F. Anderson, M. D. Assistant Surgeon, Horse Artillery, Loodiana

A. Colquhoun, Surgeon, 3rd Cavalry.

G. E. Brown, M. D. Surgeon Artillery.

———The Bombay Temperance Repository, N. I. and Use and Abuse of Alcoholic Liquors by W. B. Carpenter, Piccad.

“বোম্বে টেম্পেৰেন্স ৱিপজিটরি” নামক পুস্তকের প্রথম সংখ্যায় এইরূপ আৰ এক ব্যবস্থা প্রকটিত হই-
রাছে, তাহাও এই স্থলে প্রকাশ কৰা যাইতেছে ।

সুবাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

“An opinion handed down from rude and ignorant times and imbibed by Englishmen from their youth, has become very general, that the habitual use of some portion of Alcoholic drink, as of wine, beer or spirit, is beneficial to health, and even necessary for those subjected to habitual labour.

• “Anatomy, physiology, and the experience of

all ages and countries, when properly examined, must satisfy every mind well informed in Medical Science, that the above opinion is altogether erroneous. Man, in ordinary health like other animals, requires not any such stimulants, and cannot be benefitted by the *habitual* employment of any quantity of them, large or small, nor will they, during his life-time increase the aggregate amount of his labour. In whatever quantity they are employed, they will rather tend to diminish it.

“When he is in a state of temporary debility from illness or other causes, a temporary use of them, as of other stimulant medicines, may be desirable, but as soon as he is raised to his natural standard of health, a continuance of their use can do no good to him, even in the most moderate quantities, while larger quantities, (yet such as by many persons are thought moderate,) do sooner or later prove injurious to the human constitution, without any exception.

“It is my opinion that the above statement is substantially correct.”

* পূর্বোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্যার্থঃ বাক্সালা ভাষায় অত্র বাদ কবির প্রকাশ করা হইতেছে।

হংকাসে লোক অসত্য ও অশিক্ষিত ছিল, ভৎসালাবাদি এই পৰম্পরাগত মত চলিয়া আসিয়াছে, যে স্বদ্যপান ক্ষুভ্যাস করা শরীরের পক্ষে উপকারী, বিশেষতঃ বাতাদিগকে অহবহ পনিষ্কর কথিতে হইত। তাহাদের পক্ষে নিত্যই আবশ্যিক।

২১২ সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা :

Batty, Edward, M R. C. S. Lecturer on Midwifery at the Medical Royal Institution, Liverpool.

Baylis, C. O., Surgeon to the South Dispensary Liverpool.

এই দ্রুত এক্ষণে সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, এবং ইংবেলেনবা তরুণবয়সেই ইহা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

“ চিকিৎসাশাস্ত্রে যাহাদেব উত্তমরূপে সংস্কার করিয়াছে, তাঁহারা শাবীবন্ধন, শাবীববিধান, ও সবল কালে সকল মেধে এ বিষয়ের বেতন কমা ফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এই সমুদায় বীতিমত পর্যালোচনা করিব। দেখিলে পূর্বেক্ত মত নিত্য জ্ঞানমূলক বলিৎ নিশ্চয় করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও সহজ শরীরে একপাশে কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার আশঙ্ক্যকর হবে না, এবং অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, তাহা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিলে তাঁহা কিছুমাত্র উপকারও দর্শিবে না। আর তিনি মদ্যপানে বিবর্ত থাকিলে জীবনাবধি মোটে যত কষ্ট করিতে পারিবেন, তাহাতে রত থাকিলে, তদুপেক্ষা অধিক পারিবেন না এবং অসুখ হইবে।

“ বোগ অথবা অন্য কোন কারণে শরীর দুর্বল হইলে, অন্যান্য ঔষধ সেবনের ন্যায় কিছু দিন মদ্যপান ও বিহিত হইলে হইতে পারে। কিন্তু শরীর প্রকৃতিস্থ হইলে পুনর্বার যদি অত্যল্প মাত্রায়ও পান করা যায়, তথাপি কিছু মাত্র উপকার দর্শিবে না। আর অধিক মাত্রায় পান করিলে, সকলেরই শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। অনেকেরা অল্প মাত্রা জান করিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক অসম্ভব। ততমাত্রায় পান করিলে শীত বা বিন্দু শাবীবিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম হয়, তাহার সন্দেহ নাই।”

অুরাপানাবধয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা । ২১৫

Beaumont, Thomas, M R C S, Bradford.

Berly, Samuel M R C S. Surgeon, to the
town Infirmary, Birmingham.

Birbeck, George, M D.

Blundell, James, M D.

Brodie, Sir Benjamin C, Bart F R S, Serjeant
—Surgeon to the Queen, Surgeon to St. George's
Hospital, &c

Brookes, Benjamin, M. R. C S. Surgeon to
the But Lying-in Hospital.

Burrows, John, Esq., Liverpool.

Chambers, W. F, M D, F. R S, Physician to
the Queen, and the Queen Dowager, and to St.
George's Hospital

Chavasse, Thomas, M. R C. S St George's
Hospital, Birmingham.

Chowne, W. D, M. D. Lecturer on Midwifery
and Physician to Charing Cross Hospital,

Charlton, Joseph, M R C S Liverpool.

Clark, Sir James, Bart M D, F. R S, physician
to the Queen and the Queen's Household, &c.

Clutterbuck, J. B, Esqr

Conquest, J. T, M. D, Physician to the city
of London Lying-in Hospital.

Cooper, Bransby, M. R C S, F R S Lecturer
on Anatomy and Surgeon to Guy's Hospital.

Cooper, George L. M R C. S.

Dalrymple, J, M R C S Lecturer on surgery
Sydenham College.

২১৪ সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

Davies, Thomas, M D, Lecturer on Medicine, and Physician to the London Hospital.

Davies, John But M. D Liverpool.

Davies, David D, M D, Physician to the Duchess of Kent, and Professor of obstetric Medicine in University College.

Davis, J. Esqr.

Eyre, Sir James M. D.

Ferguson, Robert, M D, Physician to the Westminster Lying-in Hospital.

Fowke, Frederick, M. R. C. S.

Frampton, Algernon, M D. Physician to the London Hospital.

Gill, William, M. R. C. S. Surgeon, to the Northern Hospital, Liverpool.

Goldfry, J. J., M R. C. S Liverpool.

Grant, Klein, M. D., Professor of Therapeutics at the North London School of Medicine.

Granville, A. B, M. D, F R S, Physician Accoucheur to the Westminster General Dispensary.

Green, Thomas, M. R. C S., Surgeon to Town Infirmary, Birmingham.

Charles Butler, Esqr, Liverpool.

Hall, Marshall, M. D, F. R S L. and E. Lecturer on Medicine at Sydenham College, and consulting Physician to the Westminster General Dispensary

Hay, Alexander, Surgeon to the south Dispensary, Liverpool.

Hope, J., M D., F. R. S., Lecturer on Medicine

W Aldersgate Street School, and Assistant Physician to St. George's Hospital

Howship, John, M. R. C. S. Surgeon to Charing Cross Hospital

Ridghes, John, M. D., Liverpool

Jeffreys, Julius, Esqr. M. R. C. S.

Julius, G. C., M. D.

Julius, G. C. Jun. M. D.

Key, C. Aston, M. R. C. S. Lecturer on surgery and Surgeon to Guy's Hospital.

Knight, Arnold James, M. D., Sheffield.

Ledsman, J. J., M. R. C. S., Surgeon to the Eye Infirmary, Birmingham.

Lee, Robert, M. D., F. R. S., Lecturer on Midwifery at Kinnerton Street Medical School, and Physician to the British Lying-in Hospital.

Lewis, William, Esqr., Manchester.

Long, David M., Surgeon to the South Dispensary, Liverpool.

Lymm, W. B., Esq., Surgeon to the Westminster Hospital

Macilwain, George, M. R. C. S. Surgeon to the Finchbury Dispensary.

Mackenzie, J. D., M. D., Physician to the Liverpool Infirmary, Lock Hospital.

Macrorie, D., M. D., Physician to the Hospital, Liverpool.

Mamfold, J., M. R. C. S., Liverpool.

Matterson, William, M. R. C. S., York

২১৬ সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

Matterson, William, Jun., M. R. C. S. York

Mayo, Herbert, M. R. C. S., F. R. S., Surgeon to the Middlesex Hospital.

Nelson, John Barritt, A. B., M. B. F. C. P. S. &c. Birmingham.

Marriman, Samuel, M. D., Physician Accoucheur, to the Westminster General Dispensary

Middlemore, Richard, M. R. C. S. Surgeon to the Eye Infirmary Birmingham.

Morgan, John, M. R. C. S. Lecturer on Surgery &c and Surgeon to Guy's Hospital

Morley, George, M. R. C. S., Lecturer to the Leeds School of Medicine

Nightingale, Robert, S., M. R. C. S., Surgeon to the Eastern Dispensary, Liverpool.

Parkin, John, M. R. C. S.

Partridge, Richard, M. R. C. S., F. R. S., Professor of Anatomy at King's College, and Surgeon to Charing Cross Hospital.

Pinching, R. L., M. R. C. S., D.

Quain, Richard, M. R. C. S., Professor of Anatomy at the London University, and Surgeon to the North London Hospital.

Reid, James, M. D.

Roots, H. S., M. D., Physician to St. Thomas's Hospital.

Roupell, G. L. M. D., Lecturer on Materia Medica, and Physician to St. Bartholomew's Hospital,

Scott, John, M. D.

Stanley, Edward, Esq, M R C S, F R S, professor of Anatomy, and Surgeon to St. Bartholomew's Hospital.

Teale, T. P, M. R. C S., F. R C S, F. S. S., Surgeon to the Leeds General Infirmary.

Teale, Joseph, M. R. C. S Leeds.

Thompson, Anthony Dodd, M D, F. L. S. Lecturer on Materia Medica and Physician to the London University.

Thompson, Henry, U., M D.

Toulmin, Frederick, Surgeon, Clapton,

Travers, Benjamin, M. R C. S, F. R S, Surgeon Extraord to the Queen, and Surgeon and Lecturer on Surgery to St Thomas's Hospital.

Ure Andrew M D, Lecturer on Chemistry at the North London School of Medicine.

Vaux, George, M. D, Birmingham.

Walker, W., M D

The following testimony to the truth of the preceding declaration was in 1845, given in Bombay.—

“ It is my opinion that the above statement is substantially correct ”

H. Franklin, Deputy Inspector General of Her Majesty's Hospitals

J. Robertson, Surgeon.

M. J. Kays, M D

Thomas Robson, Surgeon 2 Batt Artillery.

John M. Lenman, Civil Surgeon.

A. Graham, Surgeon, European General Hospital.

‘ ২১৮ সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা ।

M Stovell, Surgeon

C Morehend, M D, Surgeon, Native General Hospital

A. H. Leith, Surgeon.

The following testimony was given to the truth of the above declaration by medical gentlemen at Maulmain —

“ It is my opinion that the above statement is substantially correct ”

James C Coleman, M D, Staff Surgeon, T P.

D Richardson, Civil Surgeon

F S Mathews, Surgeon 52nd N I

Henry Carnegie, Assistant Surgeon in Medical Charge, Artillery

Robert Hicks, Assistant Surgeon, 17th Regt.

J Tait, Assistant Surgeon, Local Corps.

C N. English, M D, Assistant Surgeon, 8th Regiment

Mathew Kane M B, Assistant Surgeon

James Reid, Assistant Surgeon, Madras Army.

Similar testimonies have been subscribed by thousands of the first medical authorities of Europe and America



সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়েৰ, ইংবেজী অৰ্থ ।



ঐধিবেদন...	Polygamy
কিণ্ডনিবাস ...	Lunatic Asylum
জাভা ...	Idiotism.
পদার্থবিদ্যা ...	Natural Philosophy.
পৰিমিতি . .	Faculty of size, or power of taking cognizance of size, length, breadth, height &c.
পাৰ্শ্বশালা	Hotel.
মনোবিজ্ঞান . .	Mental Philosophy. /
রূপদার্থ . .	Elements. /
লোকসাত্ৰাৰিধান ...	Political Economy. •
বংশমৰ্যাদা ...	Hereditary distinction of rank.
কৃণিজাবিষয়ক স্বতন্ত্ৰতা	Freedom of trade. /
বাষ্পীয়রথ ...	Steam-carriage.
শিল্পযন্ত্ৰ ...	Machine.
সাধাৰণতন্ত্ৰ ...	Republic /
সামাজিক নিয়ম ...	Social laws.
মস্তকবিবেক ...	Phrenology

